রোড টু হায়ার স্টাডি

Road to Higher Study

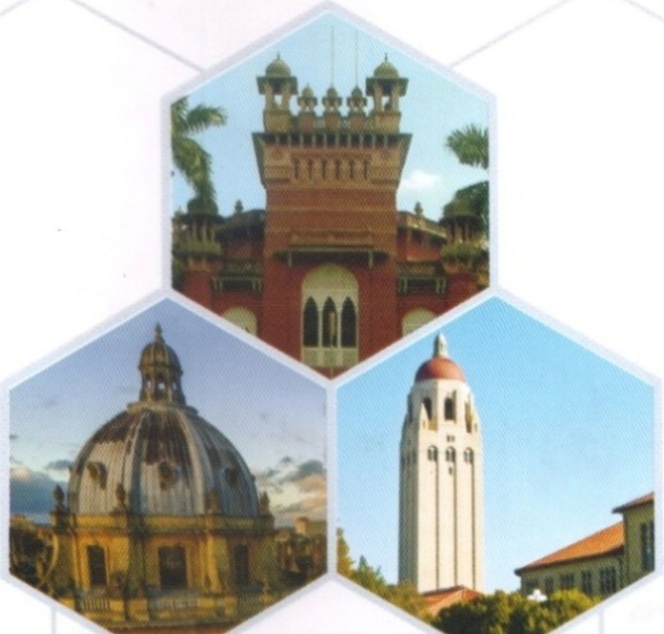

মুনলাইট পাবলিকেশন

রোড টু হায়ার স্টাডি

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

রোড টু হায়ার স্টাডি

মুনলাইট পাবলিকেশন

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

আতিকুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী

আল মামুন রাসেল

হাবিবুর রহমান

মোহাম্মদ নূরুল হুদা হাবিব

আব্দুর রহমান

মিজানুর রহমান

আবু বকর বিপ্লব

আব্দুল্লাহ আল মামুন

আশিকুর রহমান

শফিকুর রহমান

সাদ বিন ইসলাম

আব্বাস নোমান

আবু ছালেহ মামুন

এনামুল হক মনি

আওলাদ মুন্সী

মোহাম্মদ আরাফাত হোসাইন

মুনলাইট পাবলিকেশন

www.bjilibrary.com

সম্পাদনা

প্রকাশনায়	: মুনলাইট পাবলিকেশন
প্রকাশকাল	: জানুয়ারি, ২০১৯
ডিজাইন	: মোজাম্মেল হক মজুমদার
মূল্য	: ৫০০ টাকা মাত্র
ISBN	: 978-984-34-5847-6

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

১. সম্পাদকীয় ১১
২. উচ্চশিক্ষা এবং এর প্রয়োজনীয় বিষয় ১৩
৩. উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ২২
ক. ইংরেজিতে দক্ষতা
আইইএলটিএস (IELTS) এর বিস্তারিত ২৩
জিআরই (GRE) এর বিস্তারিত ৩১
টোফেল (TOFEL) এর বিস্তারিত ৩৫
স্যাট (SAT) এর বিস্তারিত ৩৭
জিম্যাট (GMAT) এর বিস্তারিত ৩৯

খ. মোটিভেশন (Motivation) লেটার এর নিয়ম ৪৩
গ. রিকমেন্ডেশন (Recommendation) লেটার এর নিয়ম ৪৭
ঘ. পাবলিকেশন (Publication) এর নিয়ম ৫৫
ঙ. প্রফেসরকে ই-মেইল (E-mail) করার নিয়ম ৬৫
চ. স্টুডেন্ট ভিসা:
১. ভিসার ধরন এবং ধারণা ৭১
২. ভিসা ইন্টারভিউ (VISA Interview) নিয়ম ৭৫
৪. বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্কলারশিপ ও অভিজ্ঞতা: ৭৯
ক. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্কলারশিপ ৮০
খ. ইউরোপে উচ্চশিক্ষায় ইরাসমুস মুন্ডুস শিক্ষাবৃত্তি ৮৪
গ. DAAD Scholarship প্রস্তুতি ও কিছু কথা ৮৫
ঙ. মনবুকাগাকাশো বৃত্তি ৮৬
৫. পিএইচডি (PhD) অভিজ্ঞতা ৮৭
৬. বিভিন্ন দেশের উচ্চশিক্ষার তথ্য
এশিয়া মহাদেশ :
১. বাংলাদেশ: ৯৬
ক. বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ৯৬
খ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ ১১৩
২. ভারত:
ক. দেশ পরিচিতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ১১৭
খ. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ১২৪
গ. সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা ১২৬

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

৩. চীন

ক. দেশ পরিচিতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ১২৮

খ. চীনে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ ১৪০

৪. জাপান

ক. দেশ পরিচিতি ১৪২

খ. জাপানে উচ্চশিক্ষা ১৪৮

গ. জাপানে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা-১ ১৫১

ঘ. জাপানে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা-২ ১৫৫

৫. তুরস্ক

ক. দেশ পরিচিতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ১৫৭

খ. তুরস্কে অনার্সে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ১৬৩

গ. তুরস্কে উচ্চশিক্ষা : উন্নত ক্যারিয়ার ১৬৫

৬. মালয়েশিয়া

ক. দেশ পরিচিতি ১৭২

খ. মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষা ১৭৩

গ. মালয়েশিয়া: বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সহজ গন্তব্য ১৭৭

৭. ইন্দোনেশিয়া: উচ্চশিক্ষা ১৮০

৮. কোরিয়া : উচ্চশিক্ষা ১৮৩

৯. সিঙ্গাপুর : উচ্চশিক্ষা ১৮৫

১০. থাইল্যান্ড : উচ্চশিক্ষা ১৮৭

১১. ইরান : ইরানে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ ১৯০

১২. সৌদি আরব : : উচ্চশিক্ষা ১৯৩

১৩. হংকং : উচ্চশিক্ষা ১৯৯

১৪. তাইওয়ান: উচ্চশিক্ষা ২০৩

১৫. শ্রীলংকা: উচ্চশিক্ষা ২১০

ইউরোপ মহাদেশ :

১. ইংল্যান্ড

ক. দেশ পরিচিতি ২১৩

খ. ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা ও স্কলারশিপ ২১৬

২. জার্মানি

ক. দেশ পরিচিতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ২২২

খ. উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে গন্তব্য জার্মানি ২২৯

গ. জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার আদ্যোপান্ত ২৩৪

ঘ. জার্মানে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি ২৩৯

www.bjilibrary.com

৩. ডেনমার্ক: উচ্চশিক্ষা ২৪১
৪. সুইডেন: উচ্চশিক্ষা ও স্কলারশিপ ২৪৮
৫. নেদারল্যান্ডস
ক. দেশ পরিচিতি ২৫১
খ. উচ্চশিক্ষা ২৫৪
৬. আয়ারল্যান্ড: উচ্চশিক্ষা ২৫৪
৭. ফিনল্যান্ড: উচ্চশিক্ষা ২৫৮
৮. চেক প্রজাতন্ত্র: উচ্চশিক্ষা ২৬৪
৯. রোমানিয়া: উচ্চশিক্ষা ২৬৮
আমেরিকা মহাদেশ :
১. আমেরিকা
ক. দেশ পরিচিতি ২৭৪
খ. উচ্চশিক্ষা ২৮০
গ. প্রকৌশল অঙ্গনে উচ্চশিক্ষা: প্রেক্ষিত USA ২৮৫
২. কানাডা
ক. দেশ পরিচিতি ২৯৪
খ. উচ্চশিক্ষা ও স্কলারশিপ ২৯৫
গ. উচ্চশিক্ষার খোঁজে স্বপ্নের দেশ কানাডায় ৩০১
ঘ. Canada is the best for higher study ৩০৫
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ :
১. অস্ট্রেলিয়া
ক. দেশ পরিচিতি ৩১১
খ. উচ্চশিক্ষা ৩১২
গ. অস্ট্রেলিয়ায় লেখাপড়া : বাংলাদেশের চেয়েও সহজ ৩১৬
ঘ. অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডির স্কলারশিপ ৩২২
২. নিউজিল্যান্ড : উচ্চশিক্ষা ৩২৪
আফ্রিকা মহাদেশ :
মিসর: আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ৩২৮
৭. ব্যারিস্টার (Barrister at law) হওয়ার চ্যালেঞ্জিং পথ ৩৩৩
৮. বিদেশে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত ওয়েব গাইড ৩৩৬
৯. বিভিন্ন দেশের সরকারি স্কলারশিপের ওয়েব লিঙ্ক ৩৩৯
১০. সায়ার ফটো গ্যালারি ৩৪২

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সম্পাদকীয়

তথ্য-প্রযুক্তি এবং বিশ্বায়নের কল্যাণে পৃথিবী যখন হাতের মুঠোয়, স্বপ্নের সীমানা তখন মহাশূন্য ছাড়িয়ে যায়। সেই সাত রঙা স্বপ্নগুলো তখন অমাবস্যার অন্ধকারেও দীপ্তমান থাকে। আজকের স্বপ্নই আগামী দিনের পথ চলার প্রেরণা। সেই স্বপ্নের অমিয় সুধায় রয়েছে বেঁচে থাকার সার্থকতা। তাই স্বদেশের সীমানা পেরিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ এখন মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। উন্নত দেশে পড়াশুনা এবং সেখানকার সংস্কৃতির সাথে পরিচয় একজন শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ারে নিয়ে আসে বৈচিত্র্য এবং নতুন মাত্রা। উন্নত বিশ্বের আদলে ক্যারিয়ার গড়তে কাঙ্ক্ষিত দেশে পাড়ি জমানোর কোন বিকল্প নেই। দেশের লেখাপড়ার গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের ইচ্ছা কম-বেশি সব শিক্ষার্থীরই থাকে। সেই কাঙ্ক্ষিত সোনালি সোপানে দাঁড়িয়ে সবাই প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির সমীকরণ মেলাতে চায়। সেই সমীকরণ কারো জন্য হয় সরল আবার কারো জন্য বক্র। অদম্য ইচ্ছা আর একটু সাহসিকতাই পারে সেই বক্রতাকে সরলে পরিণত করতে।

উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে সবাই উন্নত দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ ক্যাম্পাসে নিজের অবস্থান জানান দিতে চায়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক হওয়ায় সেই স্বপ্ন এবং সম্ভাবনাকে ঘিরে রাখে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ভালো সিজিপিএ অন্যতম কিছু প্রতিবন্ধকতা। তবুও এই বন্ধুর পথ মাড়িয়ে, মেধাবীদের ভিড়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, হাজারো শিক্ষার্থী স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর ডিগ্রির জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

উন্নত দেশসমূহ Talent Hunting এর অংশ হিসেবে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশের মেধাবীদের পেছনে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করে থাকে। তারা Scholarship এর মাধ্যমে এসব দেশের শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে। যেটা আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণে একটি সুবর্ণ সুযোগ। আমাদের শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব হচ্ছে কিছু বাস্তব পদক্ষেপের

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে সেই সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করেই সামনে এগুতে হবে। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ইউনিভার্সিটি সিলেকশন, অ্যাপ্লিকেশন, ফান্ড ম্যানেজিং, ভিসা প্রসেসিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা জটিলতা, ভোগান্তি এবং অনেক সময় প্রতারণারও শিকার হতে হয়। আবার দেখা যায় প্রয়োজনীয় তথ্য এবং যথাযথ গাইডলাইনের অভাবে সব পরিশ্রমই পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়।

উপরোক্ত সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক যুবসংগঠন South Asian Youth Association (SAYA) মেধাবীদের উচ্চশিক্ষার পথকে সুগম করতে 'বিদেশে উচ্চশিক্ষার গাইডলাইন' হিসেবে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। বইটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কলারশিপের বিবরণ এবং সেই দেশে গমনের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংবলিত একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এখানে বহিঃবিশ্বে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের করণীয় এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যাবে। এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন, তাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে যাদের লেখা আর্টিকেল এই সংকলনে স্থান পেয়েছে, তাদের এই অবদান জাতীয় উন্নয়নের অংশ হয়ে থাকবে। সর্বোপরি, শিক্ষার্থীর উন্নয়নই, জাতীয় উন্নয়ন। সেই উন্নয়নে অংশীদার হওয়াতেই আমাদের এই প্রচেষ্টার সার্থকতা।

আতিকুর রহমান
০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

www.bjilibrary.com

উচ্চশিক্ষা এবং এর প্রয়োজনীয় বিষয়

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য 'অর্থ' ও 'মেধা' দুটোই দরকার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির যোগ্যতা এবং কাঙ্ক্ষিত দেশে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক সামর্থ্য আছে কি না। যদি থাকে, তাহলেই কেবল বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে। সে ক্ষেত্রে পড়াশোনা ও টিকিট খরচ না লাগলেও থাকা-খাওয়া আনুষঙ্গিক খরচ হতে পারে। বৃত্তি নিয়ে যাবেন, নাকি নিজ খরচে যাবেন তা নিশ্চিত হয়েই পরবর্তী পদক্ষেপ নিন। অবশ্য ভর্তির পরও বৃত্তি, ফান্ড থেকে আর্থিক সুবিধা কিংবা ফি মওকুফের সুযোগ আছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাইলে বিদেশি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে শিক্ষাঋণও নিতে পারে। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ ব্যাচেলর/স্নাতক কোর্সে ভর্তি হতে হলে এইচএসসি/সমমান অথবা এ-লেভেল পরীক্ষায় পাস হতে হবে। মোটামুটি ভালো পয়েন্ট থাকলেই আবেদন করা যায়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে যে বিষয়ের জন্য আবেদন করা হয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে-এমন বিষয়ে ভালো পয়েন্ট থাকার শর্তও থাকে। অনেকে স্টুডেন্ট ভিসায় বিদেশে গেলেও আসল উদ্দেশ্য থাকে ডলার কামানো। পড়াশোনা বাদ দিয়ে শুধু কাজ নিয়ে থাকলে ভিসা জটিলতায় পড়তে হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি অনেক দেশেই বৈধভাবে খণ্ডকালীন বা পার্ট-টাইম (সপ্তাহে ২০ ঘন্টা) কাজ করা যায়।

উচ্চশিক্ষায় যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে

(১) পড়ার বিষয় : লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোন ধরনের পেশা আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত তা খুঁজে বের করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পেশাগত সফলতা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সেই পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পড়ার বিষয় নির্বাচন করাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তাই বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আপনাকে এমন একটি কোর্স বা বিষয় বেছে নিতে হবে যা আপনার ভবিষ্যৎ পেশাগত দক্ষতার জন্য যথাযথ হবে।

(২) দেশ নির্বাচন : উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে পড়াশোনার জন্য দেশ নির্বাচন অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সকল দেশে পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধা, খরচ, নিয়ম-কানুন এক রকম নয়। যেমন- কোনো দেশে টিউশন ফি বেশি, কোনো দেশে কম, কোথাও আবার টিউশন ফি আদৌ লাগে না আবার কোনো দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই মানের কোর্সের মেয়াদ কম, কোনো দেশে আবার বেশি। কোথাও পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম জব করা যায়, কোথাও পার্ট টাইম জব হয়তো পাওয়াই যায় না, আবার কোথাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোনো দেশে সহজেই স্কলারশিপ পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো দেশে

www.bjilibrary.com

স্কলারশিপ পাওয়া বেশ কঠিন। কোনো দেশের আবহাওয়া আপনার জন্য খুবই বিরূপ, আবার কোনো দেশের আবহাওয়া স্বাস্থ্যকরসহ এ সব দিক খেয়াল রাখা জরুরি।

(৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন : দেশ নির্বাচনের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আপনাকে সচেতন হতে হবে। কারণ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধা সমান নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনে যেসব বিষয়কে গুরুত্ব দেবেন সেগুলো হলো-

(ক) ওই প্রতিষ্ঠানে আপনার পছন্দকৃত বিষয় আছে কি না (খ) পড়াশোনার মান কেমন (গ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন (ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান কোথায় (ঙ) লেখাপড়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয় কত এবং পরিশোধের পদ্ধতি কেমন (চ) স্কলারশিপ সুবিধা বা আর্থিক সহায়তার সম্ভাবনা আছে কি না (ছ) আবাসন ব্যবস্থা (জ) ভর্তির যোগ্যতা ইত্যাদি।

(৪) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত : বিদেশে পড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে প্রথমেই অ্যাকাডেমিক কাগজপত্রসহ যাবতীয় ডকুমেন্টস প্রস্তুত করার ব্যাপারে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সকল কাগজপত্র ইংরেজি ভাষায় হতে হবে। ইদানীং অবশ্য বোর্ড বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই শিক্ষার্থীদের সনদপত্রগুলো ও নম্বরপত্রগুলো ইংরেজিতে প্রদান করা হচ্ছে। তবে যেসব কাগজপত্র ইংরেজিতে করা নেই সেসব অনুবাদ করিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে দু ভাবে অনুবাদ করা যায়। বোর্ডে একটি নির্দিষ্ট ফরম পূরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিয়ে শিক্ষা বোর্ড থেকে সনদপত্র ও নম্বরপত্রের অনুবাদ কপি তোলা যায়। তবে পূর্বের মূল কপি বোর্ড কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হবে। এটাই হচ্ছে সনদপত্র ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের উত্তম পদ্ধতি। তবে এতে একটু সময় বেশি লাগে বলে আপনি ইচ্ছে করলে নোটারি পাবলিক থেকেও অনুবাদ করাতে পারেন। এক্ষেত্রে পূর্বের মূলকপি এবং অনুবাদকৃত কপি এক সাথে রাখতে হয়। উল্লেখ্য, ছবি এবং প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রের ফটোকপি অবশ্যই সত্যায়িত করে নিতে হবে। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ শাখা থেকে সকল কাগজপত্রের মূল কপি দেখানো সাপেক্ষে বিনামূল্যে সত্যায়িত করা যায়। এছাড়া নোটারি পাবলিক থেকেও সত্যায়িত করা যায়।

আবেদনপত্র আপনার পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছালে তারা ভর্তির আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস পাঠিয়ে দেবে। এতে সাধারণত ২/৩ সপ্তাহ সময় লাগে। তবে অনেক ক্ষেত্রে ই-মেইল ঠিকানা দিলে সেখানেও আবেদন ফরম পাঠাতে পারে। আবার কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইটে আবেদন ফরম দিয়ে রাখে। ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। এরপর আবেদন ফরমটি প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দিয়ে নির্ভুলভাবে পূরণ করে প্রসপেক্টাসের নির্দেশনানুসারে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র ও আবেদন ফি/ ব্যাংক ড্রাফট কোনো আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস বা রাষ্ট্রীয় ডাকের মাধ্যমে নির্দেশিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

www.bjilibrary.com

উল্লেখ্য, আবেদন ফি অফেরতযোগ্য।

(৫) আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্তি :

১। সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্র : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব সকল সনদপত্র ও নম্বরপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং সাবেক বা বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশপত্র।

২। ভাষাগত দক্ষতার প্রমাণপত্র : নির্বাচিত দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্তানুযায়ী যে ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে সে ভাষায় দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ ভাষা শিক্ষা কোর্সের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

৩। আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণপত্র : যিনি আপনার বিদেশে পড়াশোনাকালীন যাবতীয় খরচ বহন করবেন তার অঙ্গীকারপত্র, তার আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণস্বরূপ ব্যাংক গ্যারান্টিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংগ্রহে রাখবেন। উল্লেখ্য, নিজ খরচে পড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণস্বরূপ স্পন্সরের নামে দেশভেদে বিভিন্ন অঙ্কের ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট এবং অনেক ক্ষেত্রে এ সলভেন্সি সার্টিফিকেট এর বৈধতার পক্ষে বিগত ৬ মাসের ব্যাংক লেনদেন রিপোর্টের সত্যায়িত কপি পাঠাতে হয়।

৪। আবেদন ফি-এর ব্যাংক ড্রাফট : দেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেদে আবেদন ফি বাবদ ৭০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট পাঠাতে হয়। বর্তমানে অনলাইনে আবেদন ফি পাঠানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৬। **ভর্তির অনুমতিপত্র পাওয়ার পর করণীয় :** ভর্তির অনুমতিপত্র বা অফার লেটার পাওয়ার পর সাধারণত অফার লেটারে বা প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত টিউশন ফি' র সমপরিমাণ অর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে যা ভিসা ইন্টার-ভিউয়ের সময় দূতাবাসে দেখাতে হয় এবং ভিসা পেলে পরবর্তীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে। কিন্তু টিউশন ফি বা এ রকম বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যাংক ড্রাফট করতে হলে ব্যাংকে নিজের নামে একটি স্টুডেন্ট ফাইল চালু করতে হবে এবং সেখান থেকেই বিদেশে পড়াশোনাকালীন সকল আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করা যাবে। ব্যাংকে স্টুডেন্ট ফাইল খোলার জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র লাগে সেগুলো হলো:

১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসপেক্টাস বা ভর্তির প্রমাণপত্র বা ভর্তি ফরম। ২) পাসপোর্ট। ৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র। ৪) পুলিশ ছাড়পত্র এবং ৫) ছবি। সকল কাগজপত্রের ১ কপি করে সত্যায়িত ফটোকপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিময় শাখাগুলোতে স্টুডেন্ট ফাইল খোলার জন্য আলাদা শাখা রয়েছে।

(৭) ভিসা প্রসেসিং : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর তাদের পাঠানো অফার লেটার বা ভর্তির অনুমতিপত্রে উল্লিখিত ডেডলাইনের মধ্যেই আপনাকে পৌঁছাতে হবে। অন্যথায় ভর্তি বাতিল হবে। তাই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে আপনাকে সে দেশের ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন দেশের ভিসা প্রসেসিং-এ কিছুটা পার্থক্য

www.bjilibrary.com

থাকলেও নিয়মগুলো প্রায় একই রকম। কোনো দেশের ভিসা পেতে হলে প্রথমে সে দেশে ভিসার আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ভিসার আবেদনপত্র সরবরাহ করে থাকে। তা না হলে বাংলাদেশে অবস্থানরত ওই দেশের দূতাবাস থেকে ভিসার আবেদনপত্র সংগ্রহ করে সঠিক তথ্য দিয়ে নির্ভুলভাবে পূরণের পর প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ দূতাবাসে জমা দিতে হবে এবং নির্দিষ্ট দিনে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। ভিসার জন্য সাধারণত যে সব কাগজপত্র লাগে-

১। শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্র : সনদপত্র, নম্বরপত্র, প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপিসহ মূলকপি।

২। পাসপোর্ট : পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে ১ বছর থাকতে হবে এবং পেশা, জন্ম তারিখ ও অন্যান্য সকল তথ্যের সাথে শিক্ষাগত কাগজপত্রের মিল থাকতে হবে।

৩। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রমাণপত্র বা অফার লেটার।

৪। আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণপত্র : যে দেশে যাবেন সে দেশে থাকা, খাওয়া, পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহের আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণপত্র।

৫। ছবি : সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে, পরিষ্কার রুচিশীল পোশাকে তোলা স্মার্ট ও স্পষ্ট ছবি হলে ভালো হয় এবং ছবি রঙিন হওয়াই উত্তম।

৬। টিউশন ফি'র ব্যাংক ড্রাফট

৭। ভাষাগত দক্ষতার প্রমাণপত্র

৮। পুলিশ ছাড়পত্র : পুলিশ ছাড়পত্রের জন্য নিজ নিজ থানায় যোগাযোগ করে একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে এটি সংগ্রহ করা যায়।

দেশ ছাড়ার পূর্বে আপনার পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি যথাযথ অবস্থায় রয়েছে কি না দেখে নেবেন। বিদেশে অবস্থানের সময় এই কাগজপত্র আপনাকে অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। আপনি কোন পথে বিদেশ যেতে চান তা নির্ধারণ করার সময়ও অনেকগুলো বিকল্প পথ নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে। বিমানযোগে ভ্রমণ করতে চাইলে খোঁজ নিয়ে নিন অনেক এয়ারলাইন্সে ছাত্রদের জন্য কিছু বাড়তি সুবিধা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স ছাত্রদের জন্য ডিসকাউন্ট রেটে টিকিট দিয়ে থাকে। আপনি নির্ধারিত দিনের টিকেটটি যদি বেশ ক'মাস আগে ক্রয় করতে পারেন তবে এক্ষেত্রে অনেক এয়ারলাইন্সে ছাড় পাবেন। বিদেশে গিয়ে কোথায় থাকবেন এবং আপনার আবাসনের বিষয়টি কেমন হবে সে সম্পর্কেও যথাযথভাবে খোঁজ খবর নিন। স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক ইস্যুগুলো সম্পর্কে জানুন।

বিদেশে থাকার সময় কিভাবে আপনার পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখবেন- টেলিফোন, ডাক, ই-মেইল ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত কি না বা তার জন্য আপনার কত খরচ হবে এ সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করুন। সর্বোপরি, আপনি যে দেশে যাচ্ছেন তার ইতিহাস, রীতিনীতি, আইনকানুন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব জেনে নিন। এসব বিষয় জানা থাকলে সে দেশে অবস্থান এবং

www.bjilibrary.com

পড়াশোনা আপনার জন্য সহজসাধ্য হবে।

(৮) ক্রেডিট ট্রান্সফার : মনে করুন, আপনি দেশেরই কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিষয় নিয়ে কিছু দিন পড়াশোনা করেছেন বা করছেন, কিন্তু এখন আপনি ওই বিষয়ে বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চান সেক্ষেত্রে দেশে সম্পন্নকৃত কোর্সের ক্রেডিটসমূহ গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট এক্সামিনেশন দাবি করতে পারেন। আপনার কৃত কোর্সের জন্য কতটুকু ক্রেডিট পাবেন তা নির্ধারণ করবে ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আপনাকে কাগজপত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনার কৃত কোর্স স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা এবং এই বিষয়সমূহ বিদেশের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত বিষয়েরই অনুরূপ। ক্রেডিট ট্রান্সফারের জন্য যেসব সনদ ও কাগজপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপনার কাছে চাইতে পারে সেগুলো হলো-

অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রত্যয়নপত্র।

কোর্সের আউট লাইন এবং পাঠ্যতালিকা।

কোর্স লেভেল সম্পর্কিত তথ্যাদি।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষদ কর্তৃক সুপারিশমালা।

কোর্স অ্যাসেসমেন্টের পদ্ধতি (পরীক্ষা, রচনা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি)।

গ্রেডিং সিস্টেম সংক্রান্ত তথ্য।

কোর্সের মেয়াদ, লেকচার-ঘণ্টা, ল্যাবরেটরিতে কাজের ঘণ্টা, ফিল্ডওয়ার্ক ইত্যাদি।

(৯) যে দেশে যাবেন সে দেশের ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস : যখন আপনি সংশ্লিষ্ট দেশের বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তখন আপনার সে দেশে গমনের উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ইমিগ্রেশন অফিসার আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, স্বাস্থ্য ও ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন। তারপর তারা সে দেশে ঢোকার জন্য আপনাকে অনুমতি দেবেন। ওই দেশের নিয়ম অনুসারে ইমিগ্রেশনের আইনকানুন ও পদ্ধতি দ্রুত অথবা সময়সাপেক্ষ হতে পারে। দীর্ঘ সময়ের বিমান ভ্রমণের পরে ইমিগ্রেশনের দীর্ঘ ও ক্লান্তির পদ্ধতি আপনার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ধৈর্য ধরে এবং নম্রভাবে ইমিগ্রেশন অফিসারের সকল প্রশ্নের উত্তর দিন। ইমিগ্রেশনের পরে আসবে কাস্টমস। কী কী জিনিস আপনি বহন করছেন তার একটি তালিকা আপনাকে কাগজে লিখতে হতে পারে। এখানেও সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর নম্রভাবে দিন। কাস্টমস অফিসার প্রয়োজনে আপনার ব্যাগ চেক করতে পারবেন। সুতরাং তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করুন।

ওরিয়েন্টেশন: বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌঁছার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাধারণত একটি ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করে। ওরিয়েন্টেশনে কোর্স সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং দিকনির্দেশনা দেয়া হয়।

www.bjilibrary.com

(১০) কোর্স, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশ নির্বাচন : আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ ব্যাচেলর/ স্নাতক (অনার্স/সম্মান) কোর্সে বিদেশে ভর্তির জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যাই তুলনামূলক বেশি। পোস্টগ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ মাস্টার্স পর্যায়ের কোর্সে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম না। কেউ কেউ গবেষণার জন্য অর্থাৎ পিএইচডি/ ডক্টরেট করতে বিদেশে যান। ব্যাচেলর কোর্সের আগে ডিপ্লোমা কোর্সেও ভর্তি হতে চান অনেকে।

কোর্সগুলোর মেয়াদঃ ডিপ্লোমা ১ থেকে ২ বছর, আন্ডারগ্র্যাজুয়েট-সাধারণত ৪ বছর, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ১ থেকে ২ বছর, পিএইচডি/ ডক্টরেট ডিগ্রি ২ থেকে ৩ বছর। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানসম্মত বা অন্তত পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াই ভালো। চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে ভর্তি হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মনে রাখবেন-বিদেশে চাহিদা আছে এমন বিষয়ের চাহিদা আমাদের দেশে নাও থাকতে পারে। মানসম্মত পড়াশোনা, টিউশন ফি তুলনামূলক কম এমন বিশ্ববিদ্যা-লয় বাছাই করাই ভালো। শিল্পসমৃদ্ধ কিংবা জনবহুল শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে শিক্ষার্থীর পড়াশোনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন কাজ করে তুলনামূলক বেশি আয় করতে পারবে। উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে স্থিতিশীল এবং জাতিগতভাবে সহনশীল দেশকেই বাছাই করা উচিত।

গার্ডিয়ান পত্রিকার পরিসংখ্যান (২০১৪) অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী পাড়ি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক থেকে প্রথম সারির ১০টি দেশ-

দেশের নাম	বিদেশি শিক্ষার্থী সংখ্যা
যুক্তরাষ্ট্র	৭৪০৪৮২
যুক্তরাজ্য	৪২৭৬৮৬
ফ্রান্স	২৭১৩৯৯
অস্ট্রেলিয়া	২৪৯৫৮৮
জার্মানি	২০৬৯৮৬
রাশিয়া	১৭৩৬২৭
জাপান	১৫০৬১৭
কানাডা	১২০৯৬০
চীন	৮৮৯৭৯
ইতালি	৭৭৭৩২

www.bjilibrary.com

(১১) বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ভিসা তথ্য : কোথায় কেমন খরচ হয় পার্টটাইম চাকরির সুযোগ কতটুকু তা অনলাইনের মাধ্যমেও খোঁজ নিতে পারবেন। কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ কেমন তা আগে থেকেই জেনে নিলে পরবর্তী সময়ে হয়রানি হতে হবে না। অভিজ্ঞদের কাছ থেকেও তথ্য সহযোগিতা ও পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।
কয়েকটি দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক বা প্রতিনিধিত্বকারী অফিস বাংলাদেশে আছে, যারা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করে। যদি শিক্ষার্থী মনে করেন-নিজে নিজে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, তাহলে বিশ্বস্ত কোনো কনসালটেন্সি ফার্মের সহযোগিতা নিতে পারেন। তবে সতর্ক থাকবেন, ফার্মটি কোনো তথ্য গোপন কিংবা অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে কি না। পুরনো ফার্ম ও আগের রেকর্ড ভালো-এমন হলে আস্থা রাখা যায়।
ভর্তি আবেদন করার প্রায় এক বছর আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করা ভালো । যেমন-আইইএলটিএস বা ভাষা দক্ষতা কোর্সের প্রস্তুতি শেষে টেস্টে অংশ নেয়ার পর যদি কাঙ্ক্ষিত স্কোর না পাওয়া যায়, তাহলে আবারো টেস্টে অংশ নিতে হবে। পাসপোর্ট না থাকলে করতে হবে, আর্থিক সচ্ছলতার কাগজপত্রও প্রস্তুত রাখতে হবে। এসব কারণে আগে থেকেই প্রস্তুতি পর্ব শুরু করলে পরে কাঙ্ক্ষিত সেশন শুরুর আগে সঠিক সময়ে আবেদন করা যাবে। পাসপোর্ট আবেদন ও দরকারি তথ্য জানা যাবে এই ওয়েবসাইটে-www.passport.gov.bd

(১২) টিউশন ফি ও থাকা খরচ : কয়েকটি দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বছরের টিউশন ফি ও সে সব দেশে থাকার খরচ সম্পর্কে গড় বা average ধারণা এখানে দেয়া হয়েছে। খরচের টাকা মার্কিন ডলার হিসাবে দেখানো হয়েছে।

দেশ (পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়)	টিউশন ফি ৳	থাকা ফি ৳	মোট ফি ৳
অস্ট্রেলিয়া (পাবলিক)	৮,৫০০	৮,৫০০	১৭,০০০
কানাডা (পাবলিক)	৭,৫০০	৯,০০০	১৬,৫০০
ফ্রান্স (পাবলিক)	-	১৩,০০০	১৩,০০০
মালয়েশিয়া (প্রাইভেট)	৪,৬০০	৪,৪০০	৯,০০০
নিউজিল্যান্ড (প্রাইভেট)	১০,০০০	১১,৫০০	২১,৫০০
সিঙ্গাপুর (প্রাইভেট)	৬,৫০০	১০,০০০	১৬,৫০০
যুক্তরাজ্য (পাবলিক)	১৪,০০০	১২,৫০০	২৬,৫০০
আমেরিকা (পাবলিক)	১৩,০০০	১২,০০০	২৫,০০০
আমেরিকা (প্রাইভেট)	২২,০০০	১৩,০০০	৩৫,০০০

সূত্র: আন্তর্জাতিক ভর্তিবিষয়ক হ্যান্ডবুক ও ওয়েবসাইট
১ মার্কিন ডলার= প্রায় ৮০ টাকা

www.bjilibrary.com

(১৩) ফান্ড ও স্পন্সর : যে দেশে যাবেন, সে দেশে থাকা-খাওয়া, টিউশন ফি ও অন্যান্য খরচের জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দেখাতে হবে। এর প্রমাণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের ব্যাংক স্টেটমেন্ট যুক্ত করতে হবে ভিসা আবেদনপত্রের সঙ্গে। স্পন্সরের ক্ষেত্রে মা-বাবা ছাড়াও বৈধ অভিভাবকদের সহযোগিতা নিতে পারেন। তবে অন্য কোনো ব্যক্তিকে অভিভাবক বানিয়ে ভুয়া স্পন্সর সংগ্রহ করে ভিসা আবেদন করতে নিষেধ করে ভিসা সেন্টার কর্তৃপক্ষ। ভুয়া কাগজপত্র ধরা পড়লে ভিসা প্রত্যাখ্যান ছাড়াও আইনি ঝামেলার আশঙ্কা আছে। তাই কোনো ব্যাপারে মিথ্যা বা ভুল তথ্য না দেয়াই নিরাপদ।

(১৪) ভাষা দক্ষতা কোর্স : ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয় এমন প্রায় সব দেশেই উচ্চশিক্ষার জন্য IELTS স্কোর সাধারণত ৫.৫ থেকে ৬.৫ থাকতে হয়। IELTS না থাকলেও ভর্তির সুযোগ দিচ্ছে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়। তবে এ ক্ষেত্রে সে দেশে পৌঁছে 'ইংরেজি ভাষা দক্ষতা'র ওপর স্বল্পমেয়াদি কোর্স করতে হয়। এটি তুলনামূলক ব্যয়বহুল হওয়ায় অভিজ্ঞরা বাংলাদেশ থেকেই IELTS স্কোর নিশ্চিত করে বিদেশে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমেরিকা ও কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে IELTS-এর বিকল্প হিসেবে TOEFL গ্রহণ করে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গু-লোতে মাস্টার্স পড়তে গেলে SAT/GMAT স্কোর চাওয়া হয়।

(১৫) সেশন ও ভর্তি আবেদন : বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেশভেদে বিভিন্ন সেশনে বছরে সাধারণত দুই থেকে ছয়বার ভর্তি আবেদনের সুযোগ থাকবে।
যেমন: ফল, উইন্টার, স্প্রিং, সামার ও অটাম সেশন। শিক্ষার্থী চাইলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 'অ্যাপ্লিকেশন ফরম' ও 'প্রসপেক্টাস' ডাকযোগে পাঠায়। বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট কিংবা প্রসপেক্টাস দেখে আবেদনের প্রক্রিয়া জেনে অনলাইনে অথবা ডাকযোগে আবেদন করা যাবে। আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় তথ্য-কাগজপত্র দেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী শিক্ষার্থী ভর্তির যোগ্য কি না কিংবা আরো কোনো তথ্য বা কাগজপত্র লাগবে কি না, তা 'অফার লেটার' বা এ ধরনের পত্র/ই-মেইলের মাধ্যমে জানাবে । শিক্ষার্থী ভর্তির যোগ্য হলে ফি জমা ও অন্যান্য নির্দেশনাসহ বিস্তারিত পত্র/ ইমেইলে জানাবে। আবেদন ফি কত, কিভাবে কোন কোন ব্যাংক বা মাধ্যমে জমা দিতে হবে, এর পর কী করতে হবে বিস্তারিত সব তথ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাবে। ফি জমা দেয়ার পর এর রসিদ বা কাগজপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাওয়ার পর ভর্তিপ্রক্রিয়া নিশ্চয়তা বা শিক্ষার্থী হিসেবে তালিকাভুক্তি (Enrolment) সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠাবে। এটি পাওয়ার পরই স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে। ক্লাস কবে থেকে, কবে নাগাদ সেদেশে পৌঁছাতে হবে, আবাসনের তথ্য-সবই ইমেইলে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

www.bjilibrary.com

(১৬) বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা : বিভিন্ন দেশে সরকার এবং বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার বৃত্তি দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে (www.moedu.gov.bd) বৃত্তি সংক্রান্ত নোটিশ যুক্ত করা হয়। বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভিসা আবেদনের ফরমে বৃত্তি প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম, সেমিস্টার, বৃত্তির অঙ্ক ও মেয়াদ উল্লেখ করতে হয়। এ ছাড়া বিভিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটেও বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্য দেয়া থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ যোগ্য প্রার্থীদের শিক্ষাবৃত্তির জন্য নির্বাচন করে।

(১৭) বিদেশে পৌঁছার পর : প্রথম ভিসা পাওয়ার পর মেয়াদ যা-ই থাকুক, কোর্স চলাকালীন দরকার হলে মেয়াদ এক্সটেনশন বা বর্ধিত করা যাবে। পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করে। কোনো শিক্ষার্থী যদি নিয়মিত পরীক্ষা বা শিক্ষাক্রমে অংশ না নেন কিংবা পড়াশোনা ছেড়ে দেন, সে ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সায় দেন না। তা ছাড়া বিদেশে আবাসন কিংবা পার্ট-টাইম চাকরি পেতে কারো সহযোগিতার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক (ভারতীয় ও বাংলাদেশি) প্রতিষ্ঠান আবাসন সুবিধা কিংবা চাকরি দেয়ার নাম করে প্রতারণা করে। আর যে দেশে যাবেন, সেখানকার আইন, নিয়ম-কানুন জানার চেষ্টা করবেন এবং মেনে চলবেন।

(১৮) অভিবাসনের সুযোগ : অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমান শুধু উচ্চশিক্ষার জন্যই নয়, ভবিষ্যতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যও। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ডসহ উন্নত দেশগুলো চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে বিদেশি ডিগ্রিধারীরা অভিবাসনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এসব দেশের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়া থাকে। যেসব বিষয়ের ডিগ্রিধারী কিংবা পেশাজীবীরা অভিবাসনের সুযোগ পায় তা ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে পারেন। তবে বিভিন্ন বিষয়ের যোগ্যতার ওপর পয়েন্ট নির্ধারণ করে অভিবাসন ভিসা দিয়ে থাকে কর্তৃপক্ষ।

(১৯) দেশে ফেরার পর : পড়াশোনা শেষে দেশে ফেরার পর বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রির সঙ্গে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত ডিগ্রির সমতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বরাবর আবেদন করতে হয়। কাগজপত্র যাচাই করে ইউজিসি আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশে প্রচলিত কোর্সের মধ্যে যে কোর্সটি অর্জিত কোর্সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে কোর্সের সমমানের সনদ দেয়।

www.bjilibrary.com

উচ্চশিক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি

www.bjilibrary.com

ইংরেজিতে দক্ষতা

আইইএলটিএস (**IELTS**) এর বিস্তারিত

IELTS' হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার সনদ, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। IELTS (The International English Language Testing System)। যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয় তাদের অনেক দেশে উচ্চশিক্ষা কিংবা ভিসার আবেদন করতে ভালো আইইএলটিএস স্কোর থাকতে হয়। আইইএলটিএস পরীক্ষা পদ্ধতি দুই ধরনের, 'অ্যাকাডেমিক' ও 'জেনারেল'। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যেতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের 'অ্যাকাডেমিক আইইএলটিএস' টেস্টে অংশ নিতে হয়। যে কেউ এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। এ জন্য কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। অফিসিয়াল সাইট: http://www.ielts.org/

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বজুড়ে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ সূত্রে জানা যায়, ১৪ লাখের বেশি শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী উচ্চশিক্ষা ও চাকরির লক্ষ্যে প্রতিবছর IELTS পরীক্ষায় অংশ নেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের এক্সামিনেশন্স ডাইরেক্টর পিটার এশটন জানান, উচ্চশিক্ষা ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে IELTS স্কোর থাকা বাধ্যতামূলক। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে টোফেলের চেয়ে অনেক এগিয়ে IELTS।

পরীক্ষা পরিচালনা

ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও আইডিপি অস্ট্রেলিয়া যৌথভাবে পরিচালনা করে IELTS পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় নীতিনির্ধারক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বিশ্বব্যাপী পরীক্ষা পরিচালনা ও শিক্ষার্থীদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়ার মূল ভূমিকা পালন করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও আইডিপি অস্ট্রেলিয়া। সারা বিশ্বে একই প্রশ্নপত্র ও অভিন্ন নিয়মে পরিচালিত হয়।

কিছু ভুল ধারণা

অনেকেই মনে করেন IELTS অনেক কঠিন একটি পরীক্ষা। আসলে এটি ভুল ধারণা। ব্রিটিশ কাউন্সিল সূত্র মতে, ইংরেজিতে মোটামুটি দক্ষ হয়েও এ পরীক্ষায় ভালো স্কোর সম্ভব। যদিও যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া কিংবা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যেভাবে IELTS পরীক্ষা পরিচালিত হয় বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়।

www.bjilibrary.com

পরীক্ষাপদ্ধতি

দুটি মডিউলে IELTS পরীক্ষা দেয়া যায়। অ্যাকাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিং। স্নাতক, স্নাতকোত্তর অথবা পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য অ্যাকাডেমিক মডিউলে পরীক্ষা দিতে হয়। কোনো কারিগরি বিষয় বা প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হলে সাধারণত জেনারেল ট্রেনিং মডিউলে পরীক্ষা দিতে হয়। এ ছাড়া সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি এবং ইমিগ্রেশনের জন্য জেনারেল ট্রেনিং মডিউলে পরীক্ষা দিতে হবে। IELTS পরীক্ষায় বসার আগে জেনে নিন কোন মডিউলে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে। দুটো পদ্ধতিতে পার্থক্য খুব সামান্য। আইইএলটিএস পরীক্ষায় দুই ধরনের মডিউলেই চারটি অংশ থাকে। Listening, Reading, Writing, Speaking.

লিসেনিং (Listening)

কথোপকথন শুনে বোঝার ক্ষমতা যাচাই করা হয় এ অংশে। চারটি বিভাগে মোট ৪০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আপনাকে একটা প্যাসেজ ইংরেজিতে বাজিয়ে শোনানো হবে, আর সামনে থাকবে প্রশ্নপত্র, ঐ শোনার ভিত্তিতে আপনাকে উত্তর করতে হবে, কী বোঝানো হয়েছে ঐ অডিও টেপে। মোটামুটি ৩০ মিনিটের পরীক্ষা হয়। শেষ ১০ মিনিটে উত্তরপত্রে উত্তর লিখতে হয়। একটি বিষয় কেবল একবারই বাজিয়ে শোনানো হয়। কোনো অংশ শুনে না বুঝতে পারলে সেটা নিয়ে আর মাথা না ঘামানোই ভালো। কারণ, এতে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তর বুঝতে না পারার ঝুঁকি থাকে। সঠিক উত্তর বেছে নেয়া, সংক্ষিপ্ত উত্তর, বাক্য পূরণ ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে।

রিডিং (Reading)

অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মতে IELTS এর সবগুলো পার্টের মধ্যে এটি কঠিন মনে হয়। এখানে তিনটি বিভাগে ৪০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সময় এক ঘণ্টা। Reading-এ টেস্ট করা হয় একটা প্যাসেজ পড়ে বোঝার ক্ষমতা। আপনাকে বিশাল বিশাল তিন-চারটা প্যারাগ্রাফ দেয়া হবে, তার থেকে আপনাকে অত্যন্ত সিম্পল সিম্পল উত্তর দিতে হবে। কিন্তু ঐ সিম্পল উত্তরগুলো আপনি সহজে পারবেন না, যদি না আপনি প্যাসেজটা ঠিকমতো বুঝতে পারেন। প্যাসেজটা আপনি ঠিকমতো বুঝতে হলে আপনাকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে, আর তাহলে বাকি প্যাসেজে সময় কমে আসবে। এভাবেই এই সহজ পরীক্ষাটা সব পরীক্ষার্থীর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এই পরীক্ষায় আপনি যদি কিছু কৌশল রপ্ত না করে চলে যান, তাহলে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবেন না, সে আপনি যতই কনফিডেন্ট হোন না কেন? ইংরেজি মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারেন। এখানেও বাক্য পূরণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর, সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা ইত্যাদি প্রশ্ন থাকবে। পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোয় দাগ দিয়ে রাখুন। উত্তর খুঁজে পেতে সুবিধা হবে।

www.bjilibrary.com

রাইটিং (Writing)

এখানে যাচাই করা হয় আপনি কতটুকু কল্পনাশক্তি খাটাতে পারেন এবং একটা বিষয়ের উপরে লিখতে পারেন। এক ঘণ্টায় দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে প্রথম প্রশ্নের চেয়ে দ্বিগুণ নম্বর থাকে। এজন্য শুরুতেই দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর ভালোভাবে লিখতে পারেন। প্রথম প্রশ্নটিতে মোটামুটি ২০ মিনিট সময় দিতে পারেন। অন্তত ১৫০ শব্দের উত্তর লিখতে হবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দিতে ৪০ মিনিট নিতে পারেন। অন্তত ২৫০ শব্দ লিখতে হবে। শব্দসংখ্যা একটু বেশি হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু কম হলে নম্বর কমে যাবে। প্রথম প্রশ্নটিতে সাধারণত কোনো চার্ট, ডায়াগ্রাম থাকে। এ থেকে নিজের কথায় বিশ্লেষণধর্মী উত্তর লিখতে হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে সাধারণত কোনো বিষয়ের পক্ষে, বিপক্ষে মত বা যুক্তি উপস্থাপন করতে হয়।

স্পিকিং (Speaking)

এখানে কোনো লেখালেখি নেই। আপনাকে নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষাস্থলে (সাধারণত ব্রিটিশ কাউন্সিলে) যেতে হবে। সেখানে দু-তিনজন পরীক্ষকের সামনে আপনাকে বসতে হবে। তাঁরা আপনাকে বিভিন্নভাবে ইংরেজিতে প্রশ্ন করবেন, আপনি তাঁর উত্তর দিবেন। তিনটি অংশে মোটামুটি ১১ থেকে ১৪ মিনিটের পরীক্ষা হয়। প্রথম অংশে পরীক্ষার্থীকে কিছু সাধারণ প্রশ্ন করা হয়, যেমন পরিবার, পড়াশোনা, কাজ, বন্ধু ইত্যাদি। চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে উত্তর দিতে হয়। দ্বিতীয় অংশে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং দুই মিনিট কথা বলতে হয়। এর আগে চিন্তা করার জন্য এক মিনিট সময় দেয়া হয়। তৃতীয় অংশে চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য পরীক্ষকের সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কথোপকথন চালাতে হয়।

উদাহরণ: Suppose, you have visited a Pharmaceutical company. Now would you please explain what did you see there?- মার্কা একটা প্রশ্ন করতে পারে।

প্রস্তুতি

IELTS পরীক্ষা নিয়ে উৎকণ্ঠার কিছু নেই। নিয়মিত প্রস্তুতি নিয়ে যথেষ্ট ভালো স্কোর করা সম্ভব। শুরুতেই আপনার লক্ষ্য ঠিক করে নিন। তবে ইংরেজিতে আপনার এত দিনকার যা দক্ষতা, সে অনুযায়ীই লক্ষ্য ঠিক করবেন। রাতারাতি ভালো স্কোর করা সম্ভব নয়। আবার ইংরেজিতে আপনি যথেষ্ট দক্ষ হলেও কোনো প্রস্তুতি ছাড়া পরীক্ষা দিয়ে আশানুরূপ স্কোর করা সম্ভব নয়। রোজকার কাজের মধ্যেই অন্তত ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখুন এ জন্য। কত দিন ধরে প্রস্তুতি নেবেন, এটা আপনার দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। অন্তত তিন মাস সময় হাতে রাখা ভালো। প্রশ্নপত্র সমাধান করাটা প্রস্তুতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘড়ি ধরে প্রশ্নপত্র সমাধান করুন। সম্ভব হলে পরীক্ষার পরিবেশে একসঙ্গে সব অংশের পরীক্ষা দিন।

www.bjilibrary.com

ক্যামব্রিজ থেকে প্রকাশিত IELTS পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নীলক্ষেতে কিনতে পাওয়া যায়। এগুলো সমাধান করুন। বাজারে অসংখ্য বই পাবেন। তবে সবই নির্ভরযোগ্য এ কথা বলা যায় না। এ পরীক্ষার জন্য কোচিং করবেন কি না এটা সম্পূর্ণ আপনার সিদ্ধান্ত। তবে যা-ই করুন বাড়িতে নিজে পড়াশোনা করতে হবে। IELTS নিবন্ধনের সময় প্রস্তুতির জন্য দুটি ছোট বই দেয়া হয়। এগুলো ভালোমতো পড়ুন ও সমাধান করুন। ব্যাকরণের অনেক খুঁটিনাটি জানতে পারবেন। আবার এমন অনেক বিষয়, যা স্কুল-কলেজে পড়েছেন কিন্তু এখন মনে নেই, তা ঝালিয়ে নিতে পারবেন। এ পরীক্ষা নিয়ে অনেকের কাছ থেকে অনেক রকম কথা শুনতে পাবেন। এতে দ্বিধা বা উৎকণ্ঠায় ভুগবেন না। IELTS সম্পর্কে যেকোনো তথ্য পেতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আইডিপি, বাংলাদেশ। ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে প্রস্তুতির জন্য প্রচুর ভালো বই পাবেন। তবে এগুলো ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরির সদস্য হতে হবে। নীলক্ষেত থেকে যেনতেন বই কিনে অর্থ ও সময় নষ্ট না করাই ভালো। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, আইডিপি অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের সরাসরি তত্ত্বাবধানেই IELTS হয়। তাদের কাছ থেকেই যখন সরাসরি তথ্য পাচ্ছেন, তখন অন্য কোথাও যাওয়াটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বই পরিচিতি

Listening: লিসেনিং-এর জন্য Cambridge-এর সিরিজ আছে। খুব ভালো। তবে প্রথম দুটো (মানে ১ এবং ২ খুব সাধারণ মানের)। ভালো কিছু শেখা যাবে ৩, ৪, ৫, ৬ -এই বইগুলো থেকে। এই বইগুলো CD-সহ কিনতে হবে। অথবা কারো থেকে পেনড্রাইভে সফ্ট কপিও সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

Reading: অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মতে রিডিং-এর জন্য Saifur`s-এর বইটা সহজ এবং বোধগম্য।

Writing: রাইটিং-এর জন্য ভালো বই হচ্ছে Moniruzzaman`s IELTS Writing বইটি।

Speaking: স্পিকিং-এর জন্য Khan's Cue-Card ১ এবং ২ বেশ কার্যকরী।

স্কোর এক থেকে নয়-এর স্কেলে IELTS এর স্কোর দেয়া হয়। চারটি অংশে আলাদাভাবে ব্যান্ড স্কোর দেয়া হয়। এগুলোর গড় করে সম্পূর্ণ একটি স্কোরও দেয়া হয়। এ পরীক্ষায় কৃতকার্য বা অকৃতকার্য হওয়ার কোনো বিষয় নেই। আপনার প্রয়োজনীয় স্কোর করতে পারলেই পরীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য সফল হবে। ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলে সাধারণত সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত পেতে হয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যান্ড স্কোরও আলাদাভাবে ভালো করতে হয়। সম্পূর্ণ স্কোর যত ভালোই হোক না কেন, একটি বিভাগে স্কোর কমে গেলে ভর্তির সুযোগ না-ও পেতে পারেন। পরীক্ষা দেয়ার আগেই জেনে নিন ন্যূনতম

www.bjilibrary.com

কত স্কোর প্রয়োজন। IELTS স্কোরের মেয়াদ থাকবে দুই (২) বছর।
IELTS স্কোর স্কেল IELTS স্কোরসমূহের শুরু ১ থেকে ৯ পর্যন্ত। স্কোরগুলোর স্বীকৃতিস্বরূপ হচ্ছে -

ব্যান্ড ৯ দক্ষ ব্যবহারকারী
ব্যান্ড ৮ খুব ভালো ব্যবহারকারী
ব্যান্ড ৭ ভালো ব্যবহারকারী
ব্যান্ড ৬ পর্যাপ্ত ব্যবহারকারী
ব্যান্ড ৫ পরিমিত ব্যবহারকারী
ব্যান্ড ৪ সীমিত ব্যবহারকারী
ব্যান্ড ৩ অতিরিক্ত মাত্রায় সীমিত ব্যবহারকারী
ব্যান্ড ২ ব্যবহারকারী নয়
ব্যান্ড ১ যারা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দিয়েছে বা যারা communicate এ ব্যর্থ হয়েছে
ব্যান্ড ০ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি / উত্তর দেয়নি

প্রস্তুতি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য

শুরুতেই একটি মডেল টেস্ট দিন এতে নিজের দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন। কত নম্বর পেলে স্কোর কেমন হবে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারেন। ভুল বানানের জন্য নম্বর কমে যায় তাই বানানে সতর্ক হোন। যে কয় শব্দে উত্তর দিতে বলা হয়, সে কয় শব্দই লিখতে হবে। দুটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখতে বললে আপনি এক বা দুই শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু দুইয়ের বেশি শব্দ হলে নম্বর পাবেন না। ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যায় না। কাজেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করুন।

স্পিকিংয়ে (speaking) ভালো করতে হলে বন্ধুবান্ধব, পরিচিতদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস করুন। অনেকে খুব ভালো ইংরেজি জানেন। কিন্তু বলতে অসুবিধা বোধ করেন। এ পরীক্ষার জন্যই নিয়মিত প্রস্তুতি নেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নপত্র সমাধান করে আপনি নিজেই অনেকখানি মূল্যায়ন করতে পারবেন। তবে আরও নির্ভরযোগ্যতার জন্য মক টেস্ট (Mock Test) দিতে পারেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল, DBsmmn (Wings) বিভিন্ন কোচিং সেন্টার যেমন সাইফুরস, মেন্টরস, গেটওয়েতে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে মক টেস্ট দেয়া যায়।

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া

পরীক্ষার আগে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ঢাকা, চট্টগ্রাম অথবা সিলেট শাখায়। তাদের অনুমোদিত 'রেজিস্ট্রেশন পয়েন্ট' সাইফুর'স, গেটওয়ে ও মেনটরস থেকেও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। পরীক্ষার তিন থেকে চার সপ্তাহ আগেই রেজিস্ট্রেশন করা ভালো।

www.bjilibrary.com

পরীক্ষার্থীরা অনলাইনেও রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। ফি পরিশোধ-সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা অনলাইনেই পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিশিয়াল সাইটের 'রেজিস্ট্রার ফর IELTS' থেকে 'রেজিস্ট্রার অনলাইন' ক্লিক করে প্রয়োজনীয় তথ্য এন্ট্রির মাধ্যমে পরীক্ষার্থীরা সহজেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন করতে খরচ পড়বে ১৪,৫০০ হাজার টাকা।

বি.দ্রঃ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর পাসপোর্ট থাকা আবশ্যক। রেজিস্ট্রেশনের সময় পাসপোর্টের ১ম ৪ পৃষ্ঠার ফটোকপি জমা দিতে হবে। ৩ কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবি (ছয় মাসের অধিক পুরানো নয় এমন ছবি) এবং রেজিস্ট্রেশন ফরমে চশমা পরিহিত ছবি গ্রহণযোগ্য নয়। আপনার নিবন্ধন ফর্ম কাছের কোন ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিস অথবা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ব্রাঞ্চের বুথে অথবা রেজিস্ট্রেশন পয়েন্টে জমা দিন। আপনি আপনার পরীক্ষা খরচ ব্যাংক ড্রাফট অথবা নগদ অর্থের মাধ্যমে ব্রিটিশ কাউন্সিলে অথবা রেজিস্ট্রেশন পয়েন্ট অথবা ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডিপোজিট স্লিপ পূরণ করে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের শাখাগুলোতে জমা দিতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ব্রিটিশ কাউন্সিল এ যোগাযোগ করুন।

British council IELTS Registration Points.

S@ifur's: Suvastu Tower (3rd Floor), 69/1, Green Road, Panthapath, Dhaka.

Tel: +880 2 911 85 11/01824-999 888;

website: www.saifurs.org

Gateway: 3/3 Block-A Lalmatia, Dhaka 1207, (Behind Sunrise Plaza) Tel: +880 2 9125092, 8118250; Fax: 8121727 Ext-120 website: www.gateway-edu.net

Mentors: 166/1, Mirpur Road, Kalabagan, Dhaka-1205

Tel: +880 2 9131828, 9141795;

website: www.mentors.com.bd

Standard Chartered Bank branches for IELTS registration (British Council): IELTS রেজিস্ট্রেশনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের শাখাগুলো : (ব্রিটিশ কাউন্সিল)-

Dhanmondi Branch: House –37, Road-2, Dhanmondi R/A, Dhaka 1205.

House –11, Road-5, Dhanmondi R/A, Dhaka 1205.

Gulshan Branch: Block No. NE (K), 3A/1, Holding No. 168, Gulshan Avnue Dhaka.

SCB House, 67 Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka- 1212.

www.bjilibrary.com

Uttara Branch: House-81 A, Road –7, Sector-4, Uttara, Dhaka-1230.
Sheraton Branch: Dhaka Sheraton Hotel (BSL Complex), 1 Minto Road, Dhaka 1000.
Mirpur Branch: Plot- 1, Road- 12, Block- C, Section 6, Mirpur, Dhaka 1221.

পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশ

ব্রিটিশ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে প্রতি মাসে তিনবার করে বছরে ৩৬ বার IELTS পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আগে কোনো পরীক্ষার্থী আশানুরূপ ফল না পেলে পরে পরীক্ষা দিতে হতো প্রথম পরীক্ষার অন্তত তিন মাস পর। এখন নিয়মিত ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত স্কোর পাওয়ার আগ পর্যন্ত যতবার খুশি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।

সাধারণত IELTS ফল প্রকাশিত হয় পরীক্ষার ১৩ দিন পর। ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে ফলাফল সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া ব্রিটিশ কাউন্সিল এর ওয়েবসাইট থেকে পরীক্ষার্থীর নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, জন্মতারিখ, পরীক্ষা প্রদানের তারিখ এন্ট্রি করে সহজেই জেনে নিতে পারবেন IELTS পরীক্ষার ফলাফল। যদি আপনার পরীক্ষার ফলের ওপর কোন সন্দেহ থাকে তবে ছয় সপ্তাহের মধ্যে 'এনকুয়ারি অন রেজাল্ট'-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এজন্য আপনাকে নির্দিষ্ট ফি প্রদান করতে হবে, ফলাফলে ভুল ধরা পড়লে অবশ্যই আপনি ওই টাকা ফেরত পাবেন। ছয় থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যেই ব্রিটিশ কাউন্সিল আপনার পুনঃনম্বরকৃত ফলাফল ফিরে পাবেন এবং তখন ব্রিটিশ কাউন্সিল আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে কী কী নিয়ে যেতে হবে

মেয়াদ আছে এমন একটি আসল পাসপোর্ট, কলম, পেন্সিল এবং রাবার (চাইলে শার্পনারও নিতে পারেন) মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য জিনিস অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে এবং সাথে যা যা (ব্যাগ, বই ইত্যাদি) ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নির্দিষ্ট দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির কাছে জমা রাখতে হবে।

IELTS ও টোফেল এর পার্থক্য

IELTS এ রাইটিং অংশটি ম্যানুয়ালি যাচাই করা হয় কিন্তু টোফেল সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। তাই আইইএলটিএসে রাইটিংয়ের দক্ষতা ভালভাবে যাচাই হয়। মজার বিষয় হলো, এখন আইইএলটিএস যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায়ও গ্রহণ করা হচ্ছে, আগে সেখানে শুধু টোফেল স্কোর গ্রহণ করা হতো।

www.bjilibrary.com

IELTS পরীক্ষার মান

IELTS এ পাস-ফেলের ব্যাপার নেই। এখানে নয় ব্র্যান্ডের একটি স্কোরিং পদ্ধতি চালু আছে। প্রতিটি পৃথক সেকশনের ব্র্যান্ডের দ্বারা সামগ্রিক ব্র্যান্ডের মান যাচাই করা হয়। এখানে নয় স্কোর করার মানে হলো, ইংরেজিতে আপনি দারুণ এক্সপার্ট, ইংরেজির ওপর আপনার সম্পূর্ণ দক্ষতা আছে। আট মানে হলো, প্রায় সম্পূর্ণ দক্ষতা থাকলেও কালভেদে কোন বিশেষ সেকশনে আপনার সমস্যা হয়ে থাকে। সাত স্কোর মানে আপনি চলনসই। এভাবেই ব্র্যান্ডগুলোর বিন্যাস করা হয়েছে। IELTS এ বর্তমানে সাত বা তার বেশি স্কোর না করলে কোন ভাল বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউকে গ্রহণ করা হয় না।

IELTS এর প্রস্তুতি অনলাইনে

অনলাইনে IELTS পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং ভালো স্কোর পেতে সহায়ক এমনসব তথ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে বেশ কিছু ওয়েবসাইট। রাইটিং, রিডিং, স্পিকিংয়ের ওপর বিশদ ধারণা, লেসন, অডিও টিউটোরিয়ালসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুই যুক্ত করা হয়েছে এসব সাইটগুলোতে। IELTS প্রস্তুতিতে সহায়ক এমন কিছু ওয়েবসাইটের ঠিকানা :

www.britishcouncil.org/professionals-exams-ielts-intro.htm
www.ielts-exam.net
www.ielts.studyau.com
www.candidates.cambridgeesol.org/cs
www.cross-link.com/ielts-tutor.html
www.uefap.co.uk

www.bjilibrary.com

জিআরই (GRE)-এর বিস্তারিত

একটি ভালো স্কলারশিপ নিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটিতে পড়তে কার না মন চায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই স্বপ্ন থাকে নামকরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে সুন্দর জীবন গড়ার। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে একজন শিক্ষার্থীকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউরোপের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে চাইলে ভালো পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি কিছু প্রস্তুতি নিতে হয়। তার মধ্যে জিআরই অন্যতম। পৃথিবী সেরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে GRE এর বিকল্প নেই।

GRE কী?

“গ্র্যাজুয়েট রেকর্ড এক্সামিনেশন (Graduate Record Examination)” কে সংক্ষেপে বলা হয় “জিআরই (GRE)”। এটি মূলত এডুকেশনাল টেস্টিং সার্ভিস (ETS) এর একটি নিবন্ধিত শিক্ষাপদ্ধতি, তাই একে লেখা হয় GRE®। আমেরিকার ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে (ব্যাচেলর ডিগ্রির পর এমএস/ পিএইচডি প্রোগ্রাম) ভর্তির জন্য জিআরই অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। GRE একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটারকেন্দ্রিক পরীক্ষা যা অনেক দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিশেষ করে উত্তর আমেরিকাতে) গ্র্যাজুয়েট (মাস্টার্স বা পিএইচডি) করার জন্য লাগে। প্রধানত বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার ছাত্র/ছাত্রীদের এটি উপযোগী। বাণিজ্যিক শাখার জন্য লাগে GMAT; তবে অনেক বিজনেস স্কুল আজকাল GRE গ্রহণ করছে।

কেন GRE করবেন?

ইউরোপের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য শুধু মাত্র সিজিপিএ আর IELTS/-TOEFL স্কোর হলেই চলে। কিন্তু আমেরিকা, কানাডার ইউনিভার্সিটিগুলো সহ আরো বেশকিছু দেশের ইউনিভার্সিটি একটু আলাদা। একেক ইউনিভার্সিটির সিজিপিএ নিয়ে উদারতা একেক রকম। যাদের সিজিপি এ কম, তাদের জন্য এটা বেশ সুখবর। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের আরো একটা সুযোগ আছে আপনার জন্য।

জিআরই (GRE) এর বৈশিষ্ট্য

প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির সাথে জিআরই, জিম্যাট এর কিছু পার্থক্য আছে :

প্রচলিত পরীক্ষা হয় কাগজ কলমে, আর জিআরই, জিম্যাট পরীক্ষা হয় কম্পিউটারে।

www.bjilibrary.com

আপনি একবার মাত্র একটি প্রশ্ন দেখতে পাবেন। আগের জিআরই (২০১১ এর আগস্টের আগে) ছিল সিএটি বা Computer Adaptive Test (CAT) ধরনের, যার অর্থ হলো কম্পিউটার আপনার উত্তরের ওপর নির্ধারণ করবে যে পরবর্তীতে আপনাকে কেমন প্রশ্ন দেবে। আপনি যদি কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল করেন তাহলে পরেরটা সহজ এবং কোনটা সঠিক হলে পরেরটা একটু কঠিন হতো। কিন্তু বর্তমান জিআরই তে CAT ব্যবহৃত হয় না। বরং এখানে যা হয় তাকে বলে MST, Multi-Stage Testing। বর্তমানে দুটি ভার্বাল ও দুটি ম্যাথ সেকশন থাকে। যদি প্রথম ভার্বাল অংশটায় আপনার পারফরম্যান্স ভালো হয় তাহলে পরেরটা কঠিন হবে, এবং বিপরীত ক্রম। একই কথা সত্য ম্যাথ অংশের জন্যও। সনাতন পরীক্ষায় আপনি জানতে পারবেন যে কোন প্রশ্নের জন্য কত মার্কস। কিন্তু জিআরই বা জিম্যাটে ঠিক এভাবে জানা যায় না। আপনার সামগ্রিক পারফরম্যান্স বিবেচনা করে কম্পিউটার একটি স্কোর দাঁড় করায়, যা নির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে।

পরীক্ষার হলে কক্ষ পরিদর্শক বা ইনভিজিলেটররা থাকেন। জিআরই পরীক্ষার হলে একটি সাইবার ক্যাফের মতো রুমে সবাইকে আলাদা আলাদা কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং ইনভিজিলেটররা বাইরের রুমে থাকেন। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কর্মকাণ্ড তারা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় দেখতে পারেন।

প্রচলিত পরীক্ষায় ভাবমূলক বা সাবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে, যার উত্তর এক এক রকম হলে মার্কস ও এক এক রকম হতে পারে। GRE বা GMAT অ্যানালাইটিক্যাল রাইটিং অংশ ছাড়া ম্যাথ ও ভার্বাল অংশের সব প্রশ্নই অবজেকটিভ ধরনের হবে, অর্থাৎ এক বা একাধিক উত্তর থাকবে কিন্তু ঠিক ওগুলোই সঠিক উত্তর। এক একজন একেক রকম উত্তর দিয়ে সঠিক মার্কস পেতে পারবে না।

বিষয়ভিত্তিক GRE ও সাধারণ GRE

সাধারণত নিম্নলিখিত আটটি বিষয়ের ওপর বিষয়ভিত্তিক GRE টেস্ট দেয়া যায় :

১. প্রাণরসায়ন (Biochemistry), কোষ এবং আণবিক জীববিজ্ঞান (Cell and Molecular Biology)
২. জীববিজ্ঞান (Biology)
৩. রসায়ন (Chemistry)
৪. কম্পিউটার সাইন্স
৫. ইংরেজি সাহিত্য (Literature in English)
৬. গণিত (Mathematics)
৭. পদার্থবিজ্ঞান (Physics)
৮. মনোবিজ্ঞান (Psychology)

www.bjilibrary.com

যে কেউ চাইলে এর যে কোনো বিষয়ের ওপর বিষয় ভিত্তিক GRE টেস্ট দিতে পারবে। আর সাধারণ GRE এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল, ভার্বাল রিজোনিং (Verbal Reasoning), কোয়ান্টিটেটিভ রিজোনিং (Quantitative Reasoning) এবং অ্যানালাইটিকাল রাইটিং স্কিলস (Analytical Writing Skills)। সাধারণত GRE টেস্টের জন্য নির্ধারিত এই বিষয়গুলো সকলের জন্য একই রকমের হবে :

ভার্বাল রিজোনিং (Verbal Reasoning) :

এই টেস্টের মাধ্যমে দেখা হবে পরীক্ষার্থীর ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের ওপর দক্ষতা কত। ইংরেজিতে আর্টিকেল লেখা থাকবে, সেই আর্টিকেলের বিষয়বস্তুগুলোকে (বাক্য) বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে হবে, এরপর প্রতিটি ভাগকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে (শব্দগুলোর সাথে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক বের করতে হবে)।

GRE-র ভারবাল কঠিন। এতে কোন সন্দেহ নেই। GRE-র ভারবাল স্কোর নির্ভর করে আপনি ভোকাবুলারিতে কি রকম সেটার ওপর। ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে সায়েন্সের প্রোগ্রামগুলোতে ভারবাল স্কোরটা খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না। মোটামুটি ভারবালে ৮০০'র মধ্যে ৫০০-৫৫০ পেলেই ভাল প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া যায়। তবে হিউমেনিটিজ বা আর্টসের সাবজেক্টগুলোতে ভারবাল গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের অন্তত ৬০০+ পাওয়া উচিত স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য। ভারবালে মোট ৩০টা প্রশ্ন থাকে, সময় থাকে ৩০ মিনিট। ভারবালে ৪ ধরনের প্রশ্ন থাকে। সেন্টেন্স কম্পলিশন, এন্টনিমস, এনালজি, রিডিং কম্প্রিহেনশন। চারটার মধ্যে তিনটাই সরাসরি আপনার ভোকাবুলারি দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। তাই ভোকাবুলারি জিআরই-র ভারবালের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কোয়ান্টিটেটিভ রিজোনিং (Quantitative Reasoning) :

এই অংশকে ম্যাথ সেকশনও বলা হয়। এই টেস্টের মাধ্যমে দেখা হবে পরীক্ষার্থীর গাণিতিক মৌলিক ধারণা এবং পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বীজগণিত, জ্যামিতি ও তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। আপনার পরীক্ষার ২য় সেকশন ম্যাথ বা ভারবাল যে কোনটাই হতে পারে। ম্যাথ স্কোর টোটাল ৮০০। বাংলাদেশের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ৮০০ তে ৮০০ পাওয়া খুবই কমন। এখানে জিমেটের মতই হাইস্কুল লেভেলের এরিথমেটিক, এলজেব্রা, জিওমেট্রি, ওয়ার্ড প্রবলেম এসব আসে। মোট ২৮টা প্রশ্নের ৪৫ মিনিট সময় থাকবে। তিন ধরনের প্রশ্ন থাকে। প্রবলেম সলভিং, কোয়ান্টিটেটিভ কমপেরিসন আর ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন। প্রবলেম সলভিং জিমেটের মতই। কোয়ান্টিটেটিভ কমপেরিসনে দুইটা এক্সপ্রেশন থাকবে, যেগুলোর মধ্যে কোনটা বড়, কোনটা ছোট বা সমান এসব বের করতে হয়। কয়েক সপ্তাহ প্র্যাকটিস করলে এটা সবচেয়ে সহজ হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

এটা সবচেয়ে সহজ পার্ট যদি আপনি ঘাবড়ে না যান। কম্পিউটার এডাপ্টিভ হওয়াতে প্রথম ৮/১০টা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেগুলোর জন্য একটু বেশি সময় দিতে হবে।

অ্যানালাইটিকাল রাইটিং স্কিলস (Analytical Writing Skills):

এই টেস্টের মাধ্যমে দেখা হবে পরীক্ষার্থীর যে কোনো ধরনের জটিল সমস্যা স্পষ্টভাবে ও সকল বিষয়াদি বিবেচনাধীন রেখে সমাধান করা। এই সমাধান পরিষ্কার ইংরেজিতে লিখতেও হবে। জিমেট আর জিআরই রচনা একই রকম হয়। দুটাতেই আপনাকে দুটো রচনা লিখতে হবে। একটা অ্যানালিসিস অফ ইস্যু আরেকটা অ্যানালিসিস অফ আর্গুমেন্ট। তবে জিমেটে যেখানে দুটার জন্যই ৩০ মিনিট করে সময় থাকে সেখানে জিআরইতে ইস্যুর জন্য ৪৫ মিনিট আর আর্গুমেন্টের জন্য ৩০ মিনিট সময় থাকে। জিআরই-র রচনাগুলো আপনি যদি সায়েন্স পড়তে চান তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ না, তবে আর্টস, হিউমেনিটিজ পড়তে চাইলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোটামুটি ৪-এর উপরে পেলেই চলবে ৬-এ।

কোথায় যোগাযোগ করবেন

আমেরিকান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

বাসা নং- ১৪৫, রোড নং- ১৩ বি, ব্লক- ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

টেলিফোন: (৮৮০-২) ৯৮৮১৬৬৯, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯৮৮১৬৬৯

ই-মেইল: info@aaa.net.bd

সপ্তাহে তিনদিন এই পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ থাকে। শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার। বাকি চার দিন এখানে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। দুইটি সেশনে পরীক্ষা নেয়া হয়: সকাল ৯.০০ মিনিটে এবং বেলা ১.৩০ মিনিটে।

নোট: দিনে দুই বারে সপ্তাহে চারদিন পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকলেও একজন পরীক্ষার্থী মাসে শুধু একবার এবং বছরে মাত্র পাঁচবার পরীক্ষা দিতে পারবেন। এর বেশি তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় না।

www.bjilibrary.com

টোফেল (TOEFL)-এর বিস্তারিত

ONLINE DHAKA GUIDE

আমেরিকা বা কানাডার বিভিন্ন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে দক্ষতা পরিমাপের একটি মাপকাঠির নাম হলো TOEFL. এটি মোট ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিটের একটি পরীক্ষা। TOEFL অফিসিয়াল সাইট http://www.ets.org/toefl.

বাংলাদেশে TOEFL কনসালটেন্ট আছে, তারা এ বিষয়ক সকল সহযোগিতা করে থাকে। আপনার পরীক্ষা দেয়ার সকল ব্যবস্থা তারা করে দেবে এবং একই সাথে আপনার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যাবতীয় সহযোগিতাও তারা করে থাকে।

ঠিকানা ও যোগাযোগ

জিআরই সেন্টার লালমাটিয়া ব্রাঞ্চঃ বাসা ২/১, ব্লক এ, লালমাটিয়া।
কর্পোরেট নম্বর: ০১৭৬৮-৩৭৭-৬৪১, ০১৯২১-০৮০-৮৪৮,
ই-মেইল: grecenter.lalmatia@gmail.com
বানানী ব্রাঞ্চঃ বাসা ১০৭, রোড ৪, বক বি, বনানী।
ফোন: ৯৮৯২০১৯, কর্পোরেট নম্বর: ০১৭৬৮-৩৭৭-৬৪০, ০১৬৭৭-৪৮১-৯৭৮,
ই-মেইল: grecenter.banani@gmail.com
কাঁটাবন ব্রাঞ্চঃ বাসা ২৭১/গ, এলিফ্যান্ট রোড।
কর্পোরেট নম্বর: ০১৭৬৮-৩৭৭-৬৪৩, ০১৭৬৮-৩৭৭-৬৪৪
ই-মেইল: gre.center.katabon@gmail.com

যে সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা এখানে নেয়া হয়:
১. ইংরেজি শ্রবণ দক্ষতা (Listening Skill Test)
২. ইংরেজি পড়ার দক্ষতা (Reading Skill Test)
৩. ইংরেজি লেখার দক্ষতা (Writing Skill Test)
৪. ইংরেজি বলার দক্ষতা (Speaking Skill Test)

পরীক্ষাপদ্ধতি:

• রিডিং টেস্ট হয় ৬০ মিনিটের এবং পয়েন্ট থাকে ৩০। তিন থেকে পাঁচটি প্যাসেজ থাকে, এগুলো পড়তে হয়।

• লিসেনিং টেস্ট হয় ৬০ মিনিটের এবং পয়েন্ট থাকে ৩০। এখানে ২-৩ টি কনভারসেশন ও ৪-৬ টি লেকচার থাকে।

www.bjilibrary.com

• স্পিকিং টেস্ট হয় ২০ মিনিটের এবং পয়েন্ট থাকে ৩০। এখানে ২টি স্পিকিং টেস্ট দিতে হয় নিজের ইচ্ছা মত বিষয়ের উপর এবং ৪টি টেস্ট হয় অনৈচ্ছিক।
• রাইটিং টেস্ট হয় ৬০ মিনিটের এবং পয়েন্ট ৩০। ১টি ঐচ্ছিক ও ১টি অনৈচ্ছিক টেস্ট নেয়া হয়।
• মোট ১২০ পয়েন্টের টেস্ট নেয়া হয়।
• টেস্ট দিতে যাওয়ার সময় অবশ্যই কনফার্মেশন লেটার এবং পাসপোর্ট সাথে নিয়ে যেতে হবে।

TOEFL রেজিস্ট্রেশন ফি:

জুলাই, ২০১৩ ইং এর বিবরণী অনুযায়ী TOEFL রেজিস্ট্রেশনের জন্য খরচ হয় ৳ ১৫০ (প্রায় ১২,০০০ টাকা) । এই খরচের মধ্যে পরীক্ষার ফি এবং প্রাপ্ত স্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে (চারটিতে) পাঠানোর খরচ অন্তর্ভুক্ত আছে।

TOEFL রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতি

দুইভাবে রেজিস্ট্রেশন করা যায়-
১. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন: **www.ets.org/toefl** ঠিকানায় যেয়ে রেজিস্ট্রেশন করা যায়। প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা সকলের জন্য রেজিস্ট্রেশন খোলা থাকে। রেজিস্ট্রেশনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই।
২. ফোনে বা ই-মেইলে রেজিস্ট্রেশন: ফোন নম্বর= ১-৮০০-৪৬৮-৬৯৯৫ অথবা ১-৪৪৩-৭৫১-৪৮৬২।
* অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

www.bjilibrary.com

স্যাট (SAT)-এর বিস্তারিত

বিদেশে উচ্চশিক্ষায় SAT স্নাতক পর্যায়ে বিদেশে পড়তে যাওয়ার জন্য যাদের প্রথম পছন্দ যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা, স্যাট (SAT) তাঁদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষা। একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কতখানি তৈরি, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তা যাচাই করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের সঙ্গে স্যাট স্কোর জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। তবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি বাধ্যতামূলক নয়, সেসব ক্ষেত্রেও শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার জন্য স্যাট পরীক্ষার স্কোর বেশ কাজে দেয়।

পরীক্ষাপদ্ধতি

Critical reading, math, writing এই তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের স্যাট পরীক্ষাকে। প্রতি অংশে ৮০০ করে মোট ২৪০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হয়। Critical reading-এ মূলত শব্দজ্ঞান, ছোট-বড় বিভিন্ন passage পড়ে অনুধাবন করার ও তার ওপর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। math অংশের প্রশ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানজনিত প্রশ্ন। writing অংশে থাকে বাক্য ও প্যারাগ্রাফ উন্নতিকরণ সম্পর্কিত প্রশ্ন, যেখানে একাধিক সম্ভাব্য উত্তরের মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করতে হয়। এ ছাড়া এ অংশে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর একটি রচনা লিখতে হবে, যার জন্য সময় বরাদ্দ মাত্র ২৫ মিনিট। স্যাট পরীক্ষায় সর্বনিম্ন স্কোর ৬০০ এবং সর্বোচ্চ স্কোর ২৪০০। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির আবেদনের জন্য কোনো ন্যূনতম স্কোরকে আবশ্যক হিসেবে উল্লেখ করা হয় না, তবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর স্কোর ২০০০ থেকে ২৪০০-এর মধ্যে হয়ে থাকে।

কোথায়, কিভাবে পরীক্ষা

স্যাট পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রথমেই স্যাটের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে www.collegeboard.org গিয়ে অনলাইনে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। পরীক্ষা দেয়ার কমপক্ষে এক মাস আগে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা জরুরি। বাংলাদেশে পরীক্ষা দেয়ার জন্য খরচ পড়বে ৯২ ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা। এ ছাড়া রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজন হবে পাসপোর্ট এবং পিপি ছবির ডিজিটাল কপি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে পাসপোর্ট ছাড়া অন্য কোনো ধরনের শনাক্তকারী পরিচয়পত্র গ্রহণযোগ্য নয়। রেজিস্ট্রেশন করার পর ওয়েবসাইট থেকে যে প্রবেশপত্র দেয়া হবে তাতে পরীক্ষার দিন, সময় ও কেন্দ্র উল্লেখ করা থাকবে। পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় আরও কী কী নিয়ে যেতে হবে তাও বলা থাকবে প্রবেশপত্রে।

www.bjilibrary.com

প্রস্তুতি

যেকোনো পরীক্ষায় ভালো করতে হলে প্রয়োজন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি। বছরের বিভিন্ন সময়ে স্যাট পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকে, তাই নিজের প্রস্তুতি অনুসারে সময় নির্বাচন করা ভালো। শুরুতেই স্যাট-বিষয়ক বইগুলো থেকে একটি প্র্যাকটিস টেস্ট দিয়ে নেয়া ভালো। এরপর প্রাথমিক স্কোর বুঝে পরবর্তী প্রস্তুতির পরিকল্পনা নেয়া দরকার। স্যাটে ভালো স্কোর করার জন্য কোচিংয়ে দৌড়াতেই হবে এমনটি নয়। চাইলে ঘরে বসেও অফিশিয়াল স্যাট স্টাডি গাইড, ব্যারন'স, প্রিন্সটন রিভিউ, কাপলান, গ্রুবার'স, ম্যাকগ্র-হিল ইত্যাদি বইয়ের সাহায্য নিয়ে স্যাট পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরি করা যায়। এসব বইয়ের সবই ঢাকার নীলক্ষেতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া বারিধারায় অবস্থিত আমেরিকান সেন্টারের লাইব্রেরিতেও রয়েছে স্যাটের প্রস্তুতিমূলক বইয়ের চমৎকার সংগ্রহ, যা লাইব্রেরিতে বসে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

তবে সহায়ক বইয়ের পাশাপাশি দরকার হবে নিয়মিত অনুশীলন ও অধ্যবসায়। যেহেতু পরীক্ষাটির সব প্রশ্নই ইংরেজিতে করা হয়ে থাকে, তাই স্যাটে ভালো স্কোর করতে হলে ইংরেজিতে দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন। এ জন্য সহায়ক বইগুলোর ইংরেজি অংশ অনুশীলন ছাড়াও নিয়মিত ইংরেজি বই ও ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্র: স্যাটের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট www.collegeboard.org.

- See more at: http://www.campus.org.bd/online/single.php?ID=238#sthash.soC3cZGB.dpuf

www.bjilibrary.com

জিম্যাট (GMAT)-এর বিস্তারিত

গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশান টেস্ট (Graduate Management Admission Test) সংক্ষেপে জিম্যাট (GMAT) হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন কাউন্সিলের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক এডুকেশনল ব্র্যান্ড। বিশ্বের নামী-দামি ব্যবসায় প্রশাসন ও ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্র্যাজুয়েট বিশেষ করে এম.বি.এ তে ভর্তির জন্য সর্বজন গৃহীত একটি প্রোগ্রাম।
জিম্যাট এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট- www.mba.com

পরীক্ষার ধরন ও সময়সীমা

জিম্যাট পরীক্ষাটি ৪টি ভাগে বিভক্ত। পুরো পরীক্ষাটি হয় তিন ঘন্টার তবে বিরতি সহ মোট চার ঘন্টা সময় লাগে

বিভাগ	সময়	প্রশ্নসংখ্যা
অ্যানালাইটিকাল রাইটিং অ্যাসেসমেন্ট	৩০	১
ইন্টিগ্রেটেড রিজনিং	৩০	১২
কোয়ানটিটেটিভ	৭৫	৩৭
ভারবাল	৭৫	৪১

অ্যানালাইটিকাল রাইটিং অ্যাসেসমেন্ট

এই বিভাগে প্রার্থীর যুক্তি বিশ্লেষণ ক্ষমতা যাচাই করা হয়। প্রার্থীকে যুক্তি বিশ্লেষণ পূর্বক একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে হয়। এই প্রবন্ধকে ২টি স্বাধীন রেটিং দেয়া হয়। একটি কম্পিউটারাইজড রেটিং অন্যটি ম্যানুয়াল রেটিং। দুই রেটিং এর এভারেজ নিয়ে প্রার্থীর অ্যানালাইটিকাল রাইটিং অ্যাসেসমেন্টের নম্বর নির্ধারিত হয়। যদি দুই রেটিং-এর মান এ ১ পয়েন্টের পার্থক্য হয় সেক্ষেত্রে কোন দক্ষ পরীক্ষক দ্বারা পুনরায় উত্তর পরীক্ষা করিয়ে পার্থক্য দূর করা হয়। অ্যানালাইটিকাল রাইটিং অ্যাসেসমেন্টে ১-৬ পয়েন্টের স্কেলে গ্রেড প্রদান করা হয়।

www.bjilibrary.com

ইন্টিগ্রেটেড রিজনিং

এই বিভাগে প্রার্থীর তথ্য মূল্যায়নের সক্ষমতা যাচাই করা হয়। এখানে ৪টি ফরম্যাটে মোট ১২টি প্রশ্ন থাকে।

- গ্রাফিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন
- টু পার্ট অ্যানালাইসিস
- টেবিল অ্যানালাইসিস
- মাল্টিসোর্স অ্যানালাইসিস

ইন্টিগ্রেটেড রিজনিং এ ১-৮ পয়েন্টের স্কেলে গ্রেড প্রদান করা হয়।

কোয়ানটিটেটিভ সেকশন

কোয়ানটিটেটিভ সেকশন এ প্রার্থীর পরিমাণগত যৌক্তিকতার জ্ঞান যাচাই করা হয়। এজন্য প্রার্থীর বীজগণিত, পাটিগণিত, জ্যামিতির ওপর ভাল দক্ষতা থাকা চাই। এখানে দুই ধরনের প্রশ্ন দেয়া হয়।

- প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি
- ডাটা সাফিসিয়েন্সি

প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি প্রশ্নতে প্রার্থীর গাণিতিক জ্ঞান যাচাই করা হয়। ডাটা সাফিসিয়েন্সি প্রশ্নে তথ্যের প্রাসঙ্গিকতার সাথে সাথে কোন সমস্যার সমাধানে তথ্য পর্যাপ্ত কিনা তা দেখা হয়।

ভারবাল সেকশন

এ অংশে প্রার্থীর কোন লিখিত প্রবন্ধ বোঝার ক্ষমতা এবং কোন ভুল প্রবন্ধ সঠিক-ভাবে লেখার সক্ষমতা যাচাই করা হয়। প্রশ্নের ধরন-

- রিডিং কম্প্রিহেনশন
- ক্রিটিক্যাল রিজনিং
- সেন্টেন্স কারেকশন

রিডিং কম্প্রিহেনশন প্রশ্ন যে কোন বিষয়ে এবং এক অনুচ্ছেদ থেকে কয়েক অনুচ্ছেদ দীর্ঘ হতে পারে। এখানে যুক্তি দাঁড় করানো, যুক্তি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন দক্ষতা দেখা হয়।

বাংলাদেশে জিম্যাট এর পরীক্ষা কেন্দ্র
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ
হাউস# ৮৩/বি রোড#৪
কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩

পরীক্ষার সময়

সোমবার- শুক্রবার, সপ্তাহে ৫ দিন এবং প্রতিদিন দুইটি সেশনে পরীক্ষা নেয়া হয়।
নোট: ৩১ দিনের মধ্যে ১ বারের বেশি পরীক্ষা দেয়া যায় না এবং বছরে সর্বোচ্চ ৫ বার পরীক্ষা দেয়া যায়।

www.bjilibrary.com

রেজিস্ট্রেশন ও পেমেন্ট সিস্টেম

রেজিস্ট্রেশনের জন্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে। এছাড়া অ্যামেরিকান সেন্টার থেকেও সংগ্রহ করা যাবে।

ঠিকানা-

অ্যামেরিকান সেন্টার

অ্যামেরিকান দূতাবাস, হাউস#১১, রোড#২৭, বনানী, ঢাকা-১২১৩

ফোন -(৮৮০)(২) ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স- (৮৮)(২) ৯৮৮১৬৭৭

ই-মেইলঃ dhakapa@state.gov

রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করে ফরমটি ২৫০ ডলারের ব্যাংক ড্রাফটের সাথে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

Pearson-VUE
Attention, GMAT Programme
P.O Box-581907
Minneapolis, MN, 55458-1907, USA

অথবা

GMAT ঢাকা সেন্টারের থেকে চেক সংগ্রহ করে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠান যায়।

GMAT ঢাকা সেন্টারের ঠিকানা

হাউস# ৮৩/বি, রোড#৪

কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩

GMAT পরীক্ষার খরচসমূহ

টেস্ট	৳২৫০
রি-শিডিউলিং ফি	৳৫০
ক্যান্সেলেশন ফি	৳৮০
স্কোর রিপোর্ট ফি	৳২৮

রি-শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে পরীক্ষার ৭ দিন আগে জানাতে হবে। ক্যান্সেলেশন রিফান্ড পেতে হলে পরীক্ষার ৭ দিন আগে ক্যান্সেল করতে হবে। ৭ দিন পার হলে কোন রিফান্ড পাওয়া যাবে না। ফোন কল করে ক্যান্সেল করলে ১০ দলার অতিরিক্ত চার্জ করা হবে।

পেমেন্টের ধরন

- ক্রেডিট কার্ড (visa, Master card, American Express, JCB)
- ডেবিট কার্ড (visa, Master card)

www.bjilibrary.com

মেইল ফর্ম
• ক্যাশিয়ার চেক
• মানি অর্ডার
• পার্সোনাল চেক

GMAT এর বৈশিষ্ট্য
• এটি কম্পিউটার-ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা।
• জিম্যাট পরীক্ষা হয় Computer Adaptive Test বা CAT পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে একজন প্রার্থীর প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রশ্নের ধরন নির্ভর করে। যেমন কোন প্রার্থী যদি কোন প্রশ্নের ভুল উত্তর দেয় তাহলে পরবর্তী প্রশ্নটি সহজ হবে। আবার প্রশ্নের উত্তর সহজ হলে পরবর্তী প্রশ্ন কঠিন হবে।
• জিম্যাট পরীক্ষার মোট নম্বর হচ্ছে ২০০-৮০০ এর মধ্যে এবং কোয়ানটিটেটিভ ও ভারবাল বিভাগের নম্বর এক সাথে বিবেচনা করা হয়। অ্যানালাইটিকাল রাইটিং অ্যাসেস্‌মেন্টের ও ইন্টিগ্রেটেড রিজনিং বিভাগের নম্বর মোট নম্বরের সাথে বিবেচনা করা হয় না। এ দুই বিভাগ ভিন্ন ভাবে বিবেচনা করা হয়। মোট নম্বর ১০ করে বৃদ্ধি করা হয়। যেমন- ৫৫০,৫৬০,৫৭০।

জিম্যাট প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় বই
• জিম্যাট হ্যান্ড বুক।
• অফিসিয়াল বুক ফর জিম্যাট রিভিউ ২০১৬।
• ফ্রি জিম্যাট প্রেপ সফটওয়্যার।
• আই আর প্রেপ টুল।
• প্রিন্সটন রিভিউ ক্রেকিং দ্য জিম্যাট।
• কাপলান জিম্যাট মেথ ওয়ার্ক বুক।
• সাইফুরস জিম্যাট সেনটেন্স কারেকশন।
• সাইফুরস ক্রিটিক্যাল রিজনিং।
• সাইফুরস রিডিং কম্প্রিহেনশন।
• সাইফুরস জিম্যাট ম্যাথ টেকনিক।
• সাইফুরস জিম্যাট বিগ বুক।
• সাইফুরস জিম্যাট এসে।

www.bjilibrary.com

মোটিভেশন (Motivation) লেটার লেখার নিয়ম

জার্মানিতে অনেক ভার্সিটি মাস্টার্স লেভেলে আবেদনপত্রের সাথে সিভি, মোটিভেশন লেটার, রিকমেন্ডেশন লেটার পাঠাতে বলে। এই মোটিভেশন লেটার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আপনার সিলেক্টেড হওয়ার ব্যাপারে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এইসব লেটারের বেশিরভাগই সিলেকশন কমিটিকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। নিচে এই মোটিভেশন লেটার কিভাবে লিখতে হয় তা দেখানোর চেষ্টা করব।

মোটিভেশন লেটার কী?

মোটিভেশন লেটার এবং SoP [Statement of Purpose] সম্ভবত একই জিনিস। আমি অন্তত কোন পার্থক্য পাইনি বা জানি না। এক এক দেশে এক এক ভার্সিটিতে একেকজনে একেক নাম দিয়ে থাকে এই ডকুমেন্টের। সহজ কথায়, আপনার এই ভার্সিটিতে (যে ভার্সিটিতে আপনি আবেদন পাঠাচ্ছেন) এবং এই সাবজেক্টে (যে সাবজেক্টে আপনি আবেদন করছেন) পড়ার ইচ্ছা কেন হল তা সুন্দর সাবলীল মানসম্মত ইংরেজিতে সম্পূর্ণভাবে নিজের চিন্তাধারার এবং একেবারেই অন্য কোন লেখার গঠন/ভাব/বাক্যকে সরাসরি অনুকরণ না করে লেখা একটি বাস্তব রচনা বা গল্পকেই মোটিভেশন লেটার বলা যেতে পারে।

কিভাবে মোটিভেশন লেটারকে মূল্যায়ন করা হয়? কে আপনার মোটিভেশন লেটার পড়বে?

প্রতিটি সিলেকশন কমিটির আলাদা আলাদা নিজস্ব ধারা আছে, এবং তারা নিজেরাই ঠিক করে কি ধরনের মোটিভেশন লেটার তারা উপযুক্ত হিসেবে ধরে নিবে। তাই বলা খুব কঠিন যে আপনার মোটিভেশন লেটারটি আসলেই সাকসেসফুল হবে কিনা। এটি ভার্সিটি, ডিপার্টমেন্ট, সিলেকশন কমিটি এবং সর্বোপরি ব্যক্তি'র উপর নির্ভর করে। পিএইচডি এর ক্ষেত্রে সাধারণত প্রফেসর বা প্রফেসরের স্টাফ পারসোনেলরাই মোটিভেশন লেটার পড়ে থাকেন। মাস্টার্সের জন্য জার্মানিতে আলাদা ভর্তি কমিটি থাকে। এবং উনারাই এগুলো পড়ে থাকেন।

মোটিভেশন লেটারের কোন সুনির্দিষ্ট গঠন আছে কি?

আমার জানা মতে সুনির্দিষ্ট কোন আকার নেই। তবে অবশ্যই গুছানো এবং ধারাবাহিক হতে হবে লেখাগুলো। আমার ক্ষেত্রে আমি IELTS এর প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করেছিলাম। প্রতিটি প্যারাগ্রাফের প্রথম বাক্যটি খুবই ভাইটাল। এই বাক্যটি দিয়েই আপনাকে এই লেখার পাঠককে বাধ্য করতে হবে পুরো প্যারাগ্রাফটি পড়ার জন্য। সুতরাং চেষ্টা করবেন যাতে প্রথম বাক্যে এমন কিছু হিন্টস দিয়ে রাখতে যা পুরা প্যারাগ্রাফের সারমর্মকে ধারণ করে এর পাঠককে

www.bjilibrary.com

সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটি পড়ার জন্য আকর্ষণ করে।

কী কী তথ্য দেয়া প্রয়োজন?

আপনার জীবনের ঘটে যাওয়া তথ্যই দিবেন এখানে। মিথ্যা/চাপা/অস্বাভাবিক কিছু লেখা থেকে একদম বিরত থাকুন। কঠিন ভাষাগত গঠন, GRE থেকে অর্জিত ভোকাবুলারি বিদ্যা ইত্যাদি জাহির করা হতে বিরত থাকুন। অন্য কোন মোটিভেশন লেটারের থিম কপি করা বা সরাসরি বাক্যচয়ন করা থেকে ১০০% বিরত থাকুন। আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা যা দরকার সেগুলো হল ভাষাগত দক্ষতা, সাহিত্যিক মনোভাব, সরল অথচ আকর্ষণীয় শব্দচয়ন, সিম্পল+কমপ্লেক্স+কম্পাউন্ড বাক্যসমূহের অত্যন্ত সাংগঠনিক ও সাবলীল ও উপযুক্তভাবে ব্যবহার ইত্যাদি।

সাধারণভাবে আপনি নিচের পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। তবে তা সম্পূর্ণই আপনার স্বাধীনতা। সাধারণত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই পয়েন্টগুলোই সিলেক্টরগণ দেখতে চান।

১. আপনার উচ্চশিক্ষার কারণ। অর্থাৎ আপনি উচ্চশিক্ষায় আসার আগের শিক্ষাজীবন যে খুবই সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন এবং আপনি যে যথেষ্ট যোগ্য একজন আবেদনকারী সেটি আপনার লেখায় অত্যন্ত সততা ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

২. আপনার উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু। কেন ওই বিষয়ে আপনি আগ্রহী তা ব্যাখ্যা করতে হবে। এই বিষয় নিয়ে আপনি কিভাবে জানলেন, কোন কাজ করার সুযোগ হয়েছে কিনা, এই বিষয়ে আপনার ভবিষ্যৎ কী, কিভাবে এটি আপনি মানুষের উপকারে কাজে লাগাবেন, আপনার জীবনের লক্ষ্যের সাথে এর সম্পর্ক কী ইত্যাদি আপনি লিখতে পারেন এখানে।

৩. উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আপনি অতঃপর কী করবেন? আপনি আপনার ক্যারিয়ার কিভাবে গঠন করতে চান এবং এই উচ্চশিক্ষা কিভাবে আপনার ক্যারিয়ারে প্রভাব ফেলবে তা ব্যাখ্যা করুন সাবলীলভাবে।

৪. আপনি কেন নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করেন উক্ত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য?

৫. আপনার ব্যক্তিগত সাফল্য, কর্ম অভিজ্ঞতা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অবদান ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

Motivational Letter

Dear Sir/Madam

With this letter I would like to express my motivation for a Pharm.D (Doctor of Medicine) degree offered by the Tehran University of Medical Sciences.

With a major in pharmacy as an undergraduate I would now like to concentrate on further knowledge in medicine. I am personally intersted in new drug development & use of new technologies in medicine production. I think only new drug development can help people to prevent sever disease such as AIDS , Cancer , Bird Flu & other diseases. With the development of technology & modern science people are suffering from varios new diseases. Innovation of new drugs & drug modification can help us to fight with new problems.

In my studies toward a Pharm.D, I would like to examine more closely the relationship of human body & medicine . My junior year & previous studies with my personal interest have caused me to consider a question "Why people are suffering more with various disease even with the developed technologies?" I want to develop my skills in pharmaceutical manufacturing as well to contribute in medicine development to create something new for human being.

I think your university can give me an opportunity to fulfill my wishes & help me in developing my career so that I can contrubute my knowledge to the humanity. I am from a muslim country & iran is the same one. So there will be no problem regarding my culture & I will not be a victim of racism like other countries of the world. Because all muslims are in good terms with each other at every corner of the world. Besides, as an female student, I have to be careful about my safety outside my home. That is the primary & major concern in considering Iran for my higher studies. I think Tehran University Of Medical Sciences can offer me

www.bjilibrary.com

a safe environment to develop my future career as well as to motivate my dream with updated knowledge. If I get a scholarship from your institution than it will be very helpful to persue my goal without any financial obstacle. Hence-forth it will be beneficial for me in future to contribute in the pharmaceutical sector of my country as my country is still so far behind in upgrated knowledge in medicine. I will fill lucky if I can contribute something for my country with your educationa help.

To my knowledge, this programme is very competitive, attracting highly motivated students. But I am highly convinced that my good academicrecord & motivation make me a strong recommendation for a place at it. I would be honoured if you decide to accept my candidateship to be a Pharm.D student at Tehran University of Medical Sciences.

Thank you very much for your time & consideration.

Sincerely yours,
Sabrina Tarannum Nazia.

www.bjilibrary.com

রিকমেন্ডেশন (Recomendation) লেটার এর নিয়ম

বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাবিষয়ক ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা যায়, বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থীই প্রচলিত এবং একই ধাঁচের সুপারিশপত্র ব্যবহার করে আবেদনপত্রের সঙ্গে। এসব সুপারিশপত্রের বক্তব্যের ধরন প্রায় একই রকম। অর্থাৎ শিক্ষক অভিন্ন নমুনায় নাম পরিবর্তন করে একাধিক শিক্ষার্থীকে সুপারিশপত্র দিয়েছেন। এর ফলে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে আবেদনকারীরা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। যোগ্য প্রার্থীর আবেদনও নাকচ হতে পরে এমন কারণে। গবেষণার জন্য রিকমেন্ডেশন লেটার যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা বা গবেষণ-ার ক্ষেত্রে দরকার হয় রিকমেন্ডেশন লেটার বা সুপারিশপত্র, বিষয়টি নিয়ে অনেক প্রার্থী বা শিক্ষর্থীর স্পষ্ট ধারণা নেই। রিকমেন্ডেশন লেটার নিয়ে বিভ্রান্তি কমাতে নিজের ওয়েবসাইটে পরামর্শমূলক এই লেখাটি লিখেছেন একজন প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির আবেদনের সময় রিকমেন্ডেশন লেটার বা সুপারিশপত্র দরকার হয়। অনেক সময় দেখা যায়-রিকমেন্ডেশন লেটারের প্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপন এতটা ভালো হয়, যার ফলে ভর্তিচ্ছুর কোনো দুর্বলতাকে আর বিবেচনা না করে তাকে যোগ্য হিসেবে ধরা হয়। আবার, ভর্তিচ্ছুক যথাগথ যোগ্যতা থাকার পরও রেকমেন্ডেশন লেটারের উপস্থাপন খারাপ কিংবা যথাযথ না হওয়ার কারণে ভর্তিচ্ছু বাদ পড়ে যান। ভর্তিচ্ছুকে সাধারণত ৩টি রিকমেন্ডেশন লেটার জমা দিতে হয়। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বা গবেষণার মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্যই এসব রেকমেন্ডেশন লেটার বা পত্র চাওয়া হয়। শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে জানেন, এমন শিক্ষকরাই সাধারণত ওই শিক্ষার্থীর জন্য সুপারিশ (রিকমেন্ডেশন) করে পত্র দেন। ধরুন, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করার পর বিদেশে গবেষণার জন্য আবেদন করার সময় বাংলাদেশের যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী পাস করেছে, সেখানকার পরিচিত শিক্ষকের কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার নিতে হবে। শিক্ষার্থীর জানাশোনা বা মেধা কেমন , সুযোগ পেলে শিক্ষার্থী কী কী করার যোগ্যতা রাখে-তা এসব সুপারিশপত্রে উল্লেখ থাকে। বিদেশে ভর্তির আবেদন করা শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যদি অ্যাকাডেমিক ফলাফলের ভিত্তিতে করা হয়, তাহলে বাছাই করা খুব কঠিন হবে। কারণ দেখা যাবে, যোগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ধারিত আসনের চেয়ে অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশন লেটারের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। এ কারণে মাস্টার্স ও পিএইএচডি পর্যায়ে ভর্তির আবেদনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনের কাগজপত্র বিশেষ করে সুপারিশপত্র ভালো করে দেখে। রিকমেন্ডেশন লেটার তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কিছু কমন ভুল করেন। এসব চিঠিতে অনেক তথ্যের অমিলও থাকে। যার করণে অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনায় মেধাবী হলেও রিকমেন্ডেশন লেটারের ভুলের কারণে ভর্তি হতে পারেন না। সাধারণত যেসব ভুল বেশি দেখা যায়-

www.bjilibrary.com

(১) রিকমেন্ডেশন লেটার নিজে নিজেই লিখেন

বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষকদের কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার না নিয়ে নিজে নিজে তৈরি করে তা আবেদনের সঙ্গে জমা দেন। আবার অনেক সময় শিক্ষকের কাছে রিকমেন্ডেশন লেটারের জন্য গেলে শিক্ষক বলেন-রিকমেন্ডেশন লেটার নিজেই তৈরি করে নিয়ে এসো, দেখে স্বাক্ষর করে দেবো। পরে শিক্ষক রিকমেন্ডেশন লেটার ভালো করে দেখেন না, কোনো কিছু সংযোজন কিংবা মূল্যায়ন না করেই স্বাক্ষর করে দেন। এটা ভুল পদ্ধতি। এসব কারণে রিকমেন্ডেশন লেটারে স্বতন্ত্র বা উপযোগী অনেক কিছুই থাকে না। বাংলাদেশের শিক্ষর্থীদের মতো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরাও এই ভুলটি করেন। এসব সুপারিশপত্র পড়েই বুঝা যায় যে এতে নতুন কিছু নেই। তাই পরামর্শ-সুপারিশপত্র এমন শিক্ষককে দিয়ে লেখানো উচিত, যিনি গুরুত্ব দিয়ে চিঠি লিখে দিবেন। পত্র খুব বড় করার দরকার নেই । যতটুকু লিখলে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে, ততটুকু লিখলেই চলবে।

(২) কপি-পেস্ট

আরেকটি কমন সমস্যা হচ্ছে-এক শিক্ষার্থীর সুপারিশ পত্র অন্য শিক্ষার্থীরা দেখে কপি-পেস্ট করেন। শুধু নাম ও সামান্য পরিবর্তন করে আবেদন জমা দেন। তাই এখানেও নতুন কিছু থাকে না। এসব চিঠি দেখেও অভিজ্ঞরা বুঝে ফেলেন যে এগুলো কপি-পেস্ট। অন্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার নেয়া যেতে পারে শুধু ধারণার জন্য, কপি করার জন্য না। আবার অনেকে ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে নমুনা রিকমেন্ডেশন লেটার দেখে সামান্য পরিবর্তন করে জমা দেন। এটাও ঠিক না। এখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একই বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষার্থী একই রকম চিঠি পাঠায়, তাহলে সমস্যাটা কোথায় বুঝতে পারছেন তো? নকলের দায়ে এদের আবেদনপত্র একেবারে পত্রপাঠ বাতিল করা হতে পারে। কাজেই কোনো অবস্থাতেই এরকম কপি-পেস্ট যাতে না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখবেন।

(৩) অপ্রাসঙ্গিক বিষয়

অনেক সময় সুপারিশপত্রে এমন কিছু থাকে, যা প্রাসঙ্গিক না। আবার সাধারণ বা মুখস্থ কথাবার্তাও লেখা হয়। যেমন-সে আমার পরিচিত ও খুব পছন্দের ছাত্র। খুবই মেধাবী। ক্লাসের পরীক্ষায় ভালো করতো ইত্যাদি। এসব কথা থেকে ভর্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গবেষণার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাবেন না। এসব কমন কথা না লিখে যদি বিশেষ কোনো ঘটনা বা উদাহরণের কথা বলা হয়, তাহলে তা ভর্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমনঃ একটা প্রজেক্টে এই ছাত্রটি বেশ ইন্টারেস্টিং উপায়ে সমস্যার সমাধান করেছে, অথবা তার সমাধানের উপায় খুব উপযোগী ইত্যাদি। অথবা, কোনো প্রজেক্টের কাজ দিলে সে দায়িত্ব নিয়ে ভালোভাবে করে। বিশেষ কিছু পয়েন্ট থাকলে ভর্তির সময়ে খুব ভালো কাজ দেয়। যেমন-ছাত্রটি অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী, শিখতে আগ্রহী, হাতে ধরে শেখাতে হয় না, সেল্ফ স্ট্যাটাস ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

(৪) অনলাইনে পাঠাবেন, নাকি ডাক যোগে?

ভর্তির সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শত শত আবেদন জমা পড়ে। এক সঙ্গে এত আবেদন দেখতে গিয়ে ভর্তি অফিসের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়। এছাড়া প্রায়ই আবেদনের কাগজপত্র হারিয়ে যায়। আর অসম্পূর্ণ আবেদন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমলেই নেয়া হয় না, যাচাইয়ের আগেই বাতিল করে দেয়া হয়। এসব ঝামেলা এড়াতে এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি আবেদন করতে হয় অনলাইনে বা ইমেইলে। রিকমেন্ডেশনের ক্ষেত্রেও তা-ই। মানে ইমেইল বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রিকমেন্ডেশন পাঠানোর সুযোগ থাকে। তাই অনলাইনে পাঠানোই নিরাপদ।

(৫) কারা সুপারিশ করবেন?

সাধারণত শিক্ষকদের কাছ থেকেই সুপারিশ নিতে হয়। তবে যারা ইতোপূর্বে চাকরি করেছেন, তারা চাইলে তাদের বসের কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার বা সুপারিশপত্র নিতে পারেন। ধরুন-আপনি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানে আগে চাকরি করেছেন। সেখানে আপনার পারফরম্যান্স কেমন ছিল, গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো কী কী-তা তুলে ধরবে আপনার বস। তবে অবশ্যই যৌক্তিক ও গোছালো কথা থাকতে হবে। পড়ে যাতে মনে না হয়-এসব মনগড়া মুখস্থ। আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এইচএসসি বা ব্যাচেলর/মাস্টার্স কমপ্লিটের পর উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপকে বেছে নেয়। সেই অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেকে প্রস্তুত করে এবং পাশাপাশি সকল্ল কাগজপত্র আপডেট করে থাকে। আপনারা লক্ষ্য করবেন, প্রায় সংখ্যক ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটে "High School Diploma/Bachelor Diploma with Apostillation or legalization from the Embassy in the country" এর অর্থ হল আপনার সর্বশেষ মূল সার্টিফিকেট এবং ট্র্যান্সক্রিপ্ট এম্বাসি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

কে বা কারা আমার সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের সত্যায়ন করবে

ইউরোপে উচ্চশিক্ষা নিতে হলে সর্বপ্রথম আপনার সর্বশেষ পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট/ট্র্যাসক্রিপ্ট শিক্ষা বোর্ডে /বিশ্ববিদ্যালয় + শিক্ষা মন্ত্রণালয় +পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + সংশ্লিষ্ট এম্বাসি থেকে সত্যায়ন করতে হবে।

সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের সত্যায়নের বিস্তারিত প্রক্রিয়া

সত্যায়নের পূর্বে আপনার মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়কে জিজ্ঞেস করে নিবেন কোন কোন সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্ট সত্যায়ন প্রয়োজন। সে অনুযায়ী সত্যায়ন করবেন। সাধারণত ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সর্বশেষ পরীক্ষার সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের সত্যায়ন চায়।

www.bjilibrary.com

যদি আপনি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট হন

প্রথমত, এইচএসসি সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ০১ কপি ফটোকপিসহ আপনার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থেকে সত্যায়ন করবেন। এর জন্য আপনাকে প্রতি পেজ সত্যায়ন ফি ২৫- ২৫০ দিতে হবে। সর্বোচ্চ ০৪ দিন লাগতে পারে।

যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট হন

(তখন আপনার এসএসসি বা এইচএসসির সার্টিফিকেট সত্যায়নের প্রয়োজন নেই যদি আপনার মনোনীত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় করতে মানা করে) সেক্ষেত্রেঃ

প্রথমত, ব্যাচেলর সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ০১ কপি ফটোকপিসহ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থেকে সত্যায়ন করবেন। এর জন্য আপনাকে প্রতি পেজ সত্যায়ন ফি ১৫০-২০০ দিতে হবে। সর্বোচ্চ ০২ দিন লাগতে পারে। (উল্লেখ্য শুধুমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার থেকে সত্যায়ন করাবেন)। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিনামূল্য সত্যায়ন করে দেয়।

পরের ধাপগুলি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট সবার জন্য পালনীয়

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সত্যায়নকৃত সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ফটোকপিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিনামূল্যে সত্যায়ন করতে পারবেন। সকাল ১০.০০ মিনিটে জমা দিবেন ঐ দিনেই বিকাল ৩.০০ মিনিটে পেয়ে যাবেন।

তৃতীয়ত, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়নকৃত সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ফটোকপিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিনামূল্যে সত্যায়ন করতে পারবেন। সকাল ৯.৩০ মিনিটে জমা দিবেন ঐ দিনেই বিকাল ৩.৩০ মিনিটে পেয়ে যাবেন।

চতুর্থত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়নকৃত সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের শুধুমাত্র ফটোকপিটি নোটারাইজ (নোটারি পাবলিক) করবেন। এর জন্য আপনাকে প্রতি পেজ ৫-১০ দিতে হবে। ২০ মিনিটের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

সতর্কীকরণ : আমি আবারও বলছি শুধুমাত্র ফটোকপিটি নোটারাইজ করবেন। ভুলেও মূল সার্টিফিকেট/ট্র্যান্সক্রিপ্ট নোটারাইজ করবেন না।

পঞ্চমত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়নকৃত সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্টের মূল ও ফটোকপিটি আপনার সংশ্লিষ্ট এম্বাসি থেকে সত্যায়ন করবেন। এর জন্য আপনাকে প্রতি পেজ নির্দিষ্ট পরিমাণ সত্যায়ন ফি দিতে হবে। এম্বাসির ওয়েবসাইট থেকে ফি এর পরিমাণ জেনে নিন।

www.bjilibrary.com

ইলিজিবল ফর হায়ার স্টাডিজ

প্রায় সংখ্যক ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওয়েবসাইটে "a statement from Embassy, that your Diploma enables you to proceed to higher level of education in the country" or "your Diploma are required for the nostrification." এই লেখাটি দেখা যায়। এর অর্থ হল এম্বাসি আপনার পক্ষে সার্টিফাই করবে যে, আপনি উচ্চশিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম বা যোগ্য। আপনার যোগ্যতার এই সনদের নাম Eligible for Higher Studies বা Certificate of Nostrification.

সর্বপ্রথম ইলিজিবল ফর হায়ার স্টাডিজ সার্টিফিকেটটি কে আপনাকে প্রদান করবেঃ

যদি আপনি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট হন-

প্রথমত, আপনার কলেজের অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আপনার পক্ষে উক্ত বিষয়ে একটি ফরওয়ার্ডিং লেটার পাঠাবে। তারপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড আপনাকে ইংরেজি ভাষায় একটি সনদ প্রদান করবে। যেটার নাম হলো Eligible for Higher Studies বা Certificate of Nostrification.

যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট হন-

প্রথমত, আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আপনাকে ইংরেজি ভাষায় একটি সনদ প্রদান করবে। যেটার নাম হল Eligible for Higher Studies বা Certificate of Nostrification.

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট হন পরবর্তীতে ইলিজিবল ফর হাইয়ার স্টাডিস সার্টিফিকেটটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় + পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারি পাবলিক + সংশ্লিষ্ট এম্বাসি থেকে সত্যায়ন করতে হবে।

নোট: এই ক্ষেত্রে মূল ইলিজিবল ফর হায়ার স্টাডিজ সার্টিফিকেটটি নোটারাইজ করতে কোন সমস্যা নেই।

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের ব্যাক পেজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সত্যায়ন অবশ্যই থাকতে হবে। (সত্যায়ন প্রক্রিয়া মূল কপিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ করবেন)।

একাডেমিক সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্ট এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ব্যতীত আর কী কী কাগজপত্র সত্যায়নের প্রয়োজন

সাধারণত অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট/ ট্র্যান্সক্রিপ্ট এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ব্যতীত অন্য কোন কাগজ সত্যায়নের প্রয়োজন পড়ে না। যাইহোক আপনি এই বিষয়ের তথ্য সংশ্লিষ্ট এম্বাসি থেকে জেনে নিবেন।

www.bjilibrary.com

অতিরিক্ত যে সমস্ত কাগজের সত্যায়ন লাগতে পারে :

১. ব্যাংক সার্টিফিকেট/ স্টেইটমেন্ট (সত্যায়ন প্রক্রিয়া মূল কপি অর্থ বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় +পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ + সংশ্লিষ্ট এম্বাসি)।

২. মেডিক্যাল সার্টিফিকেট (সত্যায়ন প্রক্রিয়া মূল কপি সংশ্লিষ্ট এলাকার সিভিল সার্জন + স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়+ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ করবেন)।

৩. ১ম ০৫ পেজের পাসপোর্টের ফটোকপি। (সত্যায়ন প্রক্রিয়া ফটোকপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ করবেন)।

৪. ইংরেজি ভাষায় বার্থ সার্টিফিকেট (সত্যায়ন প্রক্রিয়া মূল কপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় + নোটারাইজ করবেন)।

নোট: আপনার সংশ্লিষ্ট এম্বাসি যদি উপরোক্ত অতিরিক্ত কাগজের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সত্যায়ন চায় তাহলে করবেন নয়তো অহেতুক সত্যায়নের প্রয়োজন নেই। এসএসসি এইচএসসির রেজিস্ট্রেশন, প্রবেশপত্র, সিভি, রিকমেন্ডেশন লেটার, মটিভেশন লেটার, অফার লেটার ইত্যাদির কোনরূপ সত্যায়ন বা নোটারাইজের কোন প্রয়োজন নেই।

www.bjilibrary.com

Letter of Recommendation

It is my great contentment to recommend Amjad Khan who completed his B.Sc. Degree in Civil Engineering from University of Asia Pacific in April 2013. I know him for the last five years as a head of department and his teacher in his undergraduate courses.

Amjad Khan followed by excellent academic records, maintained his outstanding performance throughout his 4 year study in this university. His CGPA is 3.96 (out of 4.00 scale) and he was selected to be in Vice Chancellor's list for several times during his stay in this university. His position is 2nd out of 65 students and hence I would rank his among 3% topmost student of Civil Engineering Department. He is now working as a Structural Designer in the Rangs Properties Limited. He worked as a Junior Designer in the Tropical Homes Limited, one of the prominent construction company of the Bangladesh, just after completion of his course. Besides that his part time affords in ATI Training and Consultants as a Guest Lecturer have still attached him with academy. He has published a few technical articles related to nonlinear analysis of structures from different country.

While performing his academic activities, I found Amjad Khan very sincere, perceptive and always devoted to his works. He is efficient and helpful while working in a group. To the best of my knowledge Mr. Khan is honest, amiable, maintains discipline of his institution very strictly and can work under intense pressure. His interest in attempting any challenging academic problem and his originality of thinking make

www.bjilibrary.com

his potential person to pursue research and innovative work. Besides, Mr. Dinar was well known in the campus for his active participation in extra-curricular activities. He participated in co-curriculum programs organized by the department of Civil Enginering.

I, therefore, strongly recommend Mr. Khan for the admission in graduate program with appropriate kind of assistance.

I wish Mr. Khan all the best in his academic and personal life.

Dr. M. R. Kabir
Pro V.C. & Head of Department
Email: mkabir@uap-bd.edu
Department of Civil Engineering
University of Asia Pacific (UAP)
Road No. 7, House No. 8A
Dhanmondi R/A, Dhaka
Bangladesh

www.bjilibrary.com

পাবলিকেশন (Publication)-এর নিয়ম

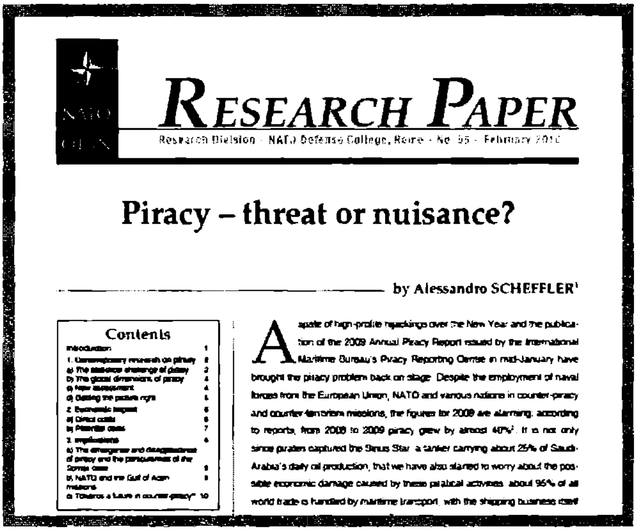

RESEARCH PAPER

Research Division - NATO Defense College, Rome - No. 55 - February 2010

Piracy – threat or nuisance?

by Alessandro SCHEFFLER[1]

Contents

Introduction 1

b) The global dimensions of piracy 4

b) NATO and the Gulf of Aden missions 9

A spate of high-profile hijackings over the New Year and the publication of the 2009 Annual Piracy Report issued by the International Maritime Bureau's Piracy Reporting Centre in mid-January have brought the piracy problem back on stage. Despite the employment of naval forces from the European Union, NATO and various nations in counter-piracy and counter-terrorism missions, the figures for 2009 are alarming: according to reports, from 2008 to 2009 piracy grew by almost 40%[2]. It is not only since pirates captured the Sirius Star, a tanker carrying about 25% of Saudi-Arabia's daily oil production, that we have also started to worry about the possible economic damage caused by these piratical activities: about 95% of all world trade is handled by maritime transport, with the shipping business itself

গবেষণা: রিসার্চ প্রপোজালের খুঁটিনাটি তথ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রিসার্চ প্রপোজাল নিয়ে অনলাইনে পোস্ট দিয়েছিলেন। এর উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

দেশ-বিদেশে নানা পর্যায়ে গবেষণাসহ নানা কাজে প্রপোজাল প্রস্তুত করতে হয়। যারা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন কিংবা পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে বিদেশে গবেষণার সুযোগ পেতে চেষ্টা করছেন, অথবা ছোটখাটো প্রজেক্ট পেতে চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য লেখাটি সহায়ক হবে বলে আমার ধারণা। তাছাড়া যাদের ইন্টার্নশিপ, থিসিস, সেমিনার পেপার কিংবা প্রজেক্ট পেপার করতে হয় তারাও উপকৃত হবেন। সম্প্রতি রিসার্চ মেথডলজি ফর ট্যুরিজম কোর্স করতে গিয়ে আমাদের এ বিষয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কোর্স চলাকালে আমরা সবাই টিচারের মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ায় (উপর্যুপরি রিডিং, অ্যাসাইনমেন্ট, ক্লাসটেস্ট, প্রেজেন্টেশনের দায়িত্ব দেবার ফলে) বিরক্ত ছিলাম কিন্তু কোর্স শেষে টিউটরকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে সহপাঠীরা একমত হয়েছি যে রিসার্চ শেখার জন্য তার মত প্রফেসর পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। তখন 'অ্যারো এন্ড দ্যা সং' কবিতার কথা মনে পড়লো; ভালো কাজ করলে দীর্ঘমেয়াদে হলেও একদিন প্রতিদান পাওয়া যায়। বিবিএ এবং এমবিএতে রিসার্চ বিষয়ক তিনটি কোর্স করেছিলাম। তাছাড়া ডিপার্টমেন্টে কয়েক বছর মার্কেটিং রিসার্চ কোর্সটিও পড়িয়েছি কিন্তু এখন আমার উপলব্ধি হলো আমাদের দেশে রিসার্চ এতটাই অ্যাবস্ট্রাকট (তাত্ত্বিক অর্থে) যে- বছরের পর বছর

www.bjilibrary.com

এর সঙ্গে বসবাস করেও বুঝে ওঠা কঠিন হয়। যারা শেখান তাদের অধিকাংশই (ব্যতিক্রম ছাড়া) একজন ব্যাখ্যাদাতা কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদকের ভূমিকা পালন করেন।

মাঝে মধ্যেই ছাত্রদের কাছ থেকে এ বিষয়ে ইমেইল পাই; যেখানে মূলত জিজ্ঞাসা থাকে বিদেশে ভালো মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে কিংবা স্কলারশিপ পেতে কোন বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? কখনো নিজেরাই বিকল্প কয়েকটি উত্তর বলে, যেমন-ভাল সিজিপিএ, ভাষা/ অন্যান্য দক্ষতার টেস্টে (আইইএলটিএস, টোফেল, জিম্যাট, জিআরই) ভালো স্কোর; তারপর জানতে চায়-কোনটাতে বেশি জোর দেবে? কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না-এর বাইরেও দুটি ডকুমেন্টস খুব গুরুত্বপূর্ণ। অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ খরচে যেতে চাইলে এসব কোনো ব্যাপার না। কিন্তু ভাল মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিশেষ করে স্কলারশিপের আবেদন করলে) সিলেকশন পেতে অনেক সময় মোটিভেশন লেটার/রিসার্চ প্রপোজাল ও রেফারকারীর সুপারিশ (রিকমেন্ডেশন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিজিপিএ বা অন্যান্য স্কোরকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় না। অন্তত যোগ্যতা থাকলেই তারা কাউকে অবহেলা করে না। প্রত্যেকের আবেদনকে তারা বিচার বিবেচনা করে। তারপর সিলেকশন করে। যারা খোঁজ খবর রাখেন, তারা জানেন-অনেক সময় খুব ভালো রেজাল্ট হোল্ডার, অন্যান্য টেস্টে ভাল স্কোর নিয়েও স্কলারশিপ পায় না; কিন্তু তুলনামূলক দুর্বল ক্যান্ডিডেট বলে পরিচিত ব্যক্তি অনেক সম্মানজনক বৃত্তি পায়। আমি নিজেও এক সময় এই বিষয়টির কারণ খুঁজে পেতাম না। কিন্তু তাদের সঙ্গে কাজ করার পর এখন আমার ধারণা হচ্ছে-তারা প্রার্থীর নিজস্বতা চায়। আবেদনকারীর যে সত্যিই ভালো একটা কিছু করার সদিচ্ছা আছে ও যোগ্যতা রাখে সেটি তারা দেখতে চায়। আর তা পেয়ে গেলে প্রার্থীর অতীত-বর্তমান নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায় না। একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটাও তারা জানতে চায়। প্রশ্ন হলো কিভাবে তারা তা জানতে পারে? আপনার আইডিয়া ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা উঠে আসবে 'রিসার্চ প্রপোজাল' এ। তবে হ্যাঁ, সব প্রোগ্রামেই প্রপ্রোজাল পাঠাতে হয় না; কিন্তু অন্য কিছুও পাঠাতে হয়। সেটা হতে পারে মোটিভেশন লেটার কিংবা ভিশন স্টেটমেন্ট, ক্যারিয়ার প্ল্যান বিষয়ে প্রবন্ধ, অথবা কয়েকটি বড় বড় প্রশ্নের উত্তর। আসলে এর প্রতিটিই রিসার্চ প্রপোজালের মূল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। ক্ষেত্রবিশেষে লেআউট বা কন্টেন্ট ভিন্ন হলেও মূল বিষয় অনেকটা একই। আপনি যদি পিএইচডি, এমফিল কিংবা মাস্টার্স বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে আবেদন করতে আগ্রহী হন, তাহলে রিসার্চ প্রপোজাল অবশ্যই জমা দিতে হবে। প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে দেশের মধ্যে উচ্চতর পড়ালেখা/গবেষণায় কী প্রপোজাল জমা দিতে হয় না? অবশ্যই হয়, তবে সেখানে প্রাথমিক প্রপোজালটি বড় নির্ণায়ক থাকে না বরং অন্যান্য

www.bjilibrary.com

বিষয় আবেদনকারীর পরীক্ষাগুলোর ফলাফল, গবেষণা/চাকরির অভিজ্ঞতা, স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেল অথবা নিজের লেখা বই সংখ্যা, এমনকি সুপারভাইজারকে ম্যানেজ করার মতো ব্যক্তিগত সম্পর্ক বেশি গুরুত্ব পায়। তবে দেশের মধ্যেও এমফিল বা পিএইচডিতে যারা ভর্তি হন, তাদের বিস্তর পড়াশোনা করে সময় নিয়ে রিসার্চ প্রপোজাল প্রস্তুত করতে হয়; এক্ষেত্রে সাধারণত ৩ থেকে ৬ মাস সময় দেয়া হয়। তাই যেখানেই উচ্চতর পড়াশোনা ও গবেষণা করতে চান আপনার এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও গভীর ধারণা থাকা দরকার।

অধিকাংশ আবেদনকারী/গবেষক প্রথমে যে সমস্যায় পড়েন-কোন বিষয়ে কাজ করবেন, তা বুঝে উঠতে পারেন না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল সীমাবদ্ধতা হচ্ছে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ বিদ্যায় অভ্যস্ত।

অনেক আবেদনকারীকে দেখেছি-সে কোন বিষয় রিসার্চ করবে, সে বিষয়ে আইডিয়া বা টপিক পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জনের পেছনে ঘুরছে। আসলে রিসার্চের বিষয় সিলেকশনের প্রথম শর্ত হলো-বিষয়টি আপনার খুব প্রিয়/ ভালো লাগার হতে হবে। তাই আইডিয়া অন্যের কাছে খোঁজা মানে হচ্ছে এক রকমের অযোগ্যতা। মুখস্থ করার যোগ্যতাটাকে পাশে রেখে স্থির হয়ে ভাবার চেষ্টা করুন-কোন বিষয়টি সত্যিই আপনার ভালো লাগে, কোন বিষয়ে গভীরভাবে কাজ করে পেরে উঠবেন। কয়েক মাস ধরে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারলে আপনার মাথায় ভালো আইডিয়া আসতে পারে। ওই বিষয় নিয়ে কাজের আগ্রহও জন্মাতে পারে।

স্বভাবতই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষপ্রতিষ্ঠানগুলোর রিসার্চ অ্যাপ্রোচে ভিন্নতা রয়েছে; তবে মৌলিক বিষয়ে তেমন পার্থক্য নেই। তারপরেও যে বিশ্ববিদ্যালয়/ অর্গানাইজেশনে প্রপোজাল পাঠাতে যাচ্ছেন তাদের অগ্রাধিকার বা বিশেষ নির্দেশনা আছে কি না সেটা জানতে চেষ্টা করুন। যদি থাকে তবে সে বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ভাবতে থাকুন। আপনার পছন্দের কোর্সটি পড়ার সময় শিক্ষকের ব্যাখ্যা শুনে বা বই পড়ে কখনো কী আপনার কোনো একটা জায়গায় মনে হয়েছিল-আচ্ছা বিষয়টি তেমন না হয়ে এমনও তো হতে পারতো, অথবা আমাদের সমাজে এই থিওরি আসলেই কি কাজ করে? এই মতামতটির সঙ্গে ঐ বিষয়টি যোগ না করলে ধারণাটি পূর্ণাঙ্গ হয় কী করে? রাস্তায় একাকী পথ চলতে কিংবা টিভি দেখতে দেখতে কখনো কি কোনো আইডিয়া মাথায় এসেছে? যদি আসে তাহলে সেটিই হতে পারে আপনার রিসার্চ আইডিয়ার মূল বিষয়বস্তু। কারণ এর মাধ্যমে এটা বোঝা যায়-সত্যিই ওই বিষয়টিতে আপনার আগ্রহ আছে। ভবিষ্যতে ওই সত্যটি খুঁজে বের করতে কঠোর পরিশ্রম করলেও আপনি ক্লান্ত হবেন না; আগ্রহ নিয়ে করতে পারবেন। তবে এর সঙ্গে কিছু বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলে তবেই অগ্রসর হবেন। নইলে বিকল্প আইডিয়া নিয়ে ভাবতে হবে।

www.bjilibrary.com

- বিষয়টিতে আপনার আসলেই আগ্রহ আছে কি?-আপনার আইডিয়া কি ইউনিক? অর্থাৎ ইতোপূর্বে ঠিক এই আইডিয়া নিয়ে কোনো রিসার্চ হয়নি।

- প্রয়োজনীয় লিটারেচার এবং রেফারেন্স পাওয়া যাচ্ছে কি?

- ধারণাটি নিয়ে সুস্পষ্টভাবে রিসার্চ কোশ্চেন এবং অবজেকটিভস বের করা যাচ্ছে কি?

- যে বিষয়ে কাজ করতে চান, সে বিষয়ে পর্যাপ্ত/প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার সুযোগ আছে তো?

- প্রচলিত থিওরির সঙ্গে আপনার বিষয়টির (প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ) সম্পর্ক আছে তো?

- কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সাপোর্ট ও সময় পাওয়া যাবে কি?

- রিসার্চ করতে গিয়ে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছা দরকার হলে সে লোকবল ও অন্যান্য সাপোর্ট আছে কি?

- বিশেষ কোনো দক্ষতার (টেকনিক্যাল নলেজ) দরকার হলে সেটি আছে তো?

- আপনার কাঙ্ক্ষিত পেশার সঙ্গে এই কাজটি সহায়ক/সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তো?

- যারা (স্পন্সর, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) আপনাকে সহযোগিতা করবে, তাদের যোগ্য প্রতিদান (রিসার্চ আউটকাম) দিতে পারবেন তো?

কোথায় পাওয়া যাবে আইডিয়া? তা কিন্তু আপনার নিজেরই সবচেয়ে ভালো জানার কথা। নিউটন পেয়েছিলেন আপেল গাছের তলায়। হয়তো চলতে-ফিরতে শুয়ে-বসে কিছু একটা ভাবতে গিয়ে মাথায় আইডিয়া চলে আসতে পারে। একবার এক সহপাঠী বলেছিল, ভোরে হালকা ঘুমের মাঝে তার মাথায় একটা আইডিয়া আসে, পরে টিউটরের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিলেন, 'দারুণ' বলে ওই বিষয়ে কাজ করার অনুমোদনও দেন। এর আগে সেই সহপাঠী তার রিসার্চ টপিক নিয়ে খুব ভেবেছিল। অনেক আর্টিকেলও পড়েছে; ক্লাসমেটদের সঙ্গে আলোচনা করেছে, টিউটরের সাহায্য নিয়েছে; তারপরও মনমতো কিছু পাচ্ছিলো না। সবশেষে তন্দ্রাভাবের মধ্যেই আইডিয়া মাথায় আসে। এটি অলৌকিক বা স্বপ্নে পাওয়ার বিষয় নয়, আগে থেকেই লেগেছিল বলে হুট করে মাথায় এ বিষয়ে আইডিয়া আসে। টিভি দেখা, ইন্টারনেট ব্যবহার, বিশ্রাম এমনকি রাস্তায় হাঁটার সময়ও মাথায় আইডিয়া আসতে পারে। রুটিন করে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই সবসময় রিসার্চের আইডিয়া পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানসম্মত কিছু অনুশীলন আছে যেগুলো আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

www.bjilibrary.com

নির্বাচিত লেখা ও লিঙ্কসমূহ

- DAAD স্কলারশিপ এর জন্য রিসার্চ প্রপোজাল কেমন হবে goo.gl/BqmOGB, goo.gl/ZWHe6V
- DAAD এর জন্য একটি সম্ভাব্য ফরমেট goo.gl/UuvHMS
- DAAD, সাধারণ প্রশ্ন goo.gl/8SJci5
- কিভাবে পিএইচডি ফান্ডের জন্য আবেদন করবেন goo.gl/Sa3cpt
- রিসার্চ প্রপোজাল করবেন যেভাবে goo.gl/4gyhcX
- হাউ টু রাইট অ্যা রিসার্চ প্রপোজাল? - 1 goo.gl/x9dj7O
- হাউ টু রাইট অ্যা রিসার্চ প্রপোজাল? - শেষ পর্ব goo.gl/YhQ1tL
- রিসার্চ প্রপোজালের দরকারি তথ্য goo.gl/d3cCtx or goo.gl/FPQhtJ
- কিছু ফরম্যাট goo.gl/mLSWCX
- প্রজেক্ট প্রপোজাল goo.gl/F3cm42
- আরও জানতে হলে, পড়তে হবে goo.gl/JOm8wv

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম এবং ২য় বর্ষে আছেন, তাদেরকে আমি বলবো "গবেষণা এবং পাবলিকেশন"এর চিন্তা এখন না করে, মনোযোগ দিয়ে আগে নিজের অধ্যয়নের বিষয়টি আয়ত্ত করুন। এরপর দিন যেতে যেতে আপনি বুঝবেন, আপনার আগ্রহ কোথায় বা আপনি কী ধরনের চিন্তা করেন। আর যারা ৩য় বর্ষের ১ম অথবা ২য় সেমিস্টারে আছেন, আমি মনে করি আপনাদের চেষ্টা শুরু করা দরকার। তবে গবেষণা করার আগে যেই ব্যাপারগুলো দরকার তা আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আপনি যদি এই ব্যাপারগুলো আয়ত্ত করতে পারেন অথবা আপনি যদি মনে করেন আপনার এই বিষয়গুলোতে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব তাহলে কাজ শুরু করতে পারেন। কেননা, অনেকেই বিরক্ত হয়ে মাঝপথে ছেড়ে দেয় (যেহেতু আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে গবেষণা সম্পূর্ণই নিজের ইচ্ছাতেই করা)। যে বিষয়গুলো আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে তা হল:

- দৃঢ় ইচ্ছা
- পরিশ্রম করার মানসিকতা
- দীর্ঘক্ষণ টানা পড়ার অভ্যাস
- ধৈর্য

বুঝতেই পারছেন, দৃঢ় ইচ্ছা এবং ধৈর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিশ্চিত আপনি মনে করছেন, আপনার দুটোই আছে - তাই আমার এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা খুব একটা জরুরি বলে আপনার মনে হচ্ছে না। তবে জেনে রাখুন, এই দুটো জিনিসের অভাবেই অনেক গবেষণার কাজই অসমাপ্ত থেকে যায়। আমার নিজেরও প্রথম কাজ

www.bjilibrary.com

বাধাগ্রস্ত হয়েছিল "ধৈর্য" হারানোর কারণে একটা পর্যায়ে। দেখা গিয়েছিল, প্রথম নয় মাস পরিশ্রম করে যে ফলাফল আমি দাঁড় করালাম তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। স্বভাবতই ধৈর্য হারিয়ে কাজই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দৃঢ় ইচ্ছার বলে আবার শুরু করে মাত্র ২২ দিনেই সফলতা লাভ করি। তার মানে, আমি যদি ধৈর্যহারা হয়ে কাজটা বন্ধ করে দিতাম, তাহলে ওখানেই ওইটা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু, পরে আর অল্প কিছুদিন পরিশ্রমেই কাজটা হয়েছিল। তাই আবারো বলছি, চরম পর্যায়ের দৃঢ় ইচ্ছা এবং ধৈর্য রাখতে হবে। কোনভাবেই যাতে, আপনাকে হতাশা গ্রাস করতে না পারে।

এরপর আসি, কিভাবে শুরু করবেন? দু'ধরনের পেপার পাবলিকেশন পদ্ধতি আছে মূলত - গবেষণাভিত্তিক পেপার এবং রিভিউ পেপার। সত্যি কথা বলতে গেলে, গবেষণাভিত্তিক পেপার এর মূল্য অনেক বেশি কেননা, গবেষণাভিত্তিক পেপার করতে হলে আপনাকে অবশ্যই অন্য পেপারও রিভিউ করতে হবে। গবেষণাভিত্তিক পেপার মূলত ল্যাবভিত্তিক ডাটা (ল্যাবে কাজ করে যে ডাটা পাবেন) অথবা ফিল্ড ভিত্তিক ডাটা (কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পাবলিক ইন্টারভিউ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পরিদর্শন এর মাধ্যমে যে ডাটা পাবেন) অথবা ল্যাবভিত্তিক এবং ফিল্ড ভিত্তিক ডাটার সমন্বয়ে তৈরি হয়।

আপনাকে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, গবেষণাভিত্তিক পেপার করবেন নাকি রিভিউ পেপার করবেন। যদি এই পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে আপনি একেবারেই নতুন হোন, তাহলে রিভিউ পেপার দিয়ে শুরু করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে আপনাকে ল্যাবভিত্তিক এবং ফিল্ডভিত্তিক ডাটা নিয়ে খুব একটা ভাবতে হবে না। তবে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, আপনাকে প্রচুর পেপার পড়ার অভ্যাস রাখতে হবে।

সাধারণত, একেবারেই নতুনদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় তা হল, "সবই তো বুঝলাম! কিন্তু কোন বিষয় নিয়ে কিভাবে শুরু করবো। অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে টপিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে?" এক্ষেত্রে আমার একটা সোজা-সাপ্টা সাজেশন হচ্ছে, যেহেতু আপনাকে কোন প্রফেসর বা কোন সুপারভাইজার গাইড করছে না, তাই আপনাকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনি আপনার প্রিয় বিষয়ের উপর যে কোন একটা ভালো এবং অধিক রেফারেন্স সমৃদ্ধ একটা টেক্সট বই বের করুন। এরপর বই এর সূচিপত্র থেকে আপনার ভালো লাগে এবং জানার আগ্রহ আছে এমন দুই/তিনটা বা চারটি অধ্যায় আলাদা করুন যে অধ্যয়গুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। এরপর ঐ অধ্যায়গুলো সম্ভব হলে ফটোকপি করে ফেলুন, কেননা "ঐ অধ্যায়গুলোর উপরে শীঘ্রই আপনি এমন অত্যাচার চালাতে যাচ্ছেন যে পুরো বই নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। এরপর, ঐ অধ্যায়গুলো খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করুন এবং প্রয়োজনীয় লাইনগুলো দাগাঙ্কিত করুন। রিভিউ পেপার এর ক্ষেত্রে অধিক পড়ার কোন বিকল্প নেই। যত পড়বেন, তত বেশি তথ্য সন্নিবেশ

www.bjilibrary.com

করতে পারবেন। এরপর প্রত্যেকটা অধ্যায় ভালভাবে শেষ করার পর, ঐ অধ্যায়ের শেষে যে রেফারেন্স লিস্ট আছে ঐ লিস্ট ধরে পেপারগুলো সংগ্রহ করতে চেষ্টা করুন। Google Scholar এর মাধ্যমে OAJ (Open Access Journal) গুলোতে আপনি কিছু পেপার পাবেন। কিছু ক্ষেত্রে আপনার কাঙ্ক্ষিত পেপার সরাসরি না পেয়ে কাছাকাছি আরেকটা পেপার পেতে পারেন। আমি বলবো, ওইটাও ডাউনলোড করে রাখুন। আর বিশেষ কিছু পেপার (যেগুলো আপনি অনলাইনে বা ডাউনলোড করে পড়তে পারছেন না কিংবা আপনাকে টাকা খরচ করে কিনতে হচ্ছে) ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বা সিনিয়র ভাইয়া যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন বা সম্পন্ন করেছেন, তাদের সহায়তা নিতে পারেন। এরপর পেপার যোগাড় করার পর, ঐ পেপারগুলো পড়া শুরু করে দিন। এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি, একেকটা পেপার পড়া শেষ করে দুই পেজের একটা সারমর্ম লিখে ফেলার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। সারমর্ম লিখার ক্ষেত্রে পুরো পেপারটিকে চার ভাগ করে নিয়ে লিখবেন। ভাগগুলো হল, Objective, Method, Results এবং Meaning। এভাবে করে আপনার বইয়ের প্রত্যেক অধ্যায় থেকে ৫/৬টি করে মোট তিন/চার অধ্যায় থেকে ১৬/১৮টি পেপারের সারমর্ম যদি আপনি দাঁড় করাতে পারেন তাহলে আপনার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়, রিভিউ পেপার লেখার ক্ষেত্রে।

কিভাবে আপনার থিসিসকে পেপারে রূপান্তর করবেন?

আন্ডারগ্রাজুয়েট ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের থিসিস জমা দেবার পরে, সেটাকে পেপারে রূপ দেয়া খুবই সহজ একটি কাজ। পেপারের মূল গঠন থিসিসের চেয়ে অনেক কম হয়ে থাকে। ৬০০০ শব্দে হয়ে যেতে পারে একটি পরিপূর্ণ জার্নাল পেপার। থিসিস থেকে কাটছাঁট করার এই প্রক্রিয়াটি করার জন্য দরকার হবে ২/৪ দিন সময়।

প্রথমে একটি আউটলাইন তৈরি করুন। যেমন:

- টাইটেল
- এবস্ট্রাক্ট
- কি-ওয়ার্ড
- ইন্ট্রোডাকশন
- বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ১
- বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ২
- রেজাল্ট ও ডিস্কাশন
- অ্যাকনলেজমেন্ট
- কনক্লুশন
- রেফারেন্স

www.bjilibrary.com

এরপর এই কাঠামোর ভেতরে লিখতে থাকেন:

ক। থিসিসের টাইটেলটিকে জার্নাল পেপারের টাইটেল হিসেবে চালিয়ে দিতে পারেন, অথবা কিছু স্পেসিফিক কি-ওয়ার্ড জুড়ে দিয়ে সুন্দর-সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক একটি প্রাসঙ্গিক শিরোনাম দিতে পারেন। অথারলিস্টে শিক্ষার্থীর নাম, সুপারভাইজারের নাম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান যারা রেখেছেন তাদের নাম থাকা উচিত। অ্যাফিলিয়শেনে ভার্সিটির নামের সাথে ঠিকানায় একটি ভাল ইমেইল অ্যাড্রেস দিন। পূর্ণ নাম যুক্ত ইমেল অ্যাড্রেস দেয়াই প্রচলিতরীতি।

খ। এবস্ট্রাক্টটি সংক্ষিপ্ত হতে হবে। সাধারণত ৫০০ বা তার কম শব্দের মধ্যেই পুরো লেখার সারমর্ম এই অংশে প্রকাশ করতে হয়, জার্নালের গাইডলাইন অনুযায়ী। অবশ্যই আপনার পেপারের গুরুত্ব বুঝিয়ে কিছু ভূমিকা দিতে হবে। এরপরে খুব সংক্ষেপে পেপারে মূল কী বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, কী কী মেথড ব্যবহার হয়েছে তার উল্লেখ থাকতে হবে। রেসাল্ট-ডিস্কাশন থেকে ধার করে কিছু রেজাল্টও এই অংশে যুক্ত করতে হবে।

গ। কি-ওয়ার্ড: ৫/৬টি শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে আপনার লেখাটির মূল বিষয় ও সীমানা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। কি-ওয়ার্ড হিসাবে বৈজ্ঞানিক টার্ম, প্যারামিটার গুলোর নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। টাইটেল থেকেও কিছু মূল শব্দ ধার করতে পারেন।

ঘ। থিসিসের ইন্ট্রোডাকশন থেকে নির্বাচিত অংশ নিয়ে জার্নাল পেপারের ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। ইন্ট্রোডাকশন সাম্প্রতিক রেফারেন্সযুক্ত করা উচিত, বিশেষ করে যেই জার্নালে পাঠাবেন- সেই জার্নালে প্রকাশিত কিছু পেপার অবশ্যই যুক্ত করুন। এই অংশে লেখার স্কোপ, তাৎপর্য, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, আপনার পেপারের মূল আলোচ্য সমস্যার বর্ণনা থাকতে হবে।

ঙ। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: এই অংশটি লিটারেচার রিভিউ থেকে নিতে পারেন। পেপারের রেজাল্টগুলোর প্যারামিটারগুলো বর্ণনা করতে পারেন। যেসব ইকুইপমেন্ট-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে তার পরিচিতি ও একুরেসি দিতে হবে। এই অংশে যে মেথডলজি এই পরীক্ষার ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাও থাকতে হবে।

চ। রেজাল্ট ও ডিস্কাশনে গ্রাফ ও টেবিল থাকবে। প্রতিটি টেবিল ও গ্রাফের/চার্টের বর্ণনা পাশাপাশি থাকতে হবে। ডিস্কাশনে প্রাসঙ্গিক কিছু পেপারের রেজাল্টের সাথে তুলনা থাকতে পারে।

ছ। কনক্লুশন: রেজাল্টে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এইখানে পয়েন্ট আকারে লিখুন। থিসিসে অনেক বড় করে লিখা থাকলে, সেখান থেকে কেটে ছেঁটে সংক্ষেপে দিন। অবশ্য কিছু নিউমারিক রেজাল্ট থাকতে হবে, শুধু তুলনামূলক আলোচনা থাকলে চলবে না।

জ। অ্যাকনলেজমেন্ট: আপনার ল্যাব এসিস্টেন্ট, সহকারী, পরামর্শদাতা, আর্থিক

www.bjilibrary.com

সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এই অংশে উল্লেখ করুন।

ঝ। রেফারেন্সঃ রেফারেন্স লিখার অনেক পদ্ধতি আছে। আপনি যে জার্নালে পাঠাবেন, সেখানে কোন পদ্ধতিতে লিখতে বলছে সে অনুযায়ী সাজান। যেমনঃ হার্ভার্ড, নাম্বারিং সিস্টেম। রেফারেন্স সাজানোর অনেক সফটওয়ার আছে, যেমনঃ END NOTE (http://www.endnote.com/), ProCite (http://www.procite.com/) ইত্যাদি। ইউটিউব থেকে এগুলোর ব্যবহারবিধি সহজে শিখতে পারবেন।

কোথায় পাবলিশ করবেন আপনার আর্টিকেল?

• অনেক জার্নাল আছে, অনেক কনফারেন্স হচ্ছে প্রতি বছর আপনার বিষয়ে। কনফারেন্স পেপারের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই জার্নাল পেপারের মূল্য বেশি। সঠিক জার্নাল নির্বাচন আপনার পেপারকে দ্রুত পাবলিশ করতে সহায়তা করে। শুরুতেই আপনার বিষয়ে কোন জার্নালগুলো ভালো, তা বুঝার জন্য আপনি যেসব পেপার সাইট করেছেন পেপারে, সেগুলো কোন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে নিন। ১০-১৫টি জার্নালের একটি তালিকা তৈরি করুন। এবার একটি করে জার্নাল সার্চ করে তার ওয়েবসাইটে গিয়ে ভালো করে নিচের তথ্যগুলো টুকে নিন।

ক. স্কোপ
খ. ইস্যু/ইয়ার
গ. ইম্প্যাক্ট ফেক্টর
ঘ. এডিটরের নাম ও ইমেইল ঠিকানা

এবার স্কোপ পড়ে নিশ্চিত হোন, কোন কোন জার্নাল আপনার বিষয়ের পেপার প্রকাশ করে। ইস্যু সংখ্যা প্রতি বছরে ৪ এর বেশি হলে বুঝবেন জার্নালটির প্রচুর পেপার দরকার হয়। এর মানে এদের সম্পাদনা ব্যবস্থা বেশ দ্রুত, আপনার লেখাটি প্রকাশ হবে কিনা তা দ্রুত জানাবে। কিছু জার্নাল ১ বছর পর এক্সেপ্ট করে, কিছু জার্নাল ৩ মাস এর মধ্যেও এক্সেপ্ট করে। ১০ দিনেও অনেক পেপার এক্সেপ্ট হয়েছে দেখা যায়। তাই পেপার সাবমিট করে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। স্কোপ নিয়ে কোন সন্দেহ থাকলে জার্নালের এডিটর বরাবর ইমেইল করে নিশ্চিত হতে পারেন (আপনার পেপারের টাইটেল ও এবস্ট্রাক্ট দিতে হবে)।

এরপরে আসে ইম্প্যাক্ট ফেক্টর। এটা আসলে বুঝায়, জার্নালটির পেপারগুলো কত বেশি অন্য পেপার দ্বারা সাইটেড হয়। উচ্চ ইম্প্যাক্টের জার্নালে পাবলিশ করা কঠিন, কারণ সেখানে লেখা পাবলিশ করার জন্য অনেক পেপার এডিটরের কাছে আসে। কারণ উচ্চ ইম্প্যাক্ট যুক্ত জার্নালে পাবলিশ করা যেমন সম্মানের তেমনি এতে অনেক সাইটেশন পাবার সম্ভাবনা থাকে। ইম্প্যাক্ট ফেক্টর ৫ মানে, জার্নাল্টির প্রতিটি পেপার গড়ে ৫টি করে সাইটেশন পায় প্রতি বছর।

খেয়াল করে দেখবেন, অনেক জার্নালে পেপার পাবলিশ করলে তারা লেখকের কাছ

www.bjilibrary.com

থেকে পাবলিশ করার জন্য টাকা নিয়ে থাকে (৫০০-১০০০ ডলার)। আবার অনেক জার্নালে ফ্রি পাবলিশ করে। আপনার সংগতি বুঝে জার্নাল নির্ধারণ করুন।
ISI ইন্ডেক্সড জার্নাল খুঁজতে পারেন, এখানে
http://science.thomsonreuters.com/c...
SCOPUS ইন্ডেক্সড জার্নাল খুঁজতে পারেন এখানে
http://www.scopus.com/source/browse...

কিভাবে পাঠাবেন আপনার পেপার?

অধিকাংশ জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক জার্নালে পেপার পাঠানোর অনলাইন সিস্টেম আছে, যেখানে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে পেপারটির ফাইল আপলোড করতে হবে। আবার অনেক জার্নালে সোজাসুজি ইমেইল করলেই হয়। আপলোড করার আগে খেয়াল করে জার্নালের 'অথার গাইডলাইন'পড়ে পেপারটির ফরম্যাট করুন।
পাঠিয়ে দেবার আগে একটি কভার লেটার লিখুন, যেখানে ফরমালি এডিটর সাহেবকে আপনার পেপারটি পাবলিশ করার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি দিবেন। অবশ্যই আপনার পুরো নাম ও ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টের ঠিকানা ব্যবহার করবেন চিঠির শেষে। লেখা শেষ হলে খুব সতর্ক হয়ে লেখার ফ্লো, বর্ণনার খুঁত, গ্রামারের ভুল-চুকগুলো শুধরে নিন। এরপর সাবমিট করে অপেক্ষা করুন রিভিউয়ের কমেন্টের।

www.bjilibrary.com

প্রফেসরকে ই-মেইল (E-mail) করার নিয়ম

আমেরিকা-কানাডাসহ পৃথিবীর আরো অনেক দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে হলে আপনার যে যোগাযোগগুলো করতে হবে তার প্রধান মাধ্যম হল ইমেইল। তাই যারা উচ্চশিক্ষার জন্য ভাবছেন প্রথমেই কিছু কৌশল রপ্ত করে নিন। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সুবিধার্থে বিষয়টা যতদূর পারা যায় লিখব তবে একটা কথা মনে রাখবেন আমি যেটা লিখছি এটায় যে একেবারে ফাইনাল বা এই ফরম্যাটের বাইরে যাওয়া যাবে না এমনটা কিন্তু নয়। যারা ইমেইল করবেন একসময় হয়ত আমার চেয়ে আরো অনেক ভালো কিছু শিখবেন অথবা যারা এ পথ অলরেডি পাড়ি দিয়েছেন তারাও চাইলে এখানে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করতে পারেন। ইমেইল করা আসলে তেমন আহামরি কোন কঠিন বিষয় না। কিন্তু এইপথে যাদের প্রথম পদচারণা তাদের মনে অনেক প্রশ্ন থাকে যেমন-কি বলে ডাকব বিদেশি লোকদের বা নামিদামি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঘা বাঘা সব প্রফেসরদের। কী লিখব, কোথায় পাব তাদের সম্পর্কে তথ্য বা তাদের ইমেইল আইডি ইত্যাদি। তাই এই লেখায় আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমন কিছু জিজ্ঞাস-ার উত্তর আমার মত করে দিতে। তারপরও কারো যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে লিখবেন।

কেন এবং কাকে ইমেইল করবেন?

আপনার উচ্চশিক্ষার যে খরচ বা ফান্ড বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা আসে মূলত প্রফেসরদের গ্র্যান্ট থেকে যেখানে আপনি কাজ করবেন RA বা TA হিসেবে। ইউনিভার্সিটি বা ডিপার্টমেন্টেও ফান্ড থাকে যেটা সম্পর্কে অন্য আর্টিকেলে বিস্তারিত জানতে পারবেন। এজন্য কোনো টিচারের রিসার্চ ডোমেইন যদি আপনার ইন্টারেস্টের সাথে মিলে যায় তাহলে আপনি আপনার ইন্টারেস্টের কথা তাকে জানিয়ে ইমেইল করতে পারেন। আপনার ইমেইল পড়ে ভালো লাগলে হয়ত আপনাকে আবেদন করতে বলবেন অথবা আপনার সাথে স্কাইপিতে কথা বলার জন্য ডাকবেন অথবা ফান্ড না থাকলে সেটাও জানিয়ে দিবেন। ইউএসএ তে প্রফেসরদের ইমেইল করাটা অপশনাল কিন্তু কানাডার কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করার পূর্বশর্তই হল আপনাকে আগে প্রফেসর ম্যানেজ করতে হবে। আপনার যদি ভর্তি সংক্রান্ত সাধারণ কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনি ইমেইল করবেন গ্র্যাজুয়েট কো-অরডিনেটরের কাছে।

কোথায় পাবেন তাদের সম্পর্কে তথ্য?

আমেরিকাতে টিচারদেরকে ফ্যাকাল্টি মেম্বার বলা হয়। প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে দেখবেন Faculty বা Faculty and Stuff নামে একটা কলাম আছে।

www.bjilibrary.com

ওইখানে যেয়ে আপনি দেখতে পাবেন টিচারদের লিস্ট, তাদের সম্পর্কে তথ্য, তাদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট ইত্যাদি। অনেক জায়গায় তাদের ফান্ডিং সোর্স, নতুন স্টুডেন্ট নিবেন কিনা এসব তথ্যও পেতে পারেন। এগুলো না পেলে দেখবেন তাদের রিসেন্ট পাবলিকেশন বা রিসার্চগেটে তাদের সম্পর্কে সার্চ করেও জেনে নিতে পারেন তাদের রিসেন্ট রিসার্চ এক্টিভিটি সম্পর্কে।

কী লিখবেন, কিভাবে লিখবেন?

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে এমনকি ইউনিভার্সিটিতেও টিচারদের মাঝে অনেকক্ষেত্রে পাতা গুনে মার্ক দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাই আমরাও অনেকে সোজা কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে টেনে লম্বা করে লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যেটা ইমেইল করার সময় একদমই করা যাবে না। আপনার ইনটেনশন, ভাষা, লেখার ভঙ্গি হবে স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড। কারণ, এত কিছু পড়ার সময় আসলে আমেরিকান প্রফেসরদের নেই। তারা চান জিস্ট লেখা। তাই এতো কিছু দেখে হয়ত প্রফেসরের বিরক্ত হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে। এখন আসি ইমেইলের সাবজেক্ট প্রসঙ্গে। ইমেইলের সাবজেক্ট কী দিবেন এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কারণ আপনার ইমেইলের সাবজেক্টই বলবে আপনার ইমেইলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে। তাই ভেবেচিন্তে এবং সাবধানতার সাথে আপনার ইমেইলের সাবজেক্ট নির্বাচন করুন।

সম্বোধন করবেন কী বলে?

আমেরিকানরা প্রথম পরিচয়ে অথবা সাধারণত অপরিচিত মানুষজনদের লাস্ট নেম বা ফ্যামিলি নেম ধরে ডাকে। তাই আপনিও আপনার ইমেইলের সম্বোধনে তাদের লাস্ট নেম লিখবেন এবং একটা কথা মনে রাখবেন আপনি যাদেরকে ইমেইল করছেন তাদের অধিকাংশ পিএইচডি ডিগ্রিধারী তাই নামের আগে Dr. লিখতে ভুলবেন না। ধরুন আপনি যে প্রফেসরকে ইমেইল করবেন তার নাম Qiaozhu Su তাহলে আপনি তাকে Dear Dr. Su, বলে সম্বোধন করবেন অথবা Dear Professorও বলতে পারেন।

ইমেইলের বডিতে প্রথমেই আপনার কারেন্ট স্ট্যাটাস, রিসার্চ ইন্টারেস্ট সংক্ষেপে লিখবেন। নিজের সম্পর্কে কি ইনফরমেশনগুলো দিবেন। তারপর আপনি ওই প্রফেসরের সাথে কেন কাজ করতে চান, তার কোন কোন পেপার আপনি পড়েছেন, যদি পারেন আপনার ইন্টারেস্টের সাথে প্রফেসরের কাজের একটা লিংকেজ দেখাবেন। আপনার লেখাটা এমন হতে হবে যেন সেটা পড়ে প্রফেসর বোঝে যে আপনি তার প্রতি যথেষ্ট সিনসিয়ার। জেনেরিক মানে একই রকম ইমেইল সবাইকে দিবেন না। নিচের স্যাম্পল ইমেইল লক্ষ্য করুন-

www.bjilibrary.com

Dear Professor,

I am Md. T. Islam. I have completed my B.S Honors from the Institute of Nutrition and Food Science of the University of Dhaka, the leading University of Bangladesh. Now, I want to pursue my MS degree from a reputed university of the United States. I feel an intense interest in the field of Nutrition Related Non-communicable Diseases because I think it will be the major challenge for the future world as it is increasing very rapidly throughout the world. My GRE aptitude test score is 317 (AWA-3.0, Verbal-150, Quant-167). My undergrad CGPA is 3.67 (1st year-3.30, 2nd year-3.50, 3rd year-3.80, 4th year-3.98) on a scale of 4.0.
I have two research paper and some unpublished research experience as well, they may get the impression that you are not serious about their research. I will take my IELTS on 19th December and will apply for Fall-16. I believe I could easily be able to fill the requirement set by the Michigan State University. I have visited your page online and found myself very much interested in working with you. The arena you are working with is very much fascinating for me.
Please, let me know whether it is possible to accommodate and support me in your research group as an MS student.
I am eagerly waiting for your kind response.

Sincerely,
Md. T. Islam.

একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন এটা একটা জেনেরিক ইমেইল। এখানে- I have visited your page online and found myself very much interested in working with you. The arena you are working with is very much fascinating for me. – কথাটা সব প্রফেসরকেই লেখা যায়। কিন্তু আপনি যদি- I have also visited your online page and wish to work with you as an MS student. The arena you are working with is very much fascinating for me especially, the Molecular and cellular metabolism in cancer and obesity as well as the therapeutic approach of bioactive food components for cancer and obesity. I am also interested in working on nutritional epigenetics, diabetes and cardiovascular

www.bjilibrary.com

disease- এভাবে লেখেন তাহলে প্রফেসর বুঝবেন যে আপনি কিছুটা হলেও তার রিসার্চ এরিয়াগুলো দেখেছেন। আরো ভালো হয় আপনি যদি প্রফেসরের রিসেন্ট দুই একটা পেপার নিয়ে লেখেন। আর এভাবে একেকজন প্রফেসর সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তাকে ইমেইল করা বেশ সময়সাপেক্ষ কিন্তু অধৈর্য হলে চলবে না।

ইমেইলের উত্তর না পেলে কী করবেন?

আপনি এত কষ্ট করে খেটে খুটে একটা ইমেইল করার পরও দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমেইলের উত্তর পাবেন না। আর এসময় খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। আমি অনেক প্রফেসরকে মনে মনে গালিও দিতাম। ভাবটা যেন এমন যে তার সব কাজ ফেলে তাকে আগে আমার ইমেইলের উত্তর দিতে হবে! আসলে আমেরিকান একজন প্রফেসর বাস্তবিক অর্থে অনেক ব্যস্ত থাকেন। আর প্রফেসরদের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম যেহেতু ইমেইল তাই তারা প্রতিদিন অসংখ্য ইমেইল পান যার অধিকাংশ আমার চেয়ে হাজারগুণ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আমার ইমেইলের উত্তর তিনি কেন দিবেন? তারপরেও তারা ইমেইলের উত্তর অনেক গুরুত্বের সাথেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু আপনাকেও ইমেইল করার সময় কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তার আগে জেনে নেয়া যাক কী কী কারণে আপনি রিপ্লে না পেতে পারেন-

১। হয়ত প্রফেসর নতুন স্টুডেন্ট নিবেন না বা তার কাছে আপনাকে পে করার মত ফান্ড নেই। কিন্তু এটাও অনেক প্রফেসর জানিয়ে দেন সাধারণত।

২। হয়ত অনেক ইমেইলের ভিড়ে আপনার ইমেইলটা চাপা পড়ে গেছে।

৩। আপনি হয়ত জেনেরিক টাইপ ইমেইল করেছেন অথবা আপনার লেখাটা গোছানো না।

এসব ক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হল টাইম ঠিক মত মেইন্টেইন করা। আমেরিকায় শনি-রবি ছুটি থাকে তাই এই দুইদিন অধিকাংশ প্রফেসর ইমেইল চেক করেন না। আপনি যদি এসময় ইমেইল করেন তাহলে পরবর্তী কার্যদিবসের আগে হয়ত আপনার ইমেইলটা চাপা পড়ে যাবে। তাই আপনি ইমেইল করবেন বাকি ৫ দিনের আমেরিকাতে যখন অফিস শুরু হয় তার কিছুক্ষণ আগে। তাহলে তারা অফিসে এসে যখন ইমেইল চেক করবে আপনার হয়ত প্রথম দিকেই থাকবে। তাছাড়া এসময় তারা একটু ফ্রেশ মুডে থাকে। তারপরও যদি রিপ্লে না পান তাহলে ২-৩ দিন পরে একটা ফলো আপ ইমেইল করতে পারেন। যেমন-

Dear Professor,

I emailed you five days ago. Perhaps, you are busy in your working. My today's email is just for remembering.

I am waiting for your kind response.

Sincerely,

Torikul.

www.bjilibrary.com

এরমকম ইমেইলের উত্তরে প্রফেসর আমাকে লিখেছেন-

I apologize for the delay. I will be contact with you next week.
Sincerely,
Dr Benedict

আরেকজন প্রফেসর লিখেছেন-

Thanks for following up on this – likely your email just got lost in the clutter of too much email. Anyway, let me respond to your questions and information below.

আসলে এরকম ফলো আপ ইমেইলে প্রফেসরদের খুশি হওয়ারই কথা কারণ এটা দিয়ে তারা বোঝে আপনি আসলেই তার প্রতি সিনসিয়ার। তারপরেও যদি রিপ্লে না পান তাহলে অন্য প্রফেসরেকে ইমেইল করেন। একই সাথে একই ইউনিভার্সিটির একাধিক প্রফেসরকে ইমেইল না করাটা ভালো।
কানাডার অনেক ইউনিভার্সিটির মত আলবার্টা ইউনিভার্সিটিতে আমার ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করার আগে প্রফেসর ম্যানেজ করতে হয়। আমি কয়েকজন প্রফেসরকে ইমেইল করে কোনো রেসপন্স না পেয়ে গ্রাড-কোঅর্ডিনেটরকে ইমেইল করছি যে- "আপনার ইউনিভার্সিটিতে পড়ার আমার খুবই ইচ্ছা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করার পূর্ব শর্তই তো সুপারভাইজার ম্যানেজ করা। আমি কয়েকজনকে ইমেইল করেছি কিন্তু কেউ আমাকে রিপ্লে দেয় না। এখন আমি কি করব?"
আসুন দেখে নিই উনি আমাকে কী পরামর্শ দিয়েছেন। এতক্ষণ তো আমি আমার মত করে বললাম কিন্তু তারা তাদের জায়গা থেকে আসলে কি এক্সপেক্ট করেন নিচের উত্তরটা দেখলে বুঝতে পারবেন।

Dear Torikul,
If the professors are not answering you, it may be because they are not accepting new students at the moment. You will either need to contact alternate faculty members in your area of interest or look at other universities who are able to commit to accepting you. It is extremely important that you do not send generic emails to every professor in our department. When professors see you do this, they may get the impression that you are not serious about their research. You need to remember that you are basically trying to Ósell yourselfÓ to the professor, and create enough interest that they will respond positively to your email. In order to do this, you should visit the professors page (available under Step 2 of the Admission Process

www.bjilibrary.com

<http://www.afns.ualberta.ca/Graduate/AdmissionPro-cess.aspx>) and investigate their current research projects. With this information, you will personalize your emails to each professor and relate your educational background, experience and interests to their specific research area. It is som what like applying for a job – you need to tailor your correspondence to each professor and make them want to admit you. Please only write to those professors who match your background, education and experience – this is crucial. You will need to speak about their research, why youÕre interested in their projects and how you are an excellent fit for their lab. If you do not receive a response, it is best that you begin looking at other departments or universities who may have a spot for you in their lab.

I hope this information is helpful to you!

Nicole Dubé, BA
Graduate Administrator, Admissions
Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences
2-10A Agriculture/ Forestry Centre
University of Alberta
Edmonton, AB T6G 2P5
Phone: 780.492.8641
Email: nicole.dube@ualberta.ca
এটা ছাড়াও অনেক ইউনির্স্টির ওয়েব সাইটে তাদের প্রফেসরদেরকে ইমেইল করার গাইডলাইন পাবেন।

কখন থেকে ইমেইল করা শুরু করবেন?
মোটামুটি থার্ড ইয়ারের শেষের দিকে বা ফোর্থ ইয়ার থেকে শুরু করতে পারেন। এটার আসলে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

কোন ধরনের আইডি ব্যবহার করবেন?
আমি সাজেস্ট করব জিমেইল।
ইমেইল করার সময় এটা মেনে নিয়েই করতে হবে, হয়ত অধিকাংশ প্রফেসর আপনার ইমেইলের উত্তর দিবেন না। আমি রিপ্লে পেয়েছি প্রথম দিকে ১০-১২% এর মত। শেষ দিকে প্রায় ৪০-৫০% এর মত যার একটা বড় অংশ ফলো আপ ইমেইলের পর। তারপরও যারা হয়ত রিপ্লে দিবে বলবে ফান্ড নেই, নতুন স্টুডেন্ট নিব না, এম এস ছাড়া নিব না আরো কত কত সব অভিনব অজুহাত! কিন্তু আপনাকেও মনে রাখতে হবে এতসব নেগেটিভ উত্তরের ভিড়ে শুধুমাত্র একটা পজিটিভ উত্তরই আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে!

Writer- Torikul Islam

www.bjilibrary.com

স্টুডেন্ট ভিসা

স্টুডেন্ট ভিসার ধরন ও ধারণা

ঢাকার আমেরিকান সেন্টার 'স্টুডেন্ট ভিসা প্রক্রিয়া' শীর্ষক এক সেমিনারে ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান বা রিফিউজের কারণ, তা এড়ানোর কৌশল এবং ভিসা প্রসেসিং বিষয়ের দরকারি নির্দেশনা দিয়েছিলেন ভিসা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ভিসা পাওয়া শিক্ষার্থীরাও তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন এই সেমিনারে। সেমিনারে পাওয়া তথ্য ও অভিজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে এই লেখাটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রথমবার আবেদন করে ভিসা পাননি রেজা। প্রত্যাখ্যাত (রিফিউজড) হয়ে মনে হয়েছিল-আর বুঝি আমেরিকায় পিএইচডি করা হবে না! তবুও হাল ছাড়েননি। দ্বিতীয়বার আবেদন করে আবারও ভিসা সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান। এবার আর রিফিউজ হয়নি। ভিসা পাওয়ার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে যান।

ভিসা পাওয়া শিক্ষার্থীরা জানান, যোগ্যতা থাকলে আর একটু সচেতন ও কৌশলী হলে ভিসা পাওয়া কঠিন কিছু না। যোগ্যতা থাকার পরও সঠিক ধারণা না থাকা কিংবা অজ্ঞতার কারণে ভিসা আবেদন রিফিউজড হয় অনেকেরই। ভিসা না পেয়ে অনেক শিক্ষার্থীই এ প্রক্রিয়াকে 'জটিল' মনে করে ভেঙে পড়েন। বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নের ইতি টানেন।

শুধু আমেরিকার ক্ষেত্রেই নয়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মেনে আবেদন করলে যোগ্য শিক্ষার্থীরা যেকোন দেশের ভিসা প্রত্যাখ্যান এড়াতে পারেন খুব সহজেই। যা যা খেয়াল রাখবেন 'ভিসা পদ্ধতি' সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে সবার আগে। স্বচ্ছ ধারণার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কথা বলা উচিত, তাঁদের পরামর্শ নেয়া উচিত। যেমন, আমেরিকান সেন্টারে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বিনা খরচে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। যোগ্যরা ভিসাও পাচ্ছে। অথচ অনেকেই কনসালটেন্সি ফার্ম বা এজেন্সির কাছে যায়, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে 'ভুল ধারণা' পায়। এতে ক্ষতিটা শিক্ষার্থীরই হয়। এজেন্সিদের আসল লক্ষ্য টাকা উপার্জন, শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে তাদের খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। উচ্চশিক্ষা শীর্ষক সেমিনারে ভিসা সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, 'অনেক শিক্ষার্থীর ধারণা ভিসা সাক্ষাৎকার অনেক কঠিন কিছু, আসলে তা নয়। আমরা যা প্রশ্ন করি, এর সবই শিক্ষার্থীর জানা। শুধু দেখা হয়, শিক্ষার্থী উত্তরে কিভাবে কী বলছে। তবে এটা ঠিক, শিক্ষার্থী কতটা সৎ-তাও দেখা হয়। অনেকেই তথ্য লুকায়, তাই তারা প্রত্যাখ্যাত (রিফিউজড) হয়।' যদি কেউ এই ভর্তি আবেদনের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন না করে, তাহলে তার আর ভিসা আবেদন করেও কোনো লাভ নেই। স্টুডেন্ট ভিসাপ্রক্রিয়া বিভিন্ন দেশে 'ভিসার আবেদন

www.bjilibrary.com

প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম, যদিও কিছু দেশ ভিসা দেয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতিমালাও অনুসরণ করে; যেমন-আমেরিকার স্টুডেন্ট ভিসাকে 'এফ-১' বলে। যুক্তরাজ্যের পয়েন্টভিত্তিক ভিসাপদ্ধতি 'টিয়ার-৪' ইত্যাদি।

কিছু দেশে 'ভিসা সাক্ষাৎকার' দিতে হয়, তবে বেশির ভাগ দেশেই এখন সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয় না। ভর্তি আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীর ভর্তি নিশ্চয়তাপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠায়। এরপর ভিসা আবেদন করলে অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রে ভিসা পাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। কিছু বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই একটি দেশের দূতাবাস বা কর্তৃপক্ষ ভিসা দেয়।

যেমন-আবেদনকারী শিক্ষার্থী পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশে ফিরে আসবে কি না? আর্থিক স্বচ্ছতার কাগজপত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতা-ফলাফল দেখে শিক্ষার্থী সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বা ভিসা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিবেচনা করেন। বিদেশে পড়াশোনা করতে আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ আবেদন করে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে। এসব দেশের উচ্চশিক্ষা বিষয়ক বেশ কিছু ওয়েবসাইট শিক্ষার্থীদের ভিসা আবেদনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত করেছে সংশ্লিষ্ট দেশের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের দেয়া ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো।

দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষার্থীদের ভিসা আবেদন তুলনামূলক বেশি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর মূল কারণ-অবৈধ বা ভুয়া স্পন্সর দেখানো, জমা দেয়া কাগজপত্রে ভুল তথ্য থাকা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কোনটি বাদ পড়া, অ্যাকাডেমিক ফল আশানুরূপ না হওয়া, শিক্ষার্থীকে অফার লেটার পাঠানো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান ভালো না থাকা, কাগজপত্র ইংরেজির পরিবর্তের অন্য কোনো ভাষার থাকা ও সনদসহ জমা দেয়া বিভিন্ন কাগজপত্রের অনুলিপি ঠিক না থাকা।

আপিল করার সুযোগ আছে শিক্ষার্থীর ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাধারণত 'রিফিউজাল অব এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স' সরবরাহ করে। এতে ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার কারণগুলো উল্লেখ থাকবে। তবে ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক দেশেই শিক্ষার্থীরা এর বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে নিশ্চিত হতে হবে, তিনি এ ভিসার যোগ্য এবং দরকারি সব কাগজপত্রই ঠিক আছে। পরিসংখ্যান অবশ্য বলছে, আপিল করে কেউ কেউ ভালো ফল পেলেও বেশির ভাগে শিক্ষার্থীই ভিসা পান না।

যেসব কারণে শিক্ষার্থীর ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান হতে পারে-

* আবেদনকারীর IELTS, TOEFL, GRE অথবা SAT এ প্রয়োজনীয় টেস্ট স্কোর (প্রযোজ্য হলে) যদি না থাকে।

* আবেদনকারী বিদেশে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন, তা নিশ্চিত না হলে। শিক্ষার্থী অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন এমন সন্দেহ তৈরি হলে ভিসা দেয় না কর্তৃপক্ষ।

www.bjilibrary.com

* টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য ব্যয়ভার বহনের আর্থিক সচ্ছলতার 'সঠিক' কাগজপত্র না থাকলে।

* ভিসা অফিসার যদি মনে করেন পড়াশোনা শেষে শিক্ষার্থীর বাংলাদেশে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই অথবা শিক্ষার্থী বিদেশে অভিবাসী হওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন।

* আবেদনকারীর কোনো আইনি ঝামেলার প্রমাণ পেলে।

* ভিসা আবেদনে কোনো মিথ্যা বা ভুল তথ্য দিলে।

* ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফরমে কোনো মিথ্যা বা ভুল তথ্য দিলে।

* আবেদনকারী যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমতি পেয়েছেন, সে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন না থাকলে।

* কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কোনো কাগজপত্র দেখতে চাইলে তা দেখাতে ব্যর্থ হলে।

* ভিসা সাক্ষাৎকার প্রযোজ্য হলে: ভিসা সাক্ষাৎকারে অপরিচ্ছন্ন, অশালীন পোশাক পরে গেলে, সাক্ষাৎকারের আদব কায়দা না মানলে কিংবা আচরণগত কোনো সমস্যা দেখা গেলে। সাক্ষাৎকারের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজিতে প্রশ্ন করা হয়, ঠিকঠাক উত্তর দিতে না পারলে। প্রশ্নের জবাব সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভালো, অপ্রাসঙ্গিক জবাব ভিসা কর্মকর্তার বিরক্তির উদ্রেক করবে এবং এতে প্রশ্নের সংখ্যা বাড়বে।

* আবেদনকারী যে বিষয়ে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে কিংবা এর 'প্রয়োগ ক্ষেত্র' সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকলে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অবস্থান সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে।

স্টুডেন্ট ভিসা প্রতারণা এড়ানোর উপায় : বিদেশে ভর্তি ও স্টুডেন্টে ভিসা প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় অনেকেই মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি কিংবা কনসালটেন্সি ফার্ম-এজেন্সির সাহায্য নেন, অনেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে খোঁজ না নিয়েই ভর্তির চেষ্টা করেন। ফলে কেউ কেউ প্রতারিত হচ্ছেন, কেউ বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ করছেন। কনসালটেন্সি ফার্মের সাহায্য না নিয়ে শিক্ষার্থী নিজেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার ধাপগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন। আর তা সম্ভব না হলে সচেতন হলে বিপদ এড়ানো যায়-

* যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইমেইল বা অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন।

* বিদেশি মানসম্পন্ন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অনুমোদিত এজেন্ট ও কনসালটেন্সি ফার্ম বাংলাদেশে রয়েছে। তাছাড়া ইউকে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখযোগ্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের রিজিওনাল অফিস বাংলাদেশে রয়েছে। তাদের সাহায্য নিতে পারেন।

* যদি কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এজেন্সি না থাকে সে ক্ষেত্রে অনলাইন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে প্রথম সারির দু-একটি কনসালটেন্সি ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে সেসব ফার্ম থেকে

www.bjilibrary.com

দেয়া তথ্য মিলিয়ে নিতে পারেন।
* অধিকাংশ কনসালটেন্সি ফার্মই ভুয়া ব্যাংক সলভেন্সি অর্থাৎ স্পন্সর সংক্রান্ত কাগজপত্র ব্যবস্থা করার বিনিময়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পার পেয়ে গেলেও আইনি ঝামেলাসহ ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই এ জটিলতায় না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
* ভর্তির আগে খোঁজ নিতে হবে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের অনুমোদিত কি না। নতুন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হওয়াই ভালো।
* যদি কোন কনসালটেন্সি ফার্মকে ভর্তির জন্য কাগজপত্র ও ফি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, সে ক্ষেত্রে আগে থেকেই নিশ্চিত হয়ে নিন, পরবর্তীতে আর কী কী খাতে ফি দিতে হবে।
* বেশির ভাগ দেশে শিক্ষা বিরতি থাকলে স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। মালয়েশিয়াসহ কিছু দেশ এ ক্ষেত্রে ও কলেজভেদে সুযোগ দিয়ে থাকে। তাই কোন ফার্ম যদি বলে 'শিক্ষা বিরতি থাকলেও আবেদন করতে পারবেন' তাহলে সতর্ক থাকবেন।
* বেশির ভাগ মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে IELTS বা TOEFL লাগে। যদিও কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সনদ ছাড়াও ভর্তি হওয়া যায়। এ ব্যাপারে ভালোভাবে জেনে নিন।
* ফি পরিশোধ বা লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র বুঝে নিন, সংরক্ষিত রাখুন।

www.bjilibrary.com

এম্বাসির সাথে আমার মাসখানেকের ঝগড়া এবং "এম্বাসি তুই চাস কি??" গল্পের অবসান।
এই লেখায় আমার এম্বাসি ফেইসের কথা তুলে ধরবো। সহজ ভাষায় যারা এমএসসি করতে আসতে চান তাদের কমন প্রশ্ন "ভাইয়া/আপু এম্বাসির IELTS রিকোয়ারমেন্ট কত?" তাই বলা হবে। বাদবাকি কিছু নিয়ে আসলে তারা ঘাঁটায় না যদি সব ঠিক থাকে।
আমার IELTS স্কোর ছিল ৬ (সব ব্যান্ডে)। আমি এম্বাসি ফেইস করি ১৭ ফেব্রুয়ারিতে। সময় ছিল সকাল ৯.৩০ এ। কিন্তু শুরু হয় প্রায় ১২ টার দিকে। কাউন্টার নং ৩। তো নাম ধরে ডাকার পর প্রেজেন্ট স্যার বলে প্রবেশ করার পর দেখি ম্যাডাম। হাই হ্যালো আমার সাইড থেকে দেয়ার পরে ওনার প্রথম কথাটা ছিল বাংলা সিনেমায় ঠাডা পইরা ভিলেন আসার মত ---- Mr Atif , sorry you will be rejected . আমিতো যা যা বাসা থেকে মুখস্থ করে গেছিলাম প্রথমে তাই মনে মনে উত্তর দিলাম "থ্যাংক ইউ , আই এম আতিফ। আফটার কমপ্লেশন মাই আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ---------" মাথা ঝিম ঝিম করতে করতে দুনিয়ায় ফিরে আসলাম আর আবার সেই মায়াভরা কণ্ঠ –"Do you like to face the interview ? " এবার আফটার ব্যাকিং মাই সম্বিৎ বলে উঠলাম, মানে ম্যাম obviously, I am well prepared and MAM what is the problem actually ?
VO --- your IELTS score is too much poor. Your varsity requirement is IELTS 6.5 but you have lower than that ....
আমি --- MAM they also gave me permission to submit my Bachelor,s medium of instruction and that was English . So, what is your opinion now?
VO --- Sorry , I can,t give you visa, after a short discussion on this issue my officer told me that you are not eligible to get visa.
আমি --- OK MAM, no problem. I will face the interview and after that I will take my decision because instead of getting visa may be I can get a refusal letter from you. So, no problem. (smiley + হাঁটু কাঁপা face. হাঁটু নিচে ছিল দেখে নাই। এইজন্যই মে বি বলে আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারি)।
তো যাই হোক গতানুগতিক ইন্টারভিউ নিল, কিছুই মনে নাই কি প্রশ্ন করছিল তবে যা মনে পড়ে কোন মগজ ইউজের প্রশ্ন করে নাই। কারণ তার নিজের মগজ আছে কিনা সন্দেহ। আমি ইন্টারভিউ শেষ করার পরে আমাকে টাকা জমা দেয়ার স্লিপ দিলো আর বললো এই টাকা সামনের ব্যাংকে (মনে হয় ৫৫০০ মত ছিল আর ব্যাংক ছিল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। মনে রাখার দরকার নাই। তারা ইন্সট্রাকশন

www.bjilibrary.com

দেয়।) দিয়ে আবার এম্বাসিতে এসে কাউন্টারে জমা দিতে। আমি কাজ শেষে এসে জমা দিতে গেলাম তখন মায়াবিনী ইংলিশ ছেড়ে সোজা বাংলায় আমারে বলে- দেখেন মিস্টার আতিফ, আপনি রিজেক্ট হবেন। শুধু শুধু ইন্টারভিউ দিলেন। আগে IELTS টা দিয়ে আসতেন, তাই ভাল ছিল। তখনো তাকে বললাম-- দেখেন ম্যাম আমার সাথে ভার্সিটি থেকে দেয়া রিকমেন্ডেশন লেটার পর্যন্ত আছে যে আমার IELTS যা স্কোর আছে তা যথেষ্ট তাহলে কেন আপনি এটা বলছেন ? তবুও সে তার জায়গা থেকে নড়ে নাই। হুট করে বলে বসলাম – তাহলে আমাকে পাসপোর্ট দিয়ে দেন, আমি IELTS দিয়ে আবার আসবো। জানি না এটা নিয়ম কিনা তবে এটা শিউর যে এটা আল্লাহর রহমত। সে আমাকে কোন কিছু বলা ছাড়াই আমার পাসপোর্টে একটা সিল দিয়ে দিল আর বললো IELTS ইমপ্রুভ হলে যেন দিয়ে যাই। তাছাড়া আমার ভিসা প্রসেসিং শুরু হবে না (এই বছরের প্রথম ১০০ মিথ্যার এটা একটা, পরে বুঝেছি)।

ব্যাস এতটুকুই প্রথম ধাপ।

আমি বাসায় গিয়ে চিন্তা করলাম হুদাই আবারো টাকা খরচ আর এই অবস্থায় টেনশন নিয়ে আর যাই হোক ইমপ্রুভ হবে না, কমতে পারে। কিছু নতুন ইউনিভার্সিটিও দেখলাম যা আমার বর্তমান IELTS score কে অতিক্রম করে না। সাথে সাথে বকেয়া টাকা কিভাবে ফিরানো যায়, bdjobs এ গুঁতাগুঁতি আর নতুন টিউশনির খোঁজ শুরু করলাম। তবে অতিরিক্ত চিন্তায় থাকতে পারি নাই। এম্বাসিতে ফোন দিলাম ১৪ মার্চ (আনুমানিক)। আর আবারো আল্লাহর রহমত। আমার ইন্টারভিউ নেয়া সেই ইন্টারভিউয়ার ফোন ধরলো। পরিচয় আর ভিসা ইন্টারভিউ নম্বর বলতেই বলে – IELTS দেয়া হলো? আমিতো তব্দা !!! কয় কি !! তার মানে দেয়া লাগবেই !! ? বললাম – কিছু প্রব্লেমের কারণে দিতে পারি নাই তবে ইনশাল্লাহ ২ এপ্রিলের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবো। তবে আমার রেজাল্ট কি এর আগেই দিয়ে দিবেন? কেননা ১ মাস হয়ে যাচ্ছিল তাই টেনশন ছিল।

VO বলে-- আপনি একটা মেইল দেন আমাদের যে আপনি IELTS দিবেন আর আপনার ভিসা প্রসেসিং যেন বন্ধ করা হয়। আর এখন থেকে ১ মাসের মধ্যে আপনি improve IELTS score জমা দেন বা না দেন আপনার রেজাল্ট দেয়া হবে।

আমি OK বলে বিরস বদনে ফোন রেখে ১৫৫০০ টাকায় কী কী করা যাইতো তা ভাবলাম আর দুইদিন পরে রেজিস্ট্রেশন করে ফেললাম। তারপর আরকি, এক্সাম দিলাম, আল্লাহর রহমতে এবার ভালোই ইমপ্রুভ হলো। রেজাল্ট পেলাম এপ্রিলের ১৪ তারিখ আর এম্বাসিতে IELTS score আর পাসপোর্ট জমা দিলাম ১৭ এপ্রিল দুপুরে। ১৮ এপ্রিল দুপুরেই ফোন আসলো – প্লিজ নিয়ে যা তোর সবুজ বই আমাদের এই কুটির থেকে। এটাই হচ্ছে সেই মিছা কথা। প্রসেসিং যদি বন্ধই হয় তাহলে জাস্ট জমা দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্যাম্নে সব শেষ হয় ?

মোট ৬০ দিন লাগলো ভিসা পেতে।

এবার যারা ডিরেক্ট স্ক্রল করে নেমে গেছেন এবং যারা পেইন খেয়ে পড়লেন আমার বাইক্কা কাহিনী তাদের জন্য সামারি ---

(১) মোটামুটি এম্বাসি বেশি ঘাঁটায় না। অনেকে বলবে "জানো কি অসাম ব্যবহার। আহা উহা।" সব ভুয়া। কাচের ওইপাশ থেকে এমন কোন তেলেসমাতি

www.bjilibrary.com

ব্যবহার করে না। কাগজপত্র সব ঠিকঠাক রাখবেন তাহলেই হলো। ডকুমেন্টস লিস্ট এম্বাসির সাইটে পাবেন।

(২) Accommodation নিয়ে অনেকে চিন্তা করেন। এই প্রশ্ন মনে হয় এখন করে না। আর কথা হচ্ছে এই সংক্রান্ত কোন কাগজ এম্বাসি লিস্টে নাই। তবুও যাওয়ার সময় ভার্সিটিতে ডমে যে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন/ কোন ইউথ হোস্টেলের কয়েকদিন থাকার অ্যাপ্লাইয়ের ডকুমেন্টস নিয়ে যাবেন। ইউথ হোস্টেলে বুকিং এ টাকা লাগেনা।

(৩) IELTS নিয়ে কথা। এম্বাসির ডকুমেন্টে লিখা আছে শুধু submit IELTS score . তার মানে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট score এর কথা বলা নাই। লজিক্যালি ১ বা ৯ সবই তো এক্সেপ্ট করার কথা যদি কোনভাবে অফার লেটার পাইও। তবে কেন তারা ঝামেলা পাকায় ?

--এটা এম্বাসির ইচ্ছা সে কাকে তার দেশে যেতে দেবে না যেতে দেবে না। আপনি একেবারে স্কলারশিপ নিয়ে টাইগার হয়ে গেলেও তাদের যদি মনে হয় আপনি ঝামেলাবাজ তাইলে বাদ। কোন কথা ছাড়া।

-- তবে উপরের ব্যাপারটার চাইতে এখন বেশি ঝামেলা তারা করে মাঝে মাঝে কিছু IELTS score নিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় Summer ২০১৫ এবং তার পরবর্তী Winter এ (সম্ভবত) তারা IELTS এর কোন ব্যান্ডে ৬ এর নিচে থাকলে নগদে নুব নুব দিত। কিন্তু এই Summer ১৬ এ এই নিয়ম আবার নাই।

-- মাঝে মাঝে এনারা medium of intruction certificate কে মূল্যায়ন করে। মাঝে মাঝে করছে না (আমার বেলায় যেমন হলো) এইসব পসিবিলিটিগুলো মাথায় আসছে এবং নিজে দেখেছি। মোটামুটি সব দেখে যা বুঝলাম তা হচ্ছে IELTS লাগুক বা না লাগুক দিয়ে দিবেন এবং স্কোর যেন অন্তত ৬.৫ থাকে আর অবশ্যই কোন ব্যান্ডে ৬ এর নিচে যেন না যায়।

চেষ্টা করবেন medium of intruction certificate না দেখানোর। এম্বাসি লিস্টমতে সেটা কিন্তু লিস্টেই নাই সুতরাং মাথায় রাখার দরকার নাই যদি সেটা দিয়ে ভার্সিটিতে চান্সও পান কেননা আপনি অবশ্যই IELTS দিচ্ছেন আর তারপরে সেটা international language certificate যার কাছে medium of intruction certificate (দেশি) বাইক্কা।

আর যদি ভিসা ইন্টারভিউ তারিখ চলে আসে আর আপনার IELTS Score ৬ এর কম বা কোন ব্যান্ডে ৬ এর কম তাইলে ভার্সিটি থেকে যে অফার লেটার পেয়েছেন আর তাদের যে আপনার এই ল্যাংগুয়েজ স্কিল নিয়ে মাথাব্যথা নাই সেসব প্রমাণপত্র রাখতে পারেন। আমাকে আমার ভার্সিটি রিকমেন্ডেশন লেটার দিছিল । দুঃখের বিষয় তিনি সেটাও দেখেন নাই।

মোটমাট এই হচ্ছে কথা। এম্বাসি পেইন দেয়। খারাপ লাগে তারা যেসব পেইন দেয় সেসব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তারা নিজেরাই ক্লিয়ার উত্তর দেয় না।

www.bjilibrary.com

আমার ইন্টারভিউয়ের একটা অংশ বলে শেষ করি

--- MAM in my offer letter admission committee also told that they will accept medium of instruction certificate. So, what is the problem from your side? And there is no minimum requirement of IELTS score from embassy to face visa interview.

VO: Listen Mr, the requirements of your university is not our concern. And there the line is (indicating to the line of language skill) IELTS 6.5 is required.

--- MAM here also clearly mentioned that medium of instruction certificate is also acceptable. So?

VO: Sorry, we cannot accept it and this requirement is not our concern.

--- OK MAM, if it is not your concern so why you repeatedly pointing to the IELTS 6.5 ? It is also a requirement of my Uni and it is not your concern because submitting medium of instruction certificate is not your concern.

গোলমেলে কথা। তারা নিজেরাই নিজের কথার বিরুদ্ধে বারবার যায় আর ভোগান্তি আমাদের। হুদাই আমার ১ মাস খাইলো। আশা করি এমন আর কারো হবে না। আমাদের দেশীয় ইন্টারভিউয়ারদের বোধোদয় হবে।

লেখক: আতিফ বিন করিম

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্কলারশিপ ও অভিজ্ঞতা

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্কলারশিপ

বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে পড়া-লেখা করতে যাবার জন্য রয়েছে অনেক ধরনের স্কলারশিপ। নিচে বেশ কিছু তথ্য দেয়া হলো:

জাপান : জাতীয় স্কলারশিপের নাম Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho: Mext), both for Undergraduate and Post Graduate Studies (MS and PhD). For Post Doctoral Scholarship: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Fellowship. এছাড়াও রয়েছে প্রায় প্রতিটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্কলারশিপ । যেমন, টোকিও ইউনিভার্সিটির আছে ১০০-১৫০টি স্কলারশিপ, যার নাম: University of Tokyo Fellowships.

ব্রিটেন : জাতীয় স্কলারশিপের নাম Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (CSFP), British Chevening Scholarships for International Students, and University Research Scholarships (URS). ব্রিটেনের প্রতিটি ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে বেশ কিছু স্কলারশিপ। যেমন, Nottingham University-তে আছে Deans Award, Nottingham Research Fellowships.

অস্ট্রেলিয়া : জাতীয় স্কলারশিপের নাম International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) for MS and PhD.
কানাডা : জাতীয় স্কলারশিপের নাম Vanier Canada Graduate Scholarships Program for PhD.NSERC (National Science and Engineering Research Council of Canada) Fellowships for MS and PhD. For Post Doc: Banting Post Doctoral Fellowships. এছাড়া প্রতিটি প্রফেসারের রয়েছে নিজস্ব ফান্ডিং ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : জাতীয় স্কলারশিপের নাম Foreign Fulbright Student Program, and Humphrey Fellowship Program. প্রতিটি ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে বেশ কিছু স্কলারশিপ। যেমন (a) American University Scholarships(b) Cornell University Scholarships(c) Michigan State University International

www.bjilibrary.com

Scholarships(d) Arkansas University Scholarships (Google-এ যেয়ে ক্লিক করলেই সব তথ্য চলে আসবে)

ইউরোপ : European Union (EU) Scholarships for MS and PhD: The Erasmus Mundus Scholarship Programme.

বেলজিয়াম : VLIR scholarship in international masters:http://www.vliruos.be/scholarships

সুইডেন : Sweden Government Scholarships for International Students and The Erasmus Mundus programme.

মালয়েশিয়া : জাতীয় স্কলারশিপের নাম Malaysia International Scholarship (MIS) for MS, PhD and Post Doctorate.

কোরিয়া : জাতীয় স্কলারশিপের নাম Korean Government Scholarship Programme (KGSP) for Undergradate and Post Graduate Studies.

নরওয়ে :
Qouta scholarship
দরখাস্তের সময়- প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর।
(http://siu.no/.../Programme-.../Scholarship-schemes/Quota-Scheme)

Endevour
দরখাস্তের সময়- প্রতি বছর এপ্রিল থেকে জুন।
(https://internationaleducation.gov.au/...)

দক্ষিণ কোরিয়া :
কোরিয়ান গভ: স্কলারশিপ
দরখাস্তের সময়: প্রতি বছর সেপ্টেম্বর।
বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এর সার্কুলার হয়।
(http://www.moedu.gov.bd/)

চীন :
চাইনিজ গভ : স্কলারশিপ
দরখাস্তের সময়- প্রতি বছর সেপ্টেম্বর।
(http://www.csc.edu.cn/studyinchina/...).
The World Academy of Sciences
দরখাস্তের সময়- প্রতি বছর আগস্ট (http://twas.org/)

www.bjilibrary.com

নেদারল্যান্ডসঃ

NFP স্কলারশিপ
Nuffic স্কলারশিপ

দরখাস্তের সময়- প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।
এই স্কলারশিপের জন্য আগে ভর্তি হতে হবে অনলাইনে । (https://www.epnuffic.nl/en/)

জাপানিজ স্টাডিজ
আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩০ এর মধ্যে হতে হবে। জাপানে আসার সময় এবং কোর্স শেষে যাওয়ার সময় আবেদনকারীকে জাপানি ভাষা বা সংস্কৃতিসহ জাপানের বাইরের কোন স্কুলে অধ্যয়নরত থাকতে হবে। জাপানি ভাষা এবং সংস্কৃতি ছাড়া অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে চাইলে JASSO (Japan Student Services Organization) বরাবর আবেদন করতে হবে।
কলেজ অব টেকনোলজি স্টুডেন্ট : বয়স ১৭ থেকে ২২ হতে হবে এবং অন্তত ১১ জাপানের হাই স্কুলগুলোর সমমানের ১২ বছরের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে হবে।
স্পেশাল ট্রেনিং কলেজ স্টুডেন্ট : বয়স ১৭ থেকে ২২ হতে হবে এবং জাপানের হাই স্কুলগুলোর সমমানের ১২ বছরের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে হবে।

ইয়াং লিডারস প্রোগ্রাম
৩ থেকে ৫ বছর প্রশাসনে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে এমন ব্যক্তিরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারে। বিভিন্ন দেশে দক্ষ তরুণ প্রশাসক তৈরির জন্য এ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী কর্মরত রয়েছে সে প্রতিষ্ঠানের সুপারিশক্রমে এ বৃত্তির জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ
কমনওয়েলভুক্ত বিভিন্ন দেশ অন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য এই বৃত্তি দেয়। পূর্বে মাস্টার্স এবং ডক্টরাল পর্যায়কে গুরুত্ব দেয়া হলেও বর্তমানে দূরশিক্ষণ, আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়সহ সংক্ষিপ্ত প্রফেশনাল কোর্সের জন্য কমনওয়েলথ বৃত্তি দেয়া হচ্ছে।
ওয়েবসাইট:
http://ww.csfp-online,org/indes.htmal
প্রতিটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশেই বৃত্তির বিষয়টি তদারক করার জন্য একটি সংস্থাকে মনোনয়ন দেয়া হয়। বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ কাজটি করে। বিভিন্ন সময়ে কমনওয়েলথ বৃত্তির তথ্য তারা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে। আরও তথ্যের জন্য।

www.bjilibrary.com

যোগাযোগ:
সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ভবন নম্বর : ৬, আঠারো এবং উনিশতলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : +৮৮০ ২৩২৩৫৬/৪০৪১৬২
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৭১৬৭৫৭৭
ই-মেইল : sas_stp@moedu.gov.bd
ওয়েবসাইট : http://ww.moedu.gov,bd/

সিডনি অ্যাচিভারস স্কলারশিপ

অস্টেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় 'সিডনি অ্যাচিভারস স্কলারশিপ' ঘোষণা করছে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্য বৃত্তিটি দেয়া হবে। আবেদনের জন্য ভালো ফলাফল এবং ইংরেজিতে দক্ষতা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটি বিভাগে আবেদন করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজন শিক্ষার্থীকে বৃত্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। তবে আগেভাগে আবেদন করা হলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।
নির্বাচিতদের প্রতি বছর ১০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোনো বিষয়ে পড়ার জন্য বৃত্তিটি প্রযোজ্য। প্রথম বছরে শিক্ষার্থীর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরে বৃত্তি দেয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩০ জুন
আবেদনের ঠিকানা :
http://sydney.edu.au/future-students/international/undergraduate/scholarships.shtml

যুক্তরাজ্যে গবেষণা বৃত্তি

স্বল্পোন্নত দেশের গবেষকদের জন্য বৃত্তির ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্যের ওয়েলকাম ট্রাস্ট। তিন বছর মেয়াদি এই গবেষণা বৃত্তির মোট আর্থিক পরিমাণ ৩০ হাজার পাউন্ড। দেশ ও সমাজের কল্যাণে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। গবেষক গবেষণাদল অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। নির্ধারিত ওয়েবসাইট থেকে প্রথমে প্রাথমিক আবেদনপত্র ডাউনলোড করে আবেদন করতে হবে। তারপর প্রাথমিক আবেদন প্রাক-বাছাই করে নির্বাচিতদের নিকট মূল আবেদনপত্র চাওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ : ১৯ আগস্ট
লিংক:
www.wellcome.ac.uk/Funding/public-engagement/fundingschemes/international-engagement-awards/indes.htm

www.bjilibrary.com

১. ইউরোপে উচ্চশিক্ষায় ইরাসমুস মুন্ডুস শিক্ষাবৃত্তি

ইউরোপে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ ইউরোপিয়ান কমিশন প্রদত্ত ইরাসমুস মুন্ডুস শিক্ষাবৃত্তি। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য এই শিক্ষাবৃত্তি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক বলে বিবেচনা করা হয়। এর অধীনে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দের বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

উচ্চতর গবেষণা, নতুন নতুন সংস্কৃতি জানা ও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পাশাপাশি এই শিক্ষাবৃত্তির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে মাসিক শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ, সম্পূর্ণ ভ্রমণ ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা ও গবেষণা সম্পর্কিত সকল খরচ বহন। একসময় শুধুমাত্র মাস্টার্স করার সুযোগ থাকলেও এখন ব্যাচেলর ও পিএইচডি করার জন্যও রয়েছে দারুণ সব সুযোগ। তা ছাড়া প্রতিটি মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে একাধিক দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি থাকায় এই শিক্ষাবৃত্তির অধীনে শিক্ষার্থী তার কোর্স চলাকালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ পাবেন। তিন শর বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩০-এরও অধিক মাস্টার্স প্রোগ্রামে প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থী ও ৩৫০ জনের মতো পিএইচডি শিক্ষার্থী প্রতি বছর ইরাসমুস মুন্ডুস শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ইদানীং প্রতি বছর এই শিক্ষাবৃত্তির অধীনে বাংলাদেশ থেকে ৩০ জনের বেশি স্বপ্নবাজ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছেন। ৬ মাস, ১০ মাস, এক বছর কিংবা দুই বছরের কোর্সে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করার সুযোগ তৈরিসহ বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার কিংবা স্বনামধন্য কোম্পানিতে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করছেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা।

তবে অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য না জানা ও আস্থার অভাবে অজস্র সম্ভাবনার অকাল মৃত্যু ঘটছে।

ইরাসমুস মুন্ডুস শিক্ষাবৃত্তির আবেদন সম্পর্কিত তথ্য

বেশির ভাগ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আবেদন করতে হয় অনলাইনে। আবেদন করার জন্য কোনো প্রকার ফি দিতে হয় না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্ক্যান করে আপলোড অথবা ইমেইলে পাঠাতে হয়। প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের ওয়েবসাইটে কারা কারা আবেদন করতে পারবেন সেই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য, আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা, আবেদন করার সময়সূচি, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিশদ বর্ণনা দেয়া থাকে। সাধারণত মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ডিগ্রি সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, জীবনবৃত্তান্ত, ইংরেজি ভাষাশিক্ষার স্কোর, শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত পড়ালেখা সম্পর্কিত মোটিভেশন লেটার ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখেন

www.bjilibrary.com

এমন দুজন যোগ্য ব্যক্তির সুপারিশপত্র দিয়ে আবেদন করতে হয়। পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত গবেষণাকাজ জমা দিতে হয়। মনে রাখতে হবে, একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ তিনটি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের আবেদন করা যাবে প্রোগ্রাম অনুসারে এ বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস পর্যন্ত।

শুধুমাত্র সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যথাযথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ইউরোপে উচ্চশিক্ষায় ইরাসমুস মুন্ডুস শিক্ষাবৃত্তিই হতে পারে আপনার পরবর্তী গন্তব্য! আপনি যদি সত্যিকারের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, গবেষক, ভ্রমণবিলাসী কিংবা পৃথিবী দেখার স্বপ্ন লালনকারীদের একজন হয়ে থাকেন, তাহলে আর দেরি কেন? অন্তত একবার ঘুরে আসুন ইরাসমুস মুন্ডুস শিক্ষাবৃত্তির ওয়েবসাইটে (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en)। নিজের অজান্তেই দেখবেন, আপনিই এই শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার উপযুক্ত। একটু সাহস আর একটি সিদ্ধান্ত, আপনাকে করবে আপনার স্বপ্নের সমান বড়। অন্যের সফলতার গল্প পড়ে পড়ে আর কত? আগামীর এই দিনে আপনার সফলতার গল্প পড়বে অন্যরা..., এতটুকু স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাগ্রচিত্তে কাজ শুরু করে দিন, দেখা হবে বিজয়ে।

মো: আশিকুর রহমান
স্টুডেন্ট, ইরাসমুস মুন্ডুস

২. DAAD Scholarship প্রস্তুতি ও কিছু কথা

কিছু দিকনির্দেশনা তাদের জন্য যারা আবেদন করতে চান :

কারা আবেদন করতে পারবেন : সাধারণত সবাই আবেদন করতে পারবেন, তবে সায়েন্স এবং ইনজিনিয়ারিং এ যারা অনার্স করেছেন তাদের সাবজেক্ট বেশি এখানে।

যোগ্যতা : অনার্স শেষ করে যারা ২ বছর নিজ নিজ ক্ষেত্রে চাকরি করেছেন এবং যাদের IELTS Score ৬.৫/৬ (সাবজেক্ট অনুসারে কিছু ভিন্নতা আছে) আছে তারা আবেদন করতে পারবেন।

কখন আবেদন করবেন : DAAD Scholarship এর দুইটি Scheme আছে। *একটার আবেদন শুরু হয় মে-জুন এর দিকে * (শুধুমাত্র Social Science background যাদের আছে)। অন্যটা জুলাই এর প্রথম থেকেই শুরু হয় (সবার জন্য)।

www.bjilibrary.com

আবেদনের সময়সীমা : সাধারণত সেপ্টেম্বর এর ৩০ তারিখ পর্যন্ত । তবে কিছু বিষয়ে আবেদনের সময়সীমা অক্টোবরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ও থাকে।

কিভাবে আবেদন করবেন : প্রায় সব বিষয়ের জন্যই DAAD এর Application Form এবং ওই বিষয়ের Application Form এর সাথে প্রয়োজনীয় document সহ ডাকে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিশেষ যোগ্যতা : কিছু বিশেষ যোগ্যতা আপনার Scholarship পাওয়ার পথকে সহজ করে দিবে; প্রথমত, ভালো কোন জার্নাল এ Research Article (১-২ টা সর্বনিম্ন)। দ্বিতীয়ত, সুন্দর, গোছানো একটা Motivation letter এবং ভালো Recommendation Letter।

ABUL HASNAT
Technical University of Darmstadt, Germany

৩. মনবুকাগাকাশো বৃত্তি

১৯৫৪ সালে জাপান সরকার এই বৃত্তি চালু করে। এখন পর্যন্ত বিশ্বের ১৬০টির বেশি দেশের ৬৫ হাজার শিক্ষার্থী এই বৃত্তির আওতায় পড়াশোনা করেছে। এ বৃত্তির জন্য মনোনীত হতে হলে বেশ কয়েক ধাপের পরীক্ষা দিতে হয়। সাত ধরনের মনবুকাগাকাশো বৃত্তি রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের গবেষণাবৃত্তি : এক্ষেত্রে ডিগ্রি সমতুল্য ১৬ বছরের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে হবে, আর বয়স ৩৫ এর মধ্যে হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির অনুমতি পেলেই কেবল এ বৃত্তির জন্য আবেদন করা যাবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বয়স ৩৫ এর মধ্যে হতে হবে আর কলেজ গ্র্যাজুয়েট কিংবা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের গ্রাজুয়েট হতে হবে। এছাড়া নিজ দেশে প্রাথমিক মাধ্যমিক বা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে পাঁচ বছর শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের বৃত্তি : বয়স ১৭ থেকে ১২ এর মধ্য হতে হবে এবং স্কুলে ১২ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করলেই কেবল এ বৃত্তির জন্য আবেদন করা যাবে। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছর মেয়াদি আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট কোর্স শুরুর আগে এক বছর মেয়াদি একটি প্রস্তুতিমূলক কোর্স করতে হয়।

আব্দুল্লাহ আল মামুন
স্টুডেন্ট, মনবুকাগাকাশো বৃত্তি

www.bjilibrary.com

পিএইচডি (PhD) অভিজ্ঞতা

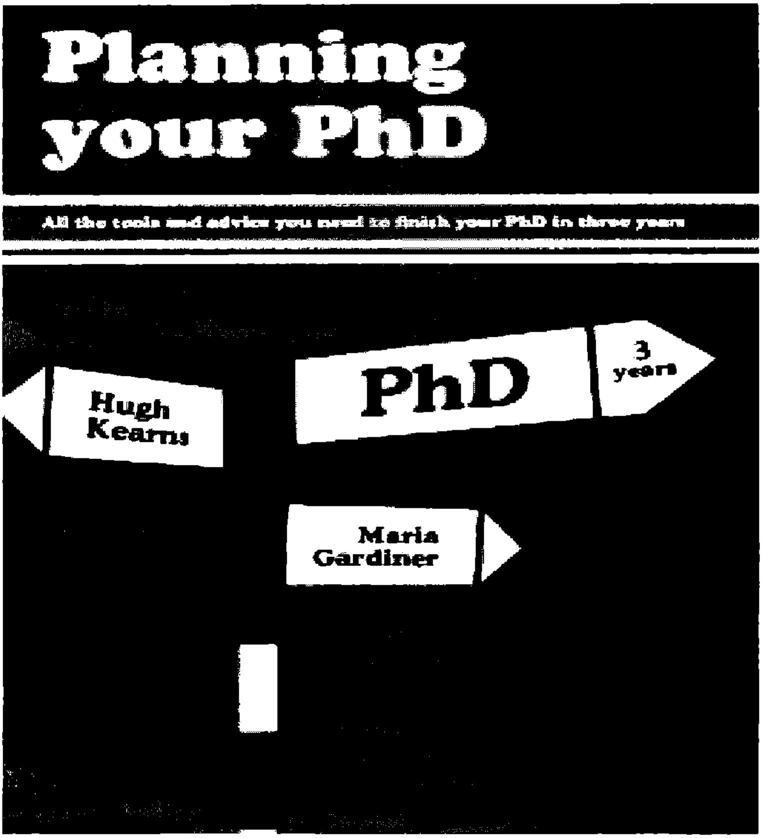

PhD প্রথম পর্ব: আগ্রহ/পেরেশানি/ মোটিভেশন/ লেগে থাকা

অনেক কথা শুনা যায়। যেমন: পিএইচডি পেতে হলে এটা, ওটা, সেটা সব ঠিক ঠাক হতে হবে বা করতে হবে, না হলে হবে না, সবই বৃথা, বা বা বা। আসলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। একেক জনের ব্যাপার একেক রকম। "আগ্রহ" থাকতে হবে।

যাই হোক সরাসরি কাজের কথায় চলে আসি। পিএইচডি করতে হলে সবার আগে যে জিনিসটা দরকার তা হল "আগ্রহ"। ব্যাপারটা কেমন শুনায়! "আগ্রহ" তো আছেই। কি যে বলেন!

আসলে গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এ ব্যাপারে পেরেশানি না থাকার কারণেই অনেকের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হচ্ছে না। আমি গতানুগতিক 'আগ্রহের' কথা বলছি না। তা হলে কোন 'আগ্রহের' কথা বলছি?

www.bjilibrary.com

সেই আগ্রহের কথা বলছি,
- যে আগ্রহ, আপনাকে আপনার 'স্টাডি এরিয়া' খুঁজে বের করতে ইন্টারনেটের সামনে বসাবে। শুধু ফেসবুকে নয়।
- যা আপনাকে আপনার থিসিসের রেফারেন্সগুলো চেক করে অধ্যাপকদের খুঁজে বের করার শক্তি যোগাবে।
- যা উন্নত বিশ্বে আপনার পড়াশুনা সম্পর্কিত ডিপার্টমেন্টের তালিকা বা টপিক এর সাথে সম্পর্কিত প্রজেক্ট বা গ্রুপ খুঁজে বের করার, একটি ফাইল সংরক্ষণ করার, বিভিন্ন দেশের স্কলারশিপের 'at a glance' যেটিতে থাকবে ও ইমেইল করার অনুপ্রেরণা যোগাবে।
- যা বিভিন্ন স্কলারশিপ এর রিকয়ারমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া নেয়া ও তাতে চোখ রাখার অনুপ্রেরণা যোগাবে।
- যেই আগ্রহ, নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। দুইদিন খুঁজেই হবে না বলে যে মন ছেড়ে দিবে না।
- যে আগ্রহ নিজেকে তৈরি করবে PhD র উপযোগী করে।

সর্বোপরি যা বছরের পর বছর ধরে উপরোক্ত কাজে লেগে থাকার ধৈর্য আনবে। কারণ হয়ত সারা বছরে একটি সুযোগ আসল (প্রকৃত অর্থে অনেক বেশি) যেটার জন্য আপনিই একমাত্র ভাল যোগ্যতা সম্পন্ন, কিন্তু খবর রাখলেন না। ব্যাস অন্য কেউ অ্যাপ্লাই করে নিয়ে নিল।

PhD পর্ব (২)- রকমারি / ভিন্নতা/ টাইপস

আপনি মাস্টার্স করছেন। থিসিস যেখানে করছেন সেই প্রজেক্টে বা ডিপার্টমেন্টে বা তার পাশের গ্রুপে টাকা বা ফান্ড আছে, এবং তাদের কাজের পরিধিও আরও বাড়বে। চেষ্টা করে গেলেন। সার্কুলার হল। আপনি ওই প্রজেক্টের অনেক কিছুই জানেন । সুতরাং আপনার চান্স বেশি। এবং আপনিই শেষে এসে 'কোয়ালিফাইড' হয়েছেন। এইরকম ডজন খানেক বন্ধু আছে আমার, যারা এখন ভাল করছে।

অথবা নতুন এক দেশে বা নতুন জায়গায় লোক লাগবে। আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এলাকার বা দেশের। কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা এদের প্রয়োজন বা আপনাকে পরে তৈরি করে নিতে পারবে, এইরকম বিশ্বাস আছে। দুই কূলের সুপারভাইজাররা একজন আরেকজনের কাজের ব্যাপারেও জানে বা মোটামুটি আইডিয়া আছে। তাই আপনাকে তারা পছন্দ করল। ব্যাস হয়ে গেল।

আপনাকে কেউ চিনে না। একটা/অনেকগুলো পোস্ট দেখলেন, টাকা পয়সা দিবে ভাল। অ্যাপ্লাই করে দিয়েছেন। আপনার যোগ্যতা খারাপ না, ঘুরছেন অনেক জায়গায়, কাজের টুকটাক অভিজ্ঞতাও আছে। রেজাল্ট ভাল বা মোটামুটি । আগের মিডিয়াম ইংরেজি বা IELTS/GRE তে ভাল স্কোর আছে। তাদের পছন্দ হয়েছে বা ডেভেলপিং দেশের কোটা বা মহিলা কোটা আছে। নিয়ে নিল।

www.bjilibrary.com

শুধু ফান্ড আছে। বা ফান্ডিং বডি আছে। কমিটি আছে বা সংগঠন আছে। আপনাকে 'প্রোজেক্ট প্রপোজাল' বানাতে হবে। সাবমিট করতে হবে। তাদের পছন্দ হলে ফান্ড পেয়ে যাবেন। ওই দেশে বা দুই দেশ মিলিয়ে পিএইচডি করলেন।

তাছাড়া, নির্দিষ্ট দেশে, নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট টপিকে/ টপিকগুলোতে, নির্দিষ্ট' কোয়ালিফিকেশন শো' করে, সব কিছু 'সাবমিট' করলেন, মেধার ভিত্তিতে বা যে কোন ভিত্তিতে আপনাকে নিয়ে নিল।

এছাড়া আরও অনেক রকমারি থাকতে পারে। আপনি নিজেকে এর যেকোন গ্রুপে আবিষ্কার করলেন। তাহলে আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান। হয়ত হবে, হয়ত হবে না।

PHD পর্ব (৩)- চিন্তা ও বাস্তবতা

এক, জার্মানে অধ্যয়নরত ২ জন বাংলাদেশীর মধ্যে কথা হচ্ছিল, কথার মাঝে প্রসঙ্গ আসল, বাংলাদেশে যারা আছে এদের মগজ বিদেশে আসার ব্যাপারে কিভাবে চিন্তা করে?

শুরুতে যে পয়েন্টগুলো উঠে আসে সেগুলো হলো এইরকম, যেমনঃ 'এমন কেউ কি নেই যিনি আমার অ্যাডমিশনটা করিয়ে দিবেন। কিছু টাকা পয়সা না হয় দিলাম। এমন কেউ কি নেই যে আমার দায়িত্বটা নিবে!

দুই,' এখন অনার্স শেষ বর্ষে, পাস করেই বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করব। তারপর আবেদন করাও শুরু করব। বা ব্যাচেলরে যাব না মাস্টার্সে, না পিএইচডি তে। আশাকরি একদিক না একদিক হবেই।' তিন, 'বিদেশে পড়াশুনা করতে গেলেই অনেক টাকা কামানো যায়। যারা যায় তারা নিশ্চিত অনেক টাকা কামাচ্ছে। সুতরাং টাকা আর টাকা।'

চার, 'সেঞ্জেনভুক্ত দেশ। যদি কোন সমস্যা হয় অন্য দেশে চলে যাব। ব্যাস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকেই বলবে চিন্তাগুলো খুব বাজে, ভ্রান্ত, অযৌক্তিক। আমি বলব এইরকম চিন্তা আসতেই পারে। এটা স্বাভাবিক বলে আমি মনে করি। কারণ বাংলাদেশে থেকে বিদেশ সম্পর্কে শুধু ধারণাই করা যায়, স্বপ্নই দেখা যায়। বাস্তবতা টের পাওয়া যায় শুধু বাহিরে আসলে পরে বা কেউ বললে।

তো বাহিরে আসলে কি টের পাওয়া যায়? এক, কেন শুধু শুধু এজেন্সিকে/ না জানা লোককে দিয়ে এতগুলো টাকা অপচয় করলাম/ অল্প জানলাম কেন, আরেকটু চোখ কান খোলা রাখলে ভাল হতো, নিজেই তো চেষ্টা করে এই সহজ কাজটা করতে পারতাম। এজেন্সির বা অন্যের মাধ্যমে না করলে নিজে হয়ত ভাল জায়গা খুঁজে অ্যাপ্লাই করতে পারতাম। নিজে যদি কিছুটা রেডি হয়ে বা কাগজ রেডি করে কোন ভাইয়াকে একটু সাহায্য করার জন্য বলতাম তা হলে ভাইয়াও উপকার করত আর ব্যাপারটা কতই না সুন্দর হতো।

উপলব্ধি ২, ইস বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনাটা যদি অনার্স ২য়/৩য় বর্ষে বা ৪র্থ বর্ষেও

www.bjilibrary.com

নিতাম। IELTS এবং কোথায় কোথায় ভবিষ্যতে পড়ব একটু চোখ রাখতাম তাহলেই আর এত গুলো মূল্যবান সময় বা বছর লাগত না, নষ্টও হত না। এখানে সমস্যা হয় অন্যভাবে, যদি কেউ অনার্স শেষ করে তারপর প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে তাহলে একসাথে অনেকগুলো চিন্তায় পড়ে, কারণ তার হাতে মোটামুটি তিনটা অপশন- চাকরি, দেশে মাস্টার্স, বা বিদেশের প্রস্তুতি। সে যদি দেশের মাস্টার্সটা না ধরে তা হলে পিছিয়ে পড়ার ভয়। আবার ওইদিকে চাকরির পড়াশুনা, না IELTS প্রস্তুতি!

টাকা কামানো যায় ঠিকই, কিন্তু তা কখনও পরিমেয়, কখনও চলে যায় এমন, কখনও বাড়িতে কিছু পাঠানোর মত। কারণ ক্যারিয়ার গড়া আর টাকার নেশা দুটি ভিন্ন জিনিস। বিদেশে আসার পরে প্রধানত, দুই ধরনের ট্রেন্ড তৈরি হয় ছাত্রদের মাঝে। ১, কেউ শুধু পড়াশুনা তারপর ওই পড়াশুনা দিয়ে সামনের দিকে চলা বা অ্যাকাডেমিক লাইফে ক্যারিয়ার গড়ার, পিএইচডি বা লেকচারার বা রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট বা অন্যকিছুর চিন্তায় থাকে (স্কলারশিপ প্রাপ্তরা), ২, আবার কেউ এসে ভাষা শিখেই পার্টটাইম চাকরিতে ঢুকে (সময় লাগে) পড়াশুনা ও চাকরি একসাথে মনোযোগ দিতে হয় (নিজ খরচে যারা আসেন), যা অনেক কষ্টের। পরে পড়াশুনা ভাল হলে উচ্চতর শিক্ষা ১ম ক্যাটাগরির মত বা ভাষা ভাল হলে ভাল চাকরি হতে পারে (কঠিন), রেজাল্ট ও ভাষা খারাপ হলে অন্যদিকে, অন্য ক্যারিয়ারে (বাধ্য হয়ে) চলে যেতে হয়। আর তিন বা চার বছর পর দেশে গিয়ে আবার ভাল করে শুরু করতে হয়। সব মিলিয়ে একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ, যা অনেকে পারে, আবার অনেকেই নিতে পারে না। বাস্তবতা আরও কঠিন হচ্ছে দিন দিন। তারপরেও আশা ছাড়ে না কেউ। আর অন্য দেশে গিয়ে অবৈধ হয়ে থাকাও অনেক কষ্টের ও ঝামেলার, জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। এছাড়া কেউ ৪-৮ বছর কষ্ট করার পরে দেখা গেল ইউরোপের কোন এক দেশে গিয়ে দাঁড়ায়, রেস্টুরেন্ট দেয় বা ওইরকম চাকরি করে । নিজের পায়ে দাঁড়ায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। যার যা করলে জীবন চলে ও খুশি আমিও সেটাতেই খুশি। কারণ কাজ নিজের কাছে। কী করল এটা অনেকেই দেখে না। দেখা উচিত ও না।

শেষে এসে কেউ সহজে টপকিয়ে যায় আবার কারো অনেক বেশি সময় লাগে, কেউবা বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে ভাল করে, কেউ হয়ত অনেক ভোগে। আর কেউ কেউ পিএইচডি পায়, কেউ পায় না, কেউ সহজে, কেউ অনেক পরে। তকদির আল্লাহ্ জানেন।

www.bjilibrary.com

PhD পর্ব ৪: জার্মানিতে পিএইচডি অর্জন করব কিভাবে?
পথ দুটি -
১ স্বতন্ত্র বা গতানুগতিক **PhD**: এই পথে নিজেই নিজের প্রজেক্ট দাঁড় করাতে হয়, রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করতে হয়। নিজেই নিজের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে করার সুযোগ হয় বা করতে হয়। তবে একজন সুপারভাইজার খুঁজে নিতে হয়, যে তাকে পরামর্শ দিবে ও থিসিস লেখাতে সাহায্য করবে। এই পদ্ধতিতে ছাত্র তার পুরো পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩-৫ বছর বা এইরকম সময়ের মধ্যে ডিগ্রি শেষ করে। এক্ষেত্রে কাজের নমনীয়তা থাকে বা ইচ্ছা অনুযায়ী সময় সাজিয়ে নেয়া যায়। নিজের মত করে শিখার সুযোগ থাকে অনেক কিছু।
এই গতানুগতিক ডিগ্রিগুলো করতে প্রথম যে কাজটি করতে হয় তাহলো কোথায় করব নির্বাচন করা ? তিন জায়গায় করা যায়।
১. ইউনিভার্সিটি।
২. নন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অর্গানাইজেশন।
৩. ইন্ডাস্ট্রি।
এর পরের কাজ হচ্ছে সুপারভাইজার ম্যানেজ করা। তাকে সহ প্রপোজাল ঠিক করা ও সাবমিট করা। আবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেও করা যায় যেমন DAAD এর মাধ্যমে
www.daad.de/research-explorer
http://www.hochschulkompass.de/en/home.html
http://www.research-in-germany.de/.../.../Category-Overview.html
২ কাঠামোগত **PhD**: এই ক্ষেত্রে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রোজেক্ট দাঁড় করিয়ে তা অফার করে। ৭০০ এর বেশি অফার/ প্রোগ্রাম থাকে প্রতি বছর। এটা অন্যান্য দেশের ইংরেজি মাধ্যমের মতই অনেকটা। এখানে একজন বা একাধিক সুপারভাইজার থাকবে বা গ্রুপ থাকবে যারা সবসময় গাইড করবে ও পরামর্শ দিবে। থাকে ইন্টেনসিভ কেয়ার যাতে করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে ডিগ্রি শেষ করতে পারে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সেমিনার, প্রেজেন্টেশন ও কোর্স করা লাগতে পারে বা কিছু সময় ইন্টার্নই বা অ্যাসিস্ট্যান্ট এর কাজ করা লাগতে পারে। এতে করে তার অনেকগুলো স্কিল খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হয়। যেমন, সাইন্টিফিক লিখা, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি। এইখানে প্রজেক্টটিকে পুরো PhD প্রোগ্রামের সাথে মিলিয়ে নিতে হয়।
ভার্সিটি এই পিইচডিগুলো অফার করে বিভিন্ন ট্রেনিং/রিসার্চ গ্রুপে বা গ্র্যাজুয়েট স্কুলে যেটার অর্থায়ন করে জার্মান রিসার্চ ফাউন্ডেশন (DFG) বা এক্সিলেন্স ইনিশিয়েটিভ বা কাউন্সিল
http://www.dfg.de/.../research_fun.../programmes/list/index.jsp...
http://www.excellence-initiative.com/start

www.bjilibrary.com

PhD পর্ব : ৫- 'বিষয়, স্টাডি এরিয়া খুঁজে বের করা, সুপারভাইজার ম্যানেজ করা ও ইমেইল করা '

শুরু করার আগে বলে রাখি, জার্মানিতে সাধারণত পিএইচডি তে জয়েনিং শুরু হয় অক্টোবর থেকে। আবার কিছু আছে সারা বছর যাবৎই হয়। তাই বসে থাকা বা দেরি করা ঠিক হবে না।

এবার আসা যাক, কিভাবে স্টাডি এরিয়া খোঁজা শুরু করব।

১। আপনার ডিপার্টমেন্ট বা ফ্যাকাল্টি খুঁজে বের করুন। আপনি জানেন না কিভাবে বের করবেন ! সোজা চলে যান নিচের লিংকগুলোতে। যদি মিল মত খুঁজে না পান তাহলে গুগল সার্চ দিন । আপনার টপিক, ডিপার্টমেন্ট বা ফ্যাকাল্টি খুঁজে বের করুন। তবে হ্যাঁ ধৈর্য না থাকলে এই পোস্ট ই আর পড়ার দরকার নাই। যারা মোটামুটি ধৈর্য ধরে এখনও আছেন। খুঁজে বের করুন আপনার বিষয়। এর পর একটি লিস্ট করুন কী কী পেলেন (সুযোগ, আপনি যোগ্য কিনা, কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে, ইমেইল বা কোন প্রেফেসর, কে বা কার কাজকে আপনার পছন্দ হয়েছে এই বিষয়গুলো)

লিংক-

https://www.facebook.com/notes/bangladeshi-student-forum-germny/current-and-future-phd-positions/1403854973229361

PhDডাটা বেইজ>

https://www.daad.de/.../pro.../phd/en/13306-phdgermany-database/

২। এবার আসি কিভাবে প্রফেসর / সুপারভাইজার ম্যানেজ করবেন। এটা খুব সহজ, আবার খুব কঠিন আবার মাঝে মাঝে বিরক্তিকর। তাই ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। তবে এই বিষয়ে কিছু ট্রেন্ড আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন (কী কী বিষয় মনে রাখা দরকার)-

- অনেকে আপনার মেইল নাও পড়তে পারে
- মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কিছু ইমেইলের সাবজেক্ট লাইনে লিখতে হবে
- To the point এ লেখা, হাবিজাবি না লেখা (সেটা কি, নিচে আছে)
- তাঁর কাজ কারবার, মানে রিসার্চ সম্পর্কে অগ্রিম কিছুটা ধারণা রাখা (কী নিয়ে কাজ করে, দুই একটা আর্টিকেলে চোখ বুলানো)
- প্রথম ইমেলে টাকা পয়সা কত দিবে জিজ্ঞাস না করে, পড়ালেখা করতে আপনি আগ্রহী জানানো, এবং যদি ফান্ড লাগে কিভাবে হতে পারে জানা
- ইন্ডিয়ান বা বাংলাদেশী টার্মগুলো না লেখা যেমন> যেমন আমি L4 S2 তে আছি, আমি DU তে পড়ি, SSC, অমুক তুমুক না লিখা

www.bjilibrary.com

- একটি নমুনা ইমেইল
https://biology.nd.edu/.../example_of_emails_sent_to_a_-profes...
-দেখামাত্রই বাতিল হবে ও একটি ভাল ইমেইল কেমন হতে পারে
http://theprofessorisin.com/.../how-to-write-an-email-to-a-p.../
৩। কিছু কিছু PhD position আছে প্রফেসর ম্যানেজ করতে হয় না। শুধু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হয়।
উপরে বর্ণিত সব কিছুই তাত্ত্বিক আলোচনা, সব সময় যে সত্যি হবে কোন নিশ্চয়তা নেই, আইডিয়া মাত্র। সুতরাং PhD খোঁজার মাঠে নেমে পড়া শ্রেয় নয় কি?

PhD পর্ব: ৬ - 'DAAD Scholarship'

কাদের জন্য : যারা মাস্টার্স বা সমমান শেষ করেছেন কতদিনের : ৩ বছর, কিছু ক্ষেত্রে ৪ বছর স্কলারশিপে কী কী দিবেঃ • বৃত্তি হিসেবে প্রতিমাসে ১০০০ ইউরো • বাংলাদেশ টু জার্মানি বিমান ভাড়া এককালীন • ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি ছাড় • DAAD হেলথ ইন্সুরেন্স বহন করবে • শুরুতে ৬ মাসের ভাষা শিক্ষা (টিউশন ফি, বাসা, কিছু পকেট খরচ) • বউ/স্বামীর জন্য একটা নির্ধারিত টাকা, অতিরিক্ত বাসা ভাড়া * শর্তসাপেক্ষ যোগ্যতা ও শর্ত : • ফার্স্টক্লাস মাস্টার ডিগ্রি, বা ডিপ্লোমা, কিছু স্পেশাল ক্ষেত্রে ব্যাচেলর • পড়াশুনার বিরতি (মাস্টার্স থেকে অ্যাপ্লাই পর্যন্ত মাঝখানের সময়) ৬ বছরের বেশি থাকা যাবে না • জার্মান প্রফেসর বা সুপারভাইজার থেকে প্রাপ্ত এক্সেপ্টেন্স লেটার যেখানে ইউনিভার্সিটির প্যাডে একটি পরিষ্কার রেফারেন্স ও সুপারভিশনের কথা উল্লেখ থাকবে।

ভাষা : ইংরেজির দক্ষতা দেখাতে হবে ন্যাচারাল সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ। আর সাথে কিছুটা জার্মান জানা লাগবে আর্টস, সোশ্যাল সায়েন্স, ল' এর ক্ষেত্রে (তবে দেখে নিতে হবে)
অথবা

• ইউনিভার্সিটি কর্তৃক ভর্তি পত্র বা অ্যাডমিশন লেটার (সরাসরি PhD প্রোগ্রাম)
• একটি রিসার্চ প্রপোজাল যেখানে কাজের শিডিউল ও অতীত কাজের বর্ণনা থাকবে
• অ্যাপ্লিক্যান্ট বাংলাদেশে বসবাস করে এমন হতে হবে বা জার্মানিতে ১৫ মাসের কম সময়ের জন্য ছিল এমন হতে হবে। জার্মানিতে ১৫ মাসের বেশি বাস করেছে এমন প্রার্থী যোগ্য নয়

অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে। (http://goo.gl/P35uQL)
কী কী কাগজপত্র লাগবে ঃ
• পূরণকৃত অনলাইন ফরম
• CV বা বায়োডাটা, সর্বোচ্চ ৩ পাতা

www.bjilibrary.com

• প্রফেসর থেকে পত্র যেখানে লেখা থাকবে সে আপনাকে গাইড করতে আগ্রহী। বা অ্যাডমিশন লেটার বা এমন কোন প্রমাণ যে আপনার অ্যাডমিশন বিবেচনা করা হয়েছে। • রিসার্চ প্রপোজাল : প্রোজেক্ট এর বর্ণনা ও খরচ ও সময়সূচিসহ সর্বোচ্চ ১০ পাতার একটি লিখিত প্রপোজাল। যেখানে সুপারভাইজার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অ্যাগ্রিমেন্ট থাকবে এমনকি পূর্বের রিসার্চের তথ্য ও থাকতে পারে।
• সকল সনদ ও মার্কশিটের সত্যায়িত ফটোকপি (স্কানড ফাইল বা PDF)। ইংরেজি বা জার্মান ভাষার হতে হবে।
• IELTS : Band 6, for TOEFL: 550 paper based, 213 computer based, 80 internet based

অলরেডি প্রজেক্ট রেডি সেক্ষেত্রে - • ইউনিভার্সিটির সরাসরি অ্যাডমিশন লেটার বা একসেপ্টেন্স লেটার • লিস্ট অফ পাবলিকেশন । সবমিলিয়ে সর্বোচ্চ ১০ পাতা। • সকল সনদ ও মার্কশিটের সত্যায়িত ফটোকপি। ইংরেজি বা জার্মান ভাষার হতে হবে।

অ্যাপ্লিকেশন সামারি, হেলথ সার্টিফিকেট ও সদ্য সাইন করা ২টি রেফারেন্স লেটার DAAD হেড অফিসে পাঠাতে হবে। বিস্তারিত: https://goo.gl/0whkXU
অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন এর নিয়ম: http://goo.gl/P35uQL
স্কলারশিপের তালিকা : https://goo.gl/vhG6im

Abu Bakar Siddique
PhD student
Institut für Botanik und Landschaftsökologie
Universität Greifswald

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন দেশের উচ্চশিক্ষার তথ্য

- দেশ পরিচিতি
- উচ্চশিক্ষার সুযোগ
- অভিজ্ঞতা

এশিয়া মহাদেশ

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা বলতে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা প্রচলিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত জ্ঞান উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। একজন গবেষকের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন। এজন্য গবেষককে হতে হয় অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবেশের আলোকে গবেষণার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণাকে পেশা হিসেবে স্বীকার করা না হলেও এটা যে এক ধরনের নেশা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁরা দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ, জাতির গৌরব। গবেষক পৃথিবীর সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন না, তবে যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন তার আদ্যোপান্ত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ফলাফল বের করে আনবেন। তাঁরা গবেষণালব্ধ ফলাফল দিয়ে দেশ ও জাতিগঠনে শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ন করেন এবং রাষ্ট্রকে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা যোগান। সুতরাং গবেষণার্কমগুলো আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ করে দেশ-প্রেম, সু-নাগরিক ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রাখে।

গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষার স্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষার স্তর হচ্ছে এমফিল ও পিএইচ ডি. এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেড় বছর মেয়াদি এমএএস ডিগ্রি চালু আছে। যা সম্পূর্ণ করলে এম ফিল না করেই পিএইচ ডি.তে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানড়সমূহে ২ বছর মেয়াদি (সর্বোচ্চ ৩ বছর) এম.ফিল ডিগ্রি এবং ৩ বছর মেয়াদি (সর্বোচ্চ ৫ বছর) মেয়াদি পিএইচ.ডি কোর্স চালু আছে। এসব ডিগ্রি দেশ ও দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অর্জন করা যেতে পারে।

গবেষণার বিষয় : প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যসহ মোটামুটি সব বিষয়ের উপর গবেষণা হচ্ছে এবং গবেষকরা তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে উত্তরোত্তর গবেষণার পরিধি সম্প্রসারিত করছেন। একজন গবেষক কোন বিষয়ের উপর গবেষণা করবেন সেটা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত চাহিদা এবং অ্যাকাডেমিক বিষয়ের উপর যে বিষয়ে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করছেন অথবা অন্য অনুষদ ও বিভাগ থেকেও করা যেতে পারে যদি সেটা তাঁর বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য হয়।

গবেষণাপ্রার্থীর করণীয় : গবেষণা প্রার্থীর প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে সুপারভাইজার বা গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন, যার তত্ত্বাবধানে থেকে গবেষণা

www.bjilibrary.com

প্রার্থী তার গবেষণার কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন। সুপারভাইজার গবেষণা প্রার্থীর গবেষণার বিষয় ঠিক করে দিবেন, গবেষণার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। তাই প্রার্থীকে সুপারভাইজার নির্বাচন করতে হবে নিজ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হচ্ছে তত্ত্বাবধায়কের গবেষণার ক্ষেত্র ,গবেষণার ব্যাপারে তার ইচ্ছা, আগ্রহ সর্বোপরি তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।

কোথায় গবেষণা করবেন : বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৯ টির মত। এদের মধ্যে প্রথম সারির ও প্রতিষ্ঠিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত : এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের জন্য উপযুক্ত। প্রাথমিকভাবে আমরা প্রাচীন ও খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আলোচনায় আনতে পারি যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গবেষণার কাজ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং অনেকগুলো গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইনস্টিটিউট এবং বিভাগ গুলোর মাধ্যমে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ইনস্টিটিউট ও আলাদা আলাদা বিভাগ থেকে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

গবেষণার সুফল: একজন গবেষক তাঁর গবেষণাকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারলে তিনি নিজে যেমন উপকৃত হবেন পাশাপাশি দেশ ও জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। গবেষণা কাজে তাঁর পরিশ্রমপ্রিয়তা তাঁকে অন্যান্য গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করবে। এভবেই তিনি হয়ে উঠবেন একজন প্রতিভাবান গবেষক।

ভর্তির প্রাথমিক যোগ্যতা: দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এম.ফিল ও পিএইচ.ডিতে ভর্তির যোগ্যতা প্রায় একই রকম তবে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে কিছুটা তারতম্য আছে এর মধ্যে মূল ধারার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা তুলে ধরা হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম. ফিল. প্রোগ্রাম

১. ভর্তির যোগ্যতা

(ক) চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ডিগ্রি। অথবা

(খ) তিন বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ও এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি। অথবা

(গ) দুই বছর মেয়াদি স্নাতক ও দুই বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

(ঘ) প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/ শ্রেণিসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর

www.bjilibrary.com

থাকতে হবে।

C.G.P.A.নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/ সমমান থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় C.G.P.A. ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A. ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে।

২.মেয়াদ : এম.ফিল. প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর। ১ম বর্ষ কোর্স ওয়ার্কার্স ও ২য় বর্ষ থিসিস। তবে এম.ফিল. প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর।

৩. কোর্স ও ক্লাস : সকল অনুষদের/ইনস্টিটিউটের এম.ফিল. কোর্স পূর্ণকালীন কোর্স হিসেবে গণ্য হবে।

এম.ফিল. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত গবেষকদের জন্য সর্বোচ্চ ২০০ নম্বরের দুই ইউনিট (প্রতি ইউনিট ১০০ নম্বর) অথবা চার ইউনিট (প্রতি ইউনিট ৫০ নম্বর) তত্ত্বীয় কোর্স ১ম বর্ষে সম্পন্ন করা আবশ্যিক। প্রতি কোর্সে ১০০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ৪ ঘন্টার এবং ৫০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ২ ঘন্টার পরীক্ষা দিতে হবে। এছাড়া ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাও থাকবে। তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পাস নম্বর গড়ে ৫০% এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাস নম্বর ৫০%। কোনো একটি কোর্সের পরীক্ষায় ৩০-এর কম নম্বর গণনা করা হবে না। উপরিউক্ত পরীক্ষায় কোনো গবেষক অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে পুনঃভর্তি হয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন। তবে যেসব বিষয়ে তিনি ৫০%-এর অধিক নম্বর পেয়েছেন, সেই নম্বর বহাল রাখার অধিকার তাঁর থাকবে। প্রতি ১০০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ন্যূনতম ৪৮টি এবং ৫০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ন্যূনতম ২৪টি ক্লাস গ্রহণ আবশ্যিক।

এম.ফিল. প্রোগ্রামে তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পাস করে একজন গবেষক মৌখিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইচ্ছে করলে ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এম ফিল কোর্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোনো গবেষক কোনো একটি তত্ত্বীয় কোর্সে/মৌখিক পরীক্ষায় ৫০%-এর কম নম্বর পেয়ে থাকলে সেই কোর্সে/ মৌখিক পরীক্ষায় পরবর্তী সুযোগে পুনঃভর্তি ছাড়াই যথারীতি ফিস প্রদান করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

৪. ছুটি : চাকরিরত প্রার্থীদের ১ (এক) বছরের ছুটি নিয়ে এম. ফিল. প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। তবে কোনো আবেদনকারী যদি কোনো উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন, সেক্ষেত্রে বিভাগের/ইনি-স্টিটিউটের অ্যাকাডেমিক কমিটির এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদের সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক পরিষদ তা শিথিল করতে পারে।

৫. দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি : এম.ফিল. ১ম বর্ষ উত্তীর্ণ গবেষকগণকে পরীক্ষার ফল

www.bjilibrary.com

প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে ২য় বর্ষে ভর্তি হতে হবে। দৈনিক ১ (এক) টাকা নির্ধারিত হারে বিলম্ব ফি প্রদান করে আরো ১ (এক) মাস পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যাবে। ১ম বর্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশের ২ (দুই) মাসের মধ্যে ভর্তি না হলে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা বিলম্ব ফি প্রদান করে ভর্তি হওয়া যাবে।

৬. পুনঃভর্তি : কোনো এম.ফিল. গবেষক ১ম বর্ষ পরীক্ষায় প্রথম বারে পাস করতে না পারলে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে অথবা কোর্স সমাপ্ত করতে না পারলে তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে শুধু একবার পুনরায় ভর্তি হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এরপর আর পুনঃভর্তির সুযোগ থাকবে না। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপাচার্য মহোদয় পুনঃভর্তির অনুমতি দিবেন।

৭. থিসিস জমা ও সময়বৃদ্ধি :

(ক) এম.ফিল. ১ম পর্বের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ১ (এক) বছরের মধ্যে থিসিস জমা দিতে হয়। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ থিসিস জমা দিতে না পারলে তাঁকে শিক্ষা -১ শাখা থেকে সময়বৃদ্ধির নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে তা' সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউটের অ্যাকাডেমিক কমিটি ও সংশ্লিষ্ট অনুষদ সভার সুপারিশের পর অনুমোদনের জন্য 'বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ' ও অ্যাকাডেমিক পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) কোনো গবেষকের থিসিস জমা দেয়ার সময় পার হয়ে গেলে তিনি তা জমা দানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগের/ ইনস্টিটিউটের প্রধানের সুপারিশসসহ উপাচার্য মহোদয় বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করলে উপাচার্য মহোদয় সিন্ডিকেটের ৬/১২/২০০১ তারিখের সিদ্ধান্ত বলে গবেষককে থিসিস জমা দেয়ার জন্য আরো ৬ (ছয়) মাস সময় বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন।

(গ) এম.ফিল. প্রোগ্রামে যোগদানের পর গবেষক ৩ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে থিসিস জমা দিতে না পারলে ২০০০/- টাকা এবং ৫ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে জমা দিতে না পারলে ৪০০০/- টাকা বিলম্ব ফিস দিয়ে তা জমা দিতে পারবেন।

৮. বৃত্তিঃ এম.ফিল. প্রোগ্রামে প্রতি শিক্ষাবর্ষে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে ইতিহাস বিভাগের জন্য নির্ধারিত একটি শের-ই-বাংলা বৃত্তিসহ মোট ৩৬টি বৃত্তি মাসিক ৩০০০/-টাকা হারে মঞ্জুর করা হয়। তবে গবেষক চাকরিরত থাকলে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি/আর্থিক সহযোগিতা পেলে এ বৃত্তি ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হবেন না। ২য় বর্ষে এই বৃত্তি নবায়নের ব্যবস্থা থাকবে। তবে বৃত্তিধারী গবেষক যদি প্রথম বর্ষে প্রথমবারে পাস করতে না পারেন তবে এই বৃত্তি নবায়ন করা হবে না।

www.bjilibrary.com

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম

১. ভর্তির শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা

ক) এম.ফিল. পাস। অথবা

খ) ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান ডিগ্রি এবং ১ (এক) বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি।

শিক্ষাজীবনে সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/ শ্রেণি (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) থাকতে হবে। C.G.P.A. নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা C.G.P.A.৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। উল্লিখিত ন্যূনতম নম্বর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট/ পিএইচ.ডি উপ-কমিটি/ অনুষদ নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে।

২. মেয়াদ : পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৪ (চার) বছর। ২ (দুই) বছর পর থিসিস জমা দেয়া যায়। থিসিস জমা না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একই সময় রেজিস্ট্রেশন ফিস জমা দিতে হবে। সময়মতো রেজিস্ট্রেশন ফি জমা না দিলে নিয়মানুযায়ী বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে।

খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। ৪ (চার) বছর পরে থিসিস জমা দেয়া যাবে। তবে কোনো গবেষক যদি কাজ সম্পন্ন করে ৩ (তিন) বছরের শেষে থিসিস জমা দিতে চান তাহলে তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে বিশেষ বিবেচনায় জমা দিতে পারবেন

৩. এম.ফিল. থেকে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে স্থানান্তর : যে সকল প্রার্থী এম.ফিল. ১ম বর্ষের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন এবং ২য় বর্ষের মধ্যে আবেদন করছেন তাঁদেরকে গবেষণায় সন্তোষজনক অগ্রগতির ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটি, পিএইচ.ডি. উপ-কমিটি, অনুষদ সভার সুপারিশ এবং 'বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ' ও অ্যাকাডেমিক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে এম.ফিল. থেকে পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে স্থানান্তর করা যাবে।

৪. সময়বৃদ্ধি (উপাচার্যের ওপর অর্পিত ক্ষমতা বলে): গবেষকদের থিসিস জমা দেয়ার সময় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এবং থিসিস জমা দেয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলে সেক্ষেত্রে মাননীয় উপাচার্য অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৫. পুনঃরেজিস্ট্রেশন: রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ (চার বছর) শেষ হলে আরও চার বছরের জন্য পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

৬. নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশন: রেজিস্ট্রেশন এবং পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ (৪+৪=৮) আট বছর অতিক্রান্ত হলে নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা থাকবে, তবে এই সুযোগ কেবল ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষের পূর্বে রেজিস্ট্রেশন ও পুনঃরে-জিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হলে নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অতিরিক্ত ফি দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

৭. সেমিনার বক্তব্য: সকল অনুষদের বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটসমূহের পিএইচ.ডি. গবেষকদের প্রতি বছর স্ব স্ব অ্যাকাডেমিক কমিটির সম্মুখে একটি করে সেমিনার বক্তব্য দিতে হবে। এভাবে কমপক্ষে ২টি সেমিনার রিপোর্ট তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট থিসিসের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সেমিনার বক্তব্যের রিপোর্ট ছাড়া থিসিস জমা নেয়া হবে না।
৮. বৃত্তি: প্রতি শিক্ষাবর্ষে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে মোট ৫টি বৃত্তি মাসিক ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে মঞ্জুর করা হবে। তবে গবেষক চাকরিরত থাকলে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি/আর্থিক সহযোগিতা পেলে, এ বৃত্তি ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হবে না। ২য় বর্ষে এই বৃত্তি নবায়নের ব্যবস্থা থাকবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা

প্রার্থীর অবশ্যই এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে যে কোন একটিতে ন্যূনতম প্রথম বিভাগ ও অন্যটিতে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে উভয় পরীক্ষার প্রতিটিতে ৪র্থ বিষয়সহ ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ থাকতে হবে। এবং কলা/সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বি.এ/বি.এস.এস.(অনার্স) এবং এমএ/এমএসএস পরীক্ষার সনাতন পদ্ধতিতে যে কোন একটিতে ন্যূনতম ৫৫% ও অন্যটিতে ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে (তবে, কলা অনুষদভুক্ত বাংলা ও ইংরেজি বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে) অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪ স্কেলের মধ্যে উভয় পরীক্ষার একটিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.২৫ ও অন্যটিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।
অথবা আইন/বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এলএলবি(অনার্স)/বিবিএ/বিকম (অনার্স)/বিবিএস (অনার্স) এবং এলএ-লএম/এমবিএ/এমকম/এমবিএস পরীক্ষার সনাতন পদ্ধতিতে যে কোন একটিতে ন্যূনতম প্রথম শ্রেণী ও অন্যটিতে ন্যূনতম ৫৫% নম্বর থাকতে হবে অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪ স্কেলের মধ্যে উভয় পরীক্ষার একটিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫০ ও অন্যটিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.২৫ থাকতে হবে।
অথবা বিজ্ঞান/জীব ও ভূ-বিজ্ঞান/কৃষি/প্রকৌশল অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিএসসি (অনার্স) /বিএসসি (এজি)/বিফার্ম (অনার্স)/ বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)/সমমান এবং এমএসসি/এমএস (এজি)/ এমফার্ম/ এমএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)/ সমমান পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে যে কোন একটি ন্যূনতম প্রথম শ্রেণী ও অন্যটিতে ন্যূনতম ৫৫% নম্বর থাকতে হবে অথবা গ্রেডিং

www.bjilibrary.com

পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪ স্কেলের মধ্যে উভয় পরীক্ষার একটিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫০ এবং অন্যটিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.২৫ থাকতে হবে।

অথবা

এমবিবিএস/বিডিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৬০% নম্বর থাকতে হবে। ডিভিএম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৬০% নম্বর অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪ স্কেলের মধ্যে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে।

অথবা

যে সকল প্রার্থীর উপরে বর্ণিত ৫ ধারার উপধারা (১) ও (২) এর শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন একটি শর্ত পূরণ হয় না, তাঁরা এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন, যদি তাঁদের (ক) সরকারি কলেজে ৩ (তিন) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা (খ) অনার্স পর্যায়ের বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ৩ (তিন) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা (গ) কোন স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ৩ (তিন) বছরের গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা এবং সেই সাথে প্রতি ক্ষেত্রে (ক অথবা খ অথবা গ) কোন স্বীকৃত জার্নালে ন্যূনতম ২টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে/গৃহীত হয়ে থাকে। তবে এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির অনুমতি প্রাপ্ত প্রার্থীগণ পিএইচডি প্রোগ্রামে স্থানান্তর হতে পারবেন না এবং শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়েই ২য় বিভাগ/শ্রেণী/সিজিপিএ ৩.০০ এর কম থাকলে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা:

প্রার্থীর এম.ফিল. বিধির ৫ ধারার উপধারা (১) ও (২) এর ভর্তির যোগ্যতাসহ অবশ্যই এম.ফিল/সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য সরাসরি প্রাথমিক আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। অথবা প্রার্থীর যদি এম.ফিল. বিধির ৫ ধারায় বর্ণিত ভর্তির যোগ্যতা থাকে এবং তিনি যদি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন/ সরকারি বৃত্তি অর্জন করেন, তাহলে তাঁরা পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন জমা দিতে পারবেন

অথবা

এম.ফিল. বিধির ৫ ধারার উপধারা (১) ও (২) এর ভর্তির যোগ্যতাসহ (ক) সরকারি কলেজে ৫ (পাঁচ) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা (খ) অনার্স পর্যায়ের বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ৫ (পাঁচ) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার অথবা (খ) কোন স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ৫ (পাঁচ) বছরের গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা এবং সেই সাথে প্রতি ক্ষেত্রে (ক অথবা খ অথবা গ) কোন স্বীকৃত জার্নালে ন্যূনতম ৩টি গবেষণা নিবন্ধন প্রকাশিত/গৃহীত হয়ে থাকলে প্রার্থী পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন। তবে, শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়ে ২য় বিভাগ/ শ্রেণী/সিজিপিএ ৩.০০ এর কম থাকলে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন

www.bjilibrary.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা

অত্র বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাংলাদেশের অন্য যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা নিম্নোক্ত যে কোন একটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সমমানের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী প্রার্থীরাও এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ভর্তির অন্যান্য যোগ্যতা

১. প্রার্থীদের ৩/৪ বছর মেয়াদি অনার্স ও ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০% নম্বরসহ ২য় শ্রেণী অথবা সিজিপিএ/জিপিএ ৪ স্কেলের মধ্যে ৩.২৫ এবং এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ৫ স্কেলের মধ্যে ৩.৫০ থাকতে হবে।

২. যে সকল প্রার্থীর অনার্স ডিগ্রি নাই তাঁদের ডিগ্রি (পাস) অথবা মাস্টার্স ডিগ্রির যে কোন একটিতে ১ম শ্রেণী অথবা সিজিপিএ/জিপিএ ৪স্কেলের এর মধ্যে ৩.৭৫ এবং অপরটিতে ৫৫% নম্বরসহ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ৫ স্কেলের মধ্যে ৩.৫০ থাকতে হবে।

৩. গবেষণা কর্মকর্তা/বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বা অন্যান্য পদে কর্মরত চাকরিজীবী প্রার্থীদের সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা বা গবেষণার অভিজ্ঞতা (স্বীকৃতমানের জার্নালে প্রকাশিত অন্তত একটি একক গবেষণা প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার যোগ্য) এবং উপরোক্ত ১ ও ২ নং কলামে বর্ণিত যে কোন একটি শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ভর্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৪. বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও এম.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা এম.এসসি (অ্যাগ্রিকালচার) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ৫৫% নম্বরসহ দ্বিতীয় শ্রেণী অথবা সিজিপিএ/জিপিএ ৪স্কেলের মধ্যে ৩.৫০ ও ৩.২৫ এবং এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ৫ স্কেলের মধ্যে ৩.৫০ থাকতে হবে। এ ছাড়া সরকারি কলেজ হতে উত্তীর্ণ এম.বি.বি.এস/বি.ডি.এস/ডি.ভি.এম ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা উক্ত প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(২০০১, ২০০২, ও ২০০৩ সালে এস.এস.সি এবং ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৫ সালে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উক্ত ভর্তির যোগ্যতা শিথিল করে উভয় পরীক্ষায় যারা ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছেন এবং কোনটিতে জিপিএ ২.৫০ এর নিচে নয় তারা অন্যান্য শর্ত পূরণ পূর্বক এম.ফিল কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন।)

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা

অত্র বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাংলাদেশের অন্য কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ নিম্নোক্ত যে কোন শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

www.bjilibrary.com

ভর্তির অন্যান্য যোগ্যতা

১. এম.ফিল ডিগ্রিধারী, অথবা বিদেশি ২য় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিতে কমপক্ষে ৫০% নম্বরসহ দ্বিতীয় শ্রেণী অথবা সিজিপিএ/জিপিএ ৪ স্কেলের মধ্যে ৩.২৫ এবং এস.এসসি ও এইচ.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ৫ স্কেলের মধ্যে ৩.৫০ থাকতে হবে।

২. এক বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ উক্ত প্রোগ্রামে ভর্তি যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৩. বাংলাদেশের অন্য যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যাঁদের ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে এবং যাঁদের অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিতে কমপক্ষে ৫০% নম্বর অথবা অনার্স ও মাস্টার্সের যে কোন একটিতে জিপিএ ৪ স্কেলের মধ্যে কমপক্ষে ৩.৫০ এবং অপরটিতে ৩.২৫ এবং এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি অথবা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ৫ স্কেলের মধ্যে ৩.৫০ আছে এবং স্বীকৃত মানের জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ২টি গবেষণা প্রকাশনা আছে তাঁরা উক্ত প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৪. বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে যাদের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে ০৫ (পাঁচ) বৎসরসহ কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে এবং যাদের উক্ত শিক্ষকতা জীবনে স্বীকৃত মানের জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ২(দুই) টি গবেষণা প্রকাশনা আছে তাঁরা উপরোক্ত যে কোন একটি শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৫. অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের মাস্টার্স/এম.ফিল ডিগ্রিসহ ৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে এবং উক্ত শিক্ষকতা জীবনে সম্পন্ন করা স্বীকৃত মানের জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ২(দুই) টি গবেষণা প্রকাশনা আছে তারা পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তি যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৬. উপরোক্ত যে কোন একটি শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এম.ফি-ল/বিদেশী ২য় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গবেষণা কর্মকর্তাবৃন্দের যাদের স্বীকৃত মানের জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ০২ (দুই)টি গবেষণা প্রকাশনা আছে তারা ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। চাকরিরত প্রার্থীদেরকে তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে । এম.ফিল ও পিএইচ.ডি উভয় প্রোগ্রামে ১ম বৎসর পূর্ণকালীন (Fulltime) গবেষক হিসেবে কোর্স ওয়ার্ক করা বাধ্যতামূলক (এম.ফিল এর ক্ষেত্রে.বি. শিক্ষক ব্যতীত) বিধায় চাকরিরত প্রার্থীদেরকে ০১(এক) বৎসরের ছুটি পাবেন মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সম্মতিপত্র অবশ্যই আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। গবেষণা বৃত্তির জন্য

www.bjilibrary.com

নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী মাসিক গবেষণা বৃত্তি প্রদান করা হবে। তবে বৃত্তিকালীন সময়ে চাকরিরতদের ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন ছুটিতে থাকতে হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা

কলা ও মানবিক অনুষদ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে : মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক/ সমমান উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) বা জিপিএ ৩.৫০ সহ স্নাতক (সম্মান/পাস) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) বা সিজিপিএ/জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। শুধু নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ক্ষেত্রে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে এম.ফিল ভর্তির জন্য স্বীকৃত জার্নালে নাট্য বিষয়ে কমপক্ষে ১টি গবেষণামূলক রিভিউড প্রবন্ধ এবং আই.টি.আই (ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট) অথবা বাংলাদেশ গ্রুপথিয়েটার ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো নাট্য সংস্থায় নাটকের যে কোনো (অভিনয়, নাট্য নির্দেশনা, নাটক রচনা, সেট ডিজাইন ও ফিল্ম) ক্ষেত্রে ২ বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পর্যায়ে অন্যূন (শতকরা ৫০% নম্বর)সহ ২য় শ্রেণী/ বিভাগ অথবা সিজিপিএ/ জিপিএ ৩.২৫ থাকতে হবে।

পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/ ইংরেজি/ ইতিহাস/ দর্শন/ নাটক ও নাট্যতত্ত্ব/ প্রত্নতত্ত্ব/ বাংলা/ চারুকলা/ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ পদার্থবিজ্ঞান/ পরিবেশ বিজ্ঞান/ গণিত/ পরিসংখ্যান/ রসায়ন/ অর্থনীতি/ নৃবিজ্ঞান/ ভূগোল ও পরিবেশ/ সরকার ও রাজনীতি/ লোকপ্রশাসন/ নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা/ উদ্ভিদবিজ্ঞান/ প্রাণিবিদ্যা/ প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান/ ফার্মেসি/ বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং/ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিভ মাইক্রো বায়োলজি বিভাগ/ আইবিএ-জেইউ বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। মাধ্যমিক/ সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক/ সমমান পরীক্ষার যে কোনো একটিতে প্রথম বিভাগ বা জিপিএ ৪.০০ ও অন্যটিতে দ্বিতীয় বিভাগ (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) বা জিপিএ ৩.৫ সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (৪ বছর) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী বা সিজিপিএ/ জিপিএ ৩.৭৫ থাকতে হবে। অথবা ৩ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিধারী আবেদনকারীগণের মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার যে কোনো ৩ টিতে প্রথম শ্রেণী/ বিভাগ এবং অন্যটিতে দ্বিতীয় শ্রেণী/ বিভাগ (ন্যূনতম ৫৫% নম্বর) থাকতে হবে। এছাড়া যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রি অথবা বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রি থাকলে পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। অথবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত

www.bjilibrary.com

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কলা ও মানবিক অনুষদের ক্ষেত্রে

যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রি অথবা বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রি থাকলে পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার যে কোনো একটিতে প্রথম বিভাগ বা জিপিএ ৪.০০ ও অন্যটিতে দ্বিতীয় বিভাগ (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) বা জিপিএ ৩.৫০ সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (৪ বছর) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার যে কোনো একটিতে প্রথম শ্রেণী বা সিজিপিএ/জিপিএ ৩.২৫ ও অন্যটিতে দ্বিতীয় শ্রেণী (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) বা সিজিপিএ/জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। অথবা ৩ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিধারীদের মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ২টিতেই প্রথম বিভাগ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার যে কোনো একটিতে প্রথম শ্রেণী অন্যটিতে ২য় শ্রেণী ন্যূনতম ৫০% নম্বর) থাকতে হবে। শুধু নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ক্ষেত্রে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য স্বীকৃত জার্নালে নাট্য বিষয়ে কমপক্ষে ২টি গবেষণামূলক রিভিউড প্রবন্ধ এবং আই.টি.আই (ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট) অথবা বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো নাট্য সংস্থায় নাটকের যে কোনো (অভিনয়, নাট্য নির্দেশনা, নাটক রচনা, সেট ডিজাইন ও ফিল্ম) ক্ষেত্রে ৩ বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পর্যায়ে অনূন্য (শতকরা ৫০% নম্বর) সহ ২য় শ্রেণী/ বিভাগ অথবা সিজিপিএ/ জিপিএ ৩.২৫ থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ এবং তাঁর অনন্য সাধারণ অবদান ও নেতৃত্বের ওপর উচ্চতর গবেষণা চর্চার মাধ্যমে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। তার পাশাপাশি বাঙালি জাতির মুক্তির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, সঙ্গীত, শিল্পকলা, আইন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উচ্চতর চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

যোগ্যতা ও ধরন

এই ইনস্টিটিউটে যারা এম.ফিল গবেষণা করতে চান তাদের ১ বছরে ২ সেমিস্টারে বিভক্ত ৬ টি বাধ্যতামূলক ও ৪ টি ঐচ্ছিক বিষয়সহ মোট ১০ টি বিষয়ে কোর্স ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য গবেষকদের অবশ্যই যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত

www.bjilibrary.com

থাকেন তবে সেখান থেকে ১ বছরের ছুটির গ্যারান্টির সনদপত্র জমা দিতে হবে। প্রথম বছরে সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে ৫ জন ছাত্রকে ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ২ জন ছুটির অনুমতি না পাওয়ায় ভর্তি হতে পারেনি। এম.ফিল ছাত্রদের জন্য মাসিক ৪০০০/= টাকা, পিএইচ.ডি ছাত্রদের জন্য ৫০০০/= টাকার স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে।

এই ইনস্টিটিউটে যারা ভর্তি হবেন তাদের অবশ্যই বাংলাদেশের যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ করে ঢাবি, রাবি, জাবি, চবি থেকে তাদের কো-সুপারভাইজারের অধীনে কাজ করতে হবে। সেজন্য এ চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি Memorandum of Underestanding (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা :

এ বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/সমমান ডিগ্রি আগ্রহী প্রার্থীকে সনাতন পদ্ধতিতে ৫০% নম্বর/ গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৪ স্কেলের মধ্যে ন্যূনতম ৩.২৫ থাকতে হবে। কোন প্রার্থীর যদি স্নাতক না থাকে তাহলে তাকে ৩ বছরের স্নাতক (পাস কোর্স) সনাতন পদ্ধতিতে ১ম বিভাগ/ গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৪ স্কেলের মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫০ থাকতে হবে এবং স্নাতকোত্তরেও একই রকম। এম বি বি এস এর ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সনাতন পদ্ধতিতে ৫৫% নম্বর/ গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৪ স্কেলের মধ্যে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.২৫ থাকতে হবে। এসএস সি/ এইচ এস সি তে কোনো প্রার্থীর ৩য় বিভাগ থাকে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে প্রার্থীর যদি স্নাতক/ স্নাতকোত্তরে ৩.৫০/ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তার গবেষণাকর্ম থাকে তাহলে তিনি এম.ফিল ডিগ্রির গবেষণা করার সুযোগ পাবেন।

পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা

কেউ যদি এম.ফিল থেকে সরাসরি পিএইচ ডি প্রোগ্রামে যেতে চায় তাহলে তাকে এম.ফিল প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। প্রার্থীকে কমপক্ষে তার গবেষণা সংশ্লিষ্ট একটি প্রবন্ধ স্বীকৃত কোন জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

প্রার্থী যদি তার গবেষণাকর্মকে সরাসরি পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে স্থানান্তর করতে চান তাহলে অবশ্যই তাকে রূপান্তরের ওপর একটি ট্রান্সফার সেমিনার করতে হবে। তবে শর্ত হলো যে, পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে ভর্তির অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতাও থাকতে হবে। প্রার্থীকে পিএইচ.ডির সিনোপসিস তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশসহ সাবমিট করতে হবে।

www.bjilibrary.com

যদি এম.ফিল প্রোগ্রামকে পিএইচ ডি প্রোগ্রামে রূপান্তরের প্রমাণপত্রসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটি অনুষদের মাধ্যমে বোর্ড অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সেলিং অনুমোদনের জন্য পাঠাবে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি)

বিইউপি বাংলাদেশের নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও বেসামরিক নাগরিক এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চতর গবেষণামূলক অর্জন করেন। এ প্রতিষ্ঠানে এমফিল পিএইচডি ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে কমপক্ষে সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় বা স্নাতক পর্যায়ে কোন কলেজের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, সরকার স্বীকৃত কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। পিএইচ ডি ভর্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তের পাশাপাশি স্বীকৃত কোন জার্নালে গবেষণামূলক ২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সরাসরি পিএইচ ডি প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

যোগ্যতা

পিএইচডি কোর্সে ভর্তির জন্য প্রার্থীকে কৃষি বিজ্ঞান শাখায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস/এম ফিল/এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং কৃষি বিষয়ের ওপর সনাতন পদ্ধতিতে ৫০% নম্বর অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপি এ ৪ এর মধ্যে ৩ পেয়ে থিসিস সম্পন্ন রেজাল্টধারী হতে হবে অথবা স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্নকারী/ শিক্ষকতা বা গবেষণায় ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং স্বীকৃত কোন জার্নালে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা থাকতে হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর ২ বার (জানুয়ারি-জুন এবং জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টরে) মাস্টার্স এবং পিএইচডি কোর্সে ভর্তি করানো হয়। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের (কৃষি সম্পর্কিত) ছাত্ররা এই দুটি কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। মাস্টার্সে সিজিপিএ ৩.৯০ অর্জনকারীরা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে সরাসরি পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন।

www.bjilibrary.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এমএস প্রোগ্রাম

প্রার্থীদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ সহ (৪.০০ এর মধ্যে) স্নাতক ডিগ্রি অথবা অনুমোদিত অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সিজিপিএ ৩.০০ (৪.০০ এর মধ্যে) বা দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণীসহ সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীগণ ন্যূনতম ৩.০০ জিপিএ প্রাপ্ত হলে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

পিএইচডি প্রোগ্রাম

(১) কেবলমাত্র চাকরিরত প্রার্থীগণ পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(২) প্রার্থীদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ সহ (৪.০০ এর মধ্যে) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা অনুমোদিত অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে জিপিএ ৩.০০ (৪.০০ এর মধ্যে) বা দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণীসহ সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

(৩) স্বীকৃত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিওতে চাকরিরত প্রার্থীদের কমপক্ষে ০২ (দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

এম এস :

প্রার্থীকে এম এস প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসি/ডিভিএম ডিগ্রি অথবা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমমানের ডিগ্রি অথবা এমবিবিএস ডিগ্রিসম্পন্নকারী হতে হবে। স্নাতক পর্যায়ে গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪ এর মধ্যে ২.৫০ সনাতন পদ্ধতিতে ৫ এর মধ্যে ৩.৫০ (ক্রেডিট কোর্স সেমিস্টারে) থাকতে হবে অথবা বার্ষিক সিস্টেমে বি গ্রেড/ ৫০% নম্বর থাকতে হবে।

পিএইচ ডি : প্রার্থীকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি/এমএসসি তে গ্রেডিং পদ্ধতিতে বি গ্রেড অথবা সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম বিভাগের অধিকারী হতে হবে। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (সিএআরসি কর্তৃক স্বীকৃত) ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/ বি গ্রেড রেজাল্টসহ শিক্ষা বা গবেষণায় ১ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা স্বীকৃত কোন জার্নালে একটি প্রকাশনা থাকতে হবে।

www.bjilibrary.com

অথবা প্রার্থীর যদি প্রথম বিভাগ না থেকে দ্বিতীয় বিভাগ থাকে তাহলে শিক্ষা বা গবেষণায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা স্বীকৃত কোন জার্নালে কমপক্ষে ৩টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা থাকতে হবে। আর প্রার্থী যদি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এ+ প্রাপ্ত হন তাহলে কোন ধরনের অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি পিএইচ ডি করার সুযোগ পাবেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এম ফিল : এমফিল প্রার্থীকে এস এস সি/ এইচ এস সি পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম বিভাগ অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৩.৫০ থাকতে হবে। কোন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা ২.০০ এর নিচে থাকলে উক্ত প্রোগ্রামের জন্য বিবেচিত হবে না।

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/ ৪ বছরের স্নাতক সম্মান অথবা বিএসসি ডিগ্রি/ এম এ অথবা এমএসি অথবা এমএসএস ডিগ্রিতে সনাতন পদ্ধতিতে ৫০% নম্বর অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে ২.৫০ অবশ্যই থাকতে হবে।

পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা : পিএইচ.ডি প্রার্থীকে এসএসসি/ এইচ এসসি পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম বিভাগ অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে জিপিএ ৫ এর মধ্যে ৩.৫০ থাকতে হবে। কোন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা ২.০০ এর নিচে থাকলে উক্ত প্রোগ্রামের জন্য বিবেচিত হবে না।

এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/ ৪ বছরের স্নাতক সম্মান অথবা বিএসসি ডিগ্রি/ এম এ অথবা এমএসসি অথবা এমএসএস ডিগ্রি/ ব্যাচেলর অব আর্কিটেক্ট এ সনাতন পদ্ধতিতে ৫০% নম্বর অথবা গ্রেডিং পদ্ধতিতে ২.৫০ অবশ্যই থাকতে হবে।

এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/ এম.ইঞ্জিনিয়ারিং/ এম.ফিল/ এমইউআরপি/ মার্স্টার্স অব আর্কিটেক/এমএসসি/(ডব্লিওআরডি)/এমবিএ ডিগ্রিতে গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪ এর মধ্যে ২.৭৫ অবশ্যই থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

এমফিল প্রার্থীকে এমবিডিসি কর্তৃক স্বীকৃত এমবিবিএস/ সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। ডেন্টাল ফেকাল্টির জন্যও এমবিডিসি কর্তৃক স্বীকৃত বিডিএস/ সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং ১ বছর মেয়াদি ইন্টার্নশিপের সার্টিফিকেটধারী হতে হবে এবং প্রার্থীকে ইন্টার্নশিপের পর ১ বছর পূর্ণ হতে হবে।

www.bjilibrary.com

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল : এম ফিল প্রার্থীকে প্রত্যেক কোর্সে সিজিপিএ ২.৬৫ পেতে হবে এবং ৪৮ ক্রেডিটের মধ্যে কমপক্ষে ২৪ ক্রেডিট থিসিসের ওপর থাকতে হবে এবং গবেষণা-কর্ম শেষে উক্ত গবেষণার উপর একটি থিসিস জমা দিতে হবে।

পিএইচ.ডি : প্রার্থীকে প্রত্যেক কোর্সে সিজিপিএ ২.৬৫ পেতে হবে এবং ৬০ ক্রেডিটের মধ্যে কমপক্ষে ৪৫ ক্রেডিট থিসিসের ওপর থাকতে হবে এবং গবেষণা বিষয়ের উপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ডিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্স শেষে উক্ত গবেষণার ওপর একটি থিসিস জমা দিতে হবে।

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এম ফিল/ পিএইচ.ডি/ এম.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/এম. ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা

প্রকৌশল বিভাগসমূহে এম.এস সি/এম.ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির জন্য প্রার্থীকে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ এর মধ্যে ৪.০০ পেয়ে পাস করতে হবে এবং কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/ অথবা সমতুল্য ডিগ্রিতে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ৩.০০ থাকতে হবে এবং পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ৩.৫০ পেয়ে এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সমতুল্য ডিগ্রি থাকতে হবে। গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা বিভাগে এম.ফিল কোর্সে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদেরকে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে সিজিপিএ ৫.০০ এর মধ্যে ৩.৫০ পেয়ে পাস করতে হবে এবং কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে এম.এসসি বা সমতুল্য ডিগ্রিতে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ৩.০০ থাকতে হবে এবং পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ৩.২৫ পেয়ে এম.ফিল বা সমতুল্য ডিগ্রি থাকতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫টি বিষয়ে এমএএস কোর্সে ভর্তি করা হয়। ভবিষ্যতে এটি আরও বৃদ্ধি করা হবে। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে শিক্ষার্থীদের এম.ফিল অথবা সমমানের ডিগ্রি করতে হবে না। আর প্রার্থী যে বিষয়ে এম.ফিল অথবা পিএইচ ডি করতে চান সে বিষয়ে তার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৬০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

www.bjilibrary.com

সুতরাং আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি গত এক দশকে বাংলাদেশে গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিধি যেমন বেড়েছে, তদ্রূপ গবেষণা সুযোগ-সুবিধাও বেড়েছে। তাই যারা ভাবছেন ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার গড়তে, এমফিল পিএইচ ডি ডিগ্রি তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়েবসাইট

1. www.dunivdhaka.edu
2. www.bau.edu.bd
3. www.buet.ac.bd
4. www.juniv.edu
5. www.bou.edu.bd
6. www.nu.edu.bd
7. www.bssmmu.org
8. www.bsmrau.edu.bd
9. www.mbsstu.ac.bd10. www.sau.ac.bd
11. www.duet.ac.bd
12. www.jkkniu.edu.bd
13. www.jnu.ac.bd
14. www.bup.edu.bd
15. www.bsmrsstu.edu.bd
16. www.butex.edu.bd
17. www.cu.ac.bd
18. www.cuet.ac.bd
19. www.cou.ac.bd
20. www.cvasu.ac.bd
21. www.nstu.edu.bd
22. www.ru.sac.bd
23. www.ruet.ac.bd
24. www.pusst.ac.bd
25. www.iu.ac.bd
26. www.ku.ac.bd
27. www.kuet.ac.bd
28. www.just.edu.bd
29. www.sust.edu.bd
30. www.sau.ac.bd
31. www.brur.ac.bd

www.bjilibrary.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ

একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চিত করণের সাথে সাথে মেধার পূর্ণবিকাশে স্কলারশিপ প্রোগ্রামগুলোর অবদান অসামান্য। প্রতিটি ছাত্রই দেশের বাহিরে গিয়ে পড়াশুনা করার স্বপ্নলালন করে। কিন্তু দেশের বাহিরে গিয়ে পড়াশুনা করাটা অনেক ব্যয়বহুল, যার ব্যয়ভার বহন করা ছাত্রদের পক্ষে কষ্টসাধ্য অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই একমাত্র স্কলারশিপ প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমেই ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে পড়ালেখা করার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের সম্মান শেষ করে বের হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অসীম পড়াশুনার চাপের মধ্যে থেকে পাস করার পরও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিড়ে এই কষ্ট সাধ্যে অর্জিত ডিগ্রির মূল্য নিতান্তই কমে আসছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে। তাই বেশির ভাগ ছাত্রই বৈদেশিক একটা ডিগ্রি অর্জন করতে চায়। কিন্তু বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর স্কলারশিপ প্রোগ্রামের ভর্তির জন্য কার্যপ্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল, জটিল এবং সময় সাপেক্ষ।

স্কলারশিপ প্রোগ্রামটি তৈরি হয় সারা বিশ্বের সব মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে পড়ালেখা করার সুযোগ দেয়ার জন্য। তবে স্কলারশিপ বোর্ডগুলো সবসময় ছাত্রদের ভাল অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট আশা করে, এমনকি কোন ছাত্র যদি স্কলারশিপ চলাকালীন সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রেড নাম্বার রাখতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের স্কলারশিপ বাতিল করা হয়। অনেক বেশি সফল অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারই স্কলার-শিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র পরিচায়ক নয়, ভাষাগত দক্ষতার জন্য IELTS এবং অ্যানালাইটিকাল অ্যাবিলিটি টেস্ট যেমন GRE, GMAT পরীক্ষায় ভাল করাটাও আবশ্যক, অনেক ক্ষেত্রে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য। স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য প্রস্তুতিটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা একজন শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করবে। তাই শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেয়াটা কখনই উচিত নয়। তাই বিশ্বের সফল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চাইবে সফল একজন বিদেশি ছাত্র হিসেবে তার শিক্ষাগত জীবনের অলংকৃত রেজাল্ট এবং ভাষাগত পরীক্ষাসহ অন্যান্য উপযোগী পরীক্ষাগুলোতে খুব ভাল ফলাফল। তবে শিক্ষাগত জীবনে খুব আহামরি রেজাল্ট না করেও GRE, GMAT, IELTS ইত্যাদি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে তার স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রেসমূহ সম্ভাবনা টিকিয়ে/জিইয়ে রাখছে।

সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রী তাদের জন্য দুটি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে নেয়।

- USA বা Canada ভিত্তিক University.
- Europe ভিত্তিক University.

www.bjilibrary.com

USA এবং Canada তে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য করণীয় বিষয় সমূহগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল :

Undergraduate program – অনার্স বা সম্মান প্রোগ্রাম। অনার্সের চার বছরকে ওরা যথাক্রমে Freshman year, Sophomore year, Junior year, Senior year বলে।

Graduate Program – মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রাম

F1 Visa – আমেরিকাতে পড়াশোনা করতে আসা বিদেশী স্টুডেন্টদের ভিসা। ভার্সিটিতে আমাদের ভর্তি কনফার্ম হয়ে গেলে আমরা এই ভিসার জন্যেই অ্যাপ্লাই করবো।

Assistantship – আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য এটা স্কলারশিপের synonym. একদম সহজ করে বললে, অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পাওয়ার অর্থ হচ্ছে স্কলারশিপ পাওয়া। এটার অন্য নাম হচ্ছে Funding. USA অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের মাধ্যমে যতজন ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেয়, ইউরোপের অনেক দেশ একত্রে এতো স্কলারশিপ দেয় না। অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ মূলত দুইরকম-

1) Research Assistantship– আমরা অনেকে বিজ্ঞানী আর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শিক্ষক- দুটোকে একেবারে ভিন্নসত্তা হিসেবে দেখি; বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিচার করি বলেই হয়তো। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এই দুটো টার্ম একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই গবেষণা করেন মূলত, ইউনিভার্সিটির বড় বড় ল্যাবে তাদের রিসার্চ চলে। এই সব রিসার্চের জন্য তাদের অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রয়োজন হয়। তাই তারা Research Assistantship অফার করে। এটা এমন একটা চাকরি, যেখানে আপনার কাজ হচ্ছে আপনার থিসিস নিয়ে কাজ করা। সেটাতো মাস্টার্স- পিএইচডি করতে গেলে আপনাকে এমনিতেই করতে হতো। আপনার থিসিসের কাজ করার জন্যে ওরা আপনাকে সরঞ্জামও দেবে, আপনার কোর্স ওয়ার্কের টিউশনফি-ও মাফ করে দেবে, আবার মাসে মাসে কিছু টাকা ও আপনার পকেটে গুঁজে দেবে। টাকার অংকটা ভালোই, খেয়ে পরে প্রত্যেক মাসে ৫০,০০০ টাকা (ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশি) থেকে যায়।

২) **Teaching Assistantship** – শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই নামজাদা বিজ্ঞানী, অনেকে নোবেল-বিজয়ী, অনেকে যে কোন দিন পেয়ে যাবে- এমন রিসার্চ করছে। ফলাফল, তারা অত্যধিক ব্যস্ত। এমন অবস্থায় সেকি আর পরীক্ষার হলে পরিদর্শকের কাজ করে ৩ ঘণ্টা নষ্ট করবে? অথবা প্রত্যেকের ২০ টা করে ৩০ জন ছাত্রের MCQ paper evaluate করবে ? তার চেয়ে বরং এ সময়টা পেলে সে একটা নতুন research method দাঁড় করাতে পারবে। তাই এই কাজগুলোর জন্য সে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখে, তাকে বলে Teaching Assistant. সুযোগ-সুবিধা অনেকটা research assistant-দের মতই।

Fall Session: ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার এই সময়টা সাধারণত আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ধরা হয়। এবং এই সময়টাই আমাদের ভর্তির জন্য বেশি উপযোগী, কারণ অন্যান্য সময়ের তুলনায় এই সেশনে বেশির ভাগ স্কলারশিপ/ বা ফান্ডিং দেয়া হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

Spring Session: সাধারণত এই সেশনটি জানুয়ারিতে শুরু হয়ে যায়। তবে ফল সেশনের মত এই স্প্রিং সেশনে বেশি আসিস্ট্যান্টশিপ বা স্কলারশিপ দেয়া হয় না।

Standardized Test: ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে হলে আগে কিছু টেস্ট দেয়া প্রয়োজন। যেমন – GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, etc. এগুলোর ওপর ক্লিক করে প্রত্যেকটার ব্যাপারে ডিটেইলসে জেনে নিতে পারবেন। TOEFL অথবা IELTS এর মধ্যে যেকোন একটা দেয়া লাগবে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা যাচাই করার জন্য। MBA করতে চাইলে লাগবে GMAT, আর বাকি সবার জন্য GRE. ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে এখানে দেখুন Which tests to take. বিঃদ্রঃ যে কোন ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপের আবেদন করার জন্য ছাত্রদের একটা বিষয় বিবেচনায় আনাটা জরুরি। কারন USA এর আবহাওয়া রাষ্ট্র অনুযায়ী ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই তুলনামূলক উষ্ণ বা উপকূলীয় এলাকাগুলোতে আবেদন করাটা যেমন নতুন আবহাওয়ায় খাপ খাওয়াতে সাহায্য করবে তেমনি অর্থনৈতিক ভাবেও বেশ সুবিধা জনক হবে। নিম্নে তুলনা মূলক ঠান্ডা রাষ্ট্রগুলোর তালিকা দেয়া হলঃ

Rank	Year	Winter	Summer
1	Alaska	Alaska	Alaska
2	North Dakota	North Dakota	Wyoming
3	Maine	Minnesota	Idaho
4	Minnesota	Maine	Maine
5	Wyoming	Wisconsin	Oregon
6	Montana	Vermont	Washington
7	Vermont	South Dakota	Montana
8	Wisconsin	New Hampshire	Vermont
9	New Hampshire	Montana	Colorado
10	Idaho & Michigan (tie)	Wyoming	New Hampshire

ইউএসএ এর কিছু ভার্সিটির লিঙ্ক দেয়া হল :
http://www.utdallas.edu/
https://www.ohio.edu/
http://www.scholars4dev.com/6499/scholarships-in-usa-for-international-students/
http://www.troy.edu/

European Scholarship:

আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিভার্সিটিগুলো বিশ্বমানের স্কলারশিপ স্পন্সর করে থাকে। সেঞ্জেনভুক্ত দেশগুলোতে ইউরোপীয় স্কলারশিপ দেয়া হয়ে থাকে। তবে ইউরোপের বাহিরে থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কালারশিপ পাওয়ার জন্য সুযোগটা বেশি। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস,

www.bjilibrary.com

সুইডেন, রাশিয়া ইত্যাদির মত বড় বড় অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী দেশগুলো বিজ্ঞান, কলা এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগে আকর্ষণীয় সব ফান্ডিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।

তবে ইউরোপে পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি না বলা দেশগুলোতে স্কলারশিপ পেয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি যে বিষটা মাথায় রাখতে হবে তা হল ঐ দেশের ভাষা শিখে ফেলা। এতে করে যেমন ওখানে চলাফেরা করতে বা পার্ট টাইম টুকি টাকি কাজ পেতে সহায়ক হবে তেমনি করে সমাজে খুব ভাল করে মিশে যেয়ে বিভিন্ন কমিউনিটি ওয়ার্ক করতে বেশ সুবিধে হবে। যার ফলে তারা ভিন দেশে কাটানো সময়টা বেশ উপভোগ করতে পারবে এবং ঐদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারার বিশাল সুযোগের সৃষ্টি হবে।

ইউরোপ এর কিছু ভার্সিটির লিঙ্ক দেয়া হল :

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

http://www.topuniversities.com/student-info/scholarship-advice/scholarships-study-europe

http://www.uva.nl/en/education/master-s/scholarships--tuition/scholarships-and-loans/faculty-scholarships-economics-and-busines/amsterdam-merit-scholarship-ams/amsterdam-merit-scholarship-ams.html

http://www.scholars4dev.com/9907/amsterdam-excellence-scholarships-for-international-students/

http://www.scholars4dev.com/11086/scholarships-in-europe-non-eu-students/

http://www.scholars4dev.com/category/level-of-study/undergraduate-scholarships/

http://www.scholars4dev.com/category/country/europe-scholarships/norway/

মোঃ নাজিম উদ্দিন (জাবেদ)
এমফিল গবেষক (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
সিএ (পার্ট-২) অধ্যয়নরত

www.bjilibrary.com

ভারত

Institute of Medical Sciences, Delhi

দেশ পরিচিতি

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। দেশটির সরকারি নাম ভারতীয় প্রজাতন্ত্র। ভৌগোলিক আয়তনের বিচারে এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। অন্যদিকে জনসংখ্যার বিচারে এই দেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল তথা বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান উত্তর-পূর্বে চীন, নেপাল ও ভুটান এবং পূর্বে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও মালয়েশিয়া অবস্থিত। এছাড়া ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া ভারতের নিকবর্তী কয়েকটি দ্বীপরাষ্ট্র। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত ভারতের উপকূলরেখার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৭,৫১৭ কিলোমিটার (৪,৬৭১ মাইল)। সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত। ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এখানেই স্থাপিত হয়েছিল বিশালাকার একাধিক সাম্রাজ্য। নানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপথ এই অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা করত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ-বিশ্বের এই চার ধর্মের উৎসভূমি ভারত। খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম (পারসি ধর্ম) ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম এদেশে প্রবেশ করে, ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে ভারতীয় ভূখণ্ডের

www.bjilibrary.com

অধিকাংশ অঞ্চল নিজেদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেশ পুরোদস্তুর একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। অতঃপর এক সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

বর্তমানে ভারত ২৯ টি রাজ্য ও সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিশিষ্ট একটি সংসদীয় সাধারণতন্ত্র। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বাজারি বিনিময় হারের বিচারে বিশ্বে দ্বাদশ ও ক্রয়ক্ষমতা সক্ষমতার বিচারে বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম। ১৯৯১ সালে ভারত সরকার গৃহীত আর্থিক সংস্কার নীতির ফলশ্রুতিতে আজ আর্থিক বৃদ্ধি হারের বিচারে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়। তবে অতিমাত্রায় দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও অপুষ্টি এখনও ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারত একটি বহুধর্মীয়, বহুভাষিক, ও বহুজাতিক রাষ্ট্র। আবার বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের নানা বৈচিত্র্যও এদেশে পরিলক্ষিত হয়।

ভারত সরকার : ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখে প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম ও সর্বাধিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ সংবিধান। সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে বর্ণিত হয়েছে। ভারতে প্রচলিত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ওয়েস্টমিনিস্টার-ধাঁচের একটি সংসদ ব্যবস্থা। এদেশের সরকার প্রথাগতভাবে 'আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়' সরকারব্যবস্থা হিসাবে বর্ণিত হয়। যার বৈশিষ্ট্য হল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল একাধিক রাজ্য সরকারের সহাবস্থান। যদিও ১৯৯০ এর দশকের শেষভাগ থেকে রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক সংস্কার ও পরিবর্তনের ফলে রাজ্য সরকারগুলোর ক্ষমতার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি দেশকে চালিত করছে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে।

ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি পরোক্ষভাবে একটি নির্বাচক মন্ডলী কর্তৃক পাঁচ বছরের সময়কালের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে ভারতের সরকারপ্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। অধিকাংশ শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তাঁর হাতেই। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীকে প্রথাগতভাবে সংসদের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের সমর্থন লাভ করতে হয়। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ (যার কার্যনির্বাহী সমিতি হল ক্যাবিনেট)- এই নিয়ে গঠিত ভারতের শাসনবিভাগ। দপ্তরযুক্ত মন্ত্রীদের সকলকেই সংসদের কোনও না কোনও কক্ষের সদস্য হতে হয়। ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ আইনবিভাগের অধস্তন। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রি পরিষদকে সংসদের নিম্নকক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : ভারত ২৯ টি রাজ্য ও সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলবিশিষ্ট একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র। ভারতে প্রত্যেক রাজ্যে নির্বাচিত রাজ্য সরকার অধিষ্ঠিত রয়েছে। নির্বাচিত সরকার রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি ও দিল্লিতেও। অপর পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন; এই অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসক নিয়োগ করে থাকেন। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি স্থাপিত হয়। তারপর থেকে এই

www.bjilibrary.com

কাঠামোটি মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে। তৃণমূল স্তরে শাসন ও প্রশাসন পরিচালনার লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মোট ৬১০টি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলি আবার মহকুমা বা তহসিলে এবং গ্রামে বিভক্ত।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : ১. অন্ধ্রপ্রদেশ, ২. অরুণাচল প্রদেশ, ৩. অসম, ৪. বিহার, ৫. ছত্তীসগড়, ৬. ঝাড়খন্ড, ৭. গুজরাট, ৮ হরিয়ানা, ৯. হিমাচল, ১০. জম্মু ও কাশ্মির, ১১. ঝাড়খন্ড, ১২. কর্ণাটক, ১৩. কেরালা, ১৪. মধ্যপ্রদেশ, ১৫. মহারাষ্ট্র, ১৬. মনিপুর, ১৭. মেঘালয়, ১৮. মিজোরাম, ১৯. নাগাল্যান্ড, ২০. উড়িষ্যা, ২১. পাঞ্জাব, ২২. রাজস্থান, ২৩. সিকিম, ২৪. তামিলনাড়ু, ২৫. ত্রিপুরা, ২৬. উত্তরাখন্ড, ২৭. উত্তরপ্রদেশ, ২৮. পশ্চিমবঙ্গঃ ক. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, খ. চন্ডীগড়, গ. দাদরা ও নগর হাভেলি, ঘ. দমন ও দিউ. ঙ. লাক্ষাদ্বীপ, চ. পন্ডিচেরী, ছ. দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল।

ভারতের জলবায়ু : ভারতের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাদানগুলি দেশের জলবায়ুকে অনেকাংশেই প্রভাবিত করে। কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতের মাঝ বরাবর প্রসারিত। কিন্তু দেশের উত্তর সীমান্ত বরাবর অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা মধ্য এশিয়া থেকে আগত ক্যাটাবেটিক বায়ুপ্রবাহকে প্রতিরোধ করে দেশে ক্রান্তীয় জলবায়ু বজায় রাখতে সহায়তা করে। হিমালয় পর্বতমালা ও থর মরুভূমি দেশে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহকেও নিয়ন্ত্রণ করে। থর মরুভূমি গ্রীষ্মকালীন আর্দ্র দক্ষিণ - পূর্ব মৌসুমি বায়ুকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যবর্তী সময়ে আগত এই বায়ুপ্রবাহই ভারতে বর্ষার মূল কারণ। ভারতে চারটি প্রধান ঋতু দেখা যায়ঃ শীত (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি), গ্রীষ্ম (মার্চ থেকে মে), জুন থেকে সেপ্টেম্বর), এবং শরৎ ও হেমন্ত (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর)। ক্রান্তীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য অনুসারে বর্ষা ও অন্যান্য আবহাওয়াগত পরিস্থিতি দেশে খরা, বন্যা, সাইক্লোন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এর ফলে প্রতি বছর দেশটি লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও সম্পত্তি হানির কারণ হয়। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ভারতের জলবায়ুতে নানাপ্রকার অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

ডিগ্রিসমূহ : ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিম্নলিখিত ডিগ্রিগুলো প্রদান করা হয়:

১. ডিপ্লোমা
২. ব্যাচেলর
৩. মাস্টার্স
৪. ডক্টরেট

সেমিস্টার : ভারতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যেসব সেমিস্টার রয়েছে সেগুলো নিচে দেয়া হলো।

১. ১ম সেমিস্টারঃ ১৬ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
২. ২য় সেমিস্টারঃ ১৬ অক্টোবর থেকে ২৩ ডিসেম্বর
৩. ৩য় সেমিস্টারঃ ৮ জানুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ

www.bjilibrary.com

আবেদন প্রক্রিয়া : ভারতে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করার জন্য নিচের বিষয়গুলো জানা থাকা জরুরি

• আপনি সরাসরি প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিশন অফিস বরাবর অথবা এডুকেশনাল কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লি: (Ed. CIL) বরাবর লিখতে পারেন।

• আপনি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকেও আবেদন ফরম ডাউনলোড করতে পারেন।

• আপনি যে বিভাগে ভর্তি হতে চান, সেখানে আবেদন করার শেষ সময়সীমা যাচাই করুন।

• কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অন-লাইনে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।

• অ্যাডমিশন অফিস আপনাকে ভর্তি সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য জানাবে।

• আপনাকে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ মাস সময় হাতে রেখে ভর্তির আবেদনের প্রয়োজ-নীয় কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

• আবেদপত্র জমা দেয়ার পর এডুকেশনাল কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (Ed. CIL) আপনাকে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবে।

বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

কোর্সের নাম : ব্যাচেলর

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমপক্ষে ১২ বৎসরের শিক্ষা সমাপন ভাষাগত যোগ্যতা: ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টোফেল আইইএলটিএস এর ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই; তবে আপনাকে অবশ্যই ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। আপনাকে ইংরেজি দক্ষতা যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে অথবা আপনাকে কোর্সের একটি বিষয় হিসাবে ইংরেজি রাখতে হবে। সকল আইআইটিতে ভর্তির জন্য জিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

মেয়াদ : ৩-৫ বৎসরের পূর্ণকালীন স্টাডি

কোর্সের নাম : ডিপ্লোমা

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টোফেল আইআইএলটিএস এর ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। তবে আপনাকে অবশ্যই ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। আপনাকে ইংরেজি দক্ষতা যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে অথবা আপনাকে কের্সের একটি বিষয় হিসাবে ইংরেজি রাখতে হবে। সকল আইআইটিতে ভর্তির জন্য জিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

মেয়াদ : প্রায় ৩ বৎসরের পূর্ণকালীন স্টাডি।

বিষয়সমুহ : ভারতে একজন শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন।

- কৃষি
- স্থাপত্য
- মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি
- তড়িৎ প্রকৌশল

www.bjilibrary.com

- রাসায়নিক প্রযুক্তি
- আইন
- যন্ত্র প্রকৌশল
- সঙ্গীত
- নার্সিং
- প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষা
- শারীরিক শিক্ষা
- আয়ুর্বেদ চর্চা
- টেলিযোগাযোগ প্রকৌশল
- ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি
- গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
- সমাজকর্ম
- ব্যবসা ব্যবস্থাপনা
- হোমিওপ্যাথি
- কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদিসহ অনেক বিষয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র : ভারতে পড়ার জন্য নিচের কাগজগুলো প্রয়োজন হয়-

• পূরণকৃত আবেদন ফরম

• সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত কপি।

• সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র।

• আবেদন ফি পরিশোধের প্রমাণপত্র

• পাসপোর্টের ফটোকপি।

• নয়াদিল্লিতে উত্তোলন যোগ্য একটি অফেরতযোগ্য প্রক্রিয়াকরণ ফি/নিবন্ধন ফি ডি ডি এর মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।

• মেডিক্যাল সনদ

অন্যান্য তথ্য : আরও যেসব তথ্যাদি প্রয়োজন হয় সেগুলো নিচে দেয়া হলো-

• শিক্ষাব্যয় : ভারতে শিক্ষাব্যয় আপনি যে নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন তার পলিসি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

• জীবনযাত্রার ব্যয় : খাদ্য, বস্ত্র, যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক ১৫০ থেকে ২০০ মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

• কাজের সুযোগ : ভারতে অধ্যয়নকালীন কাজের তেমন ভাল সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই উচ্চশিক্ষার্থে ভারত গমনকারীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।

www.bjilibrary.com

আবেদন প্রক্রিয়া :

• আপনি সরাসরি প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিশন অফিস বরাবর অথবা এডুকেশনাল কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লি: (Ed. CIL) বরাবর লিখতে পারেন।

• আপনি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকেও আবেদন ফরম ডাউনলোড করতে পারেন।

• আপনি যে বিভাগে ভর্তি হতে চান, সেখানে আবেদন করার শেষ সময়সীমা যাচাই করুন।

• কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অন-লাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।

• অ্যাডমিশন অফিস আপনাকে ভর্তি সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য জানাবে।

• আপনাকে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ মাস সময় হাতে রেখে ভর্তির আবেদনের প্রয়োজ-নীয় কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

• আবেদনপত্র জমা দেয়ার পর এডুকেশনাল কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (Ed.CIL) আপনাকে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবে।

কোর্সের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ভাষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ
ব্যাচেলর	কমপক্ষে ১২ বৎসরের শিক্ষা সমাপন	ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টোফেল আইইএলটিএস এর ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই; তবে আপনাকে অবশ্যই ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। আপনাকে ইংরেজি দক্ষতা যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে অথবা আপনাকে কোর্সের একটি বিষয় হিসাবে ইংরেজি রাখতে হবে। সকল আইআইটিতে ভর্তির জন্য JEE পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।	৩-৫ বৎসরের পূর্ণকালীন স্টাডি
ডিপ্লোমা	কমপক্ষে ১২ বৎসরের শিক্ষা সমাপন	ঐ	৩ বৎসরের পূর্ণকালীন স্টাডি

www.bjilibrary.com

কোর্সের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ভাষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ
মাস্টার্স	কমপক্ষে ১৬ বৎসরের শিক্ষা সমাপন	ঐ	প্রায় ১-৩ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি
ডক্টরেট	ডক্টরেট ও অন্যান্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির ক্ষেত্রে পূর্বতন গ্রাজুয়েট সমপর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচ্য	ঐ	প্রায় ২-৩ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি

টিউশন ও ফি অন্যান্য খরচ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয়ভেদে টিউশন ফি ভিন্ন। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরের বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে বছরে (অর্থাৎ দুই সেমিস্টারে) বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মতোই খরচ হয়। বেসরকারি মেডিক্যালে পড়তে খরচ হবে মোট ১৮ থেকে ২২ লাখ রুপি। থাকা-খাওয়া বাবদ প্রতি মাসে ৬ থেকে ১০ হাজার রুপি খরচ হতে পারে। উল্লেখ্য এক ভারতীয় রুপি প্রায় ১ দশমিক ৫ টাকার সমান।

পার্টটাইম কাজের সুযোগ

বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীরা সরকারের শ্রম আইন অনুযায়ী ২০ ঘন্টা পার্টটাইম কাজের সুযোগ পেলেও ভারতে কাজের অনুমতি নেই। তবে বিদেশি শিক্ষার্থীদের অনেকেই গৃহশিক্ষকের কাজ করেন।

কিছু খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ (www.amu.ac.in),
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ (www.caluniv.ac.in)
ব্যাঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ণাটক (bangaloreuniversity.ac.in)
রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স, কর্ণাটক (www.rguhs.ac.in)
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, অন্ধ্র প্রদেশ (www.andhrauniversity.edu.in)
গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি (www.ggsipu.ac.in)
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, দিল্লি (www.iitd.ac.in)

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-১

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনেনি এমন ছাত্র-ছাত্রী হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা এটি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় যার সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি। তিনি যে নিজ হাতেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১৯২১ সালে কবি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষার মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন করা। শিক্ষাদানে ক্ষেত্রে বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতীয় উপমহাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কেননা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে গিয়ে এখানে খোলা আকাশের নিচে আশ্রমের গাছের ছায়ায় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে জ্ঞান চর্চা করা হয়। বিশ্বভারতীতে সারা বিশ্ব থেকেই শিক্ষার্থীরা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে আসে। এ ছাড়া সাধারণ বিষয়গুলোতেও তাদের ভর্তির সুযোগ উন্মুক্ত।

মোট আসন সংখ্যার ১৫ শতাংশ বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী এবং হোস্টেলের সিট থাকা সাপেক্ষে ভর্তির আবেদন বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এখানে উচ্চশিক্ষার যেসব পর্যায়ে পাঠদান করা হয় সেগুলো হচ্ছে : আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ডক্টরেট প্রোগ্রাম (PHD) ১ বৎসর মেয়াদি বিশেষ প্রোগ্রাম।

কোর্সসমূহ

বিশ্বভারতীতে যেসব কোর্সে পাঠদান করা হয় সেগুলো হচ্ছে-

বিএ (অনার্স) : বাংলা, অর্থনীতি, হিন্দি, ভূগোল, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত, সমাজবিদ্যা, পরিসংখ্যান, কৃষি, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, বায়োটেকনোলজি। নিচের বিষয়গুলোতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়:

চাইনিজ ভাষাশিক্ষা, জাপানিজ ভাষাশিক্ষা, উর্দু ভাষাশিক্ষা, হিন্দি-সংস্কৃত ইত্যাদি।

আবেদনের নিয়ম

বিশ্বভারতীতে কোনো কোর্সে ভর্তির আবেদন করার পূর্বে আগ্রহী শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ঐ কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে এমনভাবে আবেদন করতে হবে যেন এপ্রিল মাসের ভেতরে সব ধরনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় এবং যেন তারা আগস্ট মাসে কোর্স শুরু করতে পারে।

আগ্রহী বিদেশি শিক্ষার্থীরা বিশ্বভারতী ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবে। এছাড়া বছরের যেকোন সময় বিশ্বভারতীয় ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা ও গবেষণা) এর দপ্তর থেকে বিনামূল্যে এই ফর্ম পাওয়া যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

বিদেশি শিক্ষার্থীরা পূরণকৃত আবেদনপত্র ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা ও গবেষণা) এর বরাবর জমা দিবে অথবা ইমেইল করবে। যদি আবেদন ফর্ম ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয় তবে তা জমা দেয়ার সময় অবশ্যই ১০ মার্কিন ডলারের ব্যাংক ড্রাফট 'বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন এর অনুকূলে সংযুক্ত করতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

- আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য উচ্চমাধ্যমিক সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।
- পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে ২য় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি
- বিদেশি শিক্ষার্থীদের ১ বৎসর মেয়াদি কোর্সের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট।

এছাড়া এসব কোর্সে ভর্তির জন্য বিষয়ভিত্তিক আনুষঙ্গিক অন্যান্য কিছু শর্তও পূরণ করতে হবে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণারও সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই ভারত সরকারের মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কোন সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুপারিশকৃত অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশেষ কোনো গবেষণা কর্মসূচি যদি বিশ্বভারতী কর্তৃক গৃহীত হয় সেক্ষেত্রে গবেষণা সুবিধাদি এবং নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মেধাভিত্তিক ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবৃত্তিও প্রদান করা হয়। প্রি-ডিগ্রি, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বৃত্তি প্রযোজ্য। এছাড়া কিছু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

বিশ্বভারতীতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে বাৎসরিক টিউশন ফি হল-

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স- ৬০০-৯৫০ মার্কিন ডলার

পোস্টগ্র্যাজুয়েট কোর্স- ৭০০-১০০০ মার্কিন ডলার

আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন

http://www.visvabharati.ac.in/Seemoreat: http://www.campus.org.bd/online/single.php?ID=329#sthash.BpxKGlhH.dpuf

Rabiul Alam
Visvabharati University

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-২

সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা

ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি সার্কভুক্ত দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত এবং আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

বিষয়

বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। কম্পিউটার বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, ফলিত গণিত, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আইন বিষয়ে পড়াশোনা করা যায়।

যোগ্যতা

মাস্টার্স ও এমফিল, পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ নম্বর বা সমান গ্রেড থাকতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা

- মাস্টার্সে ভর্তির জন্য বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়।
- মোট ১০০ নম্বরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টা।
- ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষা-পদ্ধতির ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকেই পাওয়া যায়।
- বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি পরীক্ষা বাংলাদেশেই যে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়

আবেদনের প্রক্রিয়া

- প্রতি বছরের শুরুতে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।
- ভর্তি আবেদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে।
- আবেদনপত্র অনলাইন বা কুরিয়ারের মাধ্যমেও জমা দেয়া যায়।
- অনলাইনে বা অফলাইনে আবেদনের জন্য ১০ মার্কিন ডলার ফি দিতে হয়।

খরচ

সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা ও অন্যান্য খরচের তালিকা নিম্নরূপ

যদি কোন শিক্ষার্থী তার পড়াশুনা শেষ না করে ইউনিভার্সিটি থেকে চলে যায়, তাহলে সেই শিক্ষার্থী সিকিউরিটি ডিপোজিট ফেরত পাবে না।

www.bjilibrary.com

খরচ	সার্কভুক্ত শিক্ষার্থী	সার্কভুক্ত নয় যেসব শিক্ষার্থী
পড়াশুনা ফি	প্রতি সেমিস্টার ৪৪০ মার্কিন ডলার (প্রতি বছর ৮৮০ মার্কিন ডলার)	প্রতি সেমিস্টার ৪৫০০ ডলার (প্রতি বছর ৯০০০ মার্কিন ডলার)
ভর্তি ফি (অফেরত যোগ্য)	১০০ মার্কিন ডলার (এককালীন)	১০০ মার্কিন ডলার (এককালীন)
সিকিউরিটি ডিপোজিট (ফেরত যোগ্য)	১০০ মার্কিন ডলার	১০০ মার্কিন ডলার
স্টুডেন্ট এইড ফান্ড	৫০ ইন্ডিয়ান রুপি (প্রতি সেমিস্টার)	৫০ ইন্ডিয়ান রুপি (প্রতি সেমিস্টার)

বৃত্তি

সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ আছে। ভর্তি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে প্রেসিডেন্টস স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ আছে। এছাড়া অন্যান্য বৃত্তি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ও খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সুযোগ

☐ সার্কের সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা প্রতি বিষয়ে ১০ শতাংশ আসনে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন।

☐ বাংলাদেশ থেকে প্রতি বিষয়ে তিনজন করে প্রতি বছর মাস্টার্স ও এমফিল, পিএইচডি প্রোগ্রামে ৩০ থেকে ৩৫ জন করে শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

যোগাযোগ

সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস ভারতের নয়াদিল্লির চাণক্যপুরীতে অবস্থিত।

যোগাযোগের ঠিকানা:
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অ্যাডমিশন)
সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি
আকবর ভবন, চাণক্যপুরী,
নয়াদিল্লি, ভারত।
ফোন: +৯১-১১-২৪১২২৫১২--১৪
ইমেইল: admissions@sau.ac.in
ওয়েবসাইট: www.sau.int

আল মামুন রাসেল
এলএলএম (মাস্টার্স, আইন)
সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি

www.bjilibrary.com

চীন

Tsinghua University

বর্তমান সময়ে চীন পৃথিবীর দ্রুত অগ্রসরমান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে। চীনারা মনে করে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। যে কারণে তারা শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। চীনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে বৈশ্বিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং বিশেষত শিল্পায়নের সবগুলো ক্ষেত্রকে বিবেচনায় এনে কোর্স প্রণয়ন করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে চীনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক সংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করছে।

চীন সম্পর্কিত তথ্যাদি

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (চৈনিক: অর্থাৎ ''মধ্যদেশ'', ম্যান্ডারিন উচ্চারণে: চুংকুও) পূর্ব এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। ১৩০ কোটি জনসংখ্যার অধিকারী চীন পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল এবং আয়তনের দিক থেকে এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র। এর আয়তন প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম রাষ্ট্র উত্তরে রয়েছে মঙ্গোলিয়া; উত্তর পূর্বে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া; পূর্বে চীন সাগর; দক্ষিণে ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার, ভারত, ভুটান, নেপাল, দক্ষিণ পশ্চিমে পাকিস্তান: পশ্চিমে আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কির্গিজিস্তান ও কাজাকিস্তান। এই ১৪টি দেশ বাদে চীনের পূর্বে পীত সাগরের পাশে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান; দক্ষিণ চীন সাগরের উল্টো দিকে আছে ফিলিপাইন।

চীনারা তাদের দেশকে চুংকুও নামে ডাকে, যার অর্থ ''মধ্যদেশ'' মধ্যবর্তী রাজ্য''। ''চীন'' নামটি বিদেশীদের দেয়া; এটি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকের সিন রাজবংশের নামের বিকৃত রূপ।

www.bjilibrary.com

চীনে বিশ্বের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের বাস। এদের ৯০% এরও বেশি হল চৈনিক হাস জাতির লোক। হাস জাতি বাদে চীনে আরও ৫৫ টি সংখ্যালঘু জাতির বাস। এদের মধ্যে আছে তিব্বতি, মঙ্গোল, উইঘুর, ছুয়াং মিয়াও, যড়ি এবং আরও অনেক ছোট ছোট জাতি। হাস জাতির লোকদের মধ্যেও অঞ্চলভেদে ভাষাগত পার্থক্য দেখা যায়। যদিও শিক্ষাব্যবস্থায় ও গণমাধ্যমে পুতোংহুয়া নামের একটি সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা হয়, আঞ্চলিক কথ্য ভাষাগুলো প্রায়শই পরস্পর বোধগম্য নয়। তবে চিত্রলিপিভিত্তিক লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে বলে সব চীনা উপভাষাই একই ভাবে লেখা যায়; এর ফলে গোটা চীন জুড়ে যোগাযোগ সহজ হয়েছে।

ইতিহাস

প্রাচীনকালে চীন ছিল পূর্ব এশিয়ার আধিপত্য বিস্তারকারী সভ্যতা। এ অঞ্চলের অন্যান্য সভ্যতাগুলি, যেমন-জাপানি, কোরীয়, তিব্বতি, ভিয়েতনামীয়, এদের সবাইকে চীন প্রভাবিত করেছিল। তারা চীনের শিল্পকলা, খাদ্য, বস্ত্র, সংস্কৃতি, দর্শন, সরকার ব্যবস্থা, প্রযুক্তি এবং লিখন পদ্ধতি গ্রহণও অনুসরণ করত। বহু শতাব্দী ধরে, বিশেষ করে ৭ম শতাব্দী থেকে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত চীন ছিল বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর সভ্যতা। কাগজ, ছাপানো, বারুদ, চীনামাটি, রেশম এবং দিকনির্ণয়ী কম্পাস সবই চীনে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং সেখান থেকে বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় শক্তিগুলি পূর্ব এশিয়ায় আগমন করলে চীনের রাজনৈতিক শক্তি বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। চীনের দক্ষিণে-পূর্ব উপকূলের একটি ক্ষুদ্র প্রশাসনিক অঞ্চল ম্যাকাও মধ্যে-১৬শ শতকে পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণে এবং কাছেই অবস্থিত হংকং ১৮৪০ এর দশকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯শ শতকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের ফলে চীনের শেষ রাজবংশ কিং রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯১১ সালে চীনা জাতীয়তাবাদীরা শেষ পর্যন্ত এই রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়। পরবর্তী বেশ কিছু কিছু দশক ধরে একাধিক সামরিক নেতার অন্তর্কোন্দল, জাপানি আক্রমণ এবং সাম্যবাদী ও কুওমিনতাঙের জাতীয়তাবাদী সরকারের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে দেশটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর আগে ১৯২৮ সালে জাতীয়তাবাদীরা প্রজাতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৪৯ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে এবং চীনের মূল ভূখন্ডে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। কুওমিনতাঙেরা দ্বীপ প্রদেশ তাইওয়ানে পালিয়ে যায় এবং সেখানে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করে। জাতীয়তাবাদী সরকারটি তাইওয়ান ও পার্শ্ববর্তী কিছু দ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করলেও প্রাথমিকভাবে এটিই বহির্বিশ্বে সমগ্র চীনের প্রকৃত সরকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ দেশ মূল ভূখন্ডের গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারকেই চীনের প্রকৃত সরকার হিসেবে গণ্য করে। ১৯৪৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর চীনের কমিউনিস্ট সরকার কৃষি ও শিল্পব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে আসে ১৯৯০-এর দশকের শেষ থেকে সরকার অবশ্য অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করে যাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের আরও সংস্কারের ফলে চীনা অর্থনীতি ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বছরে ১০% হারে বৃদ্ধি পায়।

www.bjilibrary.com

ফলে ২১শ শতকের শুরুতে এসে চীনা অর্থনীতি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়।

১৯৯৭ সালে চীন ব্রিটেনের কাছ থেকে হংকং এর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়, তবে অঞ্চলটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখেছে। ১৯৭০ এর দশকের শেষে এসে পর্তুগাল ম্যাকাওকে চীনের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৯৯ সালে অঞ্চলটি চীনের কাছে হস্তান্তর করে; ম্যাকাওকে ও বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেয়া হয়।

সরকারব্যবস্থা

চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গণ-সরকার দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা। রাষ্ট্রীয় পরিষদ চীনের জাতীয় গণ কংগ্রেস ও তার স্ট্যান্ডিং কমিটির অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এবং তার কাছে কার্যবিবরণী দেয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার আওতার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার, প্রশাসনিক আইনবিধি প্রণয়নের আর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দেয়ার অধিকার আছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলর, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান, মহা নিরীক্ষক ও মহাসচিব নিয়ে গঠিত। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ওয়েন চিয়া পা

বর্তমানে চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধীনে মোট ২৮টি মন্ত্রণালয় পর্যায়ের বিভাগ আছে, এগুলো হলো : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত শিল্প কমিশন, জাতীয় সংখ্যালঘু জাতি বিষয়ক কমিশন, গণ-নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়, অভিশংসক বিভাগ, গণ-কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও সামাজিক নিশ্চয়তাবিধান মন্ত্রণালয়, রেল মন্ত্রণালয়, যানবাহন মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রীয় ভূমি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পূর্ত মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জল প্রকল্প মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় লোকসংখ্যা ও পরিবার-পরিকল্পনা কমিশন চীনা গণ ব্যাংক ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর।

রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের রাজনীতি একটি একদলীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোয় সংঘটিত হয়। গণচীনের বর্তমান সংবিধানটি ১৯৫৪ সালে প্রথম গৃহীত হয় এবং এতে দেশের শাসনব্যবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশটির রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। দেশের ৭ কোটিরও বেশি লোক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ১৯৮০-এর দশকের অর্থনৈতিক সংস্কারের পর থেকে চীনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে এবং স্থানীয় সরকারের নেতাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনের মৌলিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি গণ কংগ্রেস ব্যবস্থা নামে পরিচিত। গণকংগ্রেস ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশগুলোর মত নির্বাহী, আইনপ্রণয়ন ও বিচার-এই তিন ক্ষমতা পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নয়। চীনের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় গণ কংগ্রেস চীনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা। গণ কংগ্রেসের স্থায়ী পর্যায়ে সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। গণকংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চীনের গণ-আদালত নামের বিচার ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

www.bjilibrary.com

পররাষ্ট্রনীতি

চীন অবিচলিতভাবে স্বাধীন আর স্বতন্ত্র শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। এই নীতির মৌলিক লক্ষ্য হলো চীনের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভূভাগের অখন্ডতা রক্ষা করা, চীনের সংস্কার, উন্মুক্ততা আর আধুনিক গঠনকাজের জন্য একটি চমৎকার আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করা ও অভিন্ন উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এর প্রধান প্রধান বিষয় হলোঃ

• শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করা, যে কোনও বড় দেশ বা দেশ-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিত্র না করা, অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় অংশ না নেয়া সামরিক সম্প্রসারণ না করা।

• আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করা, বিশ্বশান্তি রক্ষা করা, দেশ বড় হোক ছোট হোক, শক্তিশালী হোক দুর্বল হোক, গরিব হোক, ধনী হোক, সবাই আন্তর্জাতিক সমাজের একই মর্যাদাপ্রাপ্ত সদস্য। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরামর্শের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিষ্পত্তি করা উচিত, বলপ্রয়োগের দ্বারা হুমকি প্রদর্শন করা উচিত নয়, যে কোনও অজুহাতে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

• সক্রিয়ভাবে ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর অর্থনীতির নতুন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতি, অন্যান্য গণ-স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মানদণ্ড আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির নতুন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তি হওয়া উচিত।

• পরস্পরের সার্বভৌমত্ব আর ভূভাগের অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পারস্পরিক অনাক্রমণ। পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সমতা আর পারস্পরিক উপকারিতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করতে চীন ইচ্ছুক।

• সার্বিকক্ষেত্রে বৈদেশিক উন্মুক্তদ্বার নীতি প্রচলন করে সমতা আর পারস্পরিক উপকারিতার নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশ আর অঞ্চলের সঙ্গে ব্যাপকভাবে বাণিজ্য আদানপ্রদান, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি যোগাযোগ করবে এবং অভিন্ন ত্বরান্বিত করবে।

• সক্রিয়ভাবে বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো বিশ্বশান্তি আর অঞ্চলের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার দৃঢ় শক্তি।

জলবায়ু

চীন হলো পাহাড়বহুল একটি দেশ। এইসব পাহাড়ি অঞ্চলের আয়তন দেশের মোট আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ। এখানে যে পাহাড়ি অঞ্চলের কথা বলা হলো তার মধ্যে পাহাড়ি এলাকা, ক্ষুদ্রপাহাড় আর মালভূমি অন্তর্ভুক্ত। সারা দেশের নানা ধরনের ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে ৩৩ শতাংশ সমতলভূমি আর ১০ শতাংশ ক্ষুদ্র পাহাড়। কয়েক মিলিয়ন বছর আগে ছিংহাই তিব্বত মালভূমি সৃষ্টি হয়।

www.bjilibrary.com

ভূমিরূপ

চীন একটি পর্বতময় দেশ। এর মোট আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ পর্বত, ছোট পাহাড় এবং মালভূমি নিয়ে গঠিত। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে চীনের ৩৩% উঁচু পর্বত ২৬% মালভূমি, ১৯% অববাহিকা, ১২% সমতলভূমি এবং প্রায় ১০% ক্ষুদ্র পাহাড়। কয়েক মিলিয়ন বছর আগে ছিংহাই তিব্বত মালভূমি সৃষ্টি হয়। আকাশ থেকে দেখলে মনে হবে চীনের ভূভাগ সিঁড়ির মতো পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে। সমুদ্র সমতল থেকে ছিংহাই তিব্বত মালভূমির গড় উচ্চতা ৪০০০ মিটারের বেশি বলে মালভূমিটি বিশ্বের ছাদ নামে পরিচিত; প্রধান পর্বতশৃঙ্গ চুমোলাংমা শৃঙ্গের উচ্চতা ৮৮৪৮.১৩ মিটার। আন্তঃমঙ্গোলিয়া মালভূমি, দো-আঁশ মালভূমি, ইয়ুন্নান-কুইচৌ মালভূমি এবং থালিমু অববাহিকা, চুনগার অববাহিকা ও সিছুয়ান অববাহিকা নিয়ে চীনের ভূগোলের দ্বিতীয় সিঁড়ি গঠিত। এর গড় উচ্চতা ১০০০-২০০০ মিটার। দ্বিতীয় সিঁড়ির পূর্বপ্রান্ত অতিক্রম করে বড় সিং আনলিন পর্বত, থাহান শ্যান পাহাড়, উশ্যান পাহাড়, আরস্যায় ফোং শ্যান পাহাড় পূর্বদিকের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে' এটি তৃতীয় সিঁড়ি। তৃতীয় সিঁড়ির ভূখন্ড ৫০০-১০০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত তৃতীয় সিঁড়িতে উত্তর-পূর্বসমতল-ভূমি, উত্তর চীন সমতল-ভূমি, ইয়াংসি নদীর মধ্য ও নিম্ন অববাহিকা সমতল ভূমি আর সতমল ভূমির প্রান্তে নিচু ও ক্ষুদ্র পাহাড় ছড়িয়ে আছে। এরও পূর্বদিকে চীনের মহাদেশীয় সোপান তথা স্বল্প গভীর সাগরীয় এলাকা অর্থাৎ চতুর্থ সিঁড়ির বিস্তৃত; এর গভীরতা ২০০ মিটারের কিছু কম।

অর্থনীতি

এর বিচারে চীনের অর্থনীতি বিশ্বের ১ম বৃহত্তম এদেশের জিডিপি (এইচ) ৮.১৫৮ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আমেরিকান ডলার বিনিময় হারের দিক থেকে দেখলে এর অর্থনীতি বিশ্বের ২য় বৃহত্তম। তথাপি, বিশাল জনসংখ্যার কারণে, চীনের মাথাপিছু আয়ের মাপকাঠিতে ৬.২০০ আমেরিকান ডলার যা আমেরিকার এক সপ্তমাংশ।

১৯৫০ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে। তবে ১৯৭৮ সালে শুরু হওয়া সংস্কার কর্মসূচির আওতায় সরকার আস্তে আস্তে সোভিয়েত ধারার কেন্দ্রীভুক্ত অর্থনৈতিক মডেল থেকে বাজারমুখী অর্থনীতির দিকে সরে আসে। এর ফলে ১৯৮০ সালে চীনে ১০.২% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় এবং ১৯৯০ থেকে ২০০১ পর্যন্ত গড়ে ১০% অর্থনৈতিক প্রবদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়। ২০০১ সালে চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য পদে লাভ করে।

পরিবহন

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পরিবহন ব্যবস্থায় ১৯৪৯ সালের পর থেকে, বিশেষত ১৯৮০ এর দশকের শুরু থেকে ব্যাপক উন্নয়ন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। নিত্যনতুন বিমানবন্দর সড়ক ও রেলপথ নির্মাণের প্রকল্পসমূহ আগামী দশকগুলিতেও চীনের শ্রমবাজারে বিপুল পরিমাণে কাজের সৃষ্টি করবে।

রেলপথ চীনের প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা। বিংশ শতকের মধ্যভাগের তুলনায় বর্তমান চীনের রেলপথের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হয়েছে।। একটি বিস্তৃত রেলব্যবস্থা বর্তমানে সমগ্র

www.bjilibrary.com

চীন জুড়ে প্রসারিত। বড় বড় শহরগুলিতে পাতাল রেল হয় ইতোমধ্যেই নির্মিত হয়েছে কিংবা নির্মাণাধীন বা পরিকল্পনাধীন অবস্থায় আছে। চীনের সড়ক ও মহাসড়কব্যবস্থাতে দ্রুত পরিবর্ধন সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে চীনে মোটরযান ব্যবহারের পরিমাণ আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। বিশালকার চীনের পরিবহন ব্যবস্থাটিও বহু পরিবহন নোড বা কেন্দ্রের সমন্বয়ে ঘটিত বিশাল একটি নেটওয়ার্ক। তবে এই পরিবহন নোডগুলি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকা এবং দেশের অভ্যন্তরে বড় বড় নদীগুলির তীরে অবস্থিত।

ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে চীনের পরিবহন অবকাঠামোতে বৈচিত্র্য বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে এখনও যান্ত্রিক উপায়ে মালামাল পরিবহন ঘটতে দেখা যায়। অন্যদিকে আধুনিক সাংহাই শহর ও তার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির মাঝে সম্প্রতি হয়েছে অত্যাধুনিক ম্যাগেভ (চৌম্বকীয় উত্তোলন) রেল ব্যবস্থা।

চীনের পরিবহন ব্যবস্থার বেশির ভাগই ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পরে নির্মিত হয়েছে। তার আগে চীনের রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২১,৮০০ কিমি। বর্তমানে চীনের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৮৬,০০০ কিমি। ১৯৯০ দশকে সরকারি উদ্যোগে চীনের সর্বত্র যোগাযোগ রক্ষাকারী মহাসড়কব্যবস্থা নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়, যার ফলে ২০০৯ সালে এসে বর্তমানে মহাসড়ক ব্যবস্থার দৈর্ঘ্য বেড়ে হয়েছে ৬৫,০০০ কিমি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে এটি বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মহাসড়ক ব্যবস্থা। ১৯৯০-এর দশকের শেষে এসে চীনের অভ্যন্তরে ভ্রমণের পরিমাণও ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখনও দূরপথে যাত্রার জন্য রেলপথই চীনাদের বেশি পছন্দ।

জনগোষ্ঠী

পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী চীনে বাস করে। এদের মধ্যে ৯২% হান জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এছাড়াও চীনে আরো ৫৫ জাতিগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। এর ২০.৮% শতাংশের বয়স ১৪ বছরের নিচে, ৭১.৪% শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে এবং ৭.৭ শতাংশের বয়স ৬৫ এর উপরে।

জাতীয় পতাকা

চীনের জাতীয় পতাকাটি পাঁচটি তারকাখচিত একটি লাল পতাকা। এর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার অনুপাত হল ৩:২। চীনের জাতীয় পতাকার লাল রঙ বিপ্লবের নিদর্শন পতাকাতে পাঁচটি হলুদ রঙের পাঁচ-কোনা তারকা আছে, যাদের একটি বড় ও মূল তারকা। চারটি ছোট তারকার প্রত্যেকটির একটি কোনা মূল তারকার কেন্দ্রস্থলের দিকে মুখ করে আছে। এটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী জনগণের ঐক্যের নিদর্শন।

জাতীয় প্রতীক

জাতীয় পতাকা, থিয়েন আনম্যান, চাকা আর ধানের শীষ নিয়ে গণচীনের জাতীয় প্রতীক গঠিত। চীনা সরকারের মতে এটি ৪ঠা মে আন্দোলনের পর চীনা জনগণের চালিত নতুন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রাম আর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের নয়া চীনের প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক।

www.bjilibrary.com

জাতীয় সঙ্গীত

গণচীনের জাতীয় সঙ্গীত মূলত এক বীরবাহিনীর অগ্রযাত্রার গান। গানটি ১৯৩৫ সালে রচনা করা হয়।

গানের কথাগুলো লিখেছেন নাট্যকার থিয়েনহান, আর এটিতে সুর দিয়েছেন চীনের নতুন সংগীত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নিয়েব আর। গানটি প্রকৃতপক্ষে সংগ্রামের অগ্রগামী সন্তানেরা নামক চীনা চলচ্চিত্রের থিম-সঙ্গীত। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের তিনটি প্রদেশ দখল করে। চীনারা জাপানিদের হঠাতে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চলচ্চিত্রটিতে সে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাওয়ার পর এই সঙ্গীতটি সমগ্র চীনে মুক্তিসঙ্গীত হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গণচীনের জাতীয় সঙ্গীত আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বীরবাহিনীর অগ্রযাত্রার গানটিকে সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চীনে উচ্চশিক্ষা

বর্তমান সময়ে চীন পৃথিবীর দ্রুত অগ্রসরমান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে। চীনারা মনে করে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই; যে কারণে তারা শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করছে। চীনে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমান বৈশ্বিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং বিশেষত শিল্পায়নের সবগুলো ক্ষেত্রকে বিবেচনায় এনে কোর্স প্রণয়ন করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে চীনের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক সংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশ থেকেও প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার্থে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গমন করছে। চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

প্রথমত করণীয়

চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অসংখ্য প্রোগ্রাম অফার করে থাকে। তাই একজন আগ্রহী শিক্ষার্থীর প্রথম কাজ হবে ইন্টারনেটে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে জেনে নিয়ে তার পছন্দের প্রোগ্রামগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা। অতঃপর তাকে চীনের সবচেয়ে ভাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খোঁজ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যত বেশি সংখ্যক ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা যায় ততোই ভালো, কারণ এতে একজন শিক্ষার্থীর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আবেদনপত্র

আবেদনপত্রের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে তার পছন্দকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। শিক্ষার্থী

www.bjilibrary.com

ইচ্ছা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় ই-মেইল করে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তার ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ করতে পারে। আবেদন ফরম অত্যন্ত যত্নের সাথে পূরণ করতে হবে এবং ঘষামাজা করা চলবে না। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই আবেদন-পত্র Process করার জন্য একটি নির্ধারিত ফি নিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে এই ফি ৩৮০ ইউয়ান থেকে ৭৭০ ইউয়ান পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবেদন ফি অগ্রিম পরিশোধ করে তার রসিদটি আবেদন ফরমের ডকুমেন্টের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হয়।

যেসব ডকুমেন্ট প্রয়োজন

চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আবেদনপত্রের সাথে নির্দিষ্ট কিছু কাগজপত্র চেয়ে থাকে যেন তারা এসব ডকুমেন্ট থেকে আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। আবেদনপত্রের সাথে যেসব কাগজপত্র পাঠাতে হয় সেগুলোর নিচে উল্লেখ করা হলো:

• HSK সনদ (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য ন্যূনতম ব্যান্ড স্কোর ৪-৬, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য ৫-৮) যা চাইনিজ ভাষায় আপনার দক্ষতা প্রমাণ করবে।

• যেসব আবেদনকারী ইংরেজি ভাষাভাষী নন, তাদের TOEFL বা IELTS এর প্রয়োজনীয় স্কোর থাকতে হবে এবং এর সনদ সংযুক্ত করতে হবে।

• এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে চাইলে GRE বা GMAT এর স্কোর শিট সংযুক্ত করতে হবে।

• বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপকের অ্যাকাডেমিক সুপারিশপত্র (Recommendation Letter) প্রয়োজন যেখানে ফোন নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি সবকিছু উল্লেখ করা থাকবে।

• প্রার্থীর একটি পূর্ণাঙ্গ বায়োডাটা সংযুক্ত করতে হবে।

• ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি।

• ৩ কপি সাম্প্রতিক সময়ে তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

• পাসপোর্টের ফটোকপি

• আবেদন ফি জমা দেয়ার রসিদ।

কোন কোন পর্যায়ে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট

চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছরের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু আছে। এই প্রোগ্রাম সাধারণ শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষা হতে পারে। এই ৪ বৎসরের অধ্যয়ন শেষে আপনি ব্যাচেলর ডিগ্রি পাবেন কিনা তা নির্ভর করবে আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং কোন কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তার ওপর। মনে রাখা প্রয়োজন ভালো মানের চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

www.bjilibrary.com

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট

চীনের বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাচেলর পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি অফার করে থাকে। মাস্টার্সের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে ৩ বৎসর অধ্যয়ন করতে হয় এবং পিএইচডি'র জন্য মাস্টার্সের পর আরো ৩ বছর অধ্যয়ন করতে হয়।

জনপ্রিয় বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়

চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীর কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় শীর্ষস্থানীয় ১০টি বিষয় এবং এসব বিষয় যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে ভালো পড়ানো হয় সেগুলোর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

বিষয়ের নাম	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন	• ইউহান ইউনিভার্সিটি
	• হুয়াজং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
	• চায়না ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিভার্সিটি
	• নানচ্যাং ইউনিভার্সিটি
	• দালিয়ান মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি
	• জিয়াংকু ইউনিভার্সিটি
ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক্স অ্যান্ড ট্রেড	• ইউনিভার্সিটি অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স
	• সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব ফিন্যান্স অ্যান্ড ইকোনোমিক্স
	• নানকাই ইউনিভার্সিটি
	• ইউহান ইউনিভার্সিটি
	• গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি	• হুয়াজং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
	• হারবিন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি
	• ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি
	• সাউথঈস্ট ইউনিভার্সিটি
চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার	• ইউহান ইউনিভার্সিটি
	• চংগিং ইউনিভার্সিটি অব পোস্টস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন
	• ইউহান ইউনিভার্সিটি
	• ঈস্ট চায়না নরমাল ইউনিভার্সিটি
	• সাংহাই নর্মাল ইউনিভার্সিটি
	• তিয়ানজিন নর্মাল ইউনিভার্সিটি
	• গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	• টংজি ইউনিভার্সিটি
	• হারবিন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি
	• সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
	• বেইজিং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি
	• জিয়াংসু ইউনিভার্সিটি
	• ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

www.bjilibrary.com

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	• হুয়াঝং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
	• বেইজিং ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি
	• হারবিন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি
	• সেন্ট্রাল সাউথ ইউনিভার্সিটি
	• শ্যাংডং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
	• নানজিং ইউনিভার্সিটি অব অ্যারোনটিকস অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনটিকস
স্থাপত্য বিদ্যা	• টাংজি ইউনিভার্সিটি
	• সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
	• তিয়ানজিন ইউনিভার্সিটি
	• সাউথ চায়না ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি
	• হারবিন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি
	• দালিয়ান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি
কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	• হুয়াংজং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
	• চংগিং ইউনিভার্সিটি অব পোস্টস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন্স
	• জিয়ান ইউনিভার্সিটি অব ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
	• সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
	• ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি
	• হারবিন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি
চাইনিজ ট্রেইনিং	• ইউহান ইউনিভার্সিটি
	• সাউথ চায়না নর্মাল ইউনিভার্সিটি
	• বেইজিং ফরেন স্টাডিজ ইউনিভার্সিটি
	• কিং দাও ইউনিভার্সিটি
	• ইউনান ইউনিভার্সিটি

চীনের স্টুডেন্ট ভিসা

বিদেশে পড়াশুনা করার জন্য স্টুডেন্ট ভিসা প্রাপ্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চীনের ক্ষেত্রেও এটা ব্যতিক্রম নয়। বিদেশীদেরকে চীন সরকার যে বিভিন্ন ধরনের ভিসা প্রদান করে থাকে তার মধ্যে এক্স (X) ক্যাটাগরির ভিসা বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট ভিসা হিসাবে দেয়া হয়। যে কোন ছাত্র-ছাত্রী যারা ৬ মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য চীনে পড়াশোনা করতে যাবেন তাদের জন্য তাদের নিকটস্থ চায়না এম্বাসি থেকে (X) ভিসা সংগ্রহ করতে হবে।

ভিসার আবেদন

আপনি চীনে পৌছাবার আনুমানিক তারিখের ১ মাস পূর্বে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। কাউন্সেলর অফিস থেকে আপনাকে ভিসার আবেদন ফরমের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে বলা হবে, যেসব কাগজপত্র আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করবে। আবেদন ফরম অবশ্যই যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। ঘষামাজা করা

www.bjilibrary.com

যাবে না। প্রার্থীর বয়স ১৮ বছরের কম হলে তার পিতা/মাতা তার পক্ষে স্বাক্ষর করতে পারেন। আবেদন ফর্ম অবশ্যই সশরীরে প্রার্থীর নিজ দেশের চীনা এম্বাসি অথবা নিকটস্থ কনস্যুলেট জেনারেলের অফিসে জমা দিতে হবে। কোনভাবেই ডাকযোগে আবেদনপত্র জমা নেয়া হবে না। প্রার্থী কোন কারণে অসমর্থ হলে তার পক্ষে অন্য কেউ সশরীরে গিয়ে জমা দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস

- মূল পাসপোর্ট (ন্যূনতম ৬ মাস মেয়াদ থাকতে হবে)
- পূরণকৃত ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম
- ১ কপি সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের ফটো।
- শারীরিক যোগ্যতার প্রমাণপত্র
- চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত "Visa Application Form For International Students" (JW201 or JW 202) এর একটি মূলকপি এবং একটি ফটোকপি।
- যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন সেখান থেকে ইস্যুকৃত Letter of Admission এর একটি মূলকপি ও একটি ফটোকপি।
- আপনি যদি ইতঃপূর্বে কখনও চীনের ভিসা পেয়ে থাকেন, তবে সর্বেশেষ ভিসার কপি।
- শিক্ষার্থীর সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি কভার লেটার।
- পাসপোর্টের "Personal Data Page" এর ফটোকপি।

এভাবে একজন শিক্ষার্থী উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করে ভালো মানের কোন চীনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন।

বৃত্তি কিংবা অফার লেটার পেতে

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়ার মূল ধাপই হচ্ছে অফার লেটার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভর্তির জন্য সম্মতিপত্র পাওয়া। তবে এর জন্য কিভাবে আবেদন করতে হয়-তা অনেকে শিক্ষার্থীই জানেন না। ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া, ফি পরিশোধ ও অন্যান্য তথ্য বিস্তারিত পাবেন এই লিংকে-

http://help.cucas.edu.cn/indexlists/2243/2244

চীনা সরকার ও সেদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাইটের (http://en.moe.gov.cn) দ্যা স্টাডি ইন চায়না' অংশে। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও (www.moedu.gov.bd) পাওয়া যায় চীন ছাড়াও বিভিন্ন দেশের বৃত্তির তথ্য।

মেডিক্যালে আগ্রহ বেশি

চীনে পড়তে আগ্রহী বিদেশি শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই আসে মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস, ডিবিএস ও মেডিসিন পড়াশোনার জন্য। পিএইচডি, প্রকৌশল, বিবিএ এমবিএ পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও কম নয়। তাই বিদেশি শিক্ষার্থীদের পাঠদান সহজ করতে এসব বিষয়ের কোর্সগুলো ইংরেজি মাধ্যমে চালু করেছে

www.bjilibrary.com

নেতৃস্থানীয় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, টেলিকমিউনিকেশন, বায়োকেমিস্ট্রিসহ চাহিদা আছে এমন অনেক বিষয়ে পড়তে পারবেন দেশটিতে।

কেমন খরচ হবে

চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অথবা মেডিক্যালে পড়াশোনা করতে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে প্রতি বছর ১১ হাজার ৪০০ থেকে ২০ হাজার ইউয়ান (চীনা মুদ্রা) খরচ হয়। বিভিন্ন বিষয়ে দেশটিতে প্রকৌশলে পড়াশোনা করতে প্রতি বছর খরচ হয় ৮ হাজার ৭০০ থেকে ১৬ হাজার ইউয়ান। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে খাওয়ার খরচ বাবদ গুনতে হয় ২৬০ থেকে ৪০২ ইউয়ান। উল্লেখ্য, ১ ইউয়ান প্রায় ১০.৪০ টাকার সমান। অনেক দেশে খন্ডকালীন কাজের সুযোগ থাকলেও দেশটিতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি কাজের অনুমতি নেই।

ভর্তি ও ভিসা আবেদন

অন্যসব দেশের মতো চীনে পড়াশোনা করার আগে বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর ভর্তির জন্য আবেদন করতে হয়। এর আগে ভর্তি নির্দেশিকাসহ আবেদনের ফরম পেতে ই-মেইলে কিংবা ডাকযোগে ভর্তির জন্য অনুরোধ পাঠাতে হবে। অনেক বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভর্তি কিংবা ডাকযোগে ভর্তির জন্য অনুরোধ পাঠাতে হবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি আবেদনের ই-ফরম ও ই-প্রসপেক্টাস তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যায়। ভর্তি ফি ও অন্যান্য ফি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নির্ধারিত ফর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হয়। প্রেরিত কাগজপত্র ও তথ্যানুসারে ভর্তি আগ্রহী শিক্ষার্থী যোগ্য বিবেচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকযোগে অফার লেটার পাঠিয়ে থাকে। অফার লেটার পাওয়ার পর কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। তারপর আবেদন করতে হবে ভিসার জন্য ঢাকায় অবস্থিত চীনা দূতাবাসে । ভিসা আবেদনের নিয়ম ও ফিসহ বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন দূতাবাসের এ ঠিকানা- প্লট ২ ও৪, দূতাবাস রোড ব্লক-১, বারিধারা, ঢাকা।

ওয়েবসাইট: http:/bd.china-embassy.org/eng/

ইংরেজি মাধ্যমের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়

চায়না মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (www.cmu.edu.cn/eng)
ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি (www.zju.edu.cn/english)
ফুডান ইউনিভার্সিটি (www.fudan.edu.cn)
সিচুয়ান ইউনিভার্সিটি (www.scu.edu.cn)
সাংহাই জিও টং ইউনিভার্সিটি (www. sjtu.edu.cn/english)
ঝিয়াং জিও টং ইউনিভার্সিটি (www..xjtu.edu.cn)
ক্যাপিটাল মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (www.ccmu.edu.cn/english)
চীনে উচ্চশিক্ষার দরকারি তথ্য পেতে সহায়ক হবে এ সাইটে-
www. csc.edu.cn/studyinchin

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা

চীনে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ

বহুল প্রচলিত একটা প্রবাদ 'জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও'। আসলে সেই প্রাচীনকাল থেকে চীন তার সুবিশাল ভূমি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর সঞ্চিত জ্ঞানগৌরব নিয়ে বিস্তৃত। আর তাইতো লোকমুখে আসে এ ধরনের প্রবাদ। আমি মেডিক্যাল এর স্টুডেন্ট। হাসপাতালের চার দেয়াল আর রোগীদের সাথেই বাঁধা আমার জীবন। সার্বজনীন আর সুবিশাল এই লেখালেখির জগতে আমার বিচরণ নেই বললেই চলে। তারপরে অনেকের আগ্রহে এই টপিক নিয়ে নিজের দায়িত্ববোধ থেকে লিখতে বসা। সো, টপিক হল, উচ্চশিক্ষা যখন চীনে (Higher study in China)।

বিগত তিন বছর যাবৎ চীনে আছি। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র, লোকাল মানুষ, প্রকৃতি সবই মোটামুটি দেখা হয়েছে বহু কাছ থেকে। আমি আমার লেখায় মূলত যারা উচ্চমাধ্যমিকের পরে চীনে আসতে চাও তাদের জন্যে একটা ছোট্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব।

চীনে প্রায় হাজারের উপরে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এখানে একটা কথা না বললেই নয়। কিছুদিন আগে একটা সংস্থা world classed ১০০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা করে। তার মধ্যে এশিয়ার দেশ চীনের সর্বোচ্চ ৯২টি , পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ২টি এবং পাকিস্তানের ১টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নেয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে চীনের সব ইউনিভার্সিটি ওভারসিজ স্টুডেন্ট নেয় না। আবার যেসব ইউনিভার্সিটি ওভারসিজ স্টুডেন্ট নেয় তার সবগুলোতে বাংলাদেশিরা পড়তে পারে না। চীন Bangladesh Medical & Dental Council (BMDC) অনুমোদিত ৫২টির মত ইউনিভার্সিটি রয়েছে। কেউ চাইলে এর যে কোন একটিতে BMDC থেকে eligibility certificate নিয়ে MBBS পড়তে যেতে পারবে। এখান থেকে MBBS কমপ্লিট করার পরে ইন্টার্নশিপ চাইলে দেশে এসেও করা যায় আবার চাইলে নিজ ইউনিভার্সিটি থেকেও করা যায়। তবে হ্যাঁ ইন্টার্নশিপ করার পরে BMDC তে একটি ১০০ মার্কস এর লাইসেন্স পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা বাংলাদেশের মেডিক্যাল এর মতই। মানে নতুন নিয়ম অনুসারে SSC, HSC মিলিয়ে ৯ পয়েন্ট থাকতে হবে। সুতরাং, SSC, HSC তে খারাপ রেজাল্ট করে চীনে পড়তে গেলেও আলটিমেটলি পাস করার পরে বাংলাদেশে লাইসেন্স পাওয়া যাবে না।

এবার আসি খরচ ও পড়াশুনার মান নিয়ে। চীনে পড়াশুনা বিশ্বমানের হয় বলেই ইউনিভার্সিটিগুলো প্রতি বছর র‍্যাংকিং এ ভাল পজিশনে থাকে। ওভারসিজ স্টুডেন্টদের জন্যে ইউনিভার্সিটিতে ফরেন টিচার থাকে, প্রতিটা সাবজেক্টের জন্যে আলাদা আলাদা ল্যাব, লাখ খানেক বইসমৃদ্ধ সুবিশাল লাইব্রেরি আর প্র্যাকটিসের জন্যে রয়েছে হসপিটাল।

হসপিটাল এ ভাষাগত সমস্যা হয় কি?

আসলে ওখানকার হসপিটালে ছাত্রদের ৪-৫ জনের ছোট ছোট গ্রুপ করে দেয়া হয়। প্রতিটা গ্রুপকে এসিস্ট করার জন্যে টিচার / কো অর্ডিনেটর থাকে। ভাষাগত সমস্যা তারাই সমাধান করে দেয় রোগীর সাথে কথা বলার ব্যাপারে তারাই অনুবাদকের কাজ করে দেয়। তাই কোন সমস্যা হয় না।

www.bjilibrary.com

খরচ :
চীনে মেডিক্যাল পড়ার জন্যে টিউশন ফি, হোস্টেল ফি, থাকা খাওয়া সব মিলিয়ে ন্যূনতম ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয় পাঁচ বছরে। বলে রাখা ভাল এখানে দেশের প্রাইভেট মেডিক্যাল এর মত কোন এক্সট্রা হিডেন চার্জ/ ডোনেশন সিস্টেম নেই। টিউশন ফি প্রতি বছর পে করতে হয়। তাই ফ্যামিলির উপর অতিরিক্ত প্রেসার পড়ে না।

আবেদন :
চীনে পড়াশুনার জন্যে আবেদন করা খুবই সহজ যদি আপনি সঠিক মানুষ/ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করতে পারেন। কিন্তু এখন দেশে ব্যাঙ-এর ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে অনেক কমার্শিয়াল কন্সালটেন্সি ফার্ম। এদের খপ্পরে পড়লে আপনার টাকা এবং সময় দুটোই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
আরেকটা তথ্য, চায়নাতে MBBS, BDS এর জন্যে সাধারণত কোন scholarship পাওয়া যায় না। তবে PG, PHD এসবের জন্যে Scholarship পাওয়া যায়।

এবার আসি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে
ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের মেডিক্যালের মত কোন ঝামেলা নাই। তারা যেকোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করলেই হবে। আর পড়াশুনা শেষ করে তারা বাংলাদেশ কিংবা পৃথিবীর যেকোনো দেশে চাকরি করতে পারবে। তবে চীনে MBBS /ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কোন IELTS/ TOFEL ডিগ্রি লাগে না। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের এখন অনেক ভাল ভাল ইউনিভার্সিটি থেকে স্কলারশিপ দেয়া হয়। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ ক্রাইটেরিয়া বিভিন্ন রকম। কোথাও শুধু টিউশন ফি ফ্রি, কোথাও হোস্টেল ফি ফ্রি, আবার কোথাও দুটোই ফ্রি তার সাথে আবার মান্থলি স্টাইপেন্ডও দেয়। কিন্তু এধরনের ফুল ফ্রি স্টাইপেন্ড ওয়ালা স্কলারশিপ এর জন্যে ডাবল A+ / ভাল রেজাল্ট লাগে।
এজন্যে রিসেন্টলি চায়নাতে প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট পড়তে আসে স্কলারশিপ নিয়ে।
আরেকটা কথা চীনা ভাষা নিয়ে অনেকেই দুশ্চিন্তায় থাকেন। কিন্তু এটা মোটেও চিন্তার কোন ব্যাপার না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবাই ইংরেজিতেই কথা বলে। ওভারসিজ স্টুডেন্টদের ইংলিশ মিডিয়ামেই ক্লাস হয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রেগুলার ক্লাসের পাশাপাশি ফ্রি চায়না ভাষার ক্লাসও অফার করে যথাযথ অধ্যয়নে ৬ মাসেই চীনা ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করা সম্ভব।
চীনের ক্যাম্পাস লাইফের ব্যাপারে দুটো কথা না বললেই নয়। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়েরই রয়েছে সুবিশাল সাজানো গোছানো ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাসগুলো এতটাই সুন্দর যে, কেউ হঠাৎ করে দেখলে পার্ক ভেবে ভুল করতে পারে। ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক ওয়াইফাই সুযোগ আর সম্পূর্ণ সেশনজটমুক্ত পড়াশুনা। আর ওভারসিজ স্টুডেন্টদের ডরমিটরিগুলোও অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো থাকে। মোটামুটি সব ইউনিভার্সিটির ডরমেটরি রুমে রয়েছে এসি, হিটার, পড়ার টেবিল, আলমিরা, অ্যাটাস্ট বাথ, গরম পানির গিজার, অ্যাটাস্ট কিচেন,ব্যালকনি ইত্যাদি।

সাদ বিন ইসলাম
সাউথওয়েস্ট মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি, এমবিবিএস, ৪র্থ বর্ষ
সিচুয়ান, চীন

www.bjilibrary.com

জাপান

Tokyo University

পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে পড়াশুনা করেছে। এর মধ্যে ১৩৮০৭৫ (১ মে, ২০১২ অনুযায়ী) জন ছাত্র-ছাত্রী জাপানে পড়াশোনা করছে। অর্থাৎ বৈদেশিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় ৯.৫ শতাংশই জাপানে অধ্যয়নরত। জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের এই ব্যাপক চাহিদার কারণ হচ্ছে জাপানে ছাত্র-ছাত্রীরা যুগোপযোগী সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে যা ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতির মূল হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে।

জাপান সম্পর্কিত কিছু তথ্য

জাপান (জাপানি ভাষায় : নিপ্পণ বা নিহোন) এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। দেশটি এশিয়া মহাদেশের পূর্ব উপকূলের কাছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় ৩,০০০ দ্বীপ আছে। জাপানিরা জাপানি ভাষায় তাদের দেশকে নিহোং বা নিপ্পোং বলে ডাকে, যার অর্থ 'সূর্যের উৎস' জাপান চীনা সাম্রাজ্যগুলির পূর্বে অবস্থিত বলে এরকম নাম করা হয়েছিল। ইংরেজিতে জাপানকে অনেক সময় অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয়। টোকিও (জাপানি ভাষায় তোওকিয়োও) জাপানের বৃহত্তম শহর ও রাজধানী।

এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে কোরীয় উপদ্বীপ জাপানের সবচেয়ে কাছে, মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে, অবস্থিত অন্য কোন দেশের সাথে জাপানের স্থলসীমান্ত নেই। কাছেই রয়েছে পূর্ব রাশিয়া, যা ওখটস্ক সাগর ও জাপান সাগরের অপর দিকে অবস্থিত। দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া প্রণালী ও জাপান সাগরের অপর পাড়ে এবং দক্ষিণ-পূর্বে পূর্ব চীন সাগরের অপর প্রান্তে তাইওয়ান ও চীনা মূল ভূখন্ড অবস্থিত।

www.bjilibrary.com

জাপানের ভূ-প্রকৃতি পর্বতময়। দেশটির ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ এলাকাই পাহাড়ি। ঐতিহাসিকভাবে এই পর্বতগুলি জাপানের অভ্যন্তরে পরিবহনে বাধার সৃষ্টি করেছিল, জাতীয় ঐক্য ব্যাহত করেছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন এলাকাতে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। তবে আধুনিক যুগে সুড়ঙ্গ, সেতু এবং বিমান পরিবহনের আবির্ভাবের ফলে পর্বর্তগুলো এখন আর তেমন বড় বাধা নয়। জাপানিরা বহুদিন ধরেই শিল্পে ও সাহিত্যে তাদের পবর্তগুলোর সৌন্দর্যের স্তুতি গেয়ে এসেছে। বর্তমানে অনেক পার্বত্য এলাকাই জাতীয় উদ্যান আকারে সংরক্ষিত। জাপানের বেশিরভাগ মানুষ নদীসমূহের নিম্ন অববাহিকার সমভূমি ও নিম্নভূমিতে, বা পাহাড়ের একেবারে পাদদেশের ঢালগুলোতে, কিংবা সমুদ্রের তীরে বাস করে। জাপান বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। টোকিও ও কোবে নগরীর মধ্যবর্তী নগর এলাকাটিতে জনঘনত্ব অত্যন্ত উচ্চ। জাপানের ১৭% ভূমিবিশিষ্ট এই এলাকাটিতে জাপানের মোট জনসংখ্যার ৪৫% বসবাস করেন। জাতিগতভাবে ও সংস্কৃতিগতভাবে সমগ্র জাপানে প্রায় একই ধরনের লোকের বাস। জাপানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা খুবই কম। জাপানি ভাষাই প্রধান ভাষা। বৌদ্ধ ধর্ম ও জাপানের নিজস্ব শিন্তো ধর্ম ও এখানকার প্রধান ধর্ম।

জাপান বিশ্বের বুকে একটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি। এখানকার মানুষের গড় আয় ও জীবনযাত্রার মান বিশ্বের সর্বোচ্চগুলোর একটি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত উচ্চ মানের ভোগ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশটির অর্থনীতি সফলতা লাভ করেছে। জাপানে উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন জাপানি ব্র্যান্ডের মোটরযান, ক্যামেরা, কম্পিউটার, টেলিভিশিন এবং সাউন্ড সিস্টেম বিশ্বখ্যাত।

জাপানে ৭ম শতক থেকে একজন সম্রাট শাসন করে আসছেন। ১২শ শতকে শোগুন নামের সামরিক শাসকদের উদ্ভব ঘটে। মোগুনেরা ছয় শতকেরও বেশি সময় ধরে সম্রাটের সাথে ক্ষমতার অংশীদার ছিল। ১৭শ শতকের শুরুতে একটি শক্তিশালী সামরিক সরকার প্রায় সব বিদেশীর জন্য দেশটির সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। ১৯শ শতকে জাপান একটি সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতি নিয়ে প্রবেশ করলেও প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তিতে এটি বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে ছিল।

মধ্য-১৯শ শতকে জাপানের সাথে বাণিজ্য করতে আগ্রহী পশ্চিমা দেশগুলোর চাপে জাপানের শোগুনদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এব সম্রাটকে ক্ষমতায় বসানো হয়। ১৯ শত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মেইজি রাজবংশের সম্রাটদের অধীনে জাপান দ্রুত আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। একই সাথে কোরিয়া, চীন, এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশে জাপানি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাপান বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান অক্ষশক্তিদের পক্ষে যুদ্ধ করে। জাপানের পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং এতে দেশের বেশির ভাগ শিল্পকারখানা, পরিবহন নেটওয়ার্ক, এবং নাগরিক অবকাঠমো ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে জাপান তার উপনিবেশগুলিও হারায়। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সামরিকভাবে জাপান দখল করে এবং এর সরকার পরিচালনা করে। সংশোধিত সংবিধান অনুসারে সম্রাটকে আলংকারিক রাষ্ট্র প্রধান বানানো হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী এই পর্বে জাপান অত্যন্ত দ্রুত ধসে পড়া অর্থনীতি ও

www.bjilibrary.com

সমাজ আবার গড়ে তোলে। ১৯৭০-এর দশকে মাঝামাঝি নাগাদ দেশটির যুক্তরাষ্ট্র ও আরও বহু দেশের সাথে অর্থকরী বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। এভাবে আবার বিশ্বের বুকে একটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে জাপানের পুনরুত্থান ঘটে।

রাজনৈতিক অবস্থান

জাপানে একটি সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা বিরাজমান। জাপানের সম্রাট প্রতীকী রাষ্ট্রপ্রধান। জাপানের কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় সরকারগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে। তবে জাপানের ৪৭টি জেলা এবং কয়েক হাজার বড় শহর, ছোট শহর গ্রামের স্থানীয় সরকারগুলো স্থানীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা আছে।

ভৌগোলিক পরিবেশ

জাপান একটি দ্বীপময় দেশ। দেশটি এশিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে প্রসারিত হয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে চারটি মূল দ্বীপের যথাক্রমে হোক্কাইদো, হনশু, শিকোকু এবং কিয়ুশু। কিয়ুশুর ৩৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ওকিনাওয়া দ্বীপ অবস্থিত। এছাড়াও দ্বীপপুঞ্জটিতে আরও প্রায় ৩০০০ ক্ষুদ্র দ্বীপ রয়েছে। জাপানের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকা পর্বতময়। প্রতিটি প্রধান দ্বীপের মধ্য দিয়ে একটি পর্বতশ্রেণী চলে গেছে। বিশ্বখ্যাত ফুজি পর্বত জাপানের সর্বোচ্চ পর্বত। জাপানের সমতলে ভূমি খুব কম বলে অনেক পাহাড়-পর্বতের গায়েই একেবারে চূড়া পর্যন্ত চাষবাস করা হয়। জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ভূমিকম্প এলাকাতে অবস্থিত বলে দ্বীপগুলিতে প্রায়শই নিম্ন আকারের ভূকম্পন হয় এবং আগ্নেয় তৎপরতা দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি শতকেই বেশ কয়েকবার বড় আকারের ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প ঘটে থাকে। জাপানে প্রচুর উষ্ণ প্রস্রবণ আছে এবং এগুলিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। জাপানের জলবায়ু অবস্থানভেদে বেশ ভিন্ন। হোক্কাইদো দ্বীপের সাপ্পোরোতে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ এবং শীতকাল দীর্ঘ ও বরফময়। কিন্তু হনশু দ্বীপের মধ্যে ও পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত তোকিও, নাগয়া, কিয়োতো, ওসাকা এবং কোবে শহরের শীতকাল বেশ মৃদু এবং বরফ পড়ে না বললেই চলে। কিয়ুশু দ্বীপে শীতকাল মৃদু এবং গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। ওকিনাও দ্বীপের জলবায়ু উপ-ক্রান্তীয় ধরনের।

অর্থনীতি

জাপান একটি শিল্পোন্নত দেশ যার বাজারভিত্তিক অর্থনীতি বিশ্বের ২য় বৃহত্তম অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক খাতগুলো অত্যন্ত দক্ষ ও প্রতিযোগিতাশীল। তবে সুরক্ষিত খাত যেমন কৃষি, বিতরণ এবং বিভিন্ন সেবাতে উৎপাদনশীলতা তুলনামূলকভাবে কম। ১৯৬০-এর দশক থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত জাপান বিশ্বের সবচেয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিশীল দেশগুলির একটি ছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে এসে 'দুদ্বুদ অর্থনীতিতে' ধস নামলে জাপানের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি নাটকীয়ভাবে ধীর হয়ে পড়ে।। স্টক এবং রিয়েল এস্টেটের দাম অনেক পড়ে যায়।

শিল্পনেতা, কারিগর, সুশিক্ষিত ও পরিশ্রমী কর্মী বাহিনী, উচ্চ মাত্রায় সঞ্চয়ের প্রবণতা, উচ্চ বিনিয়োগ হার, শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য সরকারের জোরালো সমর্থন-এই সব কিছু মিলে জাপান একটি পরিণত শিল্পোন্নত অর্থনীতি। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ খুব কম। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যর মাধ্যমে

www.bjilibrary.com

জাপান যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে, তা অর্থনীতির জন্য কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়। জাপানের অর্থনীতি ভবিষ্যতে ভাল থাকার জন্য সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৯০ এর দশকে এসে প্রথমবারের মত জাপান অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্থবির একটি পর্যায়ে প্রবেশ করে, যে সময় প্রবৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে মাত্র ১% । ২০০০ সালের ২% এর কিছু বেশি।

জাপানের মাত্র ১৫% ভূমি আবাদযোগ্য। কৃষিখাত সরকার থেকে প্রচুর ভর্তুকি পায়। প্রতি হেক্টর জমিতে জাপানের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বের সর্বোচ্চগুলোর একটি। জাপান তার নিজের কৃষিজমি ব্যবহার করে কৃষিতে প্রায় ৪০% স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এর মধ্যে ধানের উৎপাদন দেশের চাহিদা মিটিয়ে খানিকটা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। কিন্তু গম, ভুট্টা, সয়াবিন, ইত্যাদি বিপুল পরিমাণে বিদেশে থেকে আমদানি করতে হয়। মূলতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এগুলি আসে। জাপান তাই মার্কিন কৃষি রপ্তানির প্রধানতম বাজার।

জ্বালানি শক্তির জন্য জাপান বিদেশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ১৯৭০ এর তেল সংকটের পর থেকে জাপান পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে শক্তির অন্য উৎস ব্যবহারের পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে জাপানের মাত্র অর্ধেক পরিমাণ শক্তি পেট্রোলিয়ামজাত তেল থেকে আসে। অন্য জ্বালানির মধ্যে আছে কয়লা, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, নিউক্লীয় শক্তি, এবং জলবিদ্যুৎ। বর্তমানে জাপান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তি-সাশ্রয়ী উন্নত অর্থনীতিগুলির একটি।

জাপানের সোনা, ম্যাগনেসিয়াম ও রূপার মজুদ দেশের বর্তমান শিল্প চাহিদা মেটাতে সক্ষম। কিন্তু জাপান আধুনিক শিল্পে ব্যবহৃত অনেক খনিজের জন্য জাপান বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। লোহার আকরিক, কোক কয়লা, তামা, বক্সাইট এবং বহু বনজ দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

জাপানের শ্রমিকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৭০ লক্ষ। এদের মধ্যে ৪০% নারী। প্রায় ১ কোটি শ্রমিক কোন না কোন শ্রমিক সংঘের সাথে জড়িত।

জাপানের পরিবহন ব্যবস্থা

জাপানের পরিবহন ব্যবস্থা অত্যাধুনিক এবং পরিবহন অবকাঠামো ব্যয়বহুল। জাপানের সড়ক নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত ১.২ মিলিয়ন কিলোমিটারের পাকা রাস্তা জাপানের প্রধান পরিবহন ব্যবসা। জাপানের বাম হাতি ট্রাফিক পদ্ধতি প্রচলিত। বড় শহরে যাতায়াতের জন্য নির্মিত সড়কসমূহ ব্যবহারের জন্য সাধারণত টোল নেয়া হয়।

জাপানে বেশ কয়েকটি রেলওয়ে কোম্পানি রয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এসব রেল কোম্পানির মধ্যে জাপান রেলওয়েস গ্রুপ, কিনটেটসু কর্পোরেশন, সেইবু রেলওয়ে, কেইও কর্পোরেশন উল্লেখযোগ্য। এসব কোম্পানি রেল পরিবহনকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে, যেমন রেল স্টেশনে খুচরা দোকান স্থাপন। প্রায় ২৫০ কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত শিনকানসেন জাপানের প্রধান শহরগুলোকে সংযুক্ত করেছে। এছাড়া অন্যান্য রেল কোম্পানিও সময়ানুবর্তিতার জন্য সুপরিচিত।

জাপানে ১৭৩টি বিমানবন্দর রয়েছে। সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর হল হানেদা বিমানবন্দর, এটি, এশিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ততম বিমানবন্দর। জাপানের

www.bjilibrary.com

সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হল নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। অন্যান্য বড় বিমানবন্দরের মধ্যে রয়েছে কানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, শুব সেন্ট্রেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। জাপানের সবচেয়ে বড় সমুদ্রবন্দর হল নাগোয়া বন্দর।

জনসংখ্যা

২০০৮ সালে জাপানের জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ, ফলে জাপান বিশ্বের দশম জনবহুল দেশ। ১৯শ শতকের শেষ দিকে এবং ২০শ শতকের শুরুর দিকে জাপানে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। তবে সম্প্রতি জন্মহারের পতন এবং বিদেশ থেকে নিট অভিবাসন মোটামুটি শূন্যের কোটায় হওয়াতে অতি সম্প্রতি, ২০০৫ সাল থেকে, জাপানের জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। জাপানের জনগণ জাতিগতভাবে একই রকম, এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি এবং গড় আয়ু ৮১ বছরের কিছু বেশি, যা পৃথিবীর সর্বোচ্চগুলোর একটি। ২০২৫ সাল নাগাদ ৬৫ থেকে ৮৫ বছর বয়স বিশিষ্ট নাগরিকের অংশ ৬% থেকে ১৫% এর উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাপান মূলত একটি নগরভিত্তিক রাষ্ট্র। মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪% কৃষিকাজে নিয়োজিত। শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৮ কোটি হনশু দ্বীপের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে এবং কিয়ুশু দ্বীপের উত্তরাংশে বসবাস করে। সবচেয়ে জনবহুল শহরগুলির মধ্যে আছে টোকিও মহানগর এলাকা (জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ), ইয়োকোহামা (৩৬ লক্ষ), ওসাকা (২৬ লক্ষ) নাগয়া (২২ লক্ষ), সাপ্পোরো (১৮ লক্ষ), কিয়োতো (১৫ লক্ষ), কোবে (১৫ লক্ষ), কাওয়াসাকি (১৪ লক্ষ), ফুকুওকা (১৪ লক্ষ) এবং সাইতামা (১২ লক্ষ)।

জাপানের ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে সরু ঘিঞ্জি রাস্তা, জনাকীর্ণতা, বায়ুদূষণ এবং কিশোর অপরাধ প্রধান সমস্যা। জাপানি ভাষা জাপানের সরকারি ভাষা। এই ভাষাতে জাপানের প্রায় ৯৮% লোক কথা বলেন। এছাড়াও জাপানে স্বল্পসংখ্যক লোক (প্রায় ৭ লক্ষ) কোরীয় ভাষাতে কথা বলেন। জাপানের অধীনস্থ রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জে রিউকিউয়ান ভাষাসমূহ প্রচলিত; এগুলিতে প্রায় ৯ লক্ষ লোক কথা বলেন।

জাপানের সংস্কৃতি

জাপানিরা অনবরত বিদেশি সংস্কৃতি গ্রহণ করে, সেই সঙ্গে জন্মায় তাদের নিজেদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্ট-পূর্ব নবম শতাব্দী পর্যন্ত খেয়ার মাধ্যমে ইউরোপ ও এশিয়ার সংস্কৃতি জাপানে প্রবেশ করে। পরে সুই রাজবংশ ও থাং রাজবংশের ফলে চীনা সংস্কৃতি জাপানে প্রবেশ করে। এরপর দশম শতাব্দীতে জাপান ও অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ কম হওয়ার কারণে জাপানে আসে তাদের নিজস্ব স্টাইলের সংস্কৃতি। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের সংস্কৃতি জাপানে প্রবেশ করে তাদের সংস্কৃতির বিরাট পতন ঘটিয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর পরে এডো যুগে পুনরায় আস্তে আস্তে জাপানের সংস্কৃতির উন্নয়ন হতে শুরু করে। মেইজি যুগে জাপানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবেশ করে জাপানের সংস্কৃতির বিরাট পরিবর্তন আসে। যেমন: ক্রীড়া, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। কিন্তু ১৯২০ সালের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বেশ

www.bjilibrary.com

কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাবে জাপানিদের সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এতে করে জাপানিদের নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতির মান ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল। জাপানি অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে আর এর পিছনে অ্যানিমেশন এবং ইলেকট্রনিক গেম্‌স বিদেশের বাজারে খুব ভালো চলেছে। বর্তমানে জাপানে রয়েছে ১৪টি বিশ্ব ঐতিহ্য, তারমধ্যে ১১টি হচ্ছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অবশিষ্ট ৩টি হচ্ছে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য।

জাপানের ধর্ম

জাপানের প্রধান দুইটি ধর্ম হলো শিন্তো ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের প্রাচীন উপাসনার বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী শিন্তো ধর্মের ভিত্তি। শিন্তো ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে কিছু বলা নেই বলে বৌদ্ধ ধর্ম ও শিন্তো ধর্ম বহু যুগ ধরে জাপানে সহাবস্থান করেছে। অনেক ক্ষেত্রে শিন্তো উপাসনালয় এবং বৌদ্ধ মন্দিরগুলো প্রশাসনিকভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানেও বহু জাপানি দুই ধর্মই সমানভাবে অনুসরণ করে। শিন্তো ধর্ম ১৬শ থেকে ১৯শ শতকে বিস্তার লাভ করে। মেইজি পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় জাপানি নেতারা শিন্তো ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এটিকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে জাপানিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমী অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে ব্যবহার করেন। জাপানের সম্রাটকে ঈশ্বরের অবতার মনে করা হত। দ্বিতীয় সম্রাট দেবত্ব বিসর্জন দেন। বর্তমান জাপানিদের জীবনে শিন্তো ধর্মের কোন কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেই। স্বল্প সংখ্যক অনুসারী বিভিন্ন শিন্তো উপাসনালয়গুলোতে যান। ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় উপাসনালয়গুলোতে অনেক পর্যটকও বেড়াতে আসেন। এগুলিতে বহু বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং জন্মোর পর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শিশুদের এখানে নিয়ে আসা হয়। প্রতি বছর এগুলিকে কেন্দ্র করে অনেক উৎসব হয়। জাপানের অনেক বাসাতে শিন্তো দেবদেবীদের পূজায় উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি তাক বা স্থান থাকে। ৬ষ্ঠ শতকে জাপানে প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন হয় এবং এর পরের প্রায় ১০ শতকে ধরে এটি জাপানের বুদ্ধিবৃত্তিক, শৈল্পিক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। জাপানের বেশির ভাগ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দায়িত্বে থাকেন বৌদ্ধ পুরোহিতেরা। বহু জাপানি পূর্বপুরুষদের স্মরণে বৌদ্ধ মন্দিরে যায়।

৬ষ্ঠ ও ৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে চীন থেকে কনফুসিয়াসবাদের আগমন ঘটে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের তুলনায় এর গুরুত্ব ছিল কম। ১৯শ শতকের শেভভাগ পর্যন্ত এটি জাপানের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিরাজমান ছিল এবং আজও জাপানি চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ কনফুসিয়াসের দর্শনের বড় প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৪৯ সালে জাপানে খ্রিস্টধর্মের আগমন ঘটে এবং এক শতাব্দী পরে এটিকে সরকার নিষিদ্ধ করে দেন। পরে ১৯ শতকের শেষ ভাগে এসে এটি আবার জাপানে উপস্থাপিত হয় এবং খুব ধীরে বিস্তার লাভ করে থাকে। বর্তমানে জাপানে প্রায় ৩০ লক্ষ খ্রিস্টান বাস করে।

বর্তমানে অনেক জাপানি বেশ কিছু নতুন নতুন ধর্মের বা বিশ্বাস ব্যবস্থার অনুসারী হওয়া শুরু করেছে, যেগুলি শিন্তো, বৌদ্ধধর্ম, স্থানীয় কুসংস্কার থেকে ধারণা ধারা নতুন ধর্মের সংখ্যা কয়েক শত মত। এগুলি সব মিলিয়ে কোটি কোটি জাপানি অনুসরণ করে থাকে।

www.bjilibrary.com

জাপানে উচ্চশিক্ষা

বিখ্যাত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারণে জাপান শুধুমাত্র এশিয়া অঞ্চলে নয়, গোটা পৃথিবীব্যাপী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা বিশেষ করে টেকনোলজিক্যাল গবেষণার অন্যতম স্থান। ৩৭৭,৯৭২,২৪ বর্গকিলোমিটারের এই ছোট দেশটিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭২৬ টি। পৃথিবীর সেরা ১০০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাপানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল ৫০টি। জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি হল গোটা বিশ্বের মধ্যে ১২ তম খ্যাত প্রতিষ্ঠান। japanese government scholarship বা MEXT scholarship এর কারণে জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে পরিচিত ও লোভনীয়। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে scholarship পেয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে কিছু কথা তুলে ধরবো।

প্রথমে সবার জ্ঞাতার্থে আমি সবাইকে অবগত করছি যে জাপানের scholarship গুলো science & technology বা student দের অগ্রাধিকার দেয়া হয়, তবে Arts & commerce এর student ও কিছু scholarship পায়। জাপানিজ ইউনিভার্সিটিগুলো সাধারণত দুটি Session এ student-দের Admission দেয়, এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর সেশন। Scholarship পেতে আগ্রহী ব্যক্তিদের উক্ত সময়ের ন্যূনতম পাঁচ মাস আগে থেকেই Subject ও Research সম্পর্কযুক্ত Professor দের কাছে E-mail পাঠালে, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বেশি হতে পারে। আমার ক্ষেত্রে, আমি Professor Manage করেছি ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে, Admission নিয়েছি ২০১৬ সালের September মাসে । Undergraduate Level এ Scholarship এর সুযোগ খুবই কম, সেই সাথে জাপানিজ ভাষা জানা অত্যাবশ্যক। মাস্টার্স ও ডক্টরেট লেভেলে স্কলারশিপ সচরাচর পাওয়া যায় এবং ভাষা জানা অত্যাবশ্যক নয়। মাস্টার্স, পিএইচডি উভয় ক্ষেত্রেই এবং স্কলারশিপ অথবা স্কলারশিপ ছাড়া উভয় ক্ষেত্রেই professor এর confirmation ছাড়া apply করা যায় না। অর্থাৎ apply করার পূর্বশর্ত হল Professor এর Recommendation সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির Web page এ গিয়ে professor এর E-mail address পাওয়া যায়। জাপানের professor দের E-mail address collection করা অন্য দেশের চেয়ে কঠিন কারণ অনেক Web page ই জাপানিজ ভাষায় করা। E-mail address পাওয়ার সহজ উপায় হল University Website -Faculty/ Gradute School- Department- Labrotory। যেসব Labrotory Web page এ শুধুমাত্র professor দের নাম দেয়া থাকে, E-mail address থাকে না, সে ক্ষেত্রে অন্য Specific Site যেমন Biological Science এর ক্ষেত্রে pubmed এ গিয়ে Search দিতে হয়, তখন professor দের Publication এর list পাওয়া যাবে। Publication টিতে উক্ত Professor Corresponding Author, সেখানে তার E-mail address থাকবে।

www.bjilibrary.com

এক্ষেত্রে সমস্যা হল সব Publication Open না, টাকা দিয়ে কিনতে হয়, তবে অনেক Open Publication পাওয়া যায়।

Email পাঠানোর ক্ষেত্রে Motivation Letter, সাথে CV attach করে দিতে হয়। Motivation Letter এ বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্জনকৃত ডিগ্রি, Result, Publication সংখ্যা Research, interest, Professor Research Field সম্পর্কে লিখতে হয়। CV তে ব্যক্তিগত information, Academic record, Publication list, Research Experiance ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়। CV তে উল্লেখ করতে হয়। এবার কথা বলা যাক, প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে, অনেকে মনে করেন যে Scholarship পেতে হলে অনেক ভালো Result লাগবে, আসলে আপনার সমস্ত যোগ্যতা Professor confirm মানে scholarship ৫০% হয়ে যাওয়া।

আমি মনে করি Result 3.50 Enough to get scholarship কিন্তু এখানে Publication অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেই সাথে Research Experiance, Publication গুলো international journal এ হলে ভালো। Impect factor যুক্ত journal এ Main author এ Publication Professor confirm করতে অনেক ভূমিকা পালন করে । Impect factor অবশ্যই Original হতে হবে, যেমন Biological Science এর ক্ষেত্রে Pubmed Journal এর Index থাকতে হবে।

স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে যাচ্ছেন অনেকে

বাংলাদেশ থেকে প্রকৌশলসহ অনেক বিষয়েই জাপানে পড়তে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা, যাদের বড় একটা অংশ যাচ্ছে স্কলারশিপ নিয়ে। জাপানের সরকার, বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত স্কলারশিপ দিচ্ছে। এসব স্কলারশিপের আওতায় একদিকে বিনা খরচেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রি লুফে নিচ্ছে মেধাবী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা। সেখানকার বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার ভাষা জাপানি হলেও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। আগ্রহী বিদেশি শিক্ষার্থীদের জাপানে পড়াশোনার আগে জাপানি ভাষা শিখে নিতে পরামর্শ দেয়া হয় জাপানে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সাইটে। জাপান দূতাবাসের ওয়েবসাইটেও পাবেন উচ্চশিক্ষা-স্কলারশিপসহ দরকারি তথ্য-

www.bd.emb.japan.go.jp/en/education/index.html

জাপানি মাধ্যমে পড়াশোনার খরচ কম

জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে পড়াশোনার খরচ ভিন্ন। তবে জাপানি ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনার ক্ষেত্রে খরচ তুলনামূলক অনেক কম। ব্যাচেলর পর্যায়ে পড়াশোনা করতে চাইলে নিবন্ধন ফি ও টিউশন ফি বাবদ ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা খরচ হবে বছরে। গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য এ ফি ২ লক্ষ টাকারও বেশি। এছাড়া থাকা-খাওয়া ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ দেশটিতে প্রতি মাসে গুনতে হবে ৬ থেকে ১২ বাজার টাকা। শিক্ষার্থী বাড়তি আয়ের সুযোগ হিসেবে খণ্ডকালীন

www.bjilibrary.com

কাজের সুযোগ পাবেন জাপানে। তবে এর জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে বিশ ঘন্টা কাজ করে থাকা-খাওয়ার খরচ যোগানো যাচ্ছে অনায়াসেই।

'ভর্তি' নিশ্চিত হলেই ভিসা আবেদন

জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে কিছুটা বেগ পেতে হয়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি আবেদনই কেবল গ্রহণ করে। এ দেশের ক্ষেত্রে ভর্তি নিশ্চিত হলেই ভিসা প্রক্রিয়ায় আর জটিলতা থাকে না। ভর্তি আবেদন করতে হয় সেশন শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে। তবে ভর্তির আগে পড়াশোনার মাধ্যম (ভাষা) এবং খরচের ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। পাশাপাশি স্কলারশিপের সুযোগ আছে কিনা, তাও খেয়াল রাখবেন। কারণ জাপানে বড় অনেক প্রতিষ্ঠানই নিয়মিত স্কলারশিপ দিচ্ছে। ভর্তি আবেদনের পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করা 'অফার লেটার' হাতে পেলেই শুরু করতে হবে ভিসা আবেদনের প্রক্রিয়া। তাই প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আগেই প্রস্তুত রাখুন। ভিসা সংক্রান্ত তথ্য ও আবেদনের জন্য যোগাযোগ করতে হবে জাপান দূতাবাসে।
ঠিকানা : জাপান দূতাবাস, দূতাবাস সড়ক, বারিধারা, ঢাকা।

প্রথম সারির জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তির আগে আবেদনপ্রক্রিয়া, পড়াশোনার খরচসহ দরকারি তথ্য জেনে নিলে ভর্তির পূর্ব পরিকল্পনা নিতে সহজ হবে।

জাপানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট-
এশিয়া ইউনিভার্সিটি (www.asia-u.ac.jp),
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জাপান (www.juj.ac.jp),
ফুকুই ইউনিভার্সিটি www.u-fukui.ac.jp),
হিরোশিমা শুডো ইউনিভার্সিটি (www.shudo-u.ac.jp),
চিবা ইউনিভার্সিটি (www. chiba-u.ac.jp)
আইচি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (www.aitech.ac.jp)।

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-১

ভাই আমার তো অনার্স প্রায় শেষ, চাকরি অথবা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে চাই।
কোন দেশে যাবেন?
তা তো ঠিক করি নাই, তবে First world এর যে কোন দেশ হলেই হবে।
প্রস্তুতি?
কি যে প্রস্তুতি নিব বুঝতে পারছিনা.....
কিছু প্রশ্নের উত্তর আগে নিজে নিজে চিন্তা করুন।

কেন দেশের বাইরে যেতে চান?
দেশের বাইরে আসার অনেক কারণ থাকতে পারে, তার মধ্যে উচ্চতর গবেষণা, ডিগ্রি নেয়ার জন্য, দেশে ভাল জব পাওয়া খুব কঠিন, দেশের বাইরে কাজের experience নেয়া, অনেক টাকা আয় করা, আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে আপনাকে আপনার কারণ ঠিক করে দেশের বাইরে আসার পরিকল্পনা করতে হবে। তবে আপনার জন্য দেশে যেটা কঠিন দেশের বাইরে সেটা আরও কঠিন হতে পারে এটা বিবেচনায় থাকা দরকার।
তাই Positive চিন্তা এবং self-confidence নিয়েই দেশের বাইরে আসার পরিকল্পনা করা দরকার।

কোন দেশে যেতে চান?
কোন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য যেমন আপনাকে একটি রাস্তা বাছাই করে নিতে হবে তেমনি কোন দেশে যেতে চান সেটা ঠিক করেই প্রস্তুতি নেয়া শুরু করতে হবে।

যে বিষয়গুলো জাপানে আসতে উৎসাহিত করতে পারে
১. উচ্চশিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা
২. সামাজিক নিরাপত্তা
৩. স্থায়ী বসবাস এবং নাগরিকত্বের সুযোগ

উচ্চশিক্ষা
জাপানে পাবলিক ও প্রাইভেট মিলিয়ে প্রায় ৭৮০ এর মত university আছে। World university ranking এর প্রথম ১০০ University এর মধ্যে ৩-৪ টা জাপানের University. আর Asia এর প্রথম ১০টির ৫ টি ই জাপানের University. সরকারি, বেসরকারি Scholarship আছে।

চাকরি
জাপানের জনসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে তাই Foreignerদের জবের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

ব্যবসা

প্রয়োজনীয় মূলধন থাকলে এখানে ব্যবসা করতে কোন বাধা নেই।

সামাজিক নিরাপত্তা

জাপান পৃথিবীর অন্যতম নিরাপদ এবং শান্তির দেশ। এখানে জীবনের নিরাপত্তা সবার আগে। Pension, National Insurance, Health Insurance সহ আরও অন্যান্য সুবিধাতো আছেই।

স্থায়ী বসবাস এবং নাগরিকত্বের সুযোগ

জাপান এ Long term recidence (job) নিয়ে ৫ বছর থাকলে আপনি Permanent recidence / Citygenship এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

Direct Job নিয়ে জাপান আসা

দেশের বাইরে ডিরেক্ট জব নিয়ে আশা একটু কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং অভিজ্ঞতা থাকলে দেশের বাইরে জব নিয়ে আশা সম্ভব।

জাপানে ইঞ্জিনিয়ার, ইংরেজি শিক্ষক, বহুজাতিক কোম্পানিতে মার্কেটিং অফিসার, দক্ষ শ্রমিক হিসাবে জব নিয়ে আসার সুযোগ আছে। সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসাবে আসার সুযোগ সবচেয়ে বেশি।

সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসাবে আসার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি

১। Software Developer হিসাবে মিনিমাম ২-৩ বছরেরর কাজের অভিজ্ঞতা (Java, PHP, Android/IOS এর চাহিদা বেশি।)

২। কমিউনিকেশন লেভেল জাপানি ভাষার দক্ষতা (Japanese Language Proficiency Test N4)। জাপানি ভাষায় e-mail আদান প্রদান করার দক্ষতা। তবে Developer হিসাবে ভাল Experience থাকলে জাপানি ভাষা না শিখেও জব পাওয়া সম্ভব।

জব কোথায় খুঁজবেন

জাপানে মূলত দুই ভাবে নিয়োগ হয়ে থাকে Reference বা Introduce করে দেয়া এবং Job Site এর মাধ্যমে। তাই জব পাওয়ার জন্য Social Networking বলতে Facebook, Linkedin এর মাধ্যমে আপনার ফিল্ডের সাথে রিলেটেড লোকদের সাথে Network তৈরি করে communicate করা। এবং International Job site গুলোতে personal প্রোফাইল তৈরি করে continuous অ্যাপ্লাই করতে থাকা।

Popular Job site

1. https://www.daijob.com
2. https://www.gaijinpot.com
3. https://www.indeed.com

www.bjilibrary.com

4. https://www.wantedly.com
5. https://www.linkedin.com
Direct Job নিয়ে আসতে পারলে আপনার কোন খরচ হবে না। কোম্পানি আপনার ভিসা সহ সকল খরচ বহন করবে।

Japanese Language Student হিসেবে জাপান আসা :

জাপানে সবচেয়ে বেশি যেভাবে Foreigner আসে সেটা হল Japanese Language Course. ২০২০ সালের অলিম্পিক সামনে রেখে জাপান সরকারের পরিকল্পনা হল তিন লাখ International Student. তাই সহজেই Language Course এ জাপান আসা সম্ভব।

যোগ্যতা

১২ বছরের শিক্ষা (HSC / সমমান)
Academic Session: April and October
খরচ : ৭ -৮ লাখ টাকা (ব্যাংক ডিপোজিট ১৫-২০ লাখ টাকা)
ধাপ-১ : প্রাথমিক ভাষা শিক্ষা (বাংলাদেশে) কমিউনিকেশন লেভেল জাপানি ভাষার দক্ষতা (Japanese Language Proficiency Test N5 level)।
বাংলাদেশে কিছু জাপানি ভাষা Institute এর তালিকা:
১। www.juaab-bd.org/
২। www.djit.ac
৩। Institute of Modern Languages - University of Dhaka
ধাপ -২ : Apply for Admission
Language School গুলোর সাথে যোগাযোগ করে Admission এর Apply করা । অথবা Language School গুলো থেকে তাদের বাংলাদেশি agent এর information নিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করে Apply করা।
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj05e.html
জাপানের Language School এর Information নেয়ার নির্ভরযোগ্য source হল এই site টি। এটি Ministry of Foreign Affairs of Japan এর একটি সাইট।
ধাপ -৩ : Admission Interview
Language School আপনার ভিডিও interview নেয়ার ব্যবস্থা করবে। অনেক সময় নাও নিতে পারে।
ধাপ ৪ : চধু Tuition Fee and other Fee for one year
Application accept হলে Language School আপনার certificate of eligibility (Permission from Japanese Government to be granted a Student visa) এর জন্য Japan Immigration office এ Apply করবে। School আপনার certificate of eligibility পাওয়ার পর আপনাকে inform করে invoice পাঠাবে। তখন আপনাকে One year Tuition fee, Maintenance fee & Social Activity fee pay করতে হবে।

www.bjilibrary.com

ধাপ -৫ : Receive certificate of eligibility and apply for visa in japan embassy in Bangladesh.
আপনার Payment Confirm হয়ার পর School আপনার certificate of eligibility, Admission cirtificate আপনাকে EMS করে পাঠাবে। তখন আপনি japan embassy in Bangladesh এ ভিসার জন্য Apply করবেন।

Part Time Job Opportunity
Language Student হিসেবে আপনি সপ্তাহে ২৮ ঘন্টা কাজের সুযোগ পাবেন। মোটামুটি ভাষা জানলে সহজেই কাজ পাওয়া যায়। কাজের মধ্যে restaurant, supershop এর কাজ বেশি। Part time job করে প্রতি মাসে ১৩০,০০০-২০০,০০০ ইয়েন আয় করে থাকে।

Living Cost
Living Cost সিটি ভেদে কম বেশি হতে পারে। তুলনামূলক টোকিও একট বেশি expensive. আপনি যদি অন্য বাঙালি student দের সাথে শেয়ার করে থাকেন তাহলে প্রতি মাসে আপনার থাকা, খাওয়া, মোবাইল বিল, যাতায়াত সব মিলিয়ে ৬০,০০০ - ৮০,০০০ ইয়েন খরচ হবে।

Language Course শেষ করার পর কী করবেন ?
Language Course শেষ করার পর আপনার হাতে তিনটি Option থাকবে।

১। Permanent Job
আপনার যদি graduation করা থাকে তাহলে আপনি জব এর জন্য চেষ্টা করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আপনার ভাষা দক্ষতা এবং অ্যাকাডেমিক যোগ্যতার ওপর জব নির্ভর করবে। তবে Language Course ভাল ভাবে শেষ করলে জব পাওয়া সম্ভব।

২। Technical Diploma / University
Language Course এর শেষের দিকে আপনাকে Diploma / University admission এর জন্য apply কতে হবে। Diploma course ২-৩ বছর মেয়াদি। এ সময় আপনি ২৮ ঘন্টা কাজের সুযোগ পাবেন।

৩। Business
আপনার যদি পুঁজি থাকে তাহলে আপনি চাইলে Businessও করতে পারেন। তখন আপনাকে Business ভিসার জন্য apply করতে হবে।
জাপানি ভাষা ভাল করে শিখতে পারলে জাপানে ভাল কিছু করা সম্ভব। ভাষা শিখার মানসিকতা নিয়ে জাপান আশা দরকার।

Eng. Abdullah Al Maruf
Tokyo, Japan

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-২

জগৎ বিখ্যাত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারণে জাপান শুধুমাত্র এশিয়া অঞ্চলে নয়, গোটা পৃথিবী ব্যাপী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা বিশেষ করে টেকনোলজিক্যাল গবেষণার অন্যতম স্থানে পরিণত হয়েছে। ৩৭৭৯৭২.২৪ বর্গকিলোমিটারের এই ছোট দেশটিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭২৬টি। পৃথিবীর সেরা ১০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাপানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল ৫০টি। জাপানের টোকিও ইউনি-ভার্সিটি হল গোটা বিশ্বের মধ্যে ১২তম খ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। Japanese government scholarship বা MEXT Scholarship এর কারণে জাপানের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে পরিচিত ও লোভনীয়। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে স্কলারশিপ পেয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে কিছু কথা তুলে ধরব।

প্রথমে সবার জ্ঞাতার্থে আমি সবাইকে অবগত করছি যে, জাপানের স্কলারশিপগুলো সায়েন্স ও টেকনোলোজির স্টুডেন্টদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তবে, আর্টস ও কমার্সের স্টুডেন্টরাও কিছু স্কলারশিপ পায়। জাপানিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত দুটি সেশনে স্টুডেন্টদের অ্যাডমিশন দেয়, এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর সেশন।

স্কলারশিপ পেতে আগ্রহী ব্যক্তিদের উক্ত সময়ের ন্যূনতম পাঁচ মাস আগে থেকে সাবজেক্ট ও রিসার্চ সম্পর্কযুক্ত প্রফেসরদের কাছে ই মেইল পাঠালে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বেশি হতে পারে। আমার ক্ষেত্রে আমি প্রফেসর ম্যানেজ করেছি ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে, স্কলারশিপ এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছি ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে, অ্যাডমিশন নিয়েছি ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলে স্কলারশিপ এর সুযোগ খুব কম, সেই সাথে জাপানিজ ভাষা জানা আবশ্যক। মাস্টার্স ও ডক্টরেট লেভেলে স্কলারশিপ সচরাচর পাওয়া যায় এবং ভাষা জানা অত্যাবশ্যক নয়। মাস্টার্স ও পিএইচডি উভয় ক্ষেত্রে স্কলারশিপ সহ অথবা স্কলারশিপ ছাড়া অ্যাপ্লাই করার জন্য প্রফেসরের কনফার্মেশন আবশ্যক। অর্থাৎ আবেদন করার পূর্বশর্ত হল প্রফেসরের রিকমন্ডেশন। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবপেজে গিয়ে প্রফেসরের ই মেইল অ্যাড্রেস পাওয়া যায়। জাপানের প্রফেসরদের ই মেইল অ্যাড্রেস কালেকশন করা অন্য দেশের চেয়ে কঠিন, কারণ অনেক ওয়েবপেজ ই জাপানিজ ভাষায় করা। ইমেইল অ্যাড্রেস পাওয়ার সহজ উপায় হল বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট/ ফ্যাকাল্টি/ গ্র্যাজুয়েট স্কুল/ ডিপার্টমেন্ট/ ল্যাবরেটরি।

যেসব ল্যাবরেটরি অথবা ওয়েবপেজে শুধুমাত্র প্রফেসরদের নাম দেয়া থাকে, ইমেইল অ্যাড্রেস থাকে না সেক্ষেত্রে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়। প্রফেসরের নাম গুগল অথবা অন্য স্পেসিফিক সাইট যেমন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর ক্ষেত্রে- pabmed এ গিয়ে সার্চ দিতে হয়, তখন প্রফেসরদের পাবলিকেশন এর লিস্ট পাওয়া যাবে। যে পাবলিকেশনটিতে উক্ত প্রফেসর কারেসপন্ডিং অথার তার ইমেইল অ্যাড্রেস থাকবে। এক্ষেত্রে সমস্যা হল সব পাবলিকেশন ওপেন না, টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তবে অনেক ওপেন পাবলিকেশন পাওয়া যায়। করেসপন্ডিং অথার এর নাম অথার এর নামের সবশেষে থাকে। ইমেইল পাঠানোর ক্ষেত্রে মোটিভেশন

www.bjilibrary.com

লেটার, সাথে CV Attach করে দিতে হয়। মোটিভেশন লেটার এ বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্জিত ডিগ্রি, রেজাল্ট, পাবলিকেশন সংখ্যা, রিসার্চ ইন্টারেস্ট, প্রফেসর রিসার্চ ফিল্ড সম্পর্কে লিখতে হয়। CV তে ব্যক্তিগত তথ্য, অ্যাকাডেমিক রেকর্ড, পাবলিকেশন লিস্ট, রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়। মোটিভেশন লেটার বেশি লম্বা না করাই ভালো, মূল কথাগুলো CV তে উল্লেখ করতে হয়।

এবার কথা বলা যাক প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে, অনেকে মনে করেন যে, স্কলারশিপ পেতে হলে অনেক ভালো রেজাল্ট লাগবে, আসলে আপনার সমস্ত যোগ্যতা প্রফেসরকে কনফার্ম করতেই লাগবে। প্রফেসর কনফার্ম মানে স্কলারশিপ ৫০ ভাগ হয়ে যাওয়া। আমি মনে করি রেজাল্ট 3.5 is Enough to Get Scholarship. কিন্তু এখানে পাবলিকেশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেইসাথে রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স, পাবলিকেশনগুলো ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে হলে ভালো।

ইম্পেক্ট ফেক্টর যুক্ত জার্নালে মেইন অথার এ পাবলিকেশন প্রফেসর কনফার্ম করতে অনেক ভূমিকা পালন করে। ইম্পেক্ট ফেক্টর অবশ্যই অরিজিনাল হতে হবে। যেমন: বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর ক্ষেত্রে pabmed এ জার্নালের ইনডেক্স থাকতে হবে। জাপানের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আইইএলটিএস অত্যাবশ্যক না। কিছু ইউনিভার্সিটিতে/ কিছু ফ্যাকাল্টিতে চাইতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যান্ড স্কোর 6 হলেই হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে 6.5 ও চাইতে পারে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিএইচডি গবেষক
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

www.bjilibrary.com

তুরস্ক

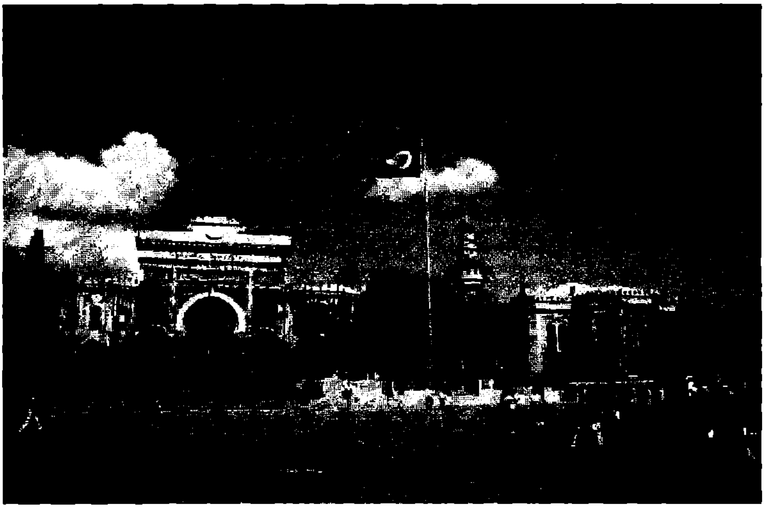

Istanbul University

এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মিলনস্থলে তুরস্কের অবস্থান, যা কামাল আতাতুর্ক কিংবা এরদোগানের দেশ হিসেবে পরিচিত। উভয় মহাদেশের মাঝখানে অবস্থান হওয়ায় সেই প্রাগৈতিহাসিক থেকে শুরু করে বর্তমানেও ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে দেশটি। গত ১৫-১৬ বছরে শিক্ষা খাতে ব্যাপক আধুনিকায়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্বের প্রায় ১৬০টি দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পাড়ি জামায় এশিয়া-ইউরোপের এই দেশটিতে।

বর্তমানে তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের উন্নত অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমমানের স্বীকৃত। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অনেক দেশের তুলনায়ও তুরস্কের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত। বিশেষ করে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলোতে তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থা খুবই মানসম্মত। এ ছাড়া দেশটি এশিয়া-ইউরোপের সংযোগস্থল হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোকপ্রশাসন কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া ইতিহাসে প্রাচীন সেন্ট্রাল-আনাতোলিয়া কিংবা কনস্টান্টিনোপল হিসেবে খ্যাত এই দেশটিতে সাধারণ ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়গুলোর বাস্তবিক ও সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। তুরস্কের সব বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ইরাসমাস মুন্ডুসের আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পায়।

বাংলাদেশি কিংবা বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য তুরস্কে দুভাবে পড়ার সুযোগ রয়েছে। প্রথমত, বৃত্তির আওতায়; দ্বিতীয়ত, নিজ খরচে। তুরস্ক সরকার প্রতিবছর পাঁচ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও

www.bjlibrary.com

সেবামূলক সংস্থা বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিসহ তুরস্কে পড়ার সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ বা আংশিক বৃত্তি দিয়ে থাকে।

তুরস্ক সরকারের বৃত্তি পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এ বৃত্তি অন্যান্য দেশের বৃত্তির চেয়ে অনেক সহজতর এবং সুযোগ-সুবিধার দিক থেকেও অনেক ভালো। তুরস্ক সরকার বিভিন্ন স্তরে ৬০-৭০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়ে থাকে। তা ছাড়া প্রতিবছরই বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে অনলাইনে বৃত্তির আবেদন করতে হয়। আবেদন করার এক মাসের মধ্যে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ঢাকার তুরস্ক দূতাবাসে ডাকা হয়। মৌখিক পরীক্ষার এক থেকে দুই মাসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ই-মেইল করা হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি তুরস্ক দূতাবাস পরিচালনা করে, যেখানে বাংলাদেশ সরকারের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ নেই।

বৃত্তির কয়েকটি ক্যাটাগরিতে আবেদন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। যেমন :

১. অনার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচডি।

২. উচ্চতর গবেষণা প্রোগ্রাম। এ বছর থেকে শুরু হয়েছে।

৩. খেলাধুলা এবং সংস্কৃতিতে এ বছর থেকে শুরু হয়েছে।

৪. মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য নবম শ্রেণি থেকে বৃত্তি।

সুযোগ-সুবিধা :

তুরস্ক সরকারের বৃত্তিতে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে :

১. টিউশন ফি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ।

২. থাকা-খাওয়া সরকারি ডরমিটরিতে, যা সম্পূর্ণ ফ্রি।

৩. ফ্রি স্বাস্থ্য বিমা তথা বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা।

৪. এক বছরের তুর্কি ভাষা শিক্ষা কোর্স সম্পূর্ণ ফ্রি।

৫. মাসিক ভাতা (অনার্স ২৫০ ডলার, মার্স্টাস ৩৬০ ডলার এবং পিএইচডি ৫০০ ডলার, উচ্চতর গবেষণার জন্য ১০০০ ডলার)

৬. যাওয়া-আসার ফ্রি বিমান টিকেট।

৭. পার্টটাইম চাকরি করার সুযোগ। এ বছর থেকে শুরু হয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা

১। অনার্স আবেদনের সর্বোচ্চ বয়স ২১ বছর, মাস্টার্সের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ বছর, পিএইচডির জন্য সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

২। তুরস্কের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত থাকা যাবে না।

৩। ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে চাইলে (IELTS, TOFEL, GRE, GMAT) লাগবে। সাধারণত তুরস্কের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তুর্কি ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়।

এই বৃত্তির জন্য প্রাথমিকভাবে দুটি যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়।

প্রথমত, অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট। অর্থাৎ অনার্সের জন্য এসএসসি/ সমমান এবং এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষায় ৭০% নম্বর (তবে মেডিক্যালের জন্য ৯০% নম্বর) এবং মাস্টার্স-পিএইচডির জন্য অনার্স ও মাস্টার্সে ৭৫% নম্বর থাকতে হবে।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয়ত, এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস। অর্থাৎ কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, অ্যাকাডেমিকসহ বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম-সেমিনারে ওয়ার্কশপ বা অংশগ্রহণ করে থাকলে তা আবেদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আবেদন করতে যা লাগবে :

১। পাসপোর্ট/জাতীয় আইডি কার্ড/জন্মনিবন্ধন সনদের (ইংরেজিতে অনুবাদ করা) স্ক্যান কপি।

২। সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

৩। সকল অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট।

৪। সকল অ্যাকাডেমিক মার্কশিট।

৫। দুটি রেফারেন্স লেটার। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক হলে ভালো হয়।

৬। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের সকল সার্টিফিকেট।

৭। পাবলিকেশন থাকলে উল্লেখ করা।

ওপরের সব ডকুমেন্ট স্ক্যান কপি করে রেডি রাখতে হবে। বৃত্তির আবেদন করার সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবজেক্ট বাছাই করতে হয়। এ ক্ষেত্রে যাদের রেজাল্ট ভালো এবং ওপরে উল্লেখিত সব যোগ্যতা রয়েছে, তারা তুরস্কের ভালো বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলো চয়েজ করতে পারেন। আর যাঁরা যোগ্যতার দিক থেকে একটু দুর্বল, তাঁরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই করে দিলে বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে

তুরস্কে জুন, জুলাই ও আগস্ট এ তিন মাস গ্রীষ্মের বন্ধ থাকে। আর প্রতি বছর অ্যাকাডেমিক সেশন শুরু হয় সেপ্টেম্বরে। অর্থাৎ প্রতিবছর আপনি তিন মাস ছুটি পাচ্ছেন। যেখানে ফুলটাইম কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া গবেষণাভিত্তিক, বিশেষ করে 'বিজ্ঞান' এবং 'টেকনোলজি'র বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণার জন্য (মাস্টার্স এবং পিএইচডি) তুর্কি সরকারের অর্থায়নে আরো একটি বৃত্তি রয়েছে, যা টুবিটাক স্কলারশিপ নামে পরিচিত। এটি বছরে দুবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এ বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ করে থাকে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এক বছরের মধ্যে তুরস্কের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের থেকে অফার লেটার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হলে বৃত্তি কার্যকর হবে। এই বৃত্তিতে মাসিক সম্মানী তুরস্কের অন্যান্য বৃত্তির চেয়ে অনেক বেশি। মাস্টার্সের জন্য প্রায় ৬০০ ডলার এবং পিএইচডির জন্য ৭০০ ডলার। তবে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তেমন নেই। সুবিধা হচ্ছে দুই বছরের মধ্যে মাস্টার্সে ভালো রেজাল্ট করার পর পিএইচডি করার সুযোগ থাকে। মাস্টার্স দুই বছর এবং পিএইচ-ডি চার বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই বৃত্তিতে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

এ ছাড়া তুরস্কের মাদ্রাসাগুলোতে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অর্থাৎ তুরস্কের মাদ্রাসাগুলোতে নবম শ্রেণী থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জেডিসিতে ভালো রেজাল্ট থাকতে হবে। থাকা-খাওয়া

www.bjilibrary.com

ফ্রি এবং হাতখরচের জন্য তিন থেকে চার হাজার টাকা দেওয়া হয়। মাদ্রাসায় চার বছরের কোর্স (নবম-দ্বাদশ শ্রেণী) শেষ করে ভালো রেজাল্ট করতে পারলে তুরস্কে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি বৃত্তির সুযোগ থাকে।

তুরস্ক সরকারের বৃত্তি ছাড়াও তুরস্কের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 'অনুষদ' কিংবা 'বিভাগ' থেকে বিভিন্ন সময়ে বৃত্তির ঘোষণা দেয়া হয়। এই বৃত্তিগুলো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বৃত্তি পাওয়া যেতে পারে।

তুরস্কের প্রথম সারির কিছু বিশ্ববিদ্যালয়

তুরস্কের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই মানসম্মত। তবে এর মধ্যে কয়েকটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে :

মিডল ইস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, আঙ্কারা।
বোয়াজিসি ইউনিভার্সিটি, ইস্তাম্বুল।
ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ইস্তাম্বুল।
আঙ্কারা ইউনিভার্সিটি, আঙ্কারা।
গাজি ইউনিভার্সিটি, আঙ্কারা।
মারমারা ইউনিভার্সিটি, ইস্তাম্বুল।
ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটি।
আনাদোলু ইউনিভার্সিটি, এস্কিশেহের।
হাজিতেপে ইউনিভার্সিটি, আঙ্কারা।
এগে ইউনিভার্সিটি, ইজমির।
ডোকুজ এইলুল ইউনিভার্সিটি, ইজমির।

তুরস্ক : টিউশন ফি কম

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে প্রতি বছর ইউরোপ-এশিয়ার বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পাড়ি জমাচ্ছে ইউরোপের অন্যতম মুসলিম দেশ তুরস্কে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের মুসলিম প্রধান এই দেশটি ২০০৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের স্বীকৃতি পায়। তুলনামূলক অনেক কম টিউশন ফি হলেও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাদান করছে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।

ভর্তি আবেদন

ইউরোপের এই দেশটিই যদি হয় আপনার উচ্চশিক্ষার গন্তব্যস্থল তাহলে দেরি না করে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোর্সটি আপনি পড়তে চাচ্ছেন। চাহিদা সম্পন্ন সব বিষয়েই পড়ার সুযোগ আছে তুরস্কে। কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ভর্তি আবেদন ও আনুষঙ্গিক তথ্য জেনে নিন ভাল করে। অনলাইন থেকে 'ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এক্সামিনেশন' ফরম সংগ্রহ করতে হবে তারপর নির্দেশিত নিয়মে আবেদন প্রেরণ করতে হবে। তুরস্কের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি।

www.bjilibrary.com

আই ই এল টি এস এ অন্তত ৫.৫০ আছে এমন শিক্ষার্থীর আবেদন করতে পারবে। যাদের নেই তারাও পারবে আবেদন করতে তবে সেদেশে এক বছর মেয়াদি 'ইংলিশ প্রিপারেটরি ক্লাস' করতে হবে।

ভিসা আবেদন কোথায় করবেন

ভর্তি আবেদনের পর সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অফার লেটার হাতে পেলেই ভিসার জন্য আবেদন করতে হয়। স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো 'ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এক্সামিনেশন' এর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ও 'এক্সেপ্টেন্স লেটার' অর্থাৎ 'অফার লেটার' দেখাতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়: তুরস্ক দূতাবাস, বাড়ি-৭, রোড-২, বাড়িধারা, ঢাকা। ওয়েবসাইট: Dhaka.emb.mfa.gov.tr

যেসব বিষয়ে পড়তে পারেন

ব্যাচেলর, মাস্টার্সে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ন্যাচারাল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, মেডিক্যাল সায়েন্স, বিভিন্ন বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাকাউন্টিং, বিবিএ, এমবিএ, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ছাড়াও রয়েছে অনেক বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ।

কেমন খরচ পড়বে

তুরস্কে পড়াশোনা করতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অন্যান্য দেশের মত বিপুল পরিমাণের অর্থ খরচ করতে হয়না।। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ ব্যাচেলর স্তরে ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে চাইলে বিষয়ভেদে বছরে খরচ পড়বে ৪৫০ থেকে ১,৫০০ মার্কিন ডলার। তবে তুর্কি ভাষায় পড়াশোনা করলে ব্যাচেলর স্তরে খরচ পড়বে ২৪০ থেকে ৭৫০ মার্কিন ডলার। মাস্টার্সে ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে চাইলে প্রতি বছর গুনতে হবে ৬০০ থেকে ৯০০ টাকা। অন্যদিকে তুর্কি ভাষায় পড়ার জন্য প্রদান করতে হয় ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা।

টিউশন ফি কম হলেও থাকা-খাওয়ার খরচটা একটু বেশিই । প্রতি মাসে থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে খরচ পড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, প্রতি মার্কিন ডলার প্রায় ৮০ টাকার সমান।

খন্ড-কালীন কাজের সুযোগ নেই

অন্যসব দেশের মতো এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়াশোনার পাশাপাশি কাজের সুযোগ দেয় না। তাই দেশ থেকে পাঠানো টাকার ওপর নির্ভর থেকেই পড়াশোনা ও থাকা-খাওয়ার খরচ মেটাতে হবে।

তবে বেলকেন্ট ইউনিভার্সিটি ছাড়াও কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সময়ের জন্য কাজের অনুমতি মেলে।

বৃত্তির তথ্য অনলাইনে

তুরস্ক সরকারের 'মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন' প্রতি বছর বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়ে থাকে। বৃত্তি ঘোষণা দেয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে (www.moedu.gov.bd) বৃত্তি সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশ করা হয়। সে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পাশাপাশি ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের তুরস্কে

www.bjilibrary.com

উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়ে থাকে।
আইডিবি'র অফিসিয়াল সাইটে (www.isdb.org) বৃত্তির বিস্তারিত জানা যাবে।
বৃত্তি সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন-
www.turkiyeburslari.vov.tr/indx.pgp/en
ভর্তি হতে পারেন যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে
আতাতুর্ক ইউনিভার্সিটি (www.atauni.edu.tr)
আঙ্কারা ইউনিভার্সিটি (www.ankara.edu.tr)
বেলকেন্ট ইউনিভার্সিটি (www.bikent.edu.tr)
আনাদলু ইউনিভার্সিটি (www.anadolu.edu.tr)
ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটি (www.istanbul.edu.tr)
ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি (www.itu.edu.tr)
ইজমির ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (www.iyte.edu.tr)
গাজী ইউনিভার্সিটি (www.gazi.edu.tr)
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন এই সাইটটিতে-
www.studytkey.metu.edu.tr

বোরহান উদ্দীন
ইবনে হক
এম এইচ খান
পি এইচ ডি গবেষক, তুরস্ক

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-১

তুরস্কে অনার্সে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

সময় তখন ২০১৫ সাল পরিচিত অনেককে জানতাম যারা বিভিন্ন প্রোগ্রামে স্কলারশিপ নিয়ে তুরস্কে আছেন। মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছা হত কিন্তু নিজের ভিতর সাহসের অভাব ছিল।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে এক ভাই পরামর্শ দিলেন তুরস্কে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে। আগ্রহ বেড়ে যাওয়াতে বড় ভাইদের পরামর্শ নিতে লাগলাম, তারা মতামত দিলো এটাতো ভাগ্যের, বিজয় হতে পারে না ও পারে। তখন ভাগ্যকে জয় করার জন্য নেমে পড়লাম।

এবার তুরস্কে অবস্থানরত ভাইদের পরামর্শ নিলাম কী কী করতে হবে? তাদের থেকে জানতে পারলাম স্কলারশিপ কমিটি অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট এর পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলাম সার্টিফিকেট ও স্বেচ্ছাসেবী সার্টিফিকেটগুলোকে অনেক গুরুত্ব দেয়। সাথে সাথে বাড়ি যেয়ে ছোটকাল থেকে যত সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম সব একসাথে করে নিলাম। তারপর স্বেচ্ছাসেবক যত সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম সব সার্টিফিকেট নিলাম। এরপর শুরু করলাম রিকমেন্ডেশন জোগাড় করা। স্কলারশিপের আবেদনে দুইটি চাইলেও আমি পাঁচটি রিকমেন্ডেশন জোগাড় করলাম।

মার্চ মাসের শেষের দিকে স্কলারশিপের আবেদনের সময় শুরু হলো। এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করে তুরস্কে অবস্থানরত ভাইদের সঠিক দিকনির্দেশনা নিয়ে আবেদন শুরু করলাম। এবার সকল মূল কাগজ, এক্সট্রা সার্টিফিকেট, স্বেচ্ছাসেবী সার্টিফিকেট, জন্ম নিবন্ধন, ছবি সবগুলো স্ক্যান করে আবেদনপত্রের যথাস্থানে আপলোড করলাম। আবেদনের শেষ দিকে কিছু প্রশ্ন থাকে যেমন: কেন যাবো? কি করব? ইত্যাদি নিয়ে। তখন কিছু ভাইদের পরামর্শ নিয়ে সবগুলোর উত্তর লিখলাম। আবেদন অ্যাকাউন্টে সবকিছু সঠিক হয়েছে কি না দেখে বিসমিল্লাহ্ বলে বড় ভাইদের মাধ্যমে সাবমিট করলাম।

এরপর শুরু হলো অপেক্ষার প্রহর গুনা। ইতোমধ্যে অ্যাপ্লিকেশন সঠিক হয়েছে জানিয়ে মেইল করল। এর মাস খানেক পর ইন্টারভিউ মেইল আসলো। তখন ইউটিউব এ সার্চ দিয়ে ইন্টারভিউ ভিডিও দেখতে লাগলাম এবং বড় ভাইদের লেখা প্রশ্ন উত্তরগুলো পড়তে লাগলাম। এরপর আসলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন ইন্টারভিউ দিতে এম্বাসিতে গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ডাক দিলো। এম্বাসিতে ঢুকার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। যাক রুমে ঢুকে বসলাম সামনে বোর্ডে আছে স্কলারশিপ কমিটির দুইজন আর বাংলাদেশী একজন। সালাম দেয়ার পর আমার নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো তারপর পড়াশুনার জন্য তুরস্ক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেন বেছে নিলাম তা জানতে চাইলো। এরপর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম জানতে চেয়ে ইন্টারভিউ শেষ করলো। সকল প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে দিয়েছিলাম।

www.bjilibrary.com

ইন্টারভিউ রেজাল্ট দেয়ার কথা দুই মাস পর। কিন্তু দিলো চার মাস পর। পরিশেষে আমার স্কলারশিপ কনফার্ম করে মেইল আসলো। সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় ছিলো আমার পছন্দের শহর কোনিয়া ও পছন্দ মত বিষয় পেলাম। তারপর অবশ্য কিছু দৌড়দৌড়ি করা লাগছে। যেমন সার্টিফিকেটগুলো বোর্ড থেকে সত্যায়িত করা, মেডিক্যাল করানো। শিক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করানোর পর অনুবাদ ও নোটারি করা। এবার সকল কাগজপত্র এম্বাসিতে জমা দিলাম। এরপর ও চিন্তা করতেছি স্বপ্ন কি আসলেই বাস্তবতার পথে। ইতোমধ্যে ১৬ তারিখ ভিসা পেলাম। তার দশ ঘন্টা পরই ঢুকে গেলাম সে জায়গায় যে জায়গায় সব সময় উঁকি দিতাম। অর্থাৎ এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন শেষ করার পর বিমানের অপেক্ষা। এ যেন স্বপ্নকে নিজের চোখে দেখা। জীবনের প্রথম বিমান ভ্রমণটা আসলে স্মরণে থাকার মতই হলো। কারণ এক সাথে আমরা স্কলারশিপের পঞ্চাশ জন একই বিমানে। এরপর বিমান উড়তে লাগলো মেঘের ভিতর দিয়ে। আর অজান্তেই গাইতে লাগলাম।

" চোখটা হলো পাখির ডানা
শোনেনাতো কোন মানা
স্বপ্নে হারাই বারবার"

আর শুকরিয়ার মস্তক অবনত হচ্ছিল সেই মহান রবের প্রতি যার সৃষ্টির সৌন্দর্য এত উপরে না উঠলে দেখা যেতনা।

এবার লিখতে হয় তুরস্ক নিয়ে যারা আমাদের উচ্চশিক্ষার এত বড় সুযোগ করে দিয়েছেন। লিখতে হয় তাদের কিছু জাতিগত গুণ নিয়ে। তারা খুবই অতিথিপ্রিয়। ভিন দেশীদের তারা খুবই ভালোবাসে। তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব অতুলনীয়। এখানের মানুষের আত্ম-সচেতনতা বোধ অনেক বেশি যার কারণে এই দেশের সবকিছু সুশৃঙ্খল ও অসাধারণ। তুরস্কের খাবার আমাদের থেকে অনেক আলাদা তবে শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত যাতে কোন সন্দেহ নাই। রাব্বুল আলামিনের পরে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সেই সব বড় ভাইদের যারা আমার স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিলো।

আর যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গমনে ইচ্ছুক তাদের জন্য তুরস্ক সরকারের এই স্কলারশিপ খুবই অসাধারণ সুযোগ। আপনাদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসার পাশাপাশি বিমান ভাড়া পর্যন্ত তারা দিবে আর মাসিক বৃত্তিতো আছে। আর তুরস্কের প্রায় বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে অনেক এগিয়ে। সব মিলিয়ে নিজের ক্যারিয়ারকে উন্নত করার সর্বোচ্চ সুযোগ পাবেন তুরস্কে। সমাপনী টানবো একটা কথা দিয়ে, তা হলো নিজের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি অনড় মনোবল থাকলে আপনিও পেয়ে যাবেন তুরস্কের স্কলারশিপ।

রাকিব বিন সাত্তার
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
সেলজুক বিশ্ববিদ্যালয়, কোনিয়া, তুরস্ক

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-২

তুরস্কে উচ্চশিক্ষা: উন্নত ক্যারিয়ার

বর্তমান তুরস্ক উসমানীয় খেলাফাতের উত্তরাধিকারী আধুনিক এবং উন্নত মুসলিম রাষ্ট্র। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল বিবেচনায় এশিয়া ও ইউরোপ দু-মহাদেশের এক মিলনস্থল তার্কি অতি গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইসলামের ইতিহাসের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে উসমানীয় খেলাফাতের অবস্থান। উসমানীয় খিলাফাতের বিস্তৃতি ছিল উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়া থেকে ইউরোপের হাঙ্গেরি, রাশিয়ার ক্রিমিয়া থেকে পূর্বে জর্জিয়া আর আরবের ইয়েমেন পর্যন্ত। মোটকথায় ইউরোপের অস্ট্রিয়ান বর্ডার ও এশিয়ায় রাশিয়া ও ইরান বর্ডার পর্যন্ত।

তুরস্কের প্রায় প্রতিটি শহর নান্দনিক পর্যটক স্পট। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে পর্যটকরা এসে থাকেন এর প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। পরিসংখ্যান মতে শুধু ২০১৫ সালে ৪০ মিলিয়ন পর্যটক এসেছিলেন তুরস্কে। সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০১৮ সালের মধ্যে লক্ষাধিকে উন্নীত করার চেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছে ।

ক্ষণজন্মা ইসলামী ব্যক্তিত্ব তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান এর নতুন ইসলামী দুনিয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে বর্তমান তুরস্ক। আর সে লক্ষ্যেই এরদোগানের একেপি [আদালত (সুশাসন) ও কালকিনমা (উন্নয়ন পার্টি)] শাসিত বর্তমান তুরস্ক শিক্ষা দীক্ষায় অধিকতর গুরুত্বারোপ করছে। তুর্কি স্কলারশিপ ওয়েবপেইজে (www.turkiyeburslari.gov.tr) দেয়া তথ্য মতে স্কলারশিপ কমিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করে স্কলারশিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ।

অনার্স পর্যায়ে: অনার্স পর্যায়ে বলকান, কারাদেনিজ, হাররান (বাংলাদেশ এই স্কলারশিপের অন্তর্ভুক্ত), তুর্কি-আফ্রিকা, বোয়াজিচি নামের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে ।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনঃ পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন পর্যায়ে Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship Program এবং İbni Haldun Social Sciences Scholarship Program এর অধীনে স্কলারশিপ দেয়া হয়।

এছাড়া ও শাখা বৃত্তি বা বিষয় ভিত্তিক বৃত্তিগুলো নিম্নরূপ:

ইবনে সিনা মেডিক্যাল সায়েন্সস বৃত্তি প্রোগ্রাম (İbni Sina Sağlık Bilimleri Burs Programı)

ইবনে সিনা মেডিক্যাল সায়েন্সেস বৃত্তি প্রোগ্রাম স্নাতক পর্যায়ে চলমান একটি প্রোগ্রাম এবং এটি সকল দেশের প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

www.bjilibrary.com

ইউনূস এমরে তুর্কি ভাষা বৃত্তি প্রোগ্রাম (Yunus Emre Türk Dili Burs Programı)
ইউনূস এমরে তুর্কি ভাষা বৃত্তি প্রোগ্রাম স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট পর্যায়ে দেয়া হয় এবং সকল দেশের প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

ধর্মতত্ত্ব বৃত্তি প্রোগ্রাম (İlahiyat Burs Programı)
ধর্মতত্ত্ব বৃত্তি প্রোগ্রাম স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট পর্যায়ে দেয়া হয় এবং সকল দেশের প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় বিজ্ঞান, স্নাতক, মাস্টার্স এবং ডক্টরেট প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

স্পোর্টস বৃত্তি প্রোগ্রাম (Spor Burs Programı)
স্পোর্টস স্কলারশিপ প্রোগ্রামে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট পর্যায়ে দেয়া হয় এবং সকল দেশের প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।
এই কর্মসূচির আওতায় বিশেষ দক্ষতা পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া সংক্রান্ত অনুষদে স্নাতক, মাস্টার্স এবং ডক্টরেট প্রার্থীদের ভর্তি করা হয়।

আর্ট (চারু) বৃত্তি প্রোগ্রাম (Sanat Burs Program)
আর্ট (চারু) স্কলারশিপ প্রোগ্রামে ব্যাচেলর, মাস্টার্স এবং ডক্টরেট প্রোগ্রামে [আর্ট (চারু) তে দক্ষতা সাপেক্ষে] পৃথিবীর সকল দেশের প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

স্বল্পমেয়াদি বৃত্তি (Kısa Dönemli Bursları)
Trkish Communication Program for Public Officers and Academicians (KATİP) Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP)
নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত গবেষক, অ্যাকাডেমিশিয়ান, বিদেশি সরকারি কর্মকর্তাদের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তুর্কির সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে তুর্কি কমিউনিকেশন প্রোগ্রামের আওতায় ৮ মাসের ভাষা কোর্স ।

গবেষণা বৃত্তি (Araştırma Bursları)
গবেষণা বৃত্তি গবেষণার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সকল দেশের প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। গবেষণা বৃত্তি-ডক্টরেট সম্পন্ন করেছেন বা ডক্টরেট গবেষণার অভিসন্দর্ভ (থিসিস) পর্যায়ে চলমান বা তুরস্কের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সুযোগ পেয়েছেন তাদের জন্য সর্বোচ্চ এক বছরের রিসার্চ স্কলারশিপ ।

সাকসেস অ্যান্ড সাপোর্ট বৃত্তি প্রোগ্রাম (Başarı ve Destek Burs Programı)
সাপোর্ট বৃত্তি প্রোগ্রাম- স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট পর্যায়ে দেয়া হয় যা সকল দেশের প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। যারা ইতোমধ্যে তুর্কির কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের খরচে পড়াশুনা করছেন তাদের জন্য এই স্কলারশিপ । অক্টোবর মাসে এর আবেদন শুরু হয়।

www.bjilibrary.com

স্কলারশিপধারীদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলো

সরকারি স্কলারশিপধারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাসিক স্কলারশিপ ছাড়াও ফ্রি থাকা-খাওয়া, পড়াশুনার শুরুতে ও শেষে আসা-যাওয়ার বিমানের টিকিট, অধ্যয়ন-কালীন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, টিউশন ফি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, শহরের অভ্যন্তরীণ বাস-ট্রেনের ফ্রি কার্ড (কিছু কিছু শহরে) সহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে বিদেশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে তুর্কি সরকার। এছাড়া সরকারি হোস্টেলে থাকতে অনিচ্ছুক ছাত্ররা নিজ খরচে ভাড়া বাসা বা মেসে থাকতে পারে।

মাসিক বৃত্তির পরিমাণ :

১. অনার্স ৬০০ TL (প্রায় ২০০ মার্কিন ডলার)
২. মাস্টার্স ডিগ্রি ৮৫০ TL (প্রায় ৩০০ মার্কিন ডলার)
৩. পিএইচডি ১২০০ TL (প্রায় ৪০০ মার্কিন ডলার)
৪. গবেষণা ৩০০০ TL (প্রায়১০০০ ডলার)

শিক্ষাকাল

অনার্স ৪ বছর
মাস্টার্স ২ বছর
পিএইচডি ৪ বছর
সকল কোর্স শুরুর আগে তুর্কি ভাষা কোর্স ১ বছর ।

তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ

তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা প্রায় দেড়-শতাধিক যার অধিকাংশই সরকারি । কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে বিভিন্ন শহরে। প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে ১৯৯৯ সালে Bologna Agreement এ যুক্ত হওয়ায় Erasmus+program এ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্টুডেন্ট এক্সচেইঞ্জ করে থাকে। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা দেয়ার পরিবর্তে শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

১. মিডলইস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি
২. বসফরাস ইউনিভার্সিটি (বোয়াজিসি ইউনিভার্সিটি)
৩. ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি
৪. আনকারা ইউনিভার্সিটি
৫. গাজী ইউনিভার্সিটি
৬. মারমারা ইউনিভার্সিটি
৭. ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটি
৮. আনাদুলু ইউনিভার্সিটি
৯. হাজেত্তেপে ইউনিভার্সিটি
১০. এগে ইউনিভার্সিটি

www.bjilibrary.com

তুরস্কের পড়াশুনার অগ্রাধিকার

দিয়ানাত ভাকফি (তুর্কি ধর্মীয় ফাউন্ডেশন) Türkiye Diyanet Vakfı আতাতুর্কের পরিবর্তিত তুরস্ককে আবার উসমানীয় ধাঁচে বা আরো উন্নত ইসলামী মূল্যবোধে ফিরে আনার চেষ্টায় ইমাম খতিব স্কুল (মাদ্রাসা) শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে । এ বছর ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নতুন আবেদনের সময় সীমা চলমান থাকবে। দিয়ানাতের স্কলারশিপের আবেদন সাধারণত অক্টোবর মাসে শুরু হয় ।

সেক্ষেত্রে তুর্কি ধর্মমন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশ থেকে ও ৯ম- শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করায় । তাদের ফ্রি টিউশন ফি, ফ্রি থাকা-খাওয়া, হাত খরচের টাকা, প্রতি বছর দেশে আসা-যাওয়ার জন্য বিমানের ফ্রি টিকেট ছাড়াও অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিচের সাইটে ভিজিট করতে পারেন। www.Türkiye Diyanet Vakfı

উচ্চশিক্ষা

মুসলিম দেশগুলোর মাঝে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে থাকা তুর্কিরা মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে পড়ালেখায় অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করে থাকেন । সেক্ষেত্রে আগেই উল্লেখ করেছি মেডিক্যাল ভর্তিচ্ছুদের এসএসসি-এইচএসসিতে ৯০% নাম্বার পেতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল তুর্কিতে শিশুদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল চিকিৎসা সেবা ফ্রি। আর তুর্কি নাগরিকদের ও ইন্স্যুরেন্স এর আওতায় চিকিৎসা সেবা ফ্রি। ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলো বেশ গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আধুনিক-ইসলামী তুরস্কের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রফেসর ড: নাজমুদ্দিন এরবাকান ছিলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আজকের উন্নত আধুনিক তুরস্ক তারই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। প্রত্যাশিত বিষয়ে পড়ালেখা শুরুর আগে তুর্কি ভাষা কোর্স থেকে পাস করা বাধ্যতামূলক। অবশ্য কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষায় অধ্যয়নের সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে IELTS, TOFEL, GRE, GMAT ইত্যাদির প্রয়োজনীয় স্কোরসহ সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

আবেদনের সময়

সাধারণত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে আবেদন শুরু হয়ে মার্চের শেষ দিন পর্যন্ত চলে। প্রার্থীদের অফিসিয়াল প্রসেসিং চলে জুলাই মাসে। ফলাফল প্রকাশিত হয় আগস্টে। স্কলারশিপ বিজয়ীদের সেপ্টেম্বর মাসে তুরস্কে আসতে হয়। তুরস্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের খরচে অধ্যয়নরতদের জন্য Success and Support Scholarship Applications শুরু হয় অক্টোবরে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে স্কলারশিপের আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। মার্চের শেষ পর্যন্ত আবেদন করা যায়। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইমেইল পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করা জরুরি। স্কলারশিপ হলে পরবর্তী সকল নির্দেশনা আবেদনের সময় ব্যবহৃত ইমেইল আইডিতে পাঠাবে। পাসপোর্ট সাইজের ছবি,

www.bjilibrary.com

সকল অ্যাকাডেমিক কাগজপত্র, জন্ম সনদ, পাসপোর্ট, জাতীয়তা সনদ ইত্যাদি সত্যায়নসহ নোটারি করা, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রেফারেন্স (অন্তত দু-জন থেকে) ইত্যাদি স্ক্যান করে রাখা এবং আবেদনপ্রক্রিয়া চলার সময় প্রয়োজনের আলোকে আপলোড করতে হবে। সকল প্রকারের ডকুমেন্ট বা কাগজপত্র অবশ্যই ইংরেজি ভাষায় হতে হবে। আবেদনপত্র পূরণের সময় অনার্স থেকে পিএইচডি পর্যন্ত প্রায় সকল স্তরের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নগুলো প্রতিবছর একই রকমের বা কাছাকাছি আসে। যেমন নিচে ২০১৬ সালের কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা পেশ করলাম।

1. Please define the subject you plan to work on during your postgraduate studies in Turkey.
2. State your knowledge on this subject, why it is significant for you, and how you will contribute to it.
3. Please provide information about prominent universities and academicians working on this subject in Turkey, if any.
4. Please state your plans for after completing your post-graduate studies. এ প্রশ্নগুলোর বাইরে আপনার সাবজেক্টের ওপর কিছু Field Questions থাকতে পারে। যারা আবেদন করতে চান তারা এখন থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর রেডি করে রাখুন। তবে মনে রাখবেন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে খুবই সংক্ষিপ্ত হতে হবে।

আবেদনপত্রের মূল্যায়ন এবং নির্বাচন

তুরস্কের স্কলারশিপ আবেদনগুলোকে দু-ভাবে মূল্যায়ন করা হয় :

১. যথাযথ আবেদন (প্রতি বছর লক্ষাধিক আবেদন থেকে বাছাই করে কিছু সংখ্যক প্রার্থীকে স্কলারশিপ দেয়া হবে তাই আপনার আবেদনপত্র হতে হবে পরিপূর্ণ ও নির্ভুল) এবং অ্যাকাডেমিক কৃতিত্ব।

২. সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে আপনার উপস্থাপনের ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করবে।

বয়স ও সাম্প্রতিক অ্যাকাডেমিক কৃতিত্ব: অনার্সে পড়তে হলে অবশ্যই বয়স ২৫ বছরের ওপরে হবে না। আর মাস্টার্সের জন্য ৩০ বছর বা তার কম। পিএইচডিতে ৩৫ বছর বা তার কম বয়স্ক হতে হবে। অনার্স এর জন্য এসএসসি/দাখিল এবং এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় ৭০% নাম্বার থাকা জরুরি।

মাস্টার্স এবং ডক্টরেট এর জন্য অনার্স ও মাস্টার্সে ৭৫% নাম্বার থাকা জরুরি।

চিকিৎসা শিক্ষার জন্য এসএসসি/দাখিল এবং এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় ৯০% নাম্বার থাকা বাধ্যতামূলক ।

স্কলারশিপ কমিটির প্রাথমিক বাছাইতে যদি টিকে যান তবে তাদের প্রেরিত ইমেইলের নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকার বারিধারায় অবস্থিত তার্কিশ দূতাবাসে (Road No:2 House No:7 Baridhara Dhaka-1212 Bangladesh টেলিফোন+৮৮০ ২ ৯৮৪ ২১ ৯৮ বা +৮৮০ ২ ৯৮৪ ৩৫ ৩৬) এসে সাক্ষাৎকারে হাজির হতে হবে। সকল সার্টিফিকেট, মার্কশিট, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট

www.bjilibrary.com

(না থাকলে দ্রুত করে রাখুন) জন্ম সনদ, চারিত্রিক সনদ, অভিজ্ঞতা সনদ, পাসপোর্ট সাইজের ছবি ইত্যাদি কাগজপত্র সবসময় রেডি রাখুন এবং সাক্ষাৎকারে সাথে নিয়ে যান। সাক্ষাৎকারে সুন্দর পোশাকে সাহসের সাথে নিজেকে উপস্থাপন করুন। প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে হলে ভাল । আর না পারলে গুছিয়ে বাংলায় বলেন ওখানে অনুবাদ করে দেয়ার জন্য বাংলাদেশি কর্মকর্তা থাকেন।

স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হওয়ার পর আপনার করণীয়

১. তুর্কি দূতাবাসে যোগাযোগ করে আপনার করণীয় জেনে নেয়া।

২. সকল অ্যাকাডেমিক ডকুমেন্ট, পাসপোর্ট, জন্মসনদ, অভিজ্ঞতা সনদ, চারিত্রিক সনদ, হেল্থ রিপোর্ট, ইত্যাদি তুর্কিভাষায় অনুবাদ করে নোটারি করা।

৩. সকল মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষামন্ত্রণালয়, সর্বশেষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মূল কপিসহ একাধিক ফটোকপির ওপর সত্যায়ন করে নিতে হবে।

৪. স্কলারশিপ কর্তৃপক্ষ থেকে যত ইমেইল (বিমানের টিকিটসহ) আপনার কাছে গেছে সবকিছুর একাধিক কপি তুর্কি ও ইংরেজি ভাষায় প্রিন্ট করে রাখা।

৫. আপনার ইমেইলে পাঠানো অ্যাগ্রিমেন্ট লেটার প্রিন্ট করে পূরণ করে এম্বাসিতে জমা দেয়া।

৬. পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা পর্যাপ্ত ছবি, আপনার অতি প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্র তালিকা করে সাথে নিয়ে আসা।

খণ্ডকালীন চাকরি

তুর্কি স্কলারশিপধারীদের জন্য পার্টটাইম চাকরি করার কোন সুযোগ নাই বললেই চলে।

ব্যক্তিগত খরচে যারা পড়তে চান

তুর্কি সরকারি স্কলারশিপ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে উচ্চশিক্ষা অনেক ব্যয়বহুল। অবশ্য অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নিজ খরচে অধ্যয়ন করছেন। সে ক্ষেত্রে কোন হোস্টেল বা মেসে থাকতে হবে। প্রতিমাসে থাকা-খাওয়া, টিউশন ফি, যাতায়াত সহ আনুমানিক ৬০০-৭০০ লিরা লাগতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশিও লাগতে পারে। তবে প্রথম বছর তুর্কি ভাষা শিখতেই শুধুমাত্র ২০০০-২৫০০ লিরা লাগতে পারে। নিম্নোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাইটগুলোতে ভিজিট করে দেখতে পারেন।

1. AnkaraÜniversitesi http://www.ankara.edu.tr
2. Atatürk Üniversitesi http://www.atauni.edu.tr
3. Akdeniz Üniversitesi http://www.akdeniz.edu.tr
4. Cumhuriyet Üniversitesi http://www.cumhuriyet.edu.tr
5. ÇanakkaleOnsekizMart Üniversitesi http://www.comu.edu.tr
6. Çukurova Üniversitesihttp://www.cu.edu.tr

www.bjilibrary.com

7. DokuzEylül Üniversitesi http://www.deu.edu.tr
8. Erciyes Üniversitesi http://www.erciyes.edu.tr
9. Ege Üniversitesihttp://www.ege.edu.tr
10. Fatih Üniversitesi http://www.fatih.edu.tr
11. Gazi Üniversitesi http://www.gazi.edu.tr
12. Gaziantep Üniversitesihttp://www.gantep.edu.tr
13. Harran Üniversitesi http://www.harran.edu.tr
14. 29Mayıs Üniversitesi http://www.29mayis.edu.tr
15. İstanbul Üniversitesi http://www.istanbul.edu.tr
16. KaradenizTeknik Üniversitesi http://www.ktu.edu.tr
17. Marmara Üniversitesihttp://www.marmara.edu.tr
18. MimarSinan Üniversitesi http://www.msgsu.edu.tr
19. OndokuzMayıs Üniversitesi http://www.omu.edu.tr
20. Sakarya Üniversitesi http://www.sau.edu.tr
21. Selçuk Üniversitesi http://www.selcuk.edu.tr
22. Pamukkale Üniversitesi http://www.pamuk-kale.edu.trSüleymanDemirel
23. Üniversitesi http://www.sdu.edu.tr Uludağ
24. Üniversitesi http://www.uludag.edu.tr

স্কলারশিপে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অধিকতর তথ্য সুবিধার জন্য নিম্নোক্ত সাইটগুলো ভিজিট করতে পারেন।

www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyeburslari.org
www.trscholarships.org
info@turkiyeburslari.gov.tr
+৯০৮৫০ ৪৫৫ ০ ৯৮২

মনে রাখবেন তুরস্ক বা আর কোথাও স্কলারশিপ হওয়া না হওয়ার ওপর জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে না। আপনার স্কলারশিপ হওয়া না হওয়ার জন্য আপনার চেষ্টার ওপরও সবকিছু নির্ভর করে না বরং আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইচ্ছার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। তাই সবকিছুর পর তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করুন। স্কলারশিপ হলে আলহামদুলিল্লাহ। না হলে এখন যে কাজ করছেন বা যেখানে পড়ছেন তাতে আরো মনোযোগী হন। আপনি সফল হবেন ইন্‌শাআল্লাহ। স্কলারশিপ হোক-না হোক জীবনে যেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন হয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইহ-পরকালে চরম সফলতা দিন।

মিজানুর রহমান
পিএইচডি গবেষক, তুরস্ক

www.bjilibrary.com

মালয়েশিয়া

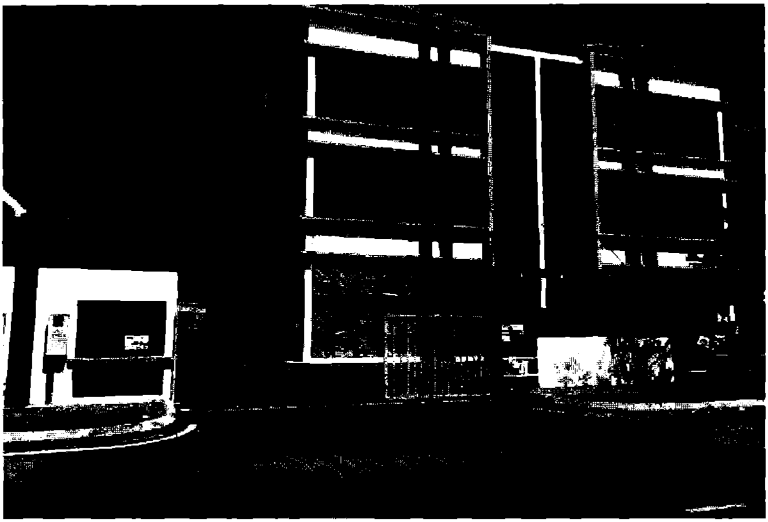

University of Malaya

মালয়েশিয়া সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

মালয়েশিয়া তেরটি রাষ্ট্র এবং তিনটি ঐক্যবদ্ধ প্রদেশ নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ। যার মোট আয়তন ৩,২৯,৮৪৫ বর্গ কিমি। দেশটির রাজধানী শহর কুয়ালালামপুর এবং পুত্রজায়া হল ফেডারেল সরকারের রাজধানী। দক্ষিণ চীন সাগর দ্বারা দেশটি দুই ভাগে বিভক্ত, পেনিনসুলার মালয়েশিয়া এবং পূর্ব মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়ার স্থল সীমান্তে রয়েছে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রুনাই। এর সমুদ্র সীমান্ত রয়েছে সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনের সাথে। মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যা ২৮ মিলিয়নের অধিক।

সরকার ও রাজনীতি

মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের কাঠামোতে পরিচালিত হয়। রাজা হলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান। মালয়েশিয়ার সরকার ও ১১টি অঙ্গরাজ্য সরকারের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত। সরকার এবং আইনসভার দুই কক্ষের (দেওয়ান নেগারা ও দেওয়ান রাকিয়াত) ওপর যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত। বিচার বিভাগ নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন বিভাগ অপেক্ষা স্বাধীন, তবে নির্বাহী বিভাগ বিচারক নিয়োগ দানের মাধ্যমে বিচার বিভাগের ওপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

অর্থনীতি

মালয়েশিয়ার অর্থানীতি অপেক্ষাকৃত মুক্ত কিন্তু রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। বর্তমানে মালয়েশিয়া একটি উঠতি শিল্পোন্নত বাজার অর্থনীতি বলে বিবেচিত। সরকার বিভিন্ন ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশটির অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও এই প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

ভাষা

মালয় ভাষা মালয়েশিয়ার সরকারি ভাষা। এখানকার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক মালয় ভাষাতে কথা বলে। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ইংরেজি ভাষাতে শিক্ষা দেয়া হয়। ইংরেজি ভাষা সার্বজনীন ভাষা বা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগেও ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করা হয়। মালয়েশিয়াতে আরো প্রায় ১৩০টি ভাষা প্রচলিত। এদের মধ্যে চীনা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা, বুগিনীয় ভাষা, দায়াক ভাষা, জাভানীয় ভাষা এবং তামিল ভাষা উল্লেখযোগ্য। মালয় ভাষা বহুজাতিক বাজারের ভাষা হিসেবে প্রচলিত এবং সাবাহ প্রদেশে সার্বজনীন ভাষা বা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিসেবে ব্যবহৃত।

সংস্কৃতি

মালয়েশিয়ার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলো হল উতুসান মালয়েশিয়া, দ্যা স্টার এবং দ্য মালয় মেইল। এগুলির সবগুলোরই ইন্টারনেট সংস্করণ আছে। এগুলোতে স্থানীয় ইস্যু, রাজনীতি, ব্যবসা, বিনোদন এবং সংস্কৃতির ওপর সংবাদ ও নিবন্ধ থাকে।

উতুসান মালয়েশিয়া ইংরেজি ও মালয় উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৩৯ সালে সিঙ্গাপুরে যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৮ সালে মালয়েশিয়া ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করলে তারা কুয়ালালামপুরে স্থানান্তরিত হয়। এটি মালয়েশিয়ার প্রথম অনলাইন পত্রিকা হিসেবেও ইন্টারনেটে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে এটি মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বেশি পঠিত সংবাদপত্র।

মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে করছে অভূতপূর্ব উন্নতি। সারা মালয়েশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্যা উন্নতমানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকেও প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মালয়েশিয়ায় পড়তে যাচ্ছে।

মালয়েশিয়ায় উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা ৪টি পর্যায়ে বিন্যস্ত। এগুলো হচ্ছে-

ডিপ্লোমা কোর্স- ২ থেকে ৩ বৎসর মেয়াদি
আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স- ৩ থেকে ৫ বৎসর মেয়াদি
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স- ১ থেকে ২ বৎসর মেয়াদি
ডক্টরাল (PhD) কোর্স- ৩-৫ বৎসর মেয়াদি

এখানকার উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা সেমিস্টারভিত্তিক। প্রতি শিক্ষা বর্ষ ৩টি সেমিস্টারে বিভক্ত। যথা:

১ম সেমিস্টার : জানুয়ারি-এপ্রিল
২য় সেমিস্টার: মে-আগস্ট
৩য় সেমিস্টার: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য ন্যূনতম ১২ বৎসরের পূর্বতন শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য ন্যূনতম ১৬ বৎসরের পূর্বতন শিক্ষা অর্থাৎ ব্যাচেলর

www.bjilibrary.com

ডিগ্রিধারী

ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট

ডক্টরাল (PhD) কোর্সের জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি এবং ব্যাপক গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা।

ভাষাগত যোগ্যতা

মালয়েশিয়ায় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়াশুনার জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার নিম্নোক্ত যেকোন একটি যোগ্যতা থাকতে হবে।

TOEFL CBT SCORE 173 to 250
TOEFL IBT SCORE 61 to 100
IELTS (academic) 6.0 to 7.0

যেসব বিষয় পড়ানো হয়

মালয়েশিয়ার উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অসংখ্য বিষয়ে পাঠদান করা হয়। নিচে মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো:

- বিজনেস ম্যানেজমেন্ট
- ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
- মেডিসিন
- ভেটেরিনারি মেডিসিন
- মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কমিউনিকেশন
- ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স
- বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
- চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি
- হেলথ সায়েন্সেস
- ইঞ্জিনিয়ারিং
- অ্যাগ্রিকালচার
- ফরেস্ট্রি
- ইসলামিক স্টাডিজ
- সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ
- এনভায়রোনমেন্টাল সায়েন্স
- ডিজাইন অ্যান্ড আর্কিটেকচার

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য মালয়েশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে:

- University Technology Malaysia
- University Tun Hussein Onn Malaysia
- University Utara Malaysia
- University of Malaya
- University Technical Malaysia Melaca
- University Sains Islam Malaysia
- Tunku Abdul Rahman University

www.bjilibrary.com

- UCSL University
- University of Kualalumpur
- Malaysia Theological University
- Panang Medical College
- Wawsan Open University
- University Technology Petronas
- Swinburne University of Technology Sarawak Campus
- Al-Madinah International University

বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়া

আগ্রহী বিদেশি শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট থেকে তার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। অতঃপর তাকে জানতে হবে তিনি যে বিভাগে ভর্তি হতে চান নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সে বিভাগে ভর্তির আবেদনের শেষ সময়সীমা কবে নাগাদ বিদ্যমান।

- প্রতিষ্ঠানটির ভর্তি অফিস বরাবর ভর্তি তথ্য এবং আবেদন ফর্মের জন্য সরাসরি লিখতে হবে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকেও সরাসরি আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে নেয়া যেতে পারে।

- কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অন-লাইন আবেদন প্রক্রিয়া চালু আছে।

- ভর্তি অফিস থেকে আপনাকে আবেদনপত্র, ট্রান্সক্রিপ্ট এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংক্রান্ত তথ্য জানাবে।

- আপনাকে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে "student pass" এর জন্য আবেদন করতে হবে।

- আপনার পক্ষে আপনার পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইমিগ্রেশন হেডকোয়ার্টার্স এর "পরিচালক, পাস ও পারমিট বিভাগ" বরাবর আবেদন করবে।

- আবেদনের ১ মাসের ভেতর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবে।

- প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র এবং তথ্যাবলি সংগ্রহের জন্য আপনাকে কমপক্ষে ৬ মাস সময় হাতে রেখে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

- আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, "Student pass" অনুমোদন এবং ভিসা ইস্যু ইত্যাদি সবকিছু মালয়েশিয়া থেকে সম্পন্ন করা হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র
সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের (এবং মার্কশিটের) ইংরেজি ট্রান্সক্রিপ্ট
স্কুল/কলেজ ত্যাগের ছাড়পত্র
TOEFL অথবা IELTS টেস্টের রেজাল্ট শিট
পাসপোর্টের ফটোকপি
আবেদন ফি পরিশোধের প্রমাণপত্র

www.bjilibrary.com

Security/Personal bond ফি পরিশোধের প্রমাণপত্র
Student pass এর ভিসা ফি পরিশোধের প্রমাণপত্র।

শিক্ষা ব্যয়

- মালয়েশিয়ান পাবলিক/ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে টিউশন ফি ৮৮২১ মার্কিন ডলার থেকে ১৭৬৪২ ডলার (সর্বমোট)
- মাস্টার্স পর্যায়ে খরচ পড়বে ৫৫৮৬ মার্কিন ডলার থেকে ১০২৯১ মার্কিন ডলার (সর্বমোট)
- ডক্টরেট ডিগ্রির গবেষণার জন্য খরচ পড়বে ৮৮২১ মার্কিন ডলার থেকে ১০২৯১ মার্কিন ডলার।

জীবনযাত্রার ব্যয়

মালয়েশিয়ায় একজন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীর জীবনযাত্রার বাৎসরিক ব্যয় ২৭০০ থেকে ৩০০০ মার্কিন ডলার।

স্বাস্থ্যবীমা

মালয়েশিয়ায় পড়তে আসা বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও ভ্রমণ বীমা থাকতে হবে। প্রতি সেমিস্টারে বীমা খরচ ৩০ মার্কিন ডলার

অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য

কাজের সুযোগ:

মালয়েশিয়ায় একজন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী তাদের পূর্ণকালীন (Full Time) শিক্ষা শুরু করার পর কাজের অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারেন। একজন শিক্ষার্থী সেমিস্টার পরবর্তী ছুটিতে অথবা ৭ দিনের অতিরিক্ত মেয়াদের কোন ছুটিতে সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘন্টা কাজ করার অনুমতি পেয়ে থাকেন। ক্যাম্পাসে কাজ করে যে উপার্জন করা সম্ভব তা দিয়ে টিউশন ফি বা জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। কাজ করতে আগ্রহী একজন শিক্ষার্থীর অবশ্যই "student pass" থাকতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে কাজ পাওয়া যায়:

মালয়েশিয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থীরা রেস্টুরেন্ট, পেট্রোল পাম্প, মিনি মার্কেট ও হোটেলগুলোতে কাজ করতে পারেন। এসব কাজ থেকে মাসিক ৩০০ থেকে ৭৫০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত উপার্জন করা সম্ভব।

ভিসা আবেদন :

মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষার্থে "student pass" এর জন্য ঢাকাস্থ মালয়েশিয়ান দূতাবাসে যোগাযোগ করতে হবে। দূতাবাস কর্তৃক নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় আপনাকে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। তবে ভিসা ইস্যু করা হবে মালয়েশিয়া থেকে।
ঢাকাস্থ মালয়েশিয়ান হাইকমিশনের ঠিকানা:
বাড়ি- ১৯, রোড- ৬, বারিধারা, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৮৮২৭৭৫৯

www.bjilibrary.com

মালয়েশিয়া : বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সহজ গন্তব্য

ভিসা প্রক্রিয়া সহজ ও খরচ তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে বাংলাদেশিরা শিক্ষার্থী-রা উচ্চশিক্ষার জন্য মালয়েশিয়া পাড়ি জমাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক মানের পড়াশোনা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, কাজের সুযোগসহ বিভিন্ন কারণেই শিক্ষার্থীদের পছন্দ বহুজাতিক দেশে মালয়েশিয়া।

এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধশালী বহুজাতিক দেশ মালয়েশিয়া। প্রতিবছর শতাধিক দেশের দেড় লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী মালয়েশিয়ার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যায়। দেশটির উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশটিতে গত কয়েক বছরে উচ্চশিক্ষা সম্পন্নকারী বিদেশী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশিদের অবস্থান ১০-এর মধ্যে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশটিতে চীনা শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই বেশি।

বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই মালয়েশিয়ায় যান আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ ব্যাচেলর পর্যায় পড়াশোনা করতে। বুয়েটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকে পিএইচডি করতেও যান দেশটিতে।

ভর্তির আগে

ভর্তির আগে কোন বিশ্ববিদ্যালয় আপনার জন্য ভালো হবে তা খোঁজ নিন। নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ঠিক রেখে যেখানে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেবেন, তা যদি পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয় না হয়; তাহলে সেদেশের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন আছে কি না, যাচাই করুন। কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি, টিউশন ফি, ভর্তির নিয়মকানুন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই ভর্তির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সাধারণত অটাম, স্প্রিং ও সামার-এই ৩ সেশনে অর্থাৎ বছরে ৩ বার ভর্তির সুযোগ। অটাম সেশনে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন সেপ্টেম্বরে, প্রথম সেমিস্টারের ক্লাস সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত। স্প্রিং সেশনে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন ফেব্রুয়ারি মাসে, প্রথম সেমিস্টারের ক্লাস ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত। সামার সেশন মে মাস থেকে।

ভর্তির কয়েক মাস আগ থেকেই খোঁজ খবর-যোগাযোগ রাখা ভালো। কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে সঠিকভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত নির্দেশিত নিয়মে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি অফিস বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা রবাবর পাঠাতে হবে।

www.studymalaysia.com ওয়েবসাইট থেকেও মালয়েশিয়ার পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তিসহ প্রয়োজনীয় সব তথ্যের বিস্তারিত পাওয়া যাবে। মালয়েশিয়ায় স্টুডেন্ট ভিসা, ভর্তিপ্রক্রিয়া, বৃত্তি ও পড়াশোনার বিস্তারিত জানা যাবে সাইট দুটিতে- www.imi.gov.my I www.moe.gov.my

পড়াশোনা ও ভর্তি তথ্য

পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ইংরেজি ও মালয় উভয় ভাষাতেই পড়ানো হয় । অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আইইএলটিএস স্কোর আবশ্যিক না হলেও ভর্তির পর মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটি ইংলিশ টেস্ট (এমইউটি)-এ ইংরেজি ভাষা কোর্স করতে হতে পারে। প্রথমসারির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীর আইইএলটিএ স্কোর থাকতে হয় অন্তত ৬.০। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলর

www.bjilibrary.com

(স্নাতক) প্রোগ্রামগুলোতে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা : এ-লেভেল/এইচএসসি/হায়ার ন্যাশনাল ডিপ্লোমা (এইচএনডি) অথবা সমমানের পরীক্ষায় ভালো নম্বরসহ পাস।

সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ইউটিএম

তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রকৌশলের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাদান ও ভালো ফলাফলের জন্য মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অবস্থানে আছে ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়েশিয়া (ইউটিএম)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছরই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন, পিএইচডি করতেও আসেন কোনো কোনো বাংলাদেশি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বাংলদেশি শিক্ষার্থীই না, কয়েক জন বাংলাদেশি শিক্ষকও আছেন।

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালাপুর থেকে ৩৬৮ কিলোমিটার দূরে সিঙ্গাপুরের সীমান্তবর্তী প্রাদেশিক রাজধানী যোহর বারুর স্কুডাইয়ে ১২ বর্গকিলোমিটার বিশাল এলাকা জুড়ে ইউটিএম-এর মূল ক্যাম্পাস দ্বিতীয় ক্যাম্পাস রাজধানী কুয়ালামপুর। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশবিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করছে ২৫ হাজারের মতো শিক্ষার্থী। এর মধ্যে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ হাজারের বেশি। ফ্রান্স, ইতালি জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মতো অনেক দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ চুক্তি আছে ইউটিএম-এর।

ইউটিএম ছাড়াও কিছু বিখ্যাত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে।

ভর্তি আবেদন ও অন্যান্য ধাপ:

১। ভর্তি আবেদন

কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ভর্তি যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়া জেনে অনলাইনে কিংবা ডাকযোগে আবেদন করতে হবে।

২। ভিসা প্রক্রিয়া

ভর্তি আবেদন করার পর কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে শিক্ষার্থীকে যোগ্য বিবেচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপের জন্য নির্দেশনা পাঠাবে। ফি জমা দেয়ার পর ভর্তি নিশ্চয়তা বা শিক্ষার্থী তালিকাভুক্তি (ইনরোলমেন্ট) সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠাবে। এর পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে ঢাকাস্থ মালয়েশিয়া দূতাবাসে। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে মালয়েশিয়া প্রবেশের জন্য 'সিঙ্গেল এন্ট্রি স্টুডেন্ট পাস' দেবে।

মালয়েশিয়া দূতাবাসের ঠিকানা: বাড়ি-১৯, রোড ৬, বারিধারা, ঢাকা

ওয়েব: www.kln.gov.my/web/bgd_dhaka/home

৩। মালয়েশিয়ায় প্রবেশ

স্টুডেন্ট পাস পাওয়ার পর শিক্ষার্থীকে এয়ার টিকেট কনফার্ম করে মালয়েশিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি বিমান থেকে শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করবেন।

৪। মালয়েশিয়ায় অবস্থান ও অধ্যয়ন

মালয়েশিয়া প্রবেশের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থী পাসপোর্ট ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দেন।

www.bjilibrary.com

প্রথম সারির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

১। ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়েশিয়া (ইউটিএম)।
ওয়েব: www.utm.my

২। ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া (ইউটিএম), কুয়ালালামপুর।
ওয়েব: www.um.edu.my

৩। তুন হুসেইন ওন ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া (ইউটিএইচএম), বাটু পাহাট, যোহর। ওয়েব: www.uthm.edu.my

৪। ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া (ইউটিএম), সিন্টোক, কেডাহ্।
ওয়েব: www.uum.edu.my

৫। ইসলামিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া (ইউএসআইএম), নিলাই, নেগেরি সেমবিলান। ওয়েব: www.usum.edu.my

৬। মারা ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা-ইউআইটিএম), শাহ আলম সেলাংগর। ওয়েব: www.uitm.edu.my

কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

১। মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি, সাইবার জায়া, কুয়ালালামপুর। প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৯, ওয়েব: www.mmu.edu.my

২। মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, সিলেংহর। প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০০। ওয়েব: www.must.edu.my

৩। ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি পেট্রোনাস, সিলেংগর।
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৯। ওয়েব: www.utp.edu.my

৪। ইউনিভার্সিটি টেংকু আব্দুর রহমান, কুয়ালালামপুর।
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০১। ওয়েব: www.utar.edu.my

৫। সানওয়ে ইউনিভার্সিটি, পেটালিং জায়া।
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৭। ওয়েব: www.sunway.edu.my

প্রয়োজনীয় তথ্য

মালয়েশিয়া অবস্থানকালে ইমিগ্রেশনসহ আনুষঙ্গিক সমস্যার ক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে হবে কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে।

ঠিকানা: বাড়ি-১১৪, জালান ইউ- থানট-৫৫০০০, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।
ফোনঃ +৬০৩৪২৫২২৬৫৫২ + ৬০৩৪২৫১০৩৬৪, +৬০৩৪২৫১০৮৯৩

www.bjilibrary.com

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ায় উচ্চশিক্ষা

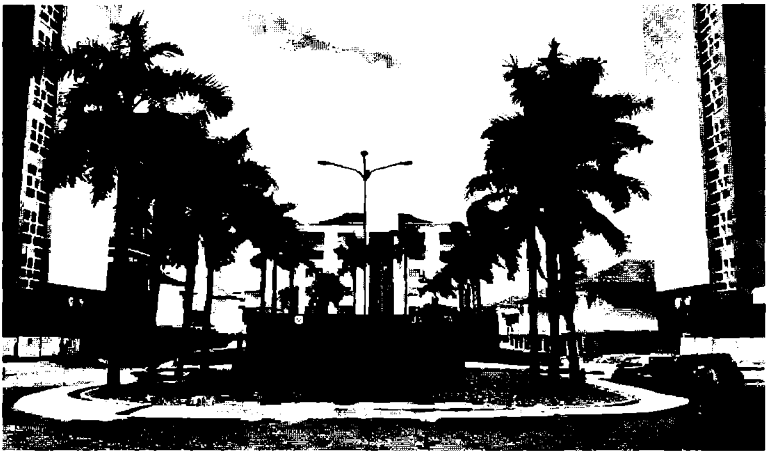

University of Jakarta

ভ্রমণের স্থান হিসেবেই বেশি পরিচিত দেশটি। নাম ইন্দোনেশিয়া। ভৌগোলিকভাবে দেশটির অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ১৯৫৭ সালে নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। রাজধানী জাকার্তা। জনসংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া।

ভ্রমণের জন্য বিখ্যাত দ্বীপটির নাম বালি। আপনি হয়তো জানেন না এটা ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থিত। ইন্দোনেশিয়ার মূল আয় মূলত আসে পর্যটন ক্ষেত্র থেকে। হয়তো সুযোগ হলেই ভ্রমণ করতে পারেন ছোট ছোট পাহাড় কিংবা কাছের কোন সমুদ্র সৈকতে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এখানে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। ইন্দোনেশিয়ায় ছোট-বড় মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় চারশত। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব ইন্দোনেশিয়া প্রথমে অবস্থান করছে। এছাড়া ইনস্টিটিউট টেকনোলজি বান্দুং, গাজামাদা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাউইজায়া বিশ্ববিদ্যালয়, বগোর অ্যাগ্রিকালচারাল বিশ্ববিদ্যালয়, পাজাজারান বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট টেকনোলজি সেপুলুহ নপেম্বর, দিপংগোর বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার মান অপেক্ষাকৃত ভাল।

ভর্তির যোগ্যতা

বেশিরভাগ কোর্স ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়। এজন্য আপনাকে ছয় মাস মেয়াদি ভাষা কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা কেন্দ্র থেকে সম্পন্ন করা যায়। আর ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে চাইলে, আইইএলটিএস স্কোর

www.bjilibrary.com

৫.৫ বা তার বেশি কিংবা সমমানের টোফেল স্কোর দরকার হবে। ভর্তির জন্য নিম্নে উল্লেখিত যোগ্যতা থাকা অত্যাবশ্যক।

১। অনার্স ৩.৫-৪ বছর। অনার্সের জন্য ন্যূনতম এইচএসসি জিপিএ ৪.৫০ অথবা তার বেশি।

২। মাস্টার্স ২-২.৫ বছর। মাস্টার্সের জন্য অনার্স।

৩। পিএইচডি ৩-৫ বছর। পিএইচডির জন্য মাস্টার্স।

বিস্তারিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বিষয় :

বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সকল বিষয় পড়ানো হয়। যার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, মেরিন, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন, ইনফরমেটিক্স, সফটওয়ার, অ্যারোস্পেস), ফলিত বিজ্ঞান (রসায়ন, পদার্থ, বায়োলজি, গণিত), কৃষি, মেডিসিন, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও সংস্কৃতি (ইন্দোনেশিয়ান, আরবি, জাপানিজ, ইংরেজি, কোরিয়ান, জার্মান), ব্যবসা শিক্ষা, সাংবাদিকতা, ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন।

টিউশন ফি

টিউশন ফি অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করে। উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি ৭৫০-৩০০০ ডলারের মত। যার মধ্যে অন্যান্য খরচ কভার হয়ে যেতে পারে।

স্কলারশিপ

আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে কঠিন মনে করি না। তবে এটা এতটা সহজও নয়। আপনি যদি স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হন তবে অবশ্যই কোথাও না কোথাও এটা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

সরকারিভাবে এখানে স্কলারশিপ সাধারণত দু'ধরনের। এগুলো ইন্দোনেশিয়ান ভাষায়।

১। ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা ১ বছর মেয়াদি। (Darmasiswa Scholarship)

২। মাস্টার্স ও পিএইচডি স্কলারশিপ। (KNB Scholarship)

ঢাকায় অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ান দূতাবাসের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। প্রতি বছর মার্চ মাসের দিকে। www.indonesia-dhaka.org

এছাড়াও মাস্টার্স ও পিএইচডির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ দেয়া হয়, তবে তুলনামূলক কম। অনার্সের জন্য হাতেগোনা কিছু স্কলারশিপ রয়েছে। যা কেবল বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই দিয়ে থাকে।

থাকা-খাওয়া

জীবনযাত্রার মান মাঝামাঝি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম প্রায় বাংলাদেশের মত। একজন অনার্স কিংবা মাস্টার্স এর শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে থাকা-খাওয়া বাবদ ১৫০-১৭৫ ডলারের মতো ব্যয় করতে হবে। আর এখানে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য পার্টটাইম কাজ করার কোন সুযোগ নাই। এখানে আসলে কেবল পড়ালেখার জন্যই আসতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি

প্রথমত, উচ্চশিক্ষার চিন্তা করলে সাধারণ রিকয়ারমেন্ট পূরণ করুন। যেমন আইইএলটিএস অথবা অন্য যোগ্যতাগুলো। এগুলো না থাকলে বাইরে আসা অনেক কঠিন। বিস্তারিত তথ্য কিংবা আবেদন এর জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ করুন। অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

www.bjilibrary.com

১। গুগলে গিয়ে universities in indonesia লিখে সার্চ করুন।
২। প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
৩। ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় থাকলে গুগল ট্রান্সলেট অথবা ইংলিশ ভার্সন সাইট এ ক্লিক করুন।
৪। ইন্টারন্যাশনাল অফিস অথবা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন অফিস অথবা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অথবা অ্যাডমিশন লিংকে ক্লিক করুন।
৫। সেখানে ভর্তি, স্কলারশিপ, আবেদন পদ্ধতি অথবা এ সম্পর্কিত সকল তথ্য বিস্তারিত পেতে পারেন।
৬। আরও জানতে সেখানে উল্লেখিত ইমেইলে যোগাযোগ করুন।
৭। ইমেইলে না পারলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেজে মেসেজ দিন।

ভিসা

ইন্দোনেশিয়াতে আসতে হলে আপনাকে ভিসার জন্য ঢাকাস্থ ইন্দোনেশীয় দূতাবাসে আবেদন করতে হবে। সোস্যাল অ্যান্ড কালচারাল ভিসার জন্য আবেদন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অফার লেটার পেলেই আবেদেন করতে পারবেন। সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে ৪-৫ কর্মদিবসের মধ্যেই ভিসা হয়ে যাবে। ভিসা ফি ৬০-১০০ ডলার।

উল্লেখযোগ্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও ওয়েবসাইট

১. ইউনিভার্সিটি অব ইন্দোনেশিয়া – international.ui.ac.id
২. ইনস্টিটিউট টেকনোলজি বান্দুং – www.itb.ac.id
৩. বগর অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি – www.ipb.ac.id
৪. ব্রাউইজায়া ইউনিভার্সিটি – www.ub.ac.id
৫. পাজাজারান ইউনিভার্সিটি –www.unpad.ac.id
৬. দিপংগরো ইউনিভার্সিটি – www.undip.ac.id
৭. আইরলাংগা ইউনিভার্সিটি – www.unair.ac.id
৮. হাসানুদ্দিন ইউনিভার্সিটি – www.unhas.ac.id
৯. ইনস্টিটিউট টেকনোলজি সেপুলুহ নপেম্বর – www.its.ac.id
১০. ইউনিভার্সিটি গাজামাদা - www.ugm.ac.id

সবশেষে বলতে চাই, বাস্তবতা হয়তো কঠিন কিন্তু এখানে থেমে থাকার কোন সুযোগ নেই। সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য আপনাকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। নিজের ক্যারিয়ার গঠন আর আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়। আমাদের কোন গতকাল নেই, আর আগামীকাল আসবে কিনা তা ও জানি না, জানি কেবল আছে আজ। আল্লাহ আমাদের যে নিয়ামত দিয়েছেন তা কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য পানে ছুটে চলার মধ্যেই রয়েছে সাফল্য।
আপনার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে ইন্দোনেশিয়া।
আপনি আসছেন তো?..................................

Mohammad Arafat
BEgg. Industrial Engineering, 2nd year
Telkom University, Bandung, Indonesia.

www.bjilibrary.com

দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা:

এশিয়ার ফোর টাইগারের একটি দক্ষিণ কোরিয়া। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া আজ উন্নতির শিখরে উঠে গেছে। ১৯৭০ সালে দেশটির মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১৭০ ডলার, বর্তমানে সে দেশটির মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২৫০০০ ডলারেরও বেশি। তাদের এই উন্নতির পেছনে শিক্ষার উন্নত মান ব্যাপক অবদান রেখেছে।

তাই সারা বিশ্ব প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কোরিয়ায় পড়াশোনা করতে আসে। বর্তমানে ১৪৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৯০ হাজার বিদেশী ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। কোরিয়াতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশির সংখ্যাও অনেক, যাদের অধিকাংশই বৃত্তি নিয়ে মাস্টার্স বা পিএইচডি করছেন।

বৃত্তির ধরন

কোরিয়াতে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। কোরিয়ান সরকার প্রতি বছর ৬০০ বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীকে মাস্টার্স ও পিএইচডিতে বৃত্তি দিয়ে থাকে। স্যামসাং স্কলারশিপ, পোসকো স্কলারশিপ, ব্রেইন কোরিয়া ২১, কোরিয়া রিসার্চ ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ, কোরিয়ান ফাউন্ডেশন স্কলারশিপসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃত্তি দিয়ে থাকে।

কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ

কোরিয়ান সরকার প্রতি বছর বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রচুর স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। ব্যাচেলর, মাস্টার্স, পিএইচডিতে এই স্কলারশিপ দেয়া হয়ে থাকে। প্রতিবছর একবার সার্কুলার হয়ে থাকে। নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওয়েবসাইটগুলোতে চোখ রাখতে হবে।

মাস্টার্স, পিএইচডিতে স্কলারশিপ পেতে হলে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সাথে যোগাযোগ করে আবেদন জমা দিলে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সুবিধাদি

বিমানটিকেট, লিভিংকস্ট (৯০০ ইউএস ডলার), মেডিক্যাল ইন্স্যুরেন্সসহ যাবতীয় সুবিধাদি পাওয়া যায়।

তাছাড়া, গবেষণার জন্য অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়।

বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট : www.niied.go.kr দেখুন।

প্রফেসর ফান্ড স্কলারশিপ

কোরিয়াতে সবচেয়ে বেশি বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দেয়া হয়ে থাকে প্রফেসরের ফান্ড থেকে। মাস্টার্স, পিএইচডিতে এই স্কলারশিপ দেয়া হয়ে থাকে। মূলত মাস্টার্স, পিএইচডির ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার সময় প্রফেসরের গবেষণাগারে গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে হয়। প্রফেসররা গবেষণার জন্য বিভিন্ন কোম্পানি, দাতা সংস্থা থেকে অর্থ পেয়ে থাকে। তবে বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অন্তর্ভুক্ত সাবজেক্টেই মূলত স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

www.bjilibrary.com

ভাষা :

এখানে আসার আগে কোরিয়ান ভাষা এক অক্ষরও না জানলে সমস্যা নেই। এখানে এসে শেখাটা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক না। তবে আপনি শিখবেন আপনার প্রয়োজনে, একটা বিদেশি ভাষা জানলেন, মন্দ কি....? তাই চিন্তার কিছু নেই। কোরিয়ায় ইংরেজি ভাষার বহুল প্রচলন নেই। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছাড়া ইংরেজি ভাষা জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম।

স্কলারশিপের পরিমাণ

ল্যাব প্রফেসর এবং স্কলারশিপের ধরনভেদে মাস্টার্সে প্রতিমাসে ৫০০-৭০০ ডলার এবং পিএইচডিতে প্রতি মাসে ৭০০-১০০০ ডলার দেয়া হয়।

নতুনদের জন্য পরামর্শ

বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতায় কোরিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে ল্যাব এবং গবেষণা চাপ একটু বেশি। গবেষণার মান বেশ ভালো। তাই কোরিয়াকে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করতে চাইলে পরিশ্রমের মানসিকতা নিয়ে অনার্সে রেজাল্ট ভালো করার চেষ্টা করতে হবে। IELTS প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। কিভাবে প্রফেসরদেরকে মেইল করতে হয় সেটা বিভিন্ন ফোরাম, ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি বিদেশে অবস্থানরত সিনিয়র ভাইদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

ডা. মোঃ এনামুল হক মনি
পিএইচডি গবেষক
কিয়ংপুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
দেগু, দক্ষিণ কোরিয়া
স্কাইপি : dr.enamul1

www.bjilibrary.com

সিঙ্গাপুর

National University of Singapore

সিঙ্গাপুরে উচ্চশিক্ষা

দাপ্তরিক ভাষা ' ইংরেজি", সিঙ্গাপুরে পড়াশোনার মাধ্যমে ইংরেজি। যদিও চীনা, মালয় এবং তামিল ভাষা মাধ্যমের কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে সেখানে। উচ্চশিক্ষার মানের দিক থেকে ইউরোপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানের সাথে তুলনা চলে সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের। ভিসাপ্রক্রিয়া তুলানামূলক সহজ হওয়ায় প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থী পাড়ি জমাচ্ছেন মালয়েশিয়ার প্রতিবেশী দেশ সিঙ্গাপুরে।

পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি, আছে বৃত্তি সুযোগ

আন্তর্জাতিক চাহিদা সম্পন্ন বিষয়ের প্রায় সবকটিতেই পড়াশোনা করা যাবে সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। দেশটিতে পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় ব্যাচেলর পর্যায়ে প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে আইইএলটিএস-এ ভালো স্কোর লাগে, তবে পৌঁছার পর ইংরেজি ভাষার ওপর বিশেষ ফাউন্ডেশন কোর্স করতে হবে।

বৃত্তি

সিঙ্গাপুর সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর বৃত্তি দেয়। শিক্ষাব্যবস্থাসহ বৃত্তি ও অন্যান্য দরকারি তথ্য জানতে পারবেন সিঙ্গাপুরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে- www.moe.gov.sg.

বৃত্তি সম্পর্কে ই-মেইল নোটিফিকেশন পেতে রেজিস্ট্রেশন করুন লিংক থেকে https://moe.wufoo.com/forms/notificatin-for-scholar-ship-registrations

www.bjilibrary.com

ভর্তি ও ভিসা প্রক্রিয়ার জটিলতা নেই

সিঙ্গাপুর ভর্তি-ভিসার ক্ষেত্রে তেমন জটিলতা নেই। প্রকৃত শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক সামর্থ্যের কাগজপত্র এবং আইইএলটিএস স্কোরের (প্রযোজ্য হলে) সনদের কপিসহ আবেদন করলেই যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি-ভিসার অনুমতি পেয়ে থাকেন। যেসব শিক্ষার্থীরা এ দেশটিতে পড়াশোনার জন্য ভাবছেন তাদের প্রথমেই বিষয় ও 'বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন। বিষয় নির্বাচন করুন বাংলাদেশের চাকরির বাজারে চাহিদার কথা বিবেচনা করে। 'বিশ্ববিদ্যালয়' নির্বাচন করুন মানের দিক থেকে। বাংলাদেশিরা অনলাইনেই ভর্তি আবেদন করতে পারবে। তবে আবেদনের আগে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি'র তথ্য জেনে নিতে ভুলবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভর্তি আবেদনের প্রক্রিয়া ও দিকনির্দেশনা পাবেন। সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাচেলর ভর্তির সুযোগ বছরে সাধারণত একবার। সঠিকভাবে আবেদন করার পর নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো 'অফার লেটার' পাবেন এর পরই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে সিঙ্গাপুর কনস্যুলেটে।

দূতাবাসের ঠিকানা: ৮/বি, গুলশান এভিনিউ, বীর উত্তম মীর শাখওয়াত সড়ক, ঢাকা। ওয়েবসাইট: www.mfo.gov.sg/dhaka

খরচ সাধ্যের মধ্যে, আছে কাজের সুযোগ

ব্যাচেলর স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে বছরে (অর্থাৎ সেমিস্টারে) প্রায় হাজার সিঙ্গাপুর ডলারের মতো খরচ হয়। তবে বিষয়ভেদে টিউশন ফি কম-বেশি হয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে আসা বিদেশি শিক্ষার্থীরা সিঙ্গাপুর সরকারের শ্রমআইন অনুযায়ী ২০ ঘন্টা পার্ট-টাইম কাজের সুযোগ পায়। এছাড়া ছুটির দিনে ফুলটাইম কাজ করা যাবে । তবে এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সিঙ্গাপুরের মানবশক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। বিভিন্ন শপিং মল, দোকান, রেস্তোরাঁয় খণ্ডকালীন কাজ করে ঘন্টায় ৫ থেকে ১৫ ডলারের মত আয় করা যায়।

প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়-

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর (ওয়েবসাইট: www.nus.edu.sg),
নানাইয়াং টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটি www.ntu.edu.sg),
সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি (www.smu.edu.sg),
সিঙ্গাপুর ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট www.sim.edu.sg),
সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি অ্যান্ড ডিজাইন www.su.edu.sg)

www.bjilibrary.com

থাইল্যান্ড : পর্যটনের দেশে পড়াশোনা

থাইল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা

সারাবিশ্বের পর্যটকদের কাছে খুবই পরিচিত একটি নাম থাইল্যান্ড। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই দেশটি ইতোমধ্যে পর্যটক ছাড়াও জায়গা করে নিয়েছে বিদেশি শিক্ষার্থীদের মন। তুলনামূলক কম খরচ ও বাড়তি আয়ের সুবিধার কারণে দিন দিন বাড়ছে থাইল্যান্ডমুখী বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক থাকলে এদেশের ভিসা পেতে তেমন কোন ঝামেলা পোহাতে হয়না বললেই চলে। শিক্ষাব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তি, ভিসাসহ শিক্ষা বিষয়ক অনেক তথ্য পাওয়া যাবে এই সাইটে - studuinthailand.org

আবেদনের আগে

থাইল্যান্ড উচ্চশিক্ষার সিদ্ধান্তের আগে আপনার ভর্তির আবেদন করার শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত আছে কিনা নিশ্চিত করুন। ব্যাচেলর প্রোগ্রামের জন্য ১২ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ এইচএসসি কিংবা এ লেভেলে কৃতকার্য হতে হবে। সেই সাথে ন্যূনতম আইইএলটিএস স্কোর হতে হবে ৫.০০। উল্লেখ্য, আইইএলটিএস ছাড়াও আবেদন করা যাবে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সেদেশে ইংরেজি ভাষা দক্ষতার ওপর ফাউন্ডেশন কোর্স করতে হবে। ভর্তির আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হয় পূর্বের সব পরীক্ষায় অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট, মার্কশিট, আবেদন ফি'র রসিদ, আইইএলটিএস স্কোর সার্টিফিকেট, পাসপোর্টের ফটোকপি, মেডিক্যাল রিপোর্ট, ব্যাংক সলভেন্সি ও পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

যেসব বিষয়ে পড়তে পারেন

ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর, মাস্টার্স এবং ডক্টরেট ডিগ্রি অর্থাৎ পিএইচডি স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রচলিত ও চাহিদা সম্পন্ন প্রায় সব বিষয়েই পড়তে পারবেন থাইল্যান্ডে। থাই

www.bjilibrary.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অ্যাকাউন্টিং , বিবিএ, এমবিএ, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং অ্যান্ড ই-কমার্স, ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ইকোট্যুরিজম, মেরিন টেকনোলজি, অ্যাপ্লাইড সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচার সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি, আর্কিটেকচার, ফুড টেকনোলজি, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, অ্যাপ্লাইড থাই মেডিসিন, মেডিসিন, হেলথ কেয়ার, পাবলিক হেলথ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ভেটেরিনারি সায়েন্স, নার্সিং, লিবারেল আর্ট ছাড়াও রয়েছে অনেক বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ।

ভর্তির তথ্য

থাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়া যায় বছরের জুলাই, ডিসেম্বর, মে'র তিনটি সেশনে। সেশন শুরু হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে থেকেই ভর্তিকার্যক্রম শুরু করাটা ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ভর্তি তথ্য ও আবেদনের যোগ্যতাসহ দরকারি তথ্য জেনে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র প্রস্তুত রাখলে পরবর্তীতে বেগ পেতে হবে না।

কেমন খরচ হবে

চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর কোর্স সম্পন্ন করতে বিষয়ভেদে টিউশন ফি বাবদ খরচ হবে মোট ৩,৪০০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ থাই বাথ। অন্যদিকে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয়েভেদে খরচ পড়বে মোট ৬০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ থাই বাথ। তবে বৃত্তিপ্রাপ্ত বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে টিউশন ফি প্রদান করতে হয়না। টিউশন ফি বাদে থাকা-খাওয়া খরচতো আছেই। ৪,০০০ থাই বাথেই একজন বিদেশি শিক্ষার্থী অনায়াসে কাটাতে পারেন মাস। উল্লেখ্য, প্রতি থাই বাথ ২.২২ টাকার সমান।

খন্ডকালীন কাজের সুযোগ

পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় দেশটিতে পড়াশোনার পাশাপাশি আছে খণ্ডকালীন কাজের অনেক সুযোগ। বিদেশি শিক্ষার্থীরা সাধারণত সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজের সুযোগ পেলেও ছুটির দিনগুলোতে পূর্ণদিবস কাজের সুযোগ পায়। ব্যাংকক, পাত্তায়াসহ বড় শহর বিশেষ করে পর্যটন এলাকাগুলোতে কাজের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসি ও অভিজাত রেস্টুরেন্টে কাজ করে ঘন্টায় ১৮ থেকে ২২ থাই বাথ আয় করা যায়। উল্লেখ্য, থাই ভাষা জানা থাকলে খণ্ড-কালীন কাজে আরও বেশি অর্থ আয় করা সম্ভব।

আছে বৃত্তির সুযোগ

থাই সরকার ছাড়াও বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সুযোগ করে দিচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ফাউন্ডেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়। ভর্তি ও বৃত্তির খোঁজ রাখতে দেখুন- http://studyinthailand.org

থাইল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার ধাপ:

১। বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী যোগ্যতা, পছন্দ, আর্থিক সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে সবার আগে বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করতে হবে। খরচের ব্যাপারে ধারণা না নিয়েই ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া কখনোই উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকেই প্রয়োজনীয় সব তথ্য জানা যাবে।

www.bjilibrary.com

২। ভর্তির আবেদন

বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করার পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। আবেদন পাঠানোর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাগজ-পত্র যাচাই-বাছাই করে যোগ্য শিক্ষার্থীদের ঠিকানায় 'অফার লেটার' প্রেরণ করে থাকে।

৩। ভিসা আবেদন

অফার লেটার হাতে পাওয়ার পর ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। ভিসা সংক্রান্ত তথ্য জানতে দেখুন- www.vfsglobal.com/Thailand/Bangladesh/

৪। থাইল্যান্ড পৌঁছার পর

ভিসা পাওয়ার পর মনে রাখতে হবে ইস্যুকৃত স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদ ৯০ দিন। টিউশন ফি প্রদান করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভিসার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত বর্ধিত করে দেয়। মেয়াদকালীন সময়ে প্রতি বছর ভিসা মেয়াদ নবায়নের দায়িত্ব নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

শীর্ষস্থানীয় কিছু থাই বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যাংকক ইউনিভার্সিটি (www.bu.ac.th/english)
চুলালংকর্ন ইউনিভার্সিটি (www.chula.ac.th)
ওয়েবস্টার ইউনিভার্সিটি (www.webster.ac.th)
সিল্পকর্ন ইউনিভার্সিটি (www.shinawatra.ac.th)
সিনাওয়াত্রা ইউনিভার্সিটি (www.su.ac.th)
চিয়াংমাই ইউনিভার্সিটি (www.cmu.ac.th)
থাম্মাসাট ইউনিভার্সিটি (www.tu.ac.th)
এসসুমশন ইউনিভার্সিটি (www.au.ac.edu)
এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (www.ait.ac.th)

www.bjilibrary.com

ইরান

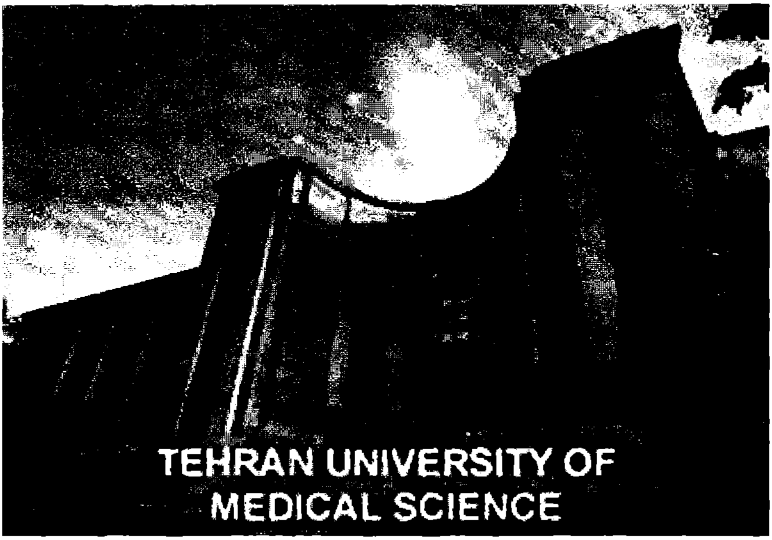

ইরানে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ

বিভিন্ন অবরোধ এবং সীমাবদ্ধতা থাকার পরও হায়ার এডুকেশন সেক্টরে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যে দেশটা আর অন্য সবার থেকে বেশি এগিয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ইরান। খুব অল্প সময়ে ইরানের অর্জন চোখে পড়ার মত। বিশেষ করে বিগত বিশ বছর আগের ইরান আর আজকের ইরান ঠিক মেলানো যায় না। যে কেউ একবার ইরানের ইউনিভার্সিটিগুলোর র‍্যাংকিং এ একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই বুঝতে পারবে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে ভালো ইউনিভার্সিটিগুলোর বেশিরভাগই ইরানে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরানে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী আসার সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে বর্তমানে ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাবজেক্টে প্রায় ১০ হাজার বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল রিলেটেড সাবজেক্টে পড়ছে।

কেন ইরান?

চমৎকার ক্যাম্পাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধ, হাইলি কোয়ালিফাইড প্রফেসরস, প্রতিটা ইউনিভার্সিটিরই সমৃদ্ধ লাইব্রেরি এবং পাবলিকেশন্স বিভাগ, অনেক রকম ফিল্ডে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এবং রিসার্চের সুযোগ, চমৎকার অ্যাকোমোডেশন এবং ডাইনিং, ফ্রি হেলথ সার্ভিস, ফ্রি ইন্টারনেট, সস্তা যাতায়াত, সবকিছুর সহনীয় বাজারদর, দেশজুড়ে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা এবং চমৎকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

কোন কোন সাবজেক্টে পড়া যাবে?

ইরানে বিদেশিরা মূলত তিনটি ফিল্ডে পড়তে আসে। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইসলামিক স্টাডিজ। এর বাইরে কমার্স এবং হিউম্যানিটিজ এর বিভিন্ন সাবজেক্টের

www.bjilibrary.com

পড়ার সুযোগ আছে। তবে শিক্ষাদানের একমাত্র মিডিয়াম ফার্সি হওয়ায় বিদেশিরা এসব সাবজেক্টে খুব কম আসে পড়তে।

কোন কোন ইউনিভার্সিটি?

আর্টস, কমার্স এবং বেসিক/ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড সাবজেক্টে:

তেহরান ইউনিভার্সিটি
শিরায ইউনিভার্সিটি
ইমাম খোমেইনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কাযভিন
শহীদ বেহেশতি ইউনিভার্সিটি
ইস্পাহান ইউনিভার্সিটি
তাবরিজ ইউনিভার্সিটি
তারবিয়াত মোদাররেস ইউনিভার্সিটি
আমির কবির ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি
শরিফ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি
কাজভিন ইসলামিক আযাদ ইউনিভার্সিটি
ফেরদৌসি ইউনিভার্সিটি অফ মাশহাদ

মেডিক্যাল রিলেটেড সাবজেক্টে :

তেহরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (gsia.tums.ac.ir)
শিরায ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (gsia.sums.ac.ir)
শহীদ বেহেশতি ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (en.sbmu.ac.ir)
ইরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (en.iums.ac.ir)
ইস্পাহান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (old.mui.ac.ir/en)
মাশহাদ ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (www.mums.ac.ir/main/en/index)
তাবরিজ ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (portal-en.tbzmed.ac.ir)
তারবিয়াত মোদাররেস ইউনিভার্সিটি (নন-ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টস) (www.modares.ac.ir/en)

খরচ এবং স্কলারশিপ

মেডিক্যালে সবচেয়ে খরচ বেশি, বছরে প্রায় সাত হাজার মার্কিন ডলার শুধুমাত্র টিউশন ফি। মেডিক্যালে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে খরচ প্রায় ৩-৫ হাজার মার্কিন ডলার। এর বাইরে থাকা-খাওয়ার খরচ আছে আলাদা। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য সাবজেক্টে ইউনিভার্সিটি ভেদে খরচ বিভিন্ন রকম। টিউশন ফি এবং অন্যান্য খরচের হিসাব ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

স্কলারশিপ দু রকম। একটা সরকারি আরেকটা বেসরকারি বা ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রদত্ত। সরকারি স্কলারশিপ সবসময়ই ফুল ফ্রি টাইপ। মেডিসিনে সরকারি স্কলারশিপের জন্য সাধারণত এম্বাসির মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় অথবা সরাসরি ইরানের মিনিস্ট্রি অফ হেলথে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে হয়। আর অন্যান্য সকল সাবজেক্টের জন্য মিনিস্ট্রি অফ রিসার্চ, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ফরেইন স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স অফিসে যোগাযোগ করা লাগে। বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য

www.bjilibrary.com

সরকারিভাবে আসা অনেক কঠিন, সহজ কোন রাস্তা নাই বললেই চলে।
ইউনিভার্সিটিগুলোও স্কলারশিপ দেয় তবে বেশিরভাগ সময়ই এগুলো পারশিয়াল মানে ২০% থেকে শুরু করে ৮০% পর্যন্ত টিউশন ফি ওয়েভার। ফুল ফ্রি স্কলারশিপ দেয় না বললেই চলে। অ্যাপ্লিকেন্ট হাইলি কোয়ালিফাইড হলে তারা ১০০% স্কলারশিপ দেয় তবে খুবই কম এরকম ঘটনা। প্রতিটা ইউনিভার্সিটিরই ভর্তি সিস্টেম প্রায় একই, অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা লাগে অথবা ই-মেইলে পাঠাতে হয়। ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য এবং যোগাযোগের উপায় এসব ইউনিভার্সিটির ওয়বসাইটেও পাওয়া যাবে। উপরে উল্লেখিত ইউনিভার্সিটিগুলোর ওয়েব অ্যাড্রেস গুগলে জেনে নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই অ্যাপ্লাই বা ইনফরমেশন কালেক্ট করা কঠিন কিছু না।

মেডিক্যাল ফিল্ডে গ্র্যাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন

বাংলাদেশের এমবিবিএস সমমানের ডিগ্রিকে এখানে এমডি বলা হয়। প্রায় দুবছরের ইন্টার্নসহ মোট সাত বছরের কোর্স। সাধারণত ভর্তির যোগ্যতা হিসেবে হাইস্কুল/ এইচএসসি লেভেলে কমপক্ষে ৭০% মার্কস এবং IELTS Academic ৫.৫ স্কোর দরকার হয়। লেটার অফ মোটিভেশন এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের জন্য লেটার অফ রিকমেন্ডেশনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আরো কিছু বিষয় ইউনিভার্সিটি সাইটগুলো উল্লেখ করে দেয়। মেডিসিন এবং সার্জারির সকল ডিভিশন এবং সাব ডিভিশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে ডিগ্রি নেবার সুযোগ আছে। এমএসসি থেকে শুরু করে রেসিডেন্সি, পিএইচডি এবং ফেলোশিপের জন্যও অ্যাপ্লাই করা যাবে উপরে উল্লেখিত ইউনিভার্সিটিগুলোতে। খরচ এবং স্কলারশিপ অথবা ফিন্যান্সিয়াল এইডের বিষয়গুলোও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে অথবা ইউনিভার্সিটি অথরিটিকে মেইল করে জেনে নেয়া যাবে। প্রতিটা মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির এডুকেশন কোয়ালিটি অত্যন্ত চমৎকার এবং ইউনিভার্সিটির অধীনে থাকা হাসপাতালগুলো অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন। সাধারণত তেহরান এবং শিরাজ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে বেশি বিদেশি ছাত্র আসে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের জন্য। স্টাডি মিডিয়াম মূলত ইংলিশ হলেও ফার্সি শেখা অনেকটা বাধ্যতামূলক। পোস্টগ্র্যাজুয়েশন এবং আন্ডারগ্র্যাজুয়েশন উভয়ের জন্য IELTS লাগবে এবং ইরানে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই ফার্সি শিখতে হবে। পোস্টগ্র্যাজুয়েশন লেভেলে ফার্সি না হলেও চালিয়ে নেয়া যাবে কিন্তু আন্ডারগ্র্যাজুয়েশনের জন্য ফার্সি লাগবেই। ইরানের মেডিক্যাল ডিগ্রি পুরো মিডিল ইস্ট এবং সেন্ট্রাল এশিয়ায় সমাদৃত। বিএমডিসিতে আর অন্য সব দেশের মত ইরান থেকে পড়ে যাওয়া মেডিসিন গ্র্যাজুয়েটদেরকেও একটি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করতে হয়। এ পরীক্ষায় পাস করলে ডিগ্রির স্বীকৃতি মিলবে।

"Umayir Chowdhury
3rd year M.D. student
shiraz university of medical sciences

www.bjilibrary.com

সৌদি আরব

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মদিনা মোনাওয়ারা
(মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়)

সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি টিপস

উচ্চশিক্ষায় সৌদি আরব এশিয়া ও বিশ্বের মধ্যে এক অন্যতম অবস্থানে রয়েছে। আরবি ও ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য সৌদি আরব গোটা পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় একটি দেশ। বিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষায়ও সৌদি আরব পিছিয়ে নেই। রাজধানী রিয়াদের কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, দাম্মাম কিং ফাহাদ পেট্রোল পাম্প মিনারেল বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব র‍্যাংকিং এ শীর্ষ সারির মধ্যে রয়েছে।

আরব পিছিয়ে নেই নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বরং সমগ্র পৃথিবীতে যেখানে নারীরা স্বাধীনতার নামে, আধুনিক শিক্ষার নামে নির্যাতিতা, ধর্ষিতা সেখানে সৌদি আরব নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে বিপ্লব! নিশ্চিত করেছে নারীর নিরাপত্তা, আধুনিক উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা। সৌদি আরবেই রয়েছে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও পর্দার ব্যবস্থা, উন্নত ও আধুনিক সকল সুবিধাসম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। যার নাম "প্রিন্সেস নূরা বিনতে আব্দুর রহমান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন"। এ ছাড়াও সৌদি আরবের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়েরই রয়েছে মহিলাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন সম্পূর্ণ পৃথক ক্যাম্পাস। তা ছাড়াও শিক্ষাঙ্গনের 'সহশিক্ষা' নামক সবচেয়ে বড় ব্যাধি হতেও সৌদি আরব প্রায় মুক্ত। ১৩৯৫ হিজরি মোতাবেক ১৯৭৫ সালে সৌদি আরবে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যার অধীনে প্রায় ২৫টি সরকারি উঁচু মানের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে

www.bjilibrary.com

শীর্ষ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সৌদি সরকার সর্ব স্তরের বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সহজে উঁচু মানের ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে বেশ কিছু লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান করে আসছে।

লক্ষ্যগুলো হল

- ইসলামের সুমহান বিশ্বশান্তির বাণীকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে একদল যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা।
- আরবি ভাষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিয়ে আসা।
- একদল যোগ্য ক্যাডার বাহিনী গঠন করা, যারা প্রশাসনিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করবে.. ইত্যাদি।

লক্ষণীয়

বিদেশে পড়াশোনা করা সব সময় সবার জন্য কল্যাণজনক হয় না। একজন আদর্শ ছাত্রের উচিত সব সময় তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। যারা বিদেশে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে, তারা যে দেশে যে বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চাচ্ছে সেখানে তাদের লক্ষ্য পূরণে কতটকু পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে !

বিদেশে যাওয়া, বিবাহ, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভাল কাজের পূর্বে চিন্তা ভাবনা করা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকদের সাথে পরামর্শ ও এস্তেখারা করে নেয়া উত্তম।

সৌদি আরবের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে (মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়নের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

সৌদি আরবের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে (মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) আরব দেশসমূহ ব্যতীত অন্য দেশ হতে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমেই সরাসরি অনার্স কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে তাদেরকে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা শিক্ষা ইন্সটিটিউটে ভর্তি হতে হয়। অতঃপর, ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউট থেকে সন্তোষজনক ফলাফল অর্জিত হলে, অনার্স কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ হয়।

সাধারণত এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য বিশেষ কোন ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয় না। তবে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ (আরবি ও ইসলামিক বিষয় ব্যতীত) কোন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স করতে চাইলে IELTS, GRE ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাসমূহের নির্দিষ্ট স্কোরের প্রয়োজন হয় এবং আরবি ও ইসলামিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কিয়াস (আরবি ভাষা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের) পরীক্ষার স্কোরের প্রয়োজন হয় এবং অনেক সময়ই ভর্তির শর্তসমূহের মধ্যেও পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের অতি উঁচু মানের ফলাফল চাওয়া হয় না এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ কোন দক্ষতাও চাওয়া হয় না। তবে সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক! এখানে পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের অতি উঁচু মানের ফলাফল না চাইলেও, ভর্তির সুযোগ পেতে হলে পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের ফলাফল অনেক ভাল হতে হয়।

সৌদি আরবে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এখনও পর্যন্ত মেডিক্যালে পড়ার সুযোগ নেই। এখানে বৃত্তি নিয়ে পড়াকালীন সময়ে বাহিরে কোন প্রকার পার্ট টাইম/ ফুল

www.bjilibrary.com

টাইম কাজ করা নিষিদ্ধ। এতে ধরা খেলে জেল জরিমানা হতে পারে এবং পড়াশুনা বন্ধসহ দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

আবেদনের শর্ত ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহ

• আরবি ভাষা ইনস্টিটিউট বা অনার্স পর্যায়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের বয়স ১৭-২৩ বছর (কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ বছর) মধ্যে হতে হবে। মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০ বছর, এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য ৩৫ বছর মধ্যে হতে হবে।

• আবেদনকারী যদি সৌদি আরবের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

• ছাত্রীদের বৃত্তিতে আবেদনের জন্য শর্ত হল, তাদের কোন মাহরাম সৌদি আরবের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে, অথবা ছাত্রীর সাথে বৃত্তির জন্য আবেদনকারী হতে হবে, বা সৌদিতে বৈধ ইকামাধারী অবস্থানকারী হতে হবে।

• শিক্ষার্থী যদি কোন কারণে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বরখাস্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

• সৌদি আরবের স্থানীয় আইন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উপর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের অবশ্যই তা মানতে হবে।

• সৌদি আরবের আইনের বাইরে কোন প্রকার রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ, ও চরমপন্থা অবলম্বন করা যাবে না এবং এসবের আলোচনাও করা যাবে না।

• বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

• বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বৃত্তিকালীন নির্দিষ্ট কোর্স সম্পন্ন হলে দেশে ফেরত চলে যেতে হবে।

• যারা জন্মগত ভাবে মুসলিম না, তাদের ইসলাম গ্রহণের সনদপত্র (যদি প্রযোজ্য হয়)।

• যারা ভাষা শিক্ষা ইন্সটিটিউট, ডিপ্লোমা বা অনার্স কোর্সের জন্য আবেদন করতে চায়, তাদের উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর পাঁচ বছরের মধ্যেই আবেদন করতে হবে।

• পাসপোর্ট থাকতে হবে।

• পিছনে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের টুপি ও চশমা ছাড়া ছবি। (ছবির সাইজ হবে ৬/৪)

• ছাত্রীদের আবেদনের ক্ষেত্রে মাহরাম অভিভাবকের ইকামার কপি।

• সিভিল সার্জন অফিস হতে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মেডিক্যাল ফিটনেসের সনদপত্র নিতে হবে। (প্রাপ্ত মেডিক্যাল ফিটনেস সনদপত্রের আরবি অনুবাদ ও নোটারি করা)

• পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের সকল সনদ ও নম্বরপত্রগুলোকে অনুমোদিত অনুবাদ কেন্দ্র হতে আরবি অনুবাদ এবং নোটারি করাতে হবে, তারপর এগুলোকে সংশ্লিষ্ট বোর্ড, শিক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়ন এবং সর্বশেষ সৌদি এম্বাসি কর্তৃক সত্যায়ন করতে হবে।

• জন্ম নিবন্ধন পত্রের আরবি অনুবাদ ও নোটারি করাতে হবে।

• HSC/আলিমের প্রশংসা পত্রের আরবি অনুবাদ ও নোটারি।

• হাফেজ হলে হিফজ সার্টিফিকেট ও আরবি অনুবাদ ও নোটারি করতে হবে

• নাগরিকত্ব সনদপত্রের আরবি অনুবাদ ও নোটারি।

www.bjilibrary.com

• নিরাপত্তা সংক্রান্ত পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিয়ে রাখা (সৌদির অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের সময় এ পত্রটি চায়। এ ছাড়াও সৌদিতে আসার ভিসা পেতে হলে অবশ্যই এ পত্রটি এম্বাসিতে জমা দিতে হবে।)

• আবেদনকারীর নিজ দেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন অথবা দুজন বিশিষ্ট আলেম হতে তাযকিয়া (চারিত্রিক প্রশংসা পত্র) নিতে হবে। (এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে সকল বিশিষ্ট আলেমগণ তাজকিয়া দেন ও যাদের তাজকিয়া উল্লেখযোগ্য তারা হলেন:

ঢাকা কাঁটাবন মসজিদের খতিব ডঃ মাওঃ খলিলুর রহমান মাদানী,

মাওলানা যাইনুল আবেদীন, অধ্যক্ষ তা'মীরুল মিলাত মাদ্রাসা।

মাওলানা কামালুদ্দিন জাফরী-জামেয়া কাসেমীয়া, নরসিংদী।

রাবিতাহ আলম ইসলামী (World Muslim League) এর বাংলাদেশের অফিস: ৫/৫ গজনবী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আহমেদ কারিম-IIUC, চট্টগ্রাম।

• সর্বশেষ উপরে উল্লেখিত সকল কাগজপত্রগুলো প্রত্যেকটি jpg ফরম্যাটে প্রায় ২০০ kb সাইজের মধ্যে রেখে অত্যন্ত ভাল ভাবে স্ক্যান করে রাখতে হবে, যাতে করে জুম করলেও ভাল ভাবে পড়া যায়।

সার্বিক সহযোগিতা, অনুবাদ, নোটারি, পরামর্শ ইত্যাদির জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন :

বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র কল্যাণ পরিষদ
৮৯ গোপিবাগ (৪র্থ তলা) ঢাকা-১২০৩
মোবাইল : ০১৮৩৯৮৯৯৮২৭
ই-মেইল : madrasahedu@gmail.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/bdmadrasah?

সুযোগ সুবিধাসমূহ

• বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বেতন ও পরীক্ষার ফি সম্পূর্ণ ফ্রি।

• বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কোন কোন বিভাগ ও ইন্সটিটিউট সমূহে সংশ্লিষ্ট বইসমূহ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

• যারা কোন প্রকার অকৃতকার্য হওয়া ছাড়াই পরীক্ষায় 'মুমতাজ' ফলাফল অর্জন করবে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়ে থাকে, এবং তাদের জন্য থাকে পছন্দমত বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু মানের বিষয়সমূহ বাছাই করে নেয়ার অধিকার।

• বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের নির্ধারিত রেস্টুরেন্টগুলোতে শিক্ষার্থীদের খাবারের বিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট হারে ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

• বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফ্রি আবাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবাহিতদের পরিবার সহ থাকার সুবিধার্থে ফ্রি আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে।

www.bjilibrary.com

• বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে (অনার্স, মাস্টার্স, পিএইচডি) স্তর অনুযায়ী স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

• বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে প্রতি বছর বিনামূল্যে নিজ দেশ হতে ঘুরে আসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে যাওয়া ও আসার টিকিট।

• প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব হাসপাতাল ও সরকারি হাসপাতাল সমূহে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা রয়েছে।

• বৃত্তি বিভাগের পক্ষ হতে হজ্ব, ওমরা আদায় করানো হয় এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহে শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়।

• সৌদি আরবের আইন অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ''ফ্যামিলি ভিসার" জন্য আবেদন করতে পারবে।

• এছাড়াও সৌদি আরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে সহীহ দ্বীন, ঈমান আকিদা শিক্ষার বিভিন্ন কোর্স, দারস, যেখানে অনেক সময়েই সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, কোন কোন সময় স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা এবং খাওয়া দাওয়া ও আবাসনের ব্যবস্থা থাকে।

Shanghai World Ranking-2013 অনুযায়ী কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটির অবস্থান ২০১-৩০০ এর মধ্যে। পুরো গালফ কান্ট্রিগুলোর মধ্যে এটি শীর্ষে অবস্থান করছে। প্রত্যেক বছর ১ লা ডিসেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মাস্টার্স এবং পিএইচডির স্কলারশিপের জন্য আবেদন করা যায়।

1. Faculty Of Science
Biology Statistics, Chemistry, Biochemistry, Mathematics, Physics
2. Faculty Of Engineering
Civil Engineering, Thermal Engineering And Desalination, Mining
Engineering, Electrical And Computer Engineering, Chemical Engineering, Aeronautic Engineering
3. Faculty Of Meteorology, Environment Arid Land Agriculture, Environmental Sciences.
Meteorology, Hydrology And Water Resources Man
4. Faculty Of Arts & Humanities
Arabic Language And Literature, Islamic Studies
5. Faculty Of Earth Sciences
Mineral Resources And Rocks, Engineering And Environmental Geology
6. Faculty Of Marine Science
Marine Biology, Marine Physics, Marine Chemistry, Marine Geology

www.bjilibrary.com

7. Faculty Of Environmental Design
Urban And Regional Planning
8. Faculty Of Computing & Information Technology
Computer Science

আবেদনের যোগ্যতা
১. পিএইচডিতে আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই ৩৫ বছর, মাস্টার্সে আবেদনকারীর ৩০ বছর এবং অনার্সের জন্য আবেদনকারীর ২৫ বছরের নিচে হতে হবে।
২. অনার্স, মাস্টার্সে কমপক্ষে Very good রেজাল্ট থাকতে হবে।
৩. টোফেল স্কোর ৫০০ / IELTS- ৫
৪. মেডিক্যালি ফিট
৫. দুজন শিক্ষকের প্রত্যয়নপত্র যারা তাকে পড়িয়েছে
৬. সৌদি আরবের কোনো বিদ্যালয় থেকে ইতোমধ্যে বহিষ্কৃত না হওয়া।

আবশ্যকীয় ডকুমেন্ট
১. বায়োডাটা।
২. পারপাজ লেটার (কেন পিএইচডি করবে তার ব্যাখ্যা)
৩. সর্বশেষ ডিগ্রির মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি।
৪. পাসপোর্টের কপি।
৫. ছবি।

স্কলারশিপের আওতাধীন সুবিধাসমূহ
১. মাসিক ১৯০০ রিয়াল বৃত্তি।
২. বিমান টিকেট।
৩. প্রত্যেক বছর তিনমাস ছুটি এবং আপ-ডাউন বিমান ফেয়ার।
৪. ভর্তির পর এককালীন ১৮০০ রিয়াল।
৫. মেডিক্যাল সুযোগ সুবিধা।
৬. ফ্রি থাকা।
৭. থিসিস প্রিন্টের জন্য ৪০০০ রিয়াল।
৮. সর্বশেষ বই পুস্তক দেশে পাঠানোর জন্য ২৭০০ রিয়াল।
বিস্তারিত জানতে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ওয়েবসাইট ঘুরে আসা যেতে পারে।
মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় : www.iu.edu.sa
উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয় মক্কা : www.uqu.edu.sa
অথবা এ সাইটের মাধ্যমে সৌদি আরবের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে আসতে পারেন।
https://www.google.com.sa/search?site=&source=hp&q=universitis+of+saudi+arabia&oq=universitis+of+saudi+arabia&gs_l=hp.3...14255.31458.0.31947.31.31.0.0.0.0.0.0..0.0.msedrc...0...1c.1.58.hp..31.0.0.O0Nke10cE3o

Name: S.M. Ebrahim Khalil
Versity: Umm AL Qura, Makkah, Saudi Arabia
Sub: Ulumus Shariyah oal Arabiyah (Dept-Law)

www.bjilibrary.com

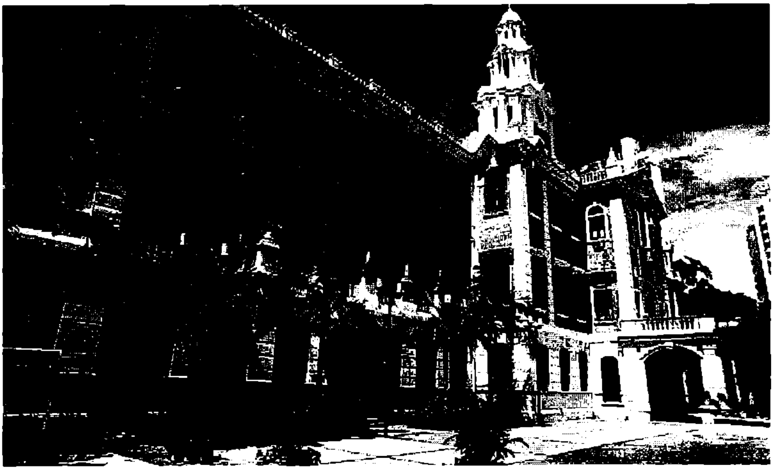

University of Hongkong

উচ্চশিক্ষা: দ্বীপরাষ্ট্র হংকং

প্রযুক্তির কল্যাণে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন এখন অনেকটাই সহজ। আপনি যদি চোখ কান খোলা রেখে সঠিক জায়গায় তীর ছুড়তে পারেন তবে সাফল্য ধরা দিতে খুব বেশি সময় নেবে না। উচ্চশিক্ষা বলতে একসময় কেবল অনার্স কিংবা মাস্টার্স পাস বুঝালেও সময়ের বিবর্তনে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা ব্যতীত উচ্চশিক্ষা যেন সমাপ্তই হতে চায় না। উচ্চশিক্ষার্জন নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও রয়েছে। আর এসব ভ্রান্ত ধারণার দরুন অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা বঞ্চিত হন।

আজ আপনাদের সাথে আমাদের খুব কাছের একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল "হংকং" এর উচ্চশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো। বাংলাদেশ থেকে হংকং এর দূরত্ব মাত্র আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই উন্নত। বিশ্বের সর্বাধিক ব্যয়বহুল শহরের তালিকায় হংকং জায়গা করে নিয়েছে অনেক আগে থেকে। ছোট্ট এই দেশটিতে রয়েছে ২৬০টিরও বেশি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। আর আকাশচুম্বী অট্টালিকা রয়েছে আট হাজারেরও বেশি। রয়েছে বিশ্বমানের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যার মাঝে কয়েকটির র‍্যাংকিং ৫০ এর নিচে।

এশিয়ার মাঝে শিক্ষা ও গবেষণায় হংকং এখন জাপান ও কোরিয়ার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবসায় প্রশাসন ও মানবিক বিভাগের প্রায় প্রতিটি শাখায়ই উচ্চতর ডিগ্রি নেবার সুযোগ রয়েছে হংকং এ। শুরুতে বলেছিলাম কিছু ভ্রান্ত ধারণার কথা। যে ভ্রান্ত ধারণার মাঝে অন্যতম একটি হলো বাংলাদেশের মাস্টার্স ডিগ্রি দিয়ে বিদেশে পিএইচডি স্কলারশিপ মেলে না !

www.bjilibrary.com

অথচ বাস্তবতা হলো হংকং এ "পিএইচডি" ডিগ্রি পেতে কোন কোন ক্ষেত্রে মাস্টার্স ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না ! কেবলমাত্র ব্যাচেলর ডিগ্রির সার্টিফিকেট আর সুন্দর একটি রিসার্চ প্রপোজাল দিয়ে হংকং এ "পিএইচডি" স্কলারশিপ পাওয়া যায়। অবশ্য আপনাকে ইংরেজিতে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, টোফেল কিংবা আইইএলটিএস ছাড়াও হংকং এ স্কলারশিপ পাওয়া যায়, যদি আপনি প্রফেসরকে ম্যানেজ করতে পারেন।

বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীরা সারা বছরই হংকং এ আবেদন করতে পারেন কেননা হংকং এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রিসার্চ সহকারী কিংবা সহযোগী হিসেবে যে কোন সময় নিজেকে নিয়োজিত করা যায়। অবশ্য রিসার্চ সহকারী কিংবা সহযোগী হিসেবে আসতে হলে আপনাকে সংশ্লিষ্ট প্রফেসরকে ম্যানেজ করতে হবে। পিএইচ ডি স্কলারশিপের জন্য এখানে রয়েছে দুটি ব্যবস্থাপনা। একটি হলো হংকং ফেলোশিপ স্কিম যেটি পেতে হলে আপনাকে অনেক ভালো মানের ছাত্র হতে হবে। থাকতে হবে গবেষণাপত্র ও ভালো অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট। আর অন্যটি হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রদেয় পিএইচডি স্কলারশিপ। মোটামুটি মাঝারি মানের ফলাফল থাকলে আর আপনি কেন গবেষণায় আগ্রহী সেটা ভালোভাবে বোঝাতে পারলে ইউ জি সি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হওয়া সম্ভব।

আপনি যে স্কলারশিপই পেতে চান না কেন, আপনাকে আবেদন করতে হবে ফেলোশিপ স্কিমের আবেদনপত্রে। তবে ফেলোশিপ স্কিমে আবেদন করবার পর নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদনের সময়সীমা ভিন্ন ভিন্ন। তবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই মোটামুটি সব ডেডলাইনের সমাপ্তি ঘটে।

অনেকে হয়তো ভাবছেন স্কলারশিপ পেলে কত টাকা পাওয়া যাবে। তাদের জন্য বলছি, টাকার অংকটা একবারে কম নয়। যদি আপনি হংকং ফেলোশিপ পেয়ে যান তবে মাসে পাবেন বিশ হাজার হংকং ডলার যা কিনা বাংলাদেশের দুই লক্ষ টাকারও অধিক। আর যদি ইউ জি সি স্কলারশিপ পান তবে আপনি মাসে পাবেন পনের হাজার নয়শত হংকং ডলার। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে প্রতি মাসে টিউশন ফি বাবদ সাড়ে তিন হাজার ডলার সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে দিতে হবে। থাকা খাওয়া বাবদ একজন মানুষের এখানে গড়ে খরচ পাঁচ হাজার হংকং ডলার। বাসা ভাড়া তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবং বাসাগুলি খুবই ছোট ছোট। বাংলাদেশে যারা বিশালাকৃতির বেডরুম দেখে অভ্যস্ত তাদের জন্য হংকং এর বাসাবাড়িগুলো ছাদের উপরের সিঁড়িঘরের মতই মনে হবে ! তবে পরিবহন ব্যবস্থা আর স্বাস্থ্যসেবার মান খুবই উন্নত। আর রয়েছে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

হংকংয়ের পড়াশোনার ধারাবাহিক ধাপ

বিষয়ভেদে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মান সবচেয়ে ভালো, তা সহজেই জানতে পারবেন অনলাইনে। খরচের ব্যাপারটা মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের পরই আবেদন করুন। আবেদন করতে পারবেন দু'ভাবে- অনলাইনে কিংবা ডাকযোগে। দ্রুত ভর্তিপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডাকযোগের চেয়ে অনলাইনে আবেদন করাই ভালো। তবে মনে রাখবেন- সেশন শুরু হওয়ার অন্তত দু' থেকে

www.bjilibrary.com

তিন মাস আগেই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ ও আবেদনের কাজ সেরে ফেলতে হবে। ভর্তি-ভিসা ও পড়াশোনা সংক্রান্ত সব খরচের অংক নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি খেয়াল রাখবেন- ভর্তি যোগ্যতার শর্ত হিসেবে ন্যূনতম আইইএলটিএস স্কোর (৫.৫) আছে কিনা। তবে কিছু কিছু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আইইএলটিএস থাকা আবশ্যক নয়। এরপর সঠিক দিকনির্দেশনা মেনে আবেদন-পত্র প্রেরণ করুন। আবেদন যাচাই করে যোগ্য প্রার্থীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তী দিকনির্দেশনা সংবলিত কাগজপত্রসহ 'অ্যাডমিশন লেটার' বা অ্যাক্সেপ্টেন্স লেটার, পাঠায়। এরপরের ধাপেই ভিসা আবেদন করতে হয়। ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হয় হংকং কনস্যুলেট অথবা, চীনা দূতাবাসে। ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের ঠিকানা: প্লট-২ ও ৪, দূতাবাস সড়ক, ব্লক-১, বারিধারা, ঢাকা।

ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে, মাথায় রাখুন ব্যাপারটা।
বিষয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভেদে টিউশন ফি ও থাকা-খাওয়া বাবদ বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর খরচ হবে ৫০ থেকে ৮০ হাজার হংকং ডলার। বলে রাখা ভালো-এক হংক ডলার ৯ টাকার সমান। দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীরা স্টুডেন্ট আইডি দেখিয়া বিভিন্ন পরিবহন, মিউজিয়াম, রেস্টুরেন্টসহ অনেক স্থানে 'বিশেষ ছাড়' পেয়ে থাকে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের পার্ট-টাইম কাজের অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কঠোর হলেও অনেকেই পাশাপাশি কাজ করে খরচ যোগাচ্ছেন।

বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন

বিষয়-ভিন্নতায় ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সেরা হংকংয়ে বিশ্বের চাকরি বাজারে চাহিদা আছে-এমন প্রায় সব বিষয়েই পড়াশোনার সুযোগ আছে এ দেশে। কোন বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো তা জানতে পারবেন অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মন্তব্য সংবলিত বিভিন্ন অনলাইন ফোরাম ও শিক্ষা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে।

হংকংয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে-

সিটি ইউনিভার্সিটি অব হংকং (www.cityu.edu.hkw).
হংকং ব্যাপটিস্ট ইউনিভার্সিটি (www.hkbu.edu.hk).
লিংনান ইউনিভার্সিটি (www.ln.edu.hk).
দ্য হংকং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (www.ust.edu.hk).
দ্য ইউনিভার্সিটি অব হংকং (www.hku.hk).

এবার আসুন জেনে নেয়া যাক কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক যার মাধ্যমে আপনি আবেদন করতে পারবেন হংকং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

Hong Kong PhD Fellowship Scheme:
http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm.
City University of Hong Kong
http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm
Hong Kong Baptist University
http://gs.hkbu.edu.hk/.

www.bjilibrary.com

Lingnan University
http://www.ln.edu.hk/reg/info/phd.
The Chinese University of Hong Kong
https://www.gs.cuhk.edu.hk/page/HongKongPhDFellowshipScheme.
The Education University of Hong Kong
http://www.eduhk.hk/gradsch.
The Hong Kong Polytechnic University
http://www.polyu.edu.hk/ro/hkphd-fellowship.
The Hong Kong University of Science and Technology
http://pg.ust.hk/hkpfs.
The University of Hong Kong
http://www.gradsch.hku.hk/gradsch/prospectivestudents/-scholarship-funding-and-fees#1

আপনারা যারা সত্যিকারার্থে উচ্চশিক্ষার্থে আগ্রহী তাদেরকে বলছি, ভয়কে জয় করতে শিখুন। জড়তা ঝেড়ে ফেলুন আর মহান রবের ওপর ভরসা করে আজই নিয়্যত করে ফেলুন। দেখবেন স্বপ্নের উচ্চশিক্ষা বাস্তবের পরশ পাথর হয়ে আপনার কাছে ধরা দেবেই ইনশাআল্লাহ।

মু. আজিজুর রহমান আল আজাদ
পিএইচডি গবেষক,
ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি,
ডিপার্টমেন্ট অব বায়োমেডিক্যাল সাইন্সেস
সিটি ইউনিভার্সিটি অব হংকং
ফোন: +৮৫২৬৭০৮১৩৮৫ (WhatsApp)
IMO- +৮৮০১৭৯০৭৩৬৬৩৬
মেইল: Ajijur.vet.bd@gmail.com
Skype: Ajijur.azad

www.bjilibrary.com

তাইওয়ান

National Taiwan University

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার স্বপ্ন অনেকেই দেখে, কিন্তু শেষমেশ অ্যাপ্লাই করা পর্যন্ত যেতে পারে হাতেগোনা কয়েকজন। আর আমার মনে হয় এর কারণ হতে পারে ৩টা, প্রথমত, শতভাগ ইচ্ছা না থাকা, প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করে নেয়া উচিত এই ইচ্ছা সম্পর্কে, শতভাগ ইচ্ছা বলতে এই স্বপ্নটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া। দ্বিতীয়ত, যে স্বপ্নটা দেখা হয় তার পেছনে শেষ পর্যন্ত মোটিভেশন ধরে না রাখা, উচ্চশিক্ষার শতভাগ ইচ্ছা না থাকলে এবং সামনে যদি উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আদ্যোপান্ত ক্লিয়ার ভিউ না থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মোটিভেশন ধরে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে।

উচ্চশিক্ষা বিষয়ক ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা পাওয়াও আজকাল তেমন কোন কঠিন কাজ না শুধু নিজের ইচ্ছা থাকতে হবে। তৃতীয়ত, স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে সেটা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য যা যা করা দরকার তা সময় মত না করা, প্রিপারেশন শুরু করব আর কয়দিন পর থেকেই। আইইএলটিএস টোফেল দিব কয়দিন পরে, একটু চাকরি করে নেই আগে, তারপর অ্যাপ্লাই করব। এভাবেই সময় চলে যায় আর আগ্রহও অবশিষ্ট থাকে না। সর্বোপরি একটা স্বপ্নের অকাল মৃত্যু হয়। সুতরাং এই বিষয় গুলো যত্ন নেয়া উচিত। বাইরের দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য মনস্থির করা শেষে, শুরু করা উচিত প্রস্তুতি পর্ব। আর এই প্রস্তুতি পর্বের অনেক কাজই শুরু করা উচিত আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এর চতুর্থ বর্ষ থেকেই। প্রস্তুতি পর্বের প্রথমেই এলোমেলো ভাবে না শুরু করে কিছু নির্দিষ্ট পয়েন্ট ঠিক করে নেয়া উচিত যেমন এই সময়টা কিছু ভাগে ভাগ করে নিয়ে কাজ করতে পারলে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোটা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। মূলত আমি তাইওয়ানে অ্যাপ্লাই করার ধাপগুলো বর্ণনা করব এখানে।

www.bjilibrary.com

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী করা লাগবে বা কী কী বিষয় সম্পর্কে জানা লাগবে তার একটা লিস্ট তৈরি করা যেতে পারে।

1. Documents Preparation:
2. University and subject Selection:
3. Application and Scholarship:
4. Visa Application and Others:

Document preparation

সময়ের দিকে খেয়াল রেখে এই লিস্ট অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে পারলে আমাদের সবার স্বপ্ন পূরণ হওয়াটা সহজ হয়ে যাবে। আমি প্রথমে সবগুলো ডকুমেন্ট নিজের কাছে রেডি রাখার জন্য বলবো, সেটা হার্ড কপি এবং স্ক্যান কপি দুটোই। কারণ আমি যদি নিজের দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকি তাহলে অ্যাপ্লাই করার সময় আর বাড়তি চিন্তা করা লাগবে না। শুধু তাইওয়ানে অ্যাপ্লাই এর ক্ষেত্রে না, এই ডকুমেন্টগুলো প্রায় অন্য দেশে অ্যাপ্লাই এর ক্ষেত্রেও একই, সুতরাং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

1. Language proficiency:

দেশের বাইরে অ্যাপ্লাই করার প্রথম ধাপ বা প্রস্তুতি বলবো এটাকে। তাইওয়ানের ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি এবং মাস্টার্স পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য ভাষার দক্ষতা হিসাবে IELTS/TOEFL স্কোর থাকতে হবে। ইউনিভার্সিটি বিশেষে এই স্কোর ভিন্ন হতে পারে। ৬ থেকে ৬.৫ IELTS স্কোর থাকলে মোটামুটি সব ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব। তবে কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট এর থেকেও বেশি স্কোর চেয়ে থাকে। ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে তা বিস্তারিত জানা যাবে। যাদের চাইনিজ ভাষা আগে থেকেই কিছুটা জানা থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা তো একটু সুবিধা পাবেই। এখানে বলে রাখা ভালো তাইওয়ানে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলেও পড়ার সুযোগ আছে, সেক্ষেত্রে চাইনিজ ভাষাটা জানা জরুরি, তবে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে যেগুলো সম্পূর্ণ ইংলিশে পড়ানো হয় সেগুলোতে অ্যাপ্লাই করা যাবে।

2. Academic CV:

সবগুলো ডকুমেন্ট তৈরির প্রথমেই একটা ভালো 'অ্যাকাডেমিক সিভি' বানানো খুবই প্রয়োজন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বললাম এই কারণে যে, এটা কাজে লাগে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, মানে আপনি যখন প্রফেসরের কাছে ইমেইল পাঠাবেন তখনও এটা লাগবে আবার অ্যাপ্লিকেশন পাঠানোর সময়ও লাগবে। সুতরাং একটু সময় নিয়ে অল্প লেখার মধ্যে গুছিয়ে নিজের ডিগ্রি, অ্যাওয়ার্ড, প্রজেক্ট, পাবলিকেশন্স এবং এক্সপেরিয়েন্স সবকিছু উপস্থাপন করাই একটা ভালো 'অ্যাকাডেমিক সিভি'র লক্ষণ। মনে রাখা উচিত 'অ্যাকাডেমিক সিভি' হচ্ছে সূচনা, কারণ যিনি প্রফেসরকে ইমেইল করবেন তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার প্রথম মাধ্যমই হল এটা। সত্যায়িত করা লাগবে, সুতরাং আগে থেকে সত্যায়িত করা থাকলে সময় কম লাগবে।

www.bjilibrary.com

3. Statement of Purpose:

অন্যান্য দেশের মতই তাইওয়ানে পিএইচডি এবং মাস্টার্স পর্যায়ে অ্যাপ্লাই করার আগে একটা Statement of Purpose or Study plan তৈরি করা আবশ্যক। নিজের ওপর একটা বিশদ রচনা লেখাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। আপনার অ্যাকাডেমিক ফলাফল, গবেষণা, প্রকাশিত পেপার এবং অন্যান্য যেসব অর্জন রয়েছে সবকিছুকে অত্যন্ত সুন্দর করে, ভাষার মাধুর্য দিয়ে সাজিয়ে এই রচনায় সংযুক্ত করতে হবে। তবে আমি বলবো, মাস্টার্স এর চেয়ে যারা পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদের SOP টাতে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ জরুরি।

4. Publications:

আপনি যেখানে যে বিষয়েই পড়তে চান না কেন পাবলিকেশন্স সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে প্রফেসরকে ইমপ্রেস করা সহ অ্যাডমিশন এবং স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে। তাইওয়ানের ক্ষেত্রেও একই। কিন্তু এখানে মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে কোন বাধ্য বাধকতা নেই যে পাবলিকেশন্স থাকতেই হবে। যতদূর জেনেছি বিজ্ঞান বিষয়ক সাবজেক্টগুলোতে ল্যাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা অনেক কাজে দেয়, সহজ কথায় এক্সপেরিমেন্ট এর বেসিক বিষয়গুলো জানা থাকলে বা আপনি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলে কোন কোন কাজ করেছেন এবং যদি কোন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স পেপার থাকে সেগুলো সম্পর্কে আপনার সিভিতে উল্লেখ করলে প্রফেসররা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন।

5. Academic transcript and Certificate:

আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেট। ট্রান্সক্রিপ্ট এর মূল কপি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলে আনতে হবে। মূল সার্টিফিকেট না পাওয়া গেলে প্রভিশনাল সার্টিফিকেট দিয়েই কাজ চালাতে হবে। এই ক্ষেত্রে নিজ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার অথবা এক্সাম কন্ট্রোলার থেকে অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেট সত্যায়িত করে নিতে হবে। তারপর মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশ থেকেও সত্যায়িত করে রাখতে হবে। কারণ যখন ইউনিভার্সিটি থেকে এগুলোর হার্ড কপি চাইবে তখন আপনাকে তাইওয়ান এম্বাসি থেকে এগুলো সত্যায়িত করে তারপর পাঠাতে হবে, আর তাইওয়ানের এম্বাসি থেকে সত্যায়িত করার আগে আপনাকে আগের দুই জায়গা থেকে সত্যায়িত করা লাগবে, সুতরাং আগে থেকে সত্যায়িত করা থাকলে সময় কম লাগবে।

6. Result:

অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে সিজিপিএ কম থাকলে সমস্যা হবে কি না। অন্যদের মত আমিও বলবো Admission or Scholarship শুধু মাত্র রেজাল্টের উপরে ডিপেন্ড করে না। এটা একটা ওভারঅল প্রসিডিউর - রেজাল্ট শুধু একটা পার্ট মাত্র। রেজাল্টের পাশাপাশি হাতে যদি পাবলিকেশন থাকে, ভালো আইইএলটিএস / টোফেল স্কোর থাকে, সুন্দরভাবে গুছিয়ে লেখা একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস থাকে এবং অ্যাডভাইজার এর কাছ থেকে ভালো একটা রিকোমেন্ডেশন লেটার থাকে, তাহলেই Admission or Scholarship অবশ্যই সম্ভব।

www.bjilibrary.com

University and subject selection:

1. University selection:

তাইওয়ানে পড়াশোনা করার জন্য তাইওয়ান মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে পরিচালিত "www.studyintaiwan.org", ওয়েবসাইট থেকে যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে। বিশেষ ভাবে এখানে ইউনিভার্সিটি খোঁজার যে ডাটাবেজ আছে তা থেকে পছন্দের ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। এমনকি তাইওয়ানের কোন পার্টে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি খুঁজতে চান বা সরকারি/ বেসরকারি বা টেকনোলোজিক্যাল ইউনিভার্সিটি/ জেনারেল ইউনিভার্সিটি খুঁজতে চান, সেই অপশনও আছে। এই লিঙ্কে গিয়ে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করা যাবে। এখানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির রিসার্চ প্রোগ্রেস সম্পর্কেও জানা যাবে।

http://www.studyintaiwan.org/universities.html

2. Subject selection:

একই ওয়েবসাইট থেকেই পছন্দের সাবজেক্ট খুঁজে নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে আমি বলবো, সব ইউনিভার্সিটিতে সব সাবজেক্ট সম্পূর্ণ ইংরেজিতে পড়ানো হয় না। এই ওয়েবসাইট থেকে একটু দেখে নেয়া ভালো যে কোন কোন সাবজেক্ট এর টিচিং মিডিয়াম ইংলিশ। এখানে কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে ৯০% থেকে ৭৫% এর উপরে ইংরেজি এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে তেমন কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যেগুলো ৫০% এর নিচে ইংরেজি ব্যবহার করা হয় সেগুলো সম্পর্কে একটু ভালো করে জেনে নেয়া উচিত।

http://www.studyintaiwan.org/programs.html

3. Email to professor:

রিসার্চ সাবজেক্টে পড়তে হলে ইউনিভার্সিটি এবং সাবজেক্ট সিলেক্ট করার পর ইউনি-ভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে প্রফেসরদের প্রফাইল দেখে নিতে হবে, তারপর কোন প্রফেসর এর রিসার্চ ফিল্ড এর সাথে নিজের পছন্দ মেলে, এমন প্রফেসর এর ইমেইল অ্যাড্রেস নিয়ে ওনার সাথে কন্টাক্ট করে, ওনার ল্যাবে নতুন স্টুডেন্ট নিবে কিনা সে ব্যাপারে জানা যায়। যদিও অ্যাডমিশন বা স্কলারশিপ সেন্ট্রালি দেখা হয় তারপরও প্রফেসরের সম্মতি থাকলে কাজ একেবারে সহজ হয়ে যায়।

Application and Scholarship:

তাইওয়ানের সব ইউনিভার্সিটিতেই এক অ্যাকাডেমিক ইয়ারে দুইটা সেমিস্টার থাকে। Fall এবং Spring সেমিস্টার। Fall সেমিস্টার শুরু হয় সেপ্টেম্বরের মধ্য ভাগে আর Spring সেমিস্টার শুরু হয় জানুয়ারির শেষ দিকে। সাধারণত প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি Fall সেমিস্টারেই স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন দিয়ে থাকে, তবে কিছু স্কুলে Spring সেমিস্টারেও অ্যাডমিশন দেয় শুধু পিএইচডি স্টুডেন্টদের। প্রায় সব ইউনিভার্সিটিতে Fall সেমিস্টারে অ্যাপ্লাই করার সময় শুরু হয় জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আর শেষ হয় মার্চের প্রথম থেকে মাঝামাঝি। যারা স্কলারশিপের জন্য

www.bjilibrary.com

আবেদন করবেন, তাদেরকে বলবো শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করার জন্য। প্রথম দিকে অ্যাপ্লাই করলে স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

Application:

প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটেই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের আলাদা প্রসপেক্টাস থাকে সুতরাং অ্যাপ্লিকেশন শুরুর আগে, সেই প্রসপেক্টাস ডাউনলোড করে অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে বিস্তারিত দেখে নেয়া উচিত। কারণ প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিরই ছোট খাটো অনেক বিষয়/নিয়ম থাকতে পারে যেগুলো ভিন্ন। তবে বেশির ভাগ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ম একই রকম।

প্রথমে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করতে হবে। সেখানে একটা সিরিয়াল নাম্বার দেয়া হয় যেটা পরবর্তীতে রেজাল্ট জানতে কাজে লাগবে। এবং একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেয়া হয় যেখানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যাপ্লিকেশন ফি জমা দিতে হবে। তবে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন ফি দেয়া লাগে না। তাইওয়ানে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি শুধু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করে, সেখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করে আপনার সমস্ত ডকুমেন্ট আপলোড করার পর, অ্যাপ্লিকেশন ফি দিলেই কাজ শেষ। এখন রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে যে ইউনিভার্সিটি শুধু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করে না সেখানেও অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করতে হবে এবং ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে, বাড়তি যেটা করতে হবে তা হল, অ্যাপ্লিকেশন পূরণের পর তা প্রিন্ট করে আপনার সমস্ত সত্যায়িত ডকুমেন্টের সাথে মেইল করে ইউনিভার্সিটিতে পাঠাতে হবে। জুন থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে ভর্তি রেজাল্ট জানিয়ে দেয় ইউনিভার্সিটি থেকে। (ভর্তি কনফার্ম হওয়ার আগে আপনার প্রফেসর বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিস থেকে ফোন বা স্কাইপে আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারে)

Scholarship:

তাইওয়ানে মাস্টার্স এবং পিএইচডি দুই ক্ষেত্রেই স্কলারশিপ নিয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে, আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়েও কিছু কিছু স্কলারশিপ পাওয়া যায়, তবে পোস্টগ্র্যাজুয়েট এর তুলনায় একটু কম। তাইওয়ানে অনেক ধরনের স্কলারশিপ আছে তার মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হল এখানে।

Taiwan Scholarship:

তাইওয়ানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের পড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে তাইওয়ান সরকার থেকে এই স্কলারশিপ দেয়া হয়। এখানে যতগুলো স্কলারশিপ আছে তার মধ্যে তাইওয়ান স্কলারশিপ অন্যতম। তাইওয়ান স্কলারশিপ দেয়া হয় ৪টা সরকারি সংস্থা থেকে। প্রত্যেকটাতে আলাদা ভাবে অ্যাপ্লাই করা যায়। কিন্তু একসাথে ২টা স্কলারশিপ পাওয়া যাবে না, যদিও সবগুলোতেই মাসিক প্রদত্ত টাকার পরিমাণ সমান, বাংলাদেশী ৮০০০০/= টাকা প্রায়। এবং শুধু মাত্র যারা MOFA থেকে স্কলারশিপ পাবে তারা রাউন্ড ট্রিপ প্লেন টিকেটও পাবে।

www.bjilibrary.com

Ministry of Education (MOE), Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Ministry of Economic Affairs (MOEA), and National Science Council of the Executive Yuan (NSC)
http://www.studyintaiwan.org/taiwan_scholarships.html

International Graduate Student Scholarship:

প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতেই এই স্কলারশিপের সুযোগ আছে। সাধারণত এই স্কলারশিপ দুই ভাগে ভাগ করা, ফুল স্কলারশিপ এবং পার্শিয়াল স্কলারশিপ। ফুল স্কলারশিপের মধ্যে টিউশন ফি, সেমিস্টার ফি, এবং অন্যান্য সকল ফি মাফ এবং সাথে সাথে মাসিক অ্যালাউন্স দেয়া হয়, আর পার্শিয়াল স্কলারশিপে শুধু টিউশন ফি ওয়েভের দেয়া হয়। সেটা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণত ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশনের সময়ই এই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়।

International Cooperation and Development Fund (ICDF):

কিছু নির্দিষ্ট ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য এই স্কলারশিপ, এটা ফুল স্কলারশিপ, পাবে রাউন্ড ট্রিপ প্লেন টিকেট, হাউজিং, টিউশন ফি, ইন্স্যুরেন্স, বই কেনা খরচ এবং সাথে মাসিক অ্যালাউন্স।
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?

The Taiwan International Graduate Program (TIGP):

এটা তাইওয়ানের সব থেকে প্রেস্টিজিয়াস স্কলারশিপগুলোর মধ্যে একটা, এটা তাইওয়ান Academia Sinica থেকে দেয়া হয়। এটার সুযোগ সুবিধা তাইওয়ান স্কলারশিপের মতই, তবে টাকার পরিমাণ ওটার থেকে একটু বেশি।
http://www.studyintaiwan.org/tigp_scholarships.html

Other Scholarship:

এছাড়াও আরো অনেক স্কলারশিপ আছে যা নিচের লিঙ্কে গিয়ে ইউনিভার্সিটি অনুযায়ী সিলেক্ট করা যাবে এবং সেই স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।
http://www.studyintaiwan.org/scholarships.html

Visa Application and Others:

তাইওয়ানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ৯৯% ভালো, শুধু ১% সমস্যা সেটা হল, বাংলাদেশে তাইওয়ানের কোন এম্বাসি নেই। ভিসা আবেদন বা সার্টিফিকেট সত্যায়িত করতে হলে আপনাকে আপনার নিকটস্থ দেশের এম্বাসিতে যোগাযোগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কাছে ইন্ডিয়া বা থাইল্যান্ড থেকে ভিসা আবেদন করা যাবে। ইন্ডিয়া থেকে অ্যাপ্লাই করলে খরচ একটু কম হয়। ভিসা আবেদনের আগে অনেক

www.bjilibrary.com

গুলো পেপার রেডি করে নিতে হবে, যেমন:

১. হেলথ সার্টিফিকেট, গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট (রেসিডেনশিয়াল সিভিল সার্জন থেকে সত্যায়িত করতে হবে (হেলথ সার্টিফিকেট), রেজিস্ট্রার বা এক্সাম কন্ট্রোলার থেকে সত্যায়িত করতে হবে (গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট) তারপর সবগুলো MOFA থেকে সত্যায়িত করতে হবে, তারপর যে দেশ থেকে ভিসা আবেদন করা হবে সেখানে অবস্থিত বাংলাদেশ এম্বাসি থেকে সত্যায়িত করতে হবে।

২. অনলাইনে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং ভিসা সাবমিশন ডেট নিতে হবে, ফর্ম পূরণ করে প্রিন্ট করে নিতে হবে।

৩. একটা Visa Guarantee letter দরকার হবে ভিসা ফর্ম জমা দেয়ার আগে, (তাইওয়ানের একজন রেফারেন্স পারসন এর কন্টাক্ট ডিটেল) সুতরাং আগে থেকে প্রফেসর বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিস থেকে সেটা নিয়ে নিতে হবে।

৪. একটা পুলিশ ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট।

৫. একজন স্পন্সর এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট (কমপক্ষে ৩ লাখ টাকার উপরে আছে এমন)

৬. একটা কভার লেটার।

৭. পাসপোর্ট সাইজ ফটো এবং পাসপোর্ট এর ফটোকপি।

৮. অফার লেটার এর প্রিন্ট কপি।

৯. ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ প্রায় ৯০০০/= টাকা বাংকে জমা দেয়ার রসিদ।

সবকিছু ঠিক ঠাক মত জমা দেয়ার পর এম্বাসি থেকে ভিসা ইন্টারভিউ কল এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং আশপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।

বিঃদ্রঃ ভিসা আবেদনের পর থেকে ভিসা পেতে প্রায় ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ লাগতে পারে। কারণ ভিসা আবেদন করলে ওরা ডকুমেন্ট সব তাইওয়ান থেকে ভেরিফাই করে আনার কারণে এই সময় লাগে।

(ইন্ডিয়া থেকে ভিসা অ্যাপ্লাই করতে হলে, নিচের লিঙ্ক থেকে আরও বিস্তারিত জানা যাবে)

http://www.roc-taiwan.org/IN/ct.asp?

অবশেষে একটা কথাই বলবো, হায়ার স্টাডি শুরু করার করার ক্ষেত্রে বা রিসার্চ এর কাজ শেখার ক্ষেত্রে তাইওয়ান হতে পারে অন অফ দ্য বেস্ট প্লেস। যারা তাইওয়ানে আসবে তাদের জন্য রইল শুভকামনা।

Mezbahul Haque
Graduate Student
Cellular & Molecular Pharmacology Lab.
Microbiology, Immunology & Biopharmaceuticals
National Chiayi Uniersity Taiwan.
www.mezba.info

www.bjilibrary.com

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কায় উচ্চশিক্ষায়

১. স্কলারশিপ পেতে করণীয় : আগে ব্যাচেলরের সাথে সাথে মাস্টার্স পিএইচডির জন্য স্কলারশিপ থাকলেও গত ২০১৫ থেকে শ্রীলঙ্কান সরকার ব্যাচেলরের (অনার্স) স্কলারশিপটা চালু রেখে মাস্টার্স পিএইচডির স্কলারশিপ বন্ধ করে দেয়। ব্যাচেলরের স্কলারশিপে আবেদন করতে হলে প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো উচ্চমাধমিকের (এ লেভেল, আলিম, এইচএসসি) সার্টিফিকেট থাকা। নিচে তালিকা করে দেয়া হলো:

- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাসের সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্ট থাকা (ইংলিশ মিডিয়াম থেকে, ও লেভেল, এ লেভেল অথবা মাদরাসা থেকে দাখিল, আলিম অথবা বাংলা মিডিয়াম থেকে এসএসসি, এইচএসসি)। এক্ষেত্রে রেজাল্ট যত ভালো স্কলারশিপ পাবার সম্ভাবনা ততো বেশি। সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্টগুলো সত্যায়িত করে নিতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি থেকে অথবা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে স্কলারশিপের আবেদনপত্র পূরণ করা।
- জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত কপি।
- কোন কারণে নিজের নাম পরিবর্তন করে থাকলে তার সত্যায়িত কপি।
- সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্টের মূল কপিগুলো নিজের কাছে থাকতে হবে।
- IELTS অথবা TOEFL এর সত্যায়িত কপি। (আগে এগুলো ছাড়া স্টুডেন্ট নিলেও সম্প্রতি IELTS অথবা TOEFL ছাড়া আবেদন নিচ্ছে না)।
- পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি।
- মেডিক্যাল সার্টিফিকেট (জেলা সিভিল সার্জন থেকে নিতে হবে)।
- পুলিশ রিপোর্ট (মন্ত্রণালয়ে কথা বলে নেয়া যেতে পারে এটা লাগবে কিনা এ ব্যাপারে তবে চেক লিস্টে এটা দেয়া আছে)

২. স্কলারশিপের সুবিধা

- আসা যাওয়ার বিমানের টিকিট দেয়া হবে শ্রীলঙ্কান সরকার থেকে।
- স্কলারশিপ পেয়ে শ্রীলংকাতে আসার পর সাথে সাথেই ১০ হাজার রুপি দিবে টুকিটাকি কেনাকাটার জন্য আর স্কলারশিপ চালু হবার পরে মাসিক ৩০ হাজার শ্রীলঙ্কান রুপি দিবে যা এখানে থাকা খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত। আর আসার ১০/১৫ দিনের মধ্যেই স্কলারশিপ চালু হয়ে যাবে।
- লেখাপড়ার খরচ সম্পূর্ণ ফ্রি।

৩. নিজ খরচে পড়তে হলে করণীয়

- নিজ খরচে সাধারণত শ্রীলংকাতে বাংলাদেশ থেকে কেউ পড়তে আসে না। তাও কেউ যদি আসতে চায় সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করতে হবে। টিউশন ফি অনেকটা মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোর কাছাকাছি, বছরে প্রায় ৩০০০-৪০০০ ডলার এবং বিষয় অনুযায়ী আরো বেশি।
- থাকা খাওয়ার খরচও মালয়েশিয়ার কাছাকাছা যা মাসিক প্রায় ১০০-১৫০ ডলার পড়বে।

www.bjilibrary.com

- শ্রীলঙ্কাতে শিক্ষিতের হার বেশি থাকায় শ্রীলংকার ইউনিভার্সিটিগুলোর সার্টিফিকেটের আলাদা একটা মূল্য আছে সারা বিশ্বে।

৪. আমার অভিজ্ঞতা : যেহেতু আমরা বাংলাদেশী, আমাদের নিজেদের জন্য হোক বা অন্যান্য কারণে হোক এটা সত্য যে আমাদের জাতি হিসেবে কিছুটা নিচু করে দেখা হয় বিশ্বের সবকটি দেশে। সেদিক থেকে শ্রীলংকা সম্পূর্ণ আলাদা। যেহেতু পর্যটনবান্ধব দেশ। সকল জাতিকে এখানে সম্মান দিয়ে কথা বলা হয়। বাংলাদেশী বলে কোন অসম্মান তো দূরের কথা বরঞ্চ আলাদা বন্ধুত্বের চোখে দেখা হয় আমাদেরকে। শ্রীলংকা হচ্ছে ধর্মীয় সম্প্রীতির অনন্য এক দৃষ্টান্ত! ১২%-১৪% মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও অনেক মুসলিম দেশ থেকে এখানকার মুসলিমরা বেশি স্বাধীন এবং নিরাপদ। সমাজের সবক্ষেত্রে মুসলিমদের অংশগ্রহণ আছে। রাজনৈতিকভাবেও এখন তারা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য যে কোন দেশ থেকে ভালো অবস্থানে আছে। মানসম্মত শিক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান যেখানে ৮৪ সেখানে শ্রীলংকার অবস্থান ৪১ এ আছে (সূত্র: ডব্লিউ ই এফ ২০১৬-২০১৭ প্রতিবেদন)। বুঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে শ্রীলংকার শিক্ষার মান কতটা উপরে! সবকিছু বিবেচনা করলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো একটা জায়গা শ্রীলংকা। আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে আবেদন ছাড়া হয় আর লিঙ্ক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট। আবেদন মন্ত্রণালয়ে করতে হয়। আবেদন ছাড়ার পর থেকে একমাস সময় থাকে আবেদন করার।

আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
সাউথ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি অফ শ্রীলংকা
ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স (স্পেশাল)

www.bjilibrary.com

ইউরোপ মহাদেশ

- দেশ পরিচিতি
- উচ্চশিক্ষার সুযোগ
- অভিজ্ঞতা

www.bjilibrary.com

ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড ইউরোপের একটি দেশ যা যুক্তরাজ্যের অংশ। এর জনবসতি সমগ্র যুক্তরাজ্যের লোকসংখ্যার ৮৩% এবং দেশটি গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপের দক্ষিণাংশের দুই তৃতীয়াংশর নিয়ে গঠিত। ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ নগরী ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র।

ইংল্যান্ড সম্পর্কিত তথ্যাবলি

৪৩ খ্রিস্টাব্দে রোমানররা ব্রিটেন দখল করে পূর্ব ইংল্যান্ডের কোলচেস্টারে তাদের প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করে। কোলচেস্টার যাবার পথ তৈরির উদ্দেশ্যে তারা টেমস্ নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করে এবং সেতুর এপারে লন্ডিনিয়াম শহরের পত্তন ঘটায়। সাধারণ রোমান ঔপনিবেশিক শহরগুলোর মতই সে শহরে দুইটি প্রধান সড়ক ছিল যে দুটি বৃহৎ ব্যাসিলিকার স্থানে এখন ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড অবস্থিত। ২০০ সাল নাগাদ তারাই এই শহরের চারপাশে একটি দেয়াল নির্মাণ করার মাধ্যমে পরবর্তীকালে সিটি অফ লন্ডন হিসেবে পরিচিত এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে।

যুক্তরাজ্য সম্পর্কে তথ্য

ইংল্যান্ড সম্পর্কে জানার আগে যুক্তরাজ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা প্রয়োজন। যুক্তরাজ্য ইউনাইটেড কিংডম ইউরোপীয় মূল ভুখন্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র। রাষ্ট্রটির সরকারি নাম The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland। রাষ্ট্রটি

www.bjilibrary.com

চারটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র: ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড এর সমন্বয়ে ঘটিত।

যুক্তরাজ্য অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে গঠিত। দ্বীপগুলোকে একত্রে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ দ্বীপটির নাম বৃহৎ ব্রিটেন বা গ্রেট ব্রিটেন। গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় ও জনবহুল ভাগটির নাম ইংল্যান্ড, যা দ্বীপের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশ গঠন করেছে। পশ্চিম অংশে আছে ওয়েলস এবং উত্তরে স্কটল্যান্ড। আয়ারল্যান্ড দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে উত্তর আয়ারল্যান্ড অবস্থিত। আয়ারল্যান্ড দ্বীপ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ২য় বৃহত্তম দ্বীপ। এই দ্বীপের সিংহভাগে জুড়ে অবস্থিত আয়ার-ল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের সাথে যুক্তরাজ্যের একমাত্র স্থল সীমান্ত রয়েছে। যুক্তরাজ্যের বাকি অংশকে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর সাগর, ইংলিশ চ্যানেল এবং আইরিশ সাগর ঘিরে রেখেছে। গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপটি চ্যানেল টানেলের মাধ্যমে ফ্রান্সের সাথে যুক্ত। এছাড়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকালীন সময়ে হস্তগত ১৪ টি বহিঃস্থ এলাকা এখনও যুক্তরাজ্যের অধীনে রয়েছে।

ব্রিটেন একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র। রানী রাষ্ট্রপ্রধান। এখানে একটি সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা বিদ্যমান। লন্ডন শহর যুক্তরাজ্যের রাজধানী। এটি ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। সমগ্র যুক্তরাজ্যকে ব্রিটেন নামেও ডাকা হয়। তবে গ্রেট ব্রিটেন নামটি আর সমগ্র দেশটিকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয় না। এটি কেবল গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। ইংল্যান্ড দিয়েও সমগ্র যুক্তরাজ্যকে বোঝানো হয় না। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের অধিবাসীরা সবাই ব্রিটিশ। আবার ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা ইংরেজ, ওয়েলসের অধিবাসীরা ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ডের অধিবাসীরা স্কটিশ হিসেবে পরিচিত।

দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাজ্যের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ক্ষুন্ন হয়। তা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী দেশ। যুক্তরাজ্য একটি শিল্পোন্নত দেশ। এর অর্থনীতি বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম। দেশটির নিউক্লীয় অস্ত্র ক্ষমতা রয়েছে। প্রতিরক্ষা খাতে এর ব্যয় বিশ্বে ৩য় সর্বোচ্চ। এটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং জি-৮, ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কমনওলেথ অব ন্যাশন্সের সদস্য।

যুক্তরাজ্যের ইতিহাস

ব্রিটিশ ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিশ্বের বহু জাতিকে প্রভাবিত করেছে। প্রতি বছর পার হবার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষা শিক্ষিত মানুষদের একটি সত্যিকার বিশ্ব ভাষায় পরিণত হচ্ছে। মূলত বিগত তিন শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের কারণেই ইংরেজি ভাষা বর্তমান বিস্তার লাভ করেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ এলাকা ও জনগণ কোনো না কোনো ভাবে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে ছিল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বের ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্য। কিছু কিছু দেশে যথেষ্ট সংখ্যক ব্রিটিশ অধিবাসী অভিবাসিত হন এবং ব্রিটেনের আধিপত্য রাষ্ট্রের জন্ম দেন। এদের মধ্যে আছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। বহু বছর ধরে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ ছিল।

www.bjilibrary.com

এক দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের পর ভারত স্বাধীন হয় এবং এটি বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এলাকাও ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এছাড়া এশিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেমন হংকং, আমেরিকাতে কিছু ক্ষুদ্র উপনিবেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরে বহু দ্বীপ ব্রিটেন নিয়ন্ত্রণ করত। বর্তমানে এদের বেশিরভাগই স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও এদের অনেকগুলিই ব্রিটিশ আইন, প্রতিষ্ঠান, এবং রীতিনীতি ধরে রেখেছে। এমনকি বিশ্বের যে সব এলাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না, সেখানে অনেক দেশে ব্রিটিশ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা তথা ওয়েস্টমিন্সটার মডেল গ্রহণ করা হয়েছে। এই মডেলটি অতীতে রাজকীয় শাসকের ক্ষমতার বাহন হলেও ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র চর্চার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বর্তমানে ব্রিটেনের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের নিম্ন কক্ষের দায়িত্ব, যে কক্ষের নাম হাউজ অব কমন্স। হাউজ অব কমন্সের প্রতিনিধিরা উন্মুক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা নির্বাচিত করেন। প্রধানমন্ত্রী আবার হাউজ অব কমন্সের মধ্য থেকে তাঁর মন্ত্রিসভার জন্য সদস্য বাছাই করেন।

ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক আকারের দিক থেকে যুক্তরাজ্য একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে এখানকার জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র। আর অনেক উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে বেশ শীত পড়ে। বছরের অধিকাংশ সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে বা বৃষ্টি পড়ে। এ কারণে ব্রিটেন তৃণময় একটি দেশ। এর দক্ষিণ ও পূর্বে আছে বিস্তীর্ণ সমভূমি; পশ্চিমে ও উত্তরে আছে রুক্ষ পাহাড় ও পর্বত।

আকারে ছোট হলেও ব্রিটেনে প্রচুর লোকের বাস। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ২৫০ জন লোক বাস করেন। ব্রিটেন অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নত, প্রযুক্তিতে আধুনিক এবং শান্ত একটি রাষ্ট্র। ব্রিটেন ইউরোপের ধনী দেশগুলোর একটি এবং এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উঁচু।

অর্থনীতি

ব্রিটেন একসময় বিশ্বের প্রধান ও অগ্রগামী অর্থনৈতিক শক্তি ছিল। ১৮শ শতকের শেষে ও ১৯শ শতকের প্রথমে একটি সমাজ সৃষ্টি হয় যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল বেশি। ব্রিটেনই ছিল বিশ্বের প্রথম নগরায়িত রাষ্ট্র, যেখানে অর্ধেকেরও বেশি নাগরিক শহরে বাস করেন। দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের সুবাদে ১৯শ শতকে রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে ব্রিটেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশে পরিণত হয়। শিল্প বিপ্লবের আগে ও পরে বহুকাল যাবৎ লন্ডন ছিল বিশ্বে পুঁজিবাদের মূল কেন্দ্র। লন্ডন এখনও বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর একটি।

সংস্কৃতি

আধুনিক যুগের শিল্পকলাতেও ব্রিটেন সবসময়ই গুরুত্ব পেয়েছে। ব্রিটেনের লেখকদের রচিত নাটক, উপন্যাস, গল্প এবং সম্প্রতি চিত্রনাট্য বিশ্বব্যাপী আদৃত।

www.bjilibrary.com

চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রিটিশরা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনেও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী সুরকারের দেখা মেলে, যাদের মধ্যে চিত্রশিল্পী ডেভিড হকনি এবং সুরকার স্যার এডওয়ার্ড এলগারের নাম উল্লেখ করা যায়।

পরিবহন

যুক্তরাজ্যের প্রধান বিমান সংস্থা ব্রিটিশ এয়ারওয়েস।

ব্রিটেনে উচ্চশিক্ষা

কোর্সের নাম	প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা	ভাষাগত দক্ষতা	মেয়াদ
ব্যাচেলর	কমপক্ষে ১২ বৎসর মেয়াদি শিক্ষা	আইইএলটিএস ৬-৬.৫	৩-৪ বৎসর পূর্ণকালীন স্টাডি
মাস্টার্স	কমপক্ষে ১৬ বৎসর মেয়াদি শিক্ষা	আইইএলটিএস ৬.৫-৭	১-৩ বৎসর পূর্ণকালীন স্টাডি

যেসব বিষয়ে অধ্যয়ন করতে পারেন :

ইংল্যান্ডে অধ্যয়নের জন্য আপনি নিম্নের যে কোন বিষয় বেছে নিতে পারেন:

- তত্ত্বীয় ও ফলিত বিজ্ঞান
- কম্পিউটিং অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স
- হেলথ অ্যান্ড মেডিসিন
- আইন
- বিবিএ
- এমবিএ
- সমাজবিজ্ঞান
- হোটেল ম্যানেজমেন্ট
- ক্রিয়েটিভ আর্ট ইত্যাদি

শিক্ষাব্যয় :

- ফাউন্ডেশন কোর্স প্রতি বছর ৪০০০ পাউন্ড - ১২০০০ পাউন্ড
- কলা বিষয়সমূহ - প্রতি বছর ৭০০০ পাউন্ড - ৯০০০ পাউন্ড
- বিজ্ঞান বিষয়সমূহ- প্রতি বছর ৭৫০০ পাউন্ড- ১২০০০ পাউন্ড
- ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহ- প্রতি বছর ১০০০০ পাউন্ড -২১০০০ পাউন্ড
- এম,বি,এ- প্রতি বছর ৪০০০ পাউন্ড - ৩০০০০ পাউন্ড

কাজ করার সুযোগ :

- ইংল্যান্ডে ছাত্রছাত্রীরা প্রতি সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজ করার সুযোগ পায় এবং ছুটির দিন এই সুযোগ ৩৬ ঘন্টার জন্য। বড় বন্ধের সময় কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই সবসময়ই কাজ করতে পারে শিক্ষার্থীরা।

www.bjilibrary.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্কলারশিপ

ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। তবে সংখ্যায় খুব কম কিন্তু প্রচুর আবেদন পড়ার কারণে এই স্কলারশিপ পাওয়া খুবই কঠিন। তাছাড়া পুরো টিউশন ফি এবং স্টাইপেন্ড তুলতে অন্তত দুটো স্কলারশিপ পেতে হয়। এজন্যে আমার পরামর্শ হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যাম্ব্রিজ

ক্যাম্ব্রিজ প্রতি বছর প্রায় ৮০টা স্কলারশিপ দিয়ে থাকে আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের পিএইচডি করার জন্য। শর্ত একটাই, তিন বছরে শেষ করতে হবে। এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ভর্তির জন্য আগেই আবেদন করতে হবে। সেই আবেদনের ডেড লাইনগুলো অন্যান্য ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটি থেকে বেশ আগে (ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারির দিকে) অতএব, এ বিষয়টি মাথায় রাখবেন। যারা আবেদন করতে চান, তারা নিচের লিঙ্ক থেকে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারবেন। ওয়েবসাইট:
http://www.admin.cam.ac.uk/offices/gradstud/fees/-funding/ciss/

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন ইউসিএল

প্রতি বছর ১৫টা স্কলারশিপ দেয় আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের যারা পিএইচডি করতে ইচ্ছুক। এছাড়া ORS নামে তারা নিজেরা একটা স্কলারশিপ চালু করেছে যা আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত ফি টা দিয়ে থাকে। এই স্কলারশিপ দেয়া হয় প্রতি বছর ৪০টা। এটা অন্য যে কোন স্কলারশিপের সাথে পাওয়া সম্ভব। এছাড়াও আরো বেশ কিছু স্কলারশিপ রয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়টি বিভিন্ন বিষয়ে দিয়ে থাকে। সব স্কলারশিপের তথ্য এক সাথে নিচের শেয়ার করা লিঙ্কটায় পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইট:
http://www.ucl.ac.uk/selcs/research-degrees/scholar-ships-research

ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগো

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রতি বছর কিছু স্কলারশিপ আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে থাকে যা EU ফিস এবং প্রায় ১৪ হাজার পাউন্ড স্টাইপেন্ড দেয়। এই স্কলারশিপটা যারা পায় তাদের ORS স্কলারশিপের জন্যেও নমিনেটেড হয়। উল্লেখ্য এখানে কোন টিচিং ডিউটির বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি যদি টিচিং-এ যুক্ত হন তাহলে এই অংকটাকে আরো বাড়িয়ে নিতে পারবেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিষয়ভিত্তিক আরো বেশ কিছু স্কলারশিপ দেয় বিশ্ববিদ্যালয়টি। সবগুলো স্কলারশিপ এবং সেগুলোর জন্যে আবেদন করার নিয়ম নিচের লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারবেন। ওয়েবসাইট:
http://www.gla.ac.uk/scholarships/internationalschol-arships/postgraduateresearch/

www.bjilibrary.com

ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিন

ট্রিনিটি রিসার্চ মাস্টার্স এবং পিএইচডি এর জন্যে বেশ ভালো দুটো স্কলারশিপ দেয় যেখানে যেকোন দেশের ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করতে পারে এবং ফি টা ইইউ হোক আর নন-ইইউ, দুটোই স্কলারশিপ কভার করে।

প্রথম স্কলারশিপের নাম, 'আশার ফেলোশিপ' যা পুরো ফি দেবে এবং সাথে ১৬ হাজার ইউরো স্টাইপেন্ড দেবে। এই স্কলারশিপের সাথে কোন টিচিং ডিউটি নেই। চাইলে আপনি ডিপার্টমেন্টের টিচিং ডিউটি করে আরো কিছু টাকা আয় করতে পারবেন। এই স্কলারশিপটা পিএইচডির জন্য দেয়া হয় তবে যদি কেউ মাস্টার্স করতে চায় তাহলে আগে থেকে এ বিষয়ে জেনে নেয়া ভালো।

দ্বিতীয় স্কলারশিপটার নাম 'পোস্টগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ স্টুডেন্টশিপ'; এটাও সম্পূর্ণ ফি দেবে সাথে ৮০০০ ইউরো স্টাইপেন্ড দেবে। তবে সপ্তাহে ছয় ঘন্টার টিচিং ডিউটি রয়েছে। ছয় ঘন্টার ওপরে টিচিং ডিউটি থাকলে বাড়তি অংশের টাকা আপনি পাবেন। যারা মাস্টার্সের জন্যে আবেদন করতে চান, তারা ট্রিনিটি কলেজের গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করে নিতে পারেন এই ই-মেইলের মাধ্যমে: jgeoghe@tcd.ie।

বিস্তারিত জানতে নিচের লিঙ্ক দেখুন:

আশার ফেলোশিপ:

http://www.tcd.ie/Graduate_Studies/prospectivestudents/awards/ussherfellowships/index.php

পোস্টগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ স্টুডেন্টশিপ:

http://www.tcd.ie/Graduate_Studies/prospectivestudents/awards/studentships/index.php

অক্সফোর্ড:

http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/-scholarships/university/

ইম্পেরিয়াল:

http://www3.imperial.ac.uk/registry/studentfinancial-support/pgscholarships

এডিনবরা:

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate

রিসার্চ গ্র্যান্ট স্কলারশিপ

প্রফেসরের প্রজেক্টের মাধ্যমে স্কলারশিপ পাওয়াটা শুধু আপনার অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নয়, বরং আপনার নিজেকে উপস্থাপন করার ক্ষমতার ওপরও নির্ভর করে। এছাড়াও আপনার স্যারদের সাথে (যাঁরা রেফারেন্স লেটার দিচ্ছেন) সম্পর্ক কেমন সেটাও একটা বড়ভূমিকা রাখে। যোগাযোগের সময়ই একটু নজর দেবেন তাদের হাতে থাকা ফান্ডের দিকে। যদি EPSRC এর ফান্ড থাকে, তাহলে কপাল খারাপ। এটা ব্রিটেনের ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রধান ফান্ডিং বডি

www.bjilibrary.com

যারা আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের ফান্ড দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে রেখেছে। প্রফেসর চাইলেও আপনাকে ফান্ড দিতে পারবে না। তবে যদি EU ফান্ডেড প্রজেক্ট হয়, তাহলে আপনি হোম ফি পর্যন্ত পেতে পারেন।

ব্রিটেনে রিসার্চ গ্র্যান্টে পিএইচডি করা যতটা কঠিন, আয়ারল্যান্ডে ততটাই সহজ। ওখানে সাধারণত ফান্ডগুলো হয় EU পর্যায়ের ফি'র, কিন্তু প্রফেসর চাইলে স্টাইপেন্ড বাড়িয়ে ফি' টা ব্যালেন্স করে দিতে পারেন। ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটিতে আমি একটা রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছিলাম যেখানে প্রফেসর আমাকে এ কথা লিখেছিলেন, "I may also be able to top up the eur 15,000 with some additional funds but I won't have information on this until October, after the research students are in place." (অনেকদিন পর ২০০৭ সনের মেইল খুঁজে বের করলাম!); মূল কথা হলো, আয়ারল্যান্ডে রেস্ট্রিকশন নেই। আপনার প্রফেসর যত ক্ষমতাবান হবেন, আপনি ততটা সুযোগ সুবিধা পাবেন।

টট মাস্টার্স স্কলারশিপ

যারা 'টট মাস্টার্স' পড়তে চান তাদের জন্য স্কলারশিপের সম্ভাবনা খুবই সীমিত। আয়ারল্যান্ডে এ ধরনের স্কলারশিপ দেয়া হয় না বললেই চলে। তবে ব্রিটেনে কিছু স্কলারশিপ রয়েছে। এক্ষেত্রে দুটো ক্যাটাগরিতে আপনি স্কলারশিপ পেতে পারেন। প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে এক্সটার্নাল বডি যারা ছাত্র-ছাত্রীদের ফান্ডিং দিয়ে থাকে। এই স্কলারশিপগুলো ফি এর পাশাপাশি একটা স্টাইপেন্ডও দিয়ে থাকে। অন্য দিকে দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব স্কলারশিপ যা সাধারণত ফি এর একটা অংশ হয়ে থাকে।

এক্সটার্নাল স্কলারশিপ

কমনওয়েলথ

ব্রিটেনে পিএইচডি-এর জন্যে সরকারি ভাবে দেয়া স্কলারশিপের মধ্যে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ সবচেয়ে ভালো। এটা আপনাকে সম্পূর্ণ ফি দেবে, স্টাইপেন্ড দেবে এবং বিমান খরচটাও দেবে। এই স্কলারশিপের আরেকটা বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আপনি আগে স্কলারশিপ পাবেন, তারপর বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজবেন। ১৯৫৯ সনে প্রতিষ্ঠিত কমনওয়েলথ স্কলারশিপ প্ল্যান-এ এক সময় কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াও অংশ নিত। কিন্তু এখন শুধুই বৃটেনে পড়তে যাওয়ার জন্যে এ স্কলারশিপ দেয়া হয়। তবে আশাহত হবার মত সংবাদ হচ্ছে সম্প্রতি তারাও ফান্ড কমিয়ে দিয়েছে। এই লেখায় আলোচ্য অন্য স্কলারশিপগুলোর সাথে এই স্কলারশিপটার একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে, এর জন্যে আপনি ব্রিটেনে আবেদন করবেন না বরং বাংলাদেশ থেকে UGC-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহণ করা, ইন্টারভিউ নেয়া এবং সিলেকশন প্রক্রিয়ার সবই করবে বাংলাদেশের UGC।

স্কলারশিপটার দুটো ভাগ রয়েছে। একটা ভাগ সবার জন্য উন্মুক্ত। অর্থাৎ যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক সেটার জন্যে আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু অন্য ভাগটা শুধুই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ। যে কোন ধরনের মাস্টার্স

www.bjilibrary.com

(অর্থাৎ টট বা রিসার্চ) এবং পিএইচডি উভয় পর্যায়ের জন্যই কমনওয়েলথ স্কলারশিপ দেয়া হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে UGC-তে সরাসরি যোগাযোগ করার পরামর্শ দেব। তাদের ওয়েব সাইট ঘেটে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না কেননা সেখানে খুব বেশি তথ্য দেয়া নেই। তাছাড়া বর্তমানে কমনওয়েলথ স্কলারশিপে রাজনৈতিক প্রভাব যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তাই শুধু একটা স্কলারশিপের উপর নির্ভর করার মত বোকামি করবেন না।
ওয়েবসাইটঃ http://www.ugc.gov.bd/scholarships/

চিভনিং স্কলারশিপ

এই স্কলারশিপটা ব্রিটিশ সরকারের ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস থেকে দেয়া হয়। যারা বৃটেনে এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্সে পড়তে আসতে আগ্রহী তারা এটার জন্য আবেদন করতে পারেন। এই স্কলারশিপের জন্য শর্ত হচ্ছে আপনি যে ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক, সেখানে অন্তত দুই থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অর্থাৎ আপনি যদি ব্যাংকার হতে চান তাহলে ব্যাংকিং অথবা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে অভিজ্ঞতা দেখাতে হবে। এছাড়া আপনাকে IELTS–এ 7 বা তার অধিক স্কোরও দেখাতে হবে এবং অবশ্যই আগে কখনও বৃটেনে পড়ালেখা করা যাবে না। এই স্কলারশিপটা কমনওয়েলথ এর মতই আপনার টিউশন ফিস, ট্র্যাভেল এক্সপেন্স এবং স্টাইপেন্ড দেবে। এছাড়াও আরো কিছু ছোট ছোট সুবিধা আপনি এই স্কলারশিপের মাধ্যমে পেয়ে থাকবেন। যারা চিভনিং এর জন্য আবেদন করতে চান তারা সরাসরি বাংলাদেশের যে কোন ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিসে যোগাযোগ করুন। যদিও আবেদন করতে হয় অনলাইনে ই-চিভনিং নামে একটা পোর্টালের মাধ্যমে কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিল আপনাকে আরো বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।
ওয়েবসাইটঃ
http://www.britishcouncil.org/bangladesh-education-scholarships-chevening.htm

আগা খান স্কলারশিপ

আগা খান ফাউন্ডেশনের স্কলারশিপটা বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের 'টট মাস্টার্স' পড়ার জন্য আরেকটা ভালো স্কলারশিপ। এ স্কলারশিপ আপনাকে দেবে পূর্ণাঙ্গ টিউশন ফি এবং বেশ ভালো একটা স্টাইপেন্ড। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, আপনি পাস করে চাকরি করা শুরু করলে পাঁচ বছর বা এরকম একটা সময়ের মধ্যে স্কলারশিপের অর্ধেক ফেরত দিতে হবে। এটার জন্যে আবেদন করতে পারেন বাংলাদেশ অথবা লন্ডন থেকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পরামর্শ দেব, লন্ডন থেকে আবেদন না করার জন্য কেননা ওখানে কমপিটিশন খুব বেশি। এই স্কলারশিপটায় তারা ভালো করবেন যারা এক্সট্রাকারিকুলামে ভালো কারণ কর্তৃপক্ষ শুধু অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে না বরং পয়েন্টের একটা বড় অংশ থাকে পড়ালেখার পাশাপাশি আপনি আর কী কী করেছেন সেটায়। এই স্কলারশিপটা মূলত টট মাস্টার্সের জন্যই দেয়া হয়ে থাকে তবে কখনও কখনও পিএইচডির জন্যও ফান্ড দেয় তারা যদিও সেটা খুবই কম।
ওয়েবসাইটঃ http://www.akdn.org/akf_scholarships.asp

www.bjilibrary.com

ইন্টারনাল স্কলারশিপ

এছাড়া টট মাস্টার্সের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইন্টার্নালি কিছু কিছু স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে দেয়া স্কলারশিপগুলো আপনাকে খুঁজতে হবে। তবে এটাও সত্য, সব বিষয়ের জন্যে উন্মুক্ত কিছু স্কলারশিপও দেয়া হয়ে থাকে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। কিন্তু সংখ্যায় তা এতটাই নগণ্য যে প্রতিটা স্কলারশিপের জন্যে আবেদন পড়ে অকল্পনীয় হারে। এ ধরনের স্কলারশিপের উপর ভরসা করে আপনার উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা সাজানো কিছুটা বিপজ্জনক। এতে আশাহত হবার সম্ভাবনাও থাকে প্রবল।

ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছোট এবং মাঝারি অংকের স্কলারশিপ অনেক দেয়। যেমন ইম্পেরিয়াল কলেজের বিজনেস স্কুল দশ হাজার পাউন্ডের অনেকগুলো স্কলারশিপ দিচ্ছে ইদানীং যা আপনি এমবিএ-এর জন্যে পেতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও এরকম ছোট ছোট স্কলারশিপ দেয় মাস্টার্স পর্যায়ের জন্যে। আয়ারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন এমবিএ-এর জন্য কিছু স্কলারশিপ দিচ্ছে একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইরিশ-এমেরিকান বিলিয়নিয়ারের দেয়া অনুদানের মাধ্যমে। সেই বিলিয়নিয়ারের তার দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখে এই অনুদান দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে। স্কলারশিপ দেয়ার দিক দিয়ে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন-ও এগিয়ে। তারাও ছোট ছোট কিন্তু অনেক স্কলারশিপ দেয়। কিন্তু দিন শেষে এই স্কলারশিপের অংকটা তাদের ফি এর তুলনায় নিতান্তই নগণ্য থেকে যায়। ফলে এ ধরনের স্কলারশিপ পেয়েও অনেকেরই পড়ার সুযোগ হয় না। তবে কিছু মধ্যম মানের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যাদের ফি কম এবং ছোট ছোট স্কলারশিপ পাওয়া যায় কয়েকভাবে। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করতে চাইলে স্বল্প খরচে মাস্টার্স করা সম্ভব। যেমন ইংল্যান্ডের কুইনমেরি আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে প্রায়ই ছোট কিন্তু সংখ্যায় অনেক টট এবং রিসার্চ মাস্টার্স স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের ছাত্র হিসেবে আপনি প্রথমেই ২,০০০ পাউন্ড স্কলারশিপ পাবেন। তারপর আবার প্রতিটা স্কুল দেড় থেকে চার হাজার পাউন্ড পর্যন্ত মেরিট স্কলারশিপ দিচ্ছে। ভালো সিজিপিএ থাকলে এবং আগে আগে আবেদন করলে এটা পাওয়া কঠিন না। এছাড়া ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট মিনিস্টারও আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের কিছু স্কলারশিপ দিচ্ছে। যাই হোক, টট মাস্টার্সের ইন্টার্নাল স্কলারশিপগুলো কষ্ট করে আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। এজন্য ডিপার্টমেন্টাল পেজগুলোতে গিয়ে আপনার পছন্দের বিষয়ে স্কলারশিপ আছে কিনা খোঁজ নিন। যদি বিস্তারিত তথ্য না পান, তাহলে ডিপার্টমেন্টকে মেইল করে জিজ্ঞেস করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে সবচেয়ে ভালো তথ্য দিতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডিপার্টমেন্টে আপনি আবেদন করতে চান তারা। অতএব, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে কখনোই সংকোচ করবেন না।

শেষ কথা

আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে আমাদের জন্য স্কলারশিপ পাওয়াটা বেশ কঠিন। তাছাড়া বৃটেন এবং আয়ারল্যান্ডের উচ্চ ফি-এর কারণে অধিকাংশ বাংলাদেশীর পক্ষে নিজ খরচে এখানে পড়তে আসা প্রায় অসম্ভব। তাই 'স্কলারশিপ' শব্দটা অনেক সময় সোনার হরিণের মত মনে হয়। পেয়ে গেলে তো কথাই নেই, না পেলে হতাশ হবেন না। আবার চেষ্টা করুন এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। দেখবেন, একবার না একবার স্কলারশিপ পাবেন।

www.bjilibrary.com

জার্মানি

Hamboldt University of Berlin

জার্মানি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য

জার্মানি মধ্য ইউরোপের একটি রাষ্ট্র। এর সরকারি নাম সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র জার্মানি (জার্মান Bundesrepublik Deutschland বুন্ডেস্‌প্রেপুবিক ডয়চলান্ট)। জার্মানি ইউরোপের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত দেশ। এটি ১৬ টি রাজ্য গঠিত একটি সংযুক্ত ইউনিয়ন। এটির উত্তর সীমান্তে উত্তর সাগর, ডেনমার্ক ও বাল্টিক সাগর, পূর্বে পোল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্র দক্ষিণে অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ড এবং পশ্চিম সীমান্তে ফ্রান্স, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস অবস্থিত। জার্মানির ইতিহাস জটিল এবং এর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ, তবে ১৮৭১ সালের এটি কোন একক রাষ্ট্র ছিল না। ১৮১৫ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত জার্মানি একটি কনফেডারেসি এবং ১৮০৬ সালের আগে এটি অনেকগুলি স্বতন্ত্র ও আলাদা রাজ্যের সমষ্টি ছিল।

আয়তনের দিক থেকে জার্মানি ইউরোপের ৭ম বৃহত্তম রাষ্ট্র। উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরের উপকূলীয় নিম্নভূমি থেকে মধ্যভাগের ঢেউ খেলানো পাহাড় ও নদী উপত্যকা এবং তারও দক্ষিণে ঘন অরণ্যাবৃত পর্বত ও বরফাবৃত পবর্তমালা দেশটির ভূ-প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে। দেশটির মধ্য দিয়ে ইউরোপের অনেকগুলো প্রধান প্রধান নদী যেমন রাইন, দানিউব এলবে প্রবাহিত হয়েছে এবং দেশটিকে একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

জার্মানিতে নগরায়ণের হার অত্যন্ত উঁচু। বার্লিন দেশটির রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। তবে প্রাক্তন রাজধানী বন শহরে এখনও বেশ কিছু সরকারি অফিস রয়েছে। জার্মান ভাষা এখানকার প্রধান ভাষা। দুই-তৃতীয়াংশ লোক হয় রোমান ক্যাথলিক অথবা প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান।

জার্মানরা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বহু অবদান রেখেছে। জার্মানিতে বহু অসাধারণ লেখক, শিল্পী, স্থপতি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

সম্ভবত ইয়োহন সেবাস্ট্রিয়ান বাখ ও লুডভিগ ফান বেইটহোফেন সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ফ্রিডরিশ নিচা, ইয়োহান ভোলফগাং ফন গ্যোটে এবং মাসমান জার্মান সাহিত্যের দিকপাল। জার্মানি বিশ্বের একটি শিল্পোন্নত দেশ এটির অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরে বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম। জার্মানি লোহা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং মোটরগাড়ি রপ্তানি করে। জার্মানি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি।

১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তি যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত করে। মিত্র দেশগুলো দেশটিকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে: ব্রিটিশ, ফরাসি, মার্কিন ও সোভিয়েত সেনারা একেকটি অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর মধ্যকার মিত্রতা ১৯৪০-এর দশকের শেষে ভেঙে গেলে সোভিয়েত অঞ্চলটি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র তথা পূর্ব জার্মানিতে পরিণত হয়। পশ্চিম-নিয়ন্ত্রিত বাকি তিন অঞ্চল একত্রিত হয়ে পশ্চিম জার্মানি গঠন করে। যদিও জার্মানির ঐতিহাসিক রাজধানী বার্লিন পূর্ব জার্মানির অনেক অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল, তা সত্ত্বেও এটিকেও দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। কিন্তু বহু লোক পূর্ব জার্মান অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানিতে অভিবাসী হওয়া শুরু করলে ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানি সরকার বার্লিনে একটি প্রাচীর তুলে দেয় এবং দেশের সীমান্ত জোরদার করে।

১৯৮৯ সালে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের বাসিন্দারা বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলে। এই ঘটনাটিকে পূর্ব ইউরোপে সাম্যবাদের পতন ও জার্মানির পুনঃএকত্রীকরণের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের ৩রা অক্টোবর দুই জার্মানি একত্রিত হয়ে জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র গঠন করে। তবে দুই জার্মানির ভিন্ন সংস্কৃতি ও রীতিনীতির মিলন জার্মানির সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমস্যার সৃষ্টি করে; উচ্চ বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস এদের মধ্যে অন্যতম।

জার্মানিয় জাতিগোষ্ঠীসমূহ

ধারণা করা হয় সুপ্রাচীন নর্ডীয় ব্রোঞ্জ যুগ অথবা প্রকাণ্ড রোমান লৌহ যুগে জার্মানিতে আদি জাতিগোষ্ঠীগুলোর বসবাস শুরু হয়েছে। দক্ষিণ স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং উত্তর জার্মানি থেকে এই গোষ্ঠীগুলো দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বসতি স্থাপন শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। এই সম্প্রসারণের ফলে তারা গলের কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী এবং পূর্ব ইউরোপের ইরানীয়, বাল্টিক ও স্মভিক গোষ্ঠীগুলোর সান্নিধ্যে আসে। জার্মানির সেই প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা গেছে। এখন পর্যন্ত মানুষ যা জানতে পেরেছে তা হলো রোমান সাম্রাজ্যের কিছু লিখিত যোগাযোগ দলিল প্রমাণাদির মাধ্যমে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্যগুলোর অকোংশই উদঘাটিত হয়েছে।

অগাস্টাসের রাজত্বকালে রোমান জেনারেল পুবলিয়াস কুইঙ্কটিলিয়াস ভ্যারাস জার্মানিয়াতে (রাইন থেকে উরাল পর্যন্ত অঞ্চলকে রোমানরা মাঝে মধ্যেই এই নামে ডাকতো) আগ্রাসন চালানো শুরু করে। এই আগ্রাসন চলাকালেই জার্মানির গোষ্ঠীগুলো রোমানদের যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে জানতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলো

www.bjilibrary.com

নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই রোমান যুদ্ধ কৌশলের অনেকাংশ রপ্ত করতে সক্ষম হয়। ৯ খ্রিস্টাব্দে টেউটোবুর্গ বনের যুদ্ধে জার্মানির চেরুস্কান নেতা আরমিনিউস, রোমান জেনারেল ভ্যারাসের নেতৃত্বে পরিচালিত নয় লেজিয়নের এক সৈন্যদলকে পরাজিত করে। এর ফলে আধুনিক জার্মানি তথা রাইন এবং দানিয়ুব রোমান সাম্রাজ্যের বাইরেই থেকে যায়। বর্তমান জার্মানি অঞ্চলটি ৮৪৩ অব্দে ক্যারোলিঙ্গিয়ান বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যটিতে ফ্রান্সও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর বহু শতাব্দী যাবৎ জার্মানি ছিল দুর্বলভাবে একত্রিত জমিদারি ভিত্তিক কতগুলো দেশের সমষ্টি। ১৬শ শতকের পর থেকে জার্মান রাষ্ট্রগুলো ইউরোপের যুদ্ধ ও ধর্মীয় সংঘাতে ক্রমশ জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ১৯শ শতকের শুরুতে ফ্রান্স বিরোধী জনমত প্রবল হয় এবং ১৮১৫ সালে প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রগুলো একটি কনফেডারেশন গঠন করে, যা ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

জার্মানির রাজনৈতিক অবস্থা

জার্মানি ফেডারেল, সংসদীয়, প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৪৯ সালের প্রণীত সংবিধানের কাঠামো অনুযায়ী জার্মানির রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। জার্মানির সংবিধান মূলত ফেডারেল জার্মানির মূল আইন বা গ্রুন্ডগেডেটস নামে পরিচিত। সংবিধানপ্রণেতারা তাদের এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে যখন জার্মানি আবার একটি রাষ্ট্র হিসেবে পুনঃএকত্রিত হবে তখন এই সংবিধান একটি উপযুক্ত সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। সংবিধানের সংস্কারের জন্য সংসদের উভয় সভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার হয়। সংবিধানের মূলনীতিগুলোর মধ্যে জনগণের আত্মমর্যাদার নিশ্চয়তা, ক্ষমতার বিভাজন, ফেডারেল অবকাঠামো এবং আইনের চিরস্থায়ী ধারাসমূহ বিদ্যমান।

জার্মানির রাষ্ট্রপতি বুনডেস্টাগ ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সম্মিলিত সভার দ্বারা নির্বাচিত হন। ফেডারেল আইন তৈরির ক্ষমতা থাকে বুনডেসটাগ (Bundestag) ও বুনডেসরাট (Bundesat) নামে সংসদীয় দুইটি সভার মধ্যে যারা মিলিত ভাবে একটি অদ্বিতীয় আইন প্রণয়নকারী পরিষদ তৈরি করে। বুনডেসটাগ (Bundesat) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয় অপরদিকে বুনডেসরাট (Bundesrat) হল ষোলটি ফেডারেল রাষ্ট্রের সরকারের প্রতিনিধি। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সরকার তাদের প্রেরিত প্রতিনিধি নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাখে।

১৯৪৯ সাল থেকে জার্মানির প্রধান রাজনৈতিক দল হল খ্রিষ্টান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব জার্মানি। তাছাড়াও মুক্ত গণতান্ত্রিক দল নামে একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান

জার্মানির মোট আয়তন ৩,৫৭,০২১ বর্গ কি.মি. যার মধ্যে ৩,৪৯,২২৩ বর্গ কি.মি. ভূমি এবং ৭,৭৯৮ বর্গ কি.মি. জলভাগ। আয়তনের বিচারে জার্মানি ইউরোপের মধ্যে সপ্তম এবং বিশ্বের মধ্যে ৬৩তম।

পরিবেশ অবস্থান

জার্মানি পরিবেশসচেতন জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। বেশির ভাগ জার্মানই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ব্যাপারে সচেতন। এই রাষ্ট্রটি কিয়োটো প্রটোকল চরমভাবে

www.bjilibrary.com

মেনে চলে তাছাড়াও ক্ষতিকর গ্যাসের অল্প নির্গমন নিশ্চিত করে, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে। জার্মান সরকার বিপুল হারে দূষণ রোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং দেশটির সামগ্রিক দূষণ দিন দিন কমছে। যদিও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণের হার ইউরোপের অন্য সকল দেশের চেয়ে বেশি কিন্তু অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদি আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক কম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্য ও ঝড়ো বাতাস প্রায় সকল অঞ্চলে দেখা যায়।

পরিবহন ব্যবস্থা

ইউরোপের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় পরিবহন খাতের গুরুত্বের দিক দিয়েও জার্মানি কেন্দ্রে অবস্থিত। জার্মানির বহুমুখী ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা এরই পরিচয় বহন করে। বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম মোটরওয়ে জার্মানিতে অবস্থিত যা স্থানীয়ভাবে অটোবান নামে পরিচিত। উচ্চগতিসম্পন্ন রেলের একটি বহুকেন্দ্রিক নেটওয়ার্ক জার্মানি তৈরি করেছে। আন্তঃনগর এক্সপ্রেস হচ্ছে জার্মানির সর্বাধিক অগ্রসর সার্ভিস যা নগর অতিক্রম করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করেছে। রেলের সর্বোচ্চগতি ঘন্টায় ১৬০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ৩০ মিনিট, এক ঘন্টা বা ২ ঘন্টা ব্যবধানে সার্ভিস পাওয়া যায়। জার্মানির বৃহত্তম বিমানবন্দর ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও মিউনিখ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দুটোই লুফথানসার বৈশ্বিক কেন্দ্র।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে জার্মানি সবসময় নেতৃত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ফ্রান্সের সাথে কঠিন সন্ধি বজায় রেখেছে। ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে বা ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে খ্রিষ্টান গণতন্ত্রপন্থী হেলমুট কোল (Helmut Kohl) ও সমাজতান্ত্রিক এফ. মিটেরান্ডের (Francois Mitterrand) শাসন আমলে এই সন্ধি কার্যত ভেঙে যায়। জার্মানি ইউরোপের সেই সব দেশের মধ্যে অন্যতম যারা ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে অধিকতর রাজনৈতিক ঐক্য, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা জোরদার করতে চায়। নিকট ভবিষ্যতের ইতিহাস এবং বৈদেশিক শক্তির আগ্রাসনের কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তুলনামূলক ভাবে কম অংশগ্রহণ করেছে।

জার্মানিতে বসবাস

বসবাসের জন্য জার্মানি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি দেশ। আপনাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বসবাসের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

কাজের সুযোগ

জার্মানিতে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা ৯০ পূর্ণ দিবস অথবা ১৮০ অর্ধ দিবস কাজ করতে পারেন। সপ্তাহে ২০ ঘন্টার বেশি কাজের অনুমোদন নেই। একজন ছাত্র-ছাত্রী নিম্নের যে কোন একটি কাজ বেছে নিতে পারেন।

- ক্লিনিং
- বারটেন্ডিং
- হেলথ কেয়ার সার্ভিস
- ফ্রুট পিকিং
- হোটেল সার্ভিস

www.bjilibrary.com

জার্মানির শিক্ষাব্যবস্থা

মেধা আছে, অথচ আর্থিক সামর্থ্য নেই-এমন শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কম নয়। এসব শিক্ষার্থী ইউরোপের সমৃদ্ধ দেশ জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা নিতে পারেন বিনা খরচেই। জার্মানি ছাড়াও ইউরোপের আরও কিছু দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলোতে পড়াশোনার টিউশন ফি নেই। যোগ্যতাভেদে বৃত্তিরও সুযোগও আছে। পড়াশোনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন কাজ করে আয়েরও সুযোগ আছে জার্মানিতে।

ভর্তির সুযোগ বছরে দু'বার

জামার্নিতে ব্যাচেলর, মার্স্টার্স, ডক্টোরাল ও পোস্ট-ডক্টোরাল ডিগ্রি দেয়া হয়। এ ছাড়া ডিপ্লোমা করারও ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরে দুটি সেমিস্টার ভর্তির সুযোগ থাকে। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন ও অক্টোবর থেকে মার্চ শীতকালীন সেমিস্টার ভর্তি করা হয়। ব্যাচেলর ডিগ্রির মেয়াদ বিষয়ভেদে ৩ থেকে ৪ বছর ও মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য ১ থেকে ২ বছর পড়াশোনা করতে হয়। দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হয়। অর্থাৎ ভর্তির জন্য ন্যূনতম এইচএসসি পাস থাকতে হবে। ব্যাচেলর ডিগ্রির পর মাস্টার্সে ভর্তির আবেদন করা যাবে। মাস্টার্সের পর আরো উচ্চতর পড়াশোনারও সুযোগ দেশটিতে।

আছে বৃত্তির সুযোগ

জার্মান সরকার ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হয়। জার্মান অ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিসের ওয়েবসাইট www.daad.de থেকে জানা যাবে বৃত্তির খবরাখবর, বৃত্তির পরিমাণ ও আবেদনের তথ্য।

শিক্ষাঋণ

জার্মানির কিছু রাজ্যে টিউশন ফি চালু করায় আর্থিকভাবে অনেক শিক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে। শিক্ষার খরচ যোগাতে ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা খণ্ডকালীন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে এই বিষয়টির সুরাহায় রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতিবিদরা শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংক ঋণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বিভিন্ন জার্মান ব্যাংক শিক্ষার্থীদেরকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে শিক্ষাঋণ দিচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকরা সাধারণত দীর্ঘদিন বেকার থাকেন না এবং তারা দ্রুত ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবেন। তবে, ব্যাংকভেদে সুদের হারে তারতম্য রয়েছ। সূত্রঃ ডয়েচে ভেলে

www.bjilibrary.com

পড়াশোনার খরচ নেই

জার্মানির সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষায় কোনো টিউশন ফি দিতে হয় না। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সেমিস্টারে গুনতে হয় ৫০০ থেকে ৭০০ ইউরো। এ ছাড়া থাকা-খাওয়া, পাঠ সহায়ক উপকরণ ও অন্যান্য খরচ বাবদ আরও প্রায় ৭০০ ইউরো খরচ হতে পারে। জার্মানিতে খণ্ডকালীন কাজের সুযোগও আছে। বিদেশি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজ করতে পারে। তবে, গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে (০৩ মাস) পূর্ণকালীন (ফুল টাইম) কাজ করার অনুমতি পায় শিক্ষার্থীরা।

যেভাবে আবেদন

জার্মানি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটগুলোতে ভর্তির আবেদন ফরম পাওয়া যায়। এখানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কথা উল্লেখ থাকে। তবে ভর্তির জন্য নম্বরপত্রসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত কাগজপত্র, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র, জার্মান বা ইংরেজি ভাষার টেস্ট স্কোর, পাসপোর্টের ফটোকপি দরকার হতে পারে। জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার ভিসার জন্য প্রথম বছরের জন্য ফান্ড ও শিক্ষাকালীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা সক্ষমতা সংক্রান্ত কাগজপত্র লাগতে পারে। বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। আবেদন পাঠানোর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে যোগ্য শিক্ষার্থীদের ঠিকানায় ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশনা বা অফার লেটার পাঠায়। এই ধাপের পর ভিসার আবেদন করতে হবে ঢাকার জার্মান দূতাবাসে। ঠিকানা: টেস্টে গুলশান নর্থ এভিনিউ, ঢাকা।

আরও যা লাগবে

জামার্নির অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ভাষায় পাঠদান করা হয়। যদি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান, তাহলে জার্মান ভাষার ওপর কোর্স করতে হবে। ইংরেজিতে পড়ানো হয়-এমন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের ক্ষেত্রে আইইএলটিএস বা টোফেল টেস্টে ভালো স্কোর থাকতে হবে।

জার্মান ভাষা শিখতে

জার্মানির অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই জার্মান ভাষায় পড়ানো হয়। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় জার্মান ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে এর জন্য ন্যূনতম আইএলটিএস স্কোর থাকতে হবে ৫.৫০ জার্মান ভাষা শিখে গেলে পড়াশোনা অনেক সহজ হবে।

ঢাকার জার্মান কালচারাল সেন্টারে আছে জার্মান ভাষা শেখার সুযোগ। ঠিকানা: বাড়ি-১০ রোড-৯ (নতুন) ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন: ০২-৯১২৬৫২৫। অনলাইনে তথ্য জানতে পারবেন এই লিংকে-

www.goethe.de/ins/bd/dha/enindex.htm

যেসব বিষয়ে পড়তে পারেন

ডিপ্লোমা ব্যাচেলর, মাস্টার্স স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রচলিত ও চাহিদাসম্পন্ন প্রায় সব বিষয়েই পড়তে পারবেন জার্মানিতে। এখানকার সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার সায়েন্স, ন্যাচারাল সায়েন্সে, বিভিন্ন বিষয়ে

www.bjilibrary.com

ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাকাউন্টিং, বিবিএ, এমবিএ, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং অ্যান্ড ই-কমার্স, অ্যাগ্রিকালচার ছাড়াও রয়েছে অনেক বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ।

জার্মানির প্রথম সারি কিছু বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিভার্সিটি অব হামবার্গ
ওয়েব: www.uni-hamburg.de
ইউনিভার্সিটি অব বন
ওয়েব: www.uni.bonn.de
ইউনিভার্সিটি অব আগসবার্গ
ওয়েব: www.uni-augsbrg.de
ওয়েব: www.uni-bremen.de
জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন-
www.study.in-germany.de

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-১

উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে গন্তব্য জার্মানি

জার্মানিকে বলা হয় 'The Land of Ideas'। বিশ্বায়ন ও উন্নয়নের এই যুগে শিক্ষার উন্নতমান ও নিজের ক্যারিয়ারকে গতিশীল করে তুলতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবে সঠিক তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সহযোগিতার অভাবে অনেক সময় যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হচ্ছেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা হতে। অনেক সময় সঠিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় নির্বাচন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন তারা। এ দিক থেকে সহজেই শিক্ষার্থীরা বেছে নিতে পারেন ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৬৮ বর্গমাইলের এ দেশটিকে। উন্নত জীবনব্যবস্থা, শিক্ষার মান ও আবাসন সুবিধার দিক থেকে দেশটি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

কেন জার্মানিকে বেছে নেবেন : উচ্চশিক্ষার জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পছন্দের অন্যতম গন্তব্য এখন ইউরোপের সমৃদ্ধ দেশ জার্মানি কারণ এখানে রয়েছে শিক্ষা ও গবেষণায় শূন্য টিউশন ফি ও শিক্ষাবৃত্তির সুবিধা। দেশটির অর্থনীতি বেশ শক্তিশালী যা তাদের শিক্ষার মানকে উন্নত করতে সহযোগিতা করেছে। জার্মান সরকার শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বিশ্বের অন্যতম বড় বিনিয়োগকারী ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ হয়ে থাকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুষদে। বিগত ১৫ বছরে জার্মানি বিদেশি শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার নিয়মেও অনেক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষায়িত বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান চালু করেছে যেখানে তারা মানসম্পন্ন বেশকিছু বিষয় পড়িয়ে থাকেন। বিশ্বের সেরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি ও ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি রয়েছে জার্মানিতে। ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ জার্মানি নিরাপত্তার দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম নিরাপদ স্থান। সহজ ও উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম ও জীবনযাত্রার মান এবং সহজেই এ দেশ থেকে ইউরোপের অন্য দেশে সুযোগ করে নেবার সুবিধা দেশটিকে করে তুলেছে বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি আকর্ষণীয়।

বৃত্তির সুযোগ : প্রতিবছর আড়াই লাখ বিদেশি শিক্ষার্থী এবং ২৩ হাজার পিএইচডি গবেষক জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হন এই বিশাল সংখ্যার শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ শতাংশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকেন। ডিএএডি বা জার্মান ছাত্রবিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী জার্মানিতে পড়াশোনার সুযোগ পান। বর্তমানে ৪৫ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিভোগীদের ৭০ শতাংশই আসেন বিদেশ থেকে স্নাতক কোর্সের শিক্ষার্থীরা মাসে ৬৫০ ইউরো, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা ৭৫০ ইউরো আর পিএইচডি গবেষকরা এক হাজার ইউরো পেয়ে থাকেন বৃত্তি হিসেবে। তবে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সুযোগ সীমিত। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বৃত্তি নিয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য জার্মানিতে যান শিক্ষার্থীরা। 'স্টিপেন্ডিয়াটেন ডেয়ার স্টুডিয়েনস্টিফটুং ডয়েচেস ফল্ক', 'ডয়েচলান্ড স্টিপেন্ডিয়ুম' নামের বৃত্তিসহ বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পাওয়ার সুযোগও রয়েছে। ডিএএডি কনরাড আডেনাওয়ার ফাউন্ডেশন, হাইনরিশ ব্যোল ফাউন্ডেশন, ফ্রিডরিশ এবার্ট ফাউন্ডেশন, বোরিংগার ইংগেলহাইম ফাউন্ডেশন প্রভৃতি ফাউন্ডেশন থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকেন শিক্ষার্থীরা।

www.bjilibrary.com

জার্মানিতে পড়ার কিছু বিষয় : জার্মানিতে বর্তমানে ৪৫০টির বেশি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে। জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গভর্ন্যান্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, অ্যাডভান্সড অ্যাটারিয়ালস, অ্যাডভান্সড অনকোলজি, কমিউনিকেশন টেকনোলজি, এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ফিন্যান্স, ইকোনমিক্স, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, মলিকিউলার সায়েন্স, বিভিন্ন ভাষা বিষয়ে পড়াশোনা, কেমিস্ট্রি, বায়ো-কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, পরিবেশ বিদ্যা, পানি-বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্সসহ প্রকৌশল ও জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে।

অনার্সে পড়তে আগ্রহীদের জেনে রাখা ভালো : জার্মানিতে স্নাতক কোর্স সাধারণত ৩ বছর মেয়াদি। আপনি সরাসরি ব্যাচেলর এ আবেদন করতে পারেন জার্মানিতে এবং সেক্ষেত্রে আপনার যে যোগ্যতা লাগবে: সর্বমোট ১৪ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করার প্রমাণপত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ এস.এস.সি ও এইচ.এস.সির পাশাপাশি বাংলাদেশের যেকোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্তত ২ বছর পড়াশুনা শেষ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। IELTS স্কোর কমপক্ষে ৬.০ থাকতে হবে। আপনি যে সাবজেক্টে অধ্যয়নরত, সেই সম্পর্কিত কোনো কোর্স খুঁজে বের করতে হবে যেটা ১০০% ইংরেজিতে পড়ানো হয়। ব্যাচেলর-এ বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে Uni-assist (বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তি আবেদন যাচাই-বাছাই করার জন্য জার্মান সরকার স্বীকৃত একটি সংস্থা) দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হয়। Uni-assist এ আবেদন ফি প্রথমবারের জন্য ৭৫ ইউরো এবং পরবর্তী সকল আবেদনের জন্য ১৫ ইউরো করে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই টাকা জমা দেয়া যায় অথবা ডাচ বাংলা ব্যাংক এর মাধ্যমে অনেক সহজেই পাঠাতে পারেন।

মাস্টার্স এ আগ্রহী শিক্ষার্থীদের যা জানা দরকার : এ দেশে মাস্টার্স কোর্সের ব্যাপ্তিকাল সাধারণত ২ বছর, তবে খুব কম কোর্স-ই আছে যেগুলোর সময়সীমা ১ বছর। মাস্টার্স-এ ভর্তিচ্ছুদের অবশ্যই ইউ জি সি অনুমোদিত যেকোনো সরকারি কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। আই.ই.এল.টি.এস পরীক্ষার স্কোর অন্তত ৬.৫ (টোফেল স্কোর: ৫৫০) থাকাটা খুবই জরুরি। সরাসরি জার্মানির যেকোনো ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করা যায়। তবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনি-এসিস্ট এর মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। চাকরি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, গবেষণামূলক কাজ, জার্নাল-আর্টিকেল প্রকাশ করা ইত্যাদি অনেক সময় ভর্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভর্তি সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য কোনো এজেন্সির সাহায্য না নিয়ে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট/ কোর্স কো-অর্ডিনেটর এর সাথে যোগাযোগ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

পিএইচডি আগ্রহীদের দরকারি তথ্য : এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রি থাকা অপরিহার্য, সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত পাবলিকেশন, আর্টিকেল টনিকের মত কাজ করে। এছাড়া পিএইচডি পাবার ক্ষেত্রে ভালো মানের প্রপোজালও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সাথে যোগাযোগ করেও খুব সহজে পিএইচডি করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। জার্মানিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় পিএইচডি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো DAAD।

www.bjilibrary.com

এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ফ্রনহফার ইনস্টিটিউট, হেলমল্টস অ্যাসোসিয়েশন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। অন্যদিকে পিএইচডি ফান্ডিং এর পরিমাণ মাসিক ১০০০ ইউরো থেকে শুরু করে ১৫০০ ইউরো পর্যন্ত, এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

ভর্তি আবেদন যেভাবে শুরু করবেন :

জার্মানিতে বছরে ২টি সেমিস্টার: একটি গ্রীষ্মকালীন (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) এবং অপরটি শীতকালীন (অক্টোবর-মার্চ)। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহীরা যত দ্রুত সম্ভব পছন্দের কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয় খোঁজা শুরু করতে পারেন। আপনার পছন্দের কোর্সটি গ্রীষ্মকালীন নাকি শীতকালীন সেমিস্টার-এ করা যায় তা ভালোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট-এ দেখে নিন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্সে আবেদনের শেষ সীমা বিভিন্ন রকম হতে পারে, তাই আবেদনের ডেডলাইন মনে রেখে আগে ভাগেই অ্যাপ্লাই করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র, যেমন: মটিভেশন লেটার, রিকমেন্ডেশন লেটার, চাকরির অভিজ্ঞতা সনদ, ভাষাগত (আই.ই.এল.টি.এস অথবা টোফেল) দক্ষতার সনদপত্র, অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, পাসপোর্টসহ অন্যান্য কাগজপত্র অবশ্যইর নোটারির মাধ্যমে সত্যায়িত করে নিতে হবে। এরপর, ইউনিভার্সিটির নির্ধারিত ওয়েবসাইট-এ গিয়ে খুব সহজেই ভর্তি-ফর্ম পূরণ ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস আপলোড করে আবেদন করে ফেলা সম্ভব। অনলাইন আবেদনের শেষে উল্লিখিত কাগজপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা বরাবর পাঠাতে হয়, এক্ষেত্রে ডি এইচ এল (DHL) ও FedEx খুবই কার্যকরি মাধ্যম। আবেদনের সর্বশেষ সময়সীমা পার হওয়ার ১-২ মাসের মধ্যেই ভর্তির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়। যাদের ভর্তি নিশ্চিত হয়, তাদেরকে ই-মেইলে কিংবা ডাকযোগে ভর্তিপত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া :

জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ভর্তিপত্রসহ ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাসের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট-এ গিয়ে আবেদন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। নির্দিষ্ট ফি (প্রায় ৫৫০০ টাকা) পরিশোধ করে ভিসা অফিসারের সাথে ভর্তি সংক্রান্ত সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে হয়। যেনে রাখা ভালো, ভিসা সাক্ষাতের সময় জার্মানিতে আপনার বাসস্থানের প্রমাণপত্র প্রদর্শন করতে হবে। সুতরাং দেরি না করে ভর্তি নিশ্চিত হবার সাথে সাথেই ইউনিভার্সিটির কোর্স কো-অর্ডিনেটর এর সাথে কথা বলে বাসস্থানের ব্যাপারে খবরাখবর নিতে পারেন। জার্মানিতে প্রত্যেকের জন্যই হেলথ-ইন্সুরেন্স অত্যাবশ্যক। ভিসা পাবার শর্ত হিসেবে ইন্টারভিউর আগেই জার্মান স্বাস্থ্য-বীমা করে নিতে হয়. এম্বাসিতে ইন্টারভিউ দেয়ার আগেই প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র তৈরি করে রাখা ভালো। বর্তমানে ভিসা পাবার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো জার্মানির ডয়েচে ব্যাংক (Deutsche Bank)-এ ব্লক অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলা আর ব্লক অ্যাকাউন্ট হল এমন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাতে আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রাখতে হবে যা আপনি চাইলেই এক সাথে তুলতে পারবেন না। আপনাকে দেয়া হবে মাসিক ৬৫৯ ইউরো করে। সাধারণত ব্লক অ্যাকাউন্ট এ

www.bjilibrary.com

রাখতে হয় ৮০৪০ ইউরো এক বছর এর জন্য। এ অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্দেশ্য হল আপনি জার্মানিতে আপনার পড়াশুনা চালাতে সক্ষম এটা প্রমাণের জন্য। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ সাক্ষাৎকারে বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি, কোর্স কারিকুলাম, বিশ্ববিদ্যালয় যে শহরে অবস্থিত সে সম্পর্কিত তথ্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ আরো অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর যত সৃজনশীল হবে, জার্মানির ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে। সাক্ষাৎকার শেষ হবার সর্বোচ্চ ২ মাসের মধ্যে ভিসা পাওয়া না পাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়। জার্মান এম্বাসি স্টুডেন্টদের সাধারণত ৩ মাসের সাময়িক ভিসা প্রদান করে (জার্মানিতে যাওয়ার পর ভিসার মেয়াদ বাড়ানো যায়)। উক্ত সময়ের মধ্যেই জার্মানির নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

জার্মানিতে স্টুডেন্ট জব :

উন্নত দেশ হওয়াতে এদেশে পার্ট-টাইম জব খুব সহজেই পাওয়া যায় তবে পূর্ব-শর্ত জার্মান ভাষা জানা। স্টুডেন্টরা তাদের পড়াশুনার খরচ যোগাতে বিভিন্ন ফাস্টফুড শপ-এ জব করতে পারে, যেমন-কে.এফ.সি, মেক ডোনাল্ডস, বার্গার কিং। তাছাড়া সেমিস্টার ছুটিতে মার্সেডিজ-বেন্জ, বি.এম.ডব্লিউ সহ আরো অনেক নামিদামি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ আছে। উল্লেখ্য যে, বিদেশী শিক্ষার্থীরা প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘন্টা কাজ করতে পারে। মাস্টার্স শিক্ষার্থীরা স্টুডেন্ট-অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও প্রফেসরদের সাথে কাজ করতে পারেন। তাতে মাসিক ৪০-৫০ ঘন্টা গবেষণাধর্মী কাজ করে প্রায় ৪৫০-৫০০ ইউরো আয় করা সম্ভব।

ক্যারিয়ার কেন্দ্রিক জব : অনার্স কিংবা মাস্টাস শেষে বিভিন্ন স্থানীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিতে ফুল-টাইম জব করার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। তবে এক্ষেত্রে জার্মান ভাষা (কমপক্ষে বি-১ লেভেল) জানা থাকলে চাকরি পাওয়া আরো সহজতর হয়।

বি.দ্র. - পড়াশুনা শেষে জার্মান সরকার বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে ১.৫ বছরের জন্য জব খোঁজার ভিসা দিয়ে থাকে।

স্থায়ী ভাবে বসবাসের সুবর্ণ সুযোগ : জার্মানিতে অন্তত ৫ বছর বৈধভাবে থাকলে, সাথে পড়াশুনা শেষ করতে পারলে Skilled Migrant হিসেবে যেকোনো শিক্ষার্থী স্থায়ীভাবে থাকার আবেদন করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফুল টাইম জব হয়ে গেলে অথবা পিএইচডি করতে পারলে সর্বোচ্চ আট বছরের মধ্যেই পি-আর (পার্মানেন্ট রেসিডেন্স) পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা থাকে।

টুকি-টাকি তথ্য :

মজার বিষয়, স্থানীয়ভাবে জার্মানি ডয়েচাল্যান্ড নামে পরিচিত। জার্মানিতে আসার আগেই জার্মান ভাষার কিছু কোর্স করা যেতে পারে এবং তা এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বুঝে ওঠা, সাধারণ মানুষের সাথে কথোপকথন ও পার্ট -টাইম চাকরি পাবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। গাণিতিক হিসেবে, ব্লক অ্যাকাউন্টসহ বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা (১১০০০ ইউরো) খরচ করেই জার্মানিতে অনায়াসে ২ বছরের পড়াশুনা শেষ করা সম্ভব।

www.bjilibrary.com

প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট :

কোর্স ও ইউনিভার্সিটি খুঁজে পেতে: ডিএএডি: daad.de/en,
ঢাকার জার্মান দূতাবাস: dhaka.diplo.de,
ভাষা শিক্ষার জন্য যোগাযোগ;
গ্যেটে ইনস্টিটিউট, ঢাকা: goethe.de/ins/bd/en/dha.html,
Uni-Assist এর নিজস্ব ওয়েবসাইট:
http://www.uni-assist.de/index_en.html,
পিএইচডি সংক্রান্ত তথ্য পেতে:
http://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers/info-for-phd-students.html,
জার্মানি ও এর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য:
https://www.study-in.de/en,
http://www.tu9.de/en
ইউনিভার্সিটি অব হামবুর্গ, ওয়েব: www.uni-hamburg.de
ইউনিভার্সিটি অব বন, ওয়েব: www.uni.bonn.de
ইউনিভার্সিটি অব আগসবার্গ ওয়েব: www.uni-augsbrg.de"
বাংলাদেশি স্টুডেন্ট ফোরাম জার্মানি (BSFG)" নামক ফেসবুকের একটি গ্রুপ থেকেও আগ্রহীরা; জার্মানিতে বর্তমানে পড়ছেন এমন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ নিতে পারেন। জার্মানির শিক্ষাব্যবস্থা, দৈনন্দিন জীবনযাপন, পড়ালেখা-চাকরির সুবিধাসহ যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাচ্ছে গ্রুপটিতে।

সাহাব ইউ আহমেদ
ফার্মাসিস্ট ও গবেষক, বখুম বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি
(সাবেক প্রভাষক, ফার্মেসি বিভাগ, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়-ঢাকা)
ই-মেইল: shihabpharmacist@gmail.com

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-২

জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার আদ্যোপান্ত

বর্তমানে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ আমাদের মত দেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থীর স্বপ্ন! স্বপ্ন হবে না কেন ? আমাদের দেশের মেধাবীরা যখন ছোট বেলা হতেই বুয়েট, মেডিক্যাল কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন লালন করে বড় হয় তখন আন্তর্জাতিক পরিসরে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থানও বেশ নাজুক। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ২০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও আমাদের স্বপ্নের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানগুলো নেই; সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ১০০০ -এ জায়গা করে নেয়া আনন্দদায়ক হলেও বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান হতাশাজনক। আসলে এই Ranking দিয়ে কী বোঝায়? Ranking গুলো আসলে করা হয় মূলত বিশ্বদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক মৌলিক গবেষণা এবং এই গবেষণার ফলাফল বিশ্বের অগ্রগতিতে কেমন ভূমিকা রাখছে তার ওপর। অতএব Ranking এটিই বলে দিচ্ছে বৈশ্বয়িক অগ্রগতিতে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বেশ নাজুক। এছাড়া পাস করার পর চাকরির টেনশনে অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটের মাথার চুল পড়ে যায়। সবকিছু মিলিয়ে নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পেশাগত দক্ষতা অর্জন, বিশ্ব সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি, দেশের কর্মক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া, সর্বোপরি নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদেশে পড়তে আসা বর্তমান ছাত্রদের অন্যতম প্রধান স্বপ্ন। তবে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আসতে পারে না কারণ তারা মনে করে বিদেশে মাস্টার্স-পিএইচডি এইসব হলো অন্য গ্রহের এলিয়েন কিংবা অতীব মেধাবীর কাজ, ইহা তাদেরকে দিয়ে সম্ভব হবে না। কিন্তু ইহা সকলকে দিয়েই সম্ভব যদি ইচ্ছে এবং সঠিক দিকনির্দেশনায় অগ্রসর হওয়া যায়। তবে যাব বললেই আসা যাবে না, প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়ার আগে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন, পছন্দের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্যতা, স্কলারশিপ, টিউশন ফি, গবেষণার সুযোগ, ভবিষ্যৎ চাকরির বাজার, জীবনযাত্রার খরচ, আবহাওয়া, (ছবি পাগলরা সুন্দর সুন্দর ছবি তোলার স্থানও বিবেচনা করে) ইত্যাদি। সবকিছু বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ ছাত্রদের পছন্দের জায়গা। একেক দেশে একেক রকম সুযোগ সুবিধা কিংবা অসুবিধা আছে। কেন জার্মানি আসবেন ? একেক জনের কাছে জার্মানি একেক কারণে উত্তম। প্রথম কারণ হলো জার্মানির শিক্ষার মান। সারা পৃথিবীতেই জার্মান ডিগ্রির কদর রয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য জার্মানিকে স্বর্গ বলা চলে, বিশ্ববিখ্যাত অনেক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্ম জামার্নিতেই। এ পর্যন্ত ১০৩টি নোবেল জার্মানদের পকেটে ঢুকেছে যা বিশ্বে তৃতীয়। এছাড়া জার্মানির অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হলো এখানে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি নেই। অর্থাৎ আপনি ফ্রিতে পড়তে পারবেন। এইখানে সামাজিক নিরাপত্তা বেশ ভালো। অর্থনৈতিক ভাবেও জার্মানি বেশ শক্তিশালী। ইউরোপের প্রথম ও বিশ্বের চতুর্থ পরাশক্তি হলো বর্তমানে অ্যাঞ্জেলা মারকেলের নেতৃত্বাধীন দেশটি। তাই পড়াশুনা শেষে স্থায়ী চাকরি অথবা বসবাসের জন্য এই দেশটি খারাপ পছন্দ নয়। এছাড়া আরেকটি চমকপ্রদ বিষয় হলো এইখানকার স্টুডেন্ট ভিসা দিয়ে আপনি ইউরোপের ২৬টি দেশে

www.bjilibrary.com

গবেষণার সুযোগ তৈরি করতে পারবেন, সেই সাথে ইউরোপে ঘুরাঘুরির সুযোগ তো আছেই। তাই সবকিছু মিলিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সহজে তৈরি করতে জার্মানিতে শকুন দৃষ্টি দিতে পারেন।

কী পড়তে পারবেন জার্মানিতে? মোটামুটি সবই পড়তে পারবেন এইখানে। জার্মানিতে ব্যাচেলর, মাস্টার্স, ডক্টোরাল ও পোস্ট-ডক্টোরাল ডিগ্রি দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া ডিপ্লোমা করারও ব্যবস্থা রয়েছে। তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো মাস্টার্স বা পি এইচ ডি'র দিকে নজর দেয়া। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামগুলোতে পড়তে আসলে জার্মান ভাষায় পারদর্শিতার প্রয়োজনীয়তা নেই, ইংরেজিই যথেষ্ট। ২০১৬ সালে সব মিলিয়ে ১২৫৮টি বিষয় অফার করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণ ইংরেজিতে ; তন্মধ্যে ৯০টি ব্যাচেলর, ৭২২টি মাস্টার্স প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য (প্রতি বছরই বিষয়ের সংখ্যা বাড়ছে)। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরে দুটি সেমিস্টারে ভর্তির সুযোগ থাকে। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন ও অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকালীন সেমিস্টার। গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টারের জন্য আবেদন করতে হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এবং শীতকালীনের জন্য জুন-জুলাই মাসে। ব্যাচেলর ডিগ্রি তিন-চার বছর ও মাস্টার্স ডিগ্রিসমূহ সাধারণত দুই বছর মেয়াদি ; ফাঁকিবাজ হলে আড়াই-তিন বছরও লাগতে পারে পাস করতে তবে অধিকতর ফাঁকিবাজ হইলে সোনার বাংলার টিকেট ধরিয়ে দিবে। এবার সবচেয়ে দরকারি কথায় আসি অর্থাৎ কিভাবে জ্বালাবেন স্বপ্নের প্রদীপ ! আপনার কেমন যোগ্যতা থাকলে আপনি জার্মানির বুকে বাসা বাঁধতে পারেন সেটাই ব্যাখ্যা করব তবে আমি মাস্টার্সের বিষয়ে ফোকাস করছি।

১। বাইরে পড়তে আসার স্বপ্ন তদুপরি জামার্নিতে পড়তে আসার স্বপ্ন।

২। স্বপ্ন বাস্তবায়নে পরিশ্রম করার মানসিকতা।

৩। নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করা হতে শুরু করে জার্মানিতে এসে রান্না করার মানসিকতা। ভুলেও ভাববেন না কিছু টাকা খরচ করে এজেন্সির মাধ্যমে চলে যাবো। এজেন্সির মাধ্যমে জার্মানি আসা প্রায় অসম্ভব। তাই নিজে কাগজপত্র তৈরি করা থেকে পুরো পথ পাড়ি দিতে প্রস্তুত হোন তবে কাজগুলো অতটা কঠিন কিছু নয়।

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা : আপনি ব্যাচেলরে আসতে চাইলে ১২ বছর (অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ বছর) শিক্ষা অভিজ্ঞতা লাগবে এবং মাস্টার্সের জন্য ব্যাচেলর ডিগ্রি। অনেকে মনে করেন সিজিপিএ ৪ অথবা ৩.৮ না পেলে বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে পারব না ! এই কথা সত্য হলে বোধ হয় আমার আসা হতো না। আসলে সিজিপিএ ৩.৫ পেলেই বেশ ভালো। তবে ৩ এর উপরে থাকলে মোটামুটি সেফ বলা যায়। ৩ এর নিচে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আসা সম্ভব যদি অন্যান্য যোগ্যতা সমূহকে বেশ শক্তিশালী করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশে কোথায় পড়েছেন সেটাও ভাবার দরকার নাই কারণ ওনারা আমাদের পাবলিক-প্রাইভেট কিছুই চেনেন না। daad.de এই ওয়েবসাইটি জার্মানির উচ্চশিক্ষার বাইবেল। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার পছন্দের বিষয় খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে, সাবজেক্টের সাথে প্রয়োজনীয় বাকি সকল তথ্য যেমন আবেদনের প্রক্রিয়া, যোগ্যতা, ডেডলাইন ইত্যাদি ওয়েবসাইটেই দেয়া থাকবে।

www.bjilibrary.com

৫। ইংরেজি ভাষার দক্ষতা : জার্মানিতে আসতে হলে অবশ্যই IELTS দেয়া লাগবে। সেই ক্ষেত্রে স্কোর ৭ এর টার্গেট রাখা ভাল যাতে ৬.৫ এর নিচে স্কোর না নামে এবং কোন ব্যান্ডেই যেন ৬ এর কম না হয়। IELTS এর ভয়ে অনেকের বাইরে আসার স্বপ্ন শেষ হয় যায়। আসলে একটু একটু করে কয়েক মাস প্রস্তুতি নিলে IELTS এর বাধাটি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারবেন।

৬। মোটিভেশন লেটার: জার্মানিতে ভর্তির জন্য একটা গুণগানপত্র প্রয়োজন হবে একেই মোটিভেশন লেটার বলে। এই পত্রের মাধ্যমে আপনি মূলত নিজের গুণগান গাইবেন। যিনি এই লেটার পড়বেন তাকে বুঝাইতে হবে আপনি কেন যোগ্য, কেন ভর্তির জন্য আবেদন করছেন, এই শিক্ষা আপনার ভবিষ্যতের জন্য কিভাবে কাজে লাগবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পড়তে চান, জার্মানিতেই কেন আসবেন ইত্যাদি। আপনার অতীত অভিজ্ঞতা/ পুরস্কার ইত্যাদি বলতে পারেন। উপরোক্ত বিষয়গুলো লিখার সময় অবশ্যই আপনার সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্যারিয়ার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা উচিত। মোটিভেশন লেটার সাধারণত ২ পৃষ্ঠার মধ্যেই লিখতে হয়, কখনো ১ পৃষ্ঠা যথেষ্ট। সবশেষে, কোনোভাবেই কপি পেস্ট করবেন না, ধরা পড়লে আপনার আবেদনই বাতিল হয়ে যেতে পারে।

৭। রিকমেন্ডেশন লেটার: অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে রিকমেন্ডেশন লেটার চাইতে পারে। এটি হল আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে চেনে জানে এমন শিক্ষকের সুপারিশপত্র। আপনার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান, আপনার প্রজেক্ট কিংবা থিসিস সুপারভাইজর অথবা অন্য যে কোন শিক্ষক (Professor/ Associate Professor হলে ভাল) হতে এটি সংগ্রহ করতে পারেন যেখানে আপনার যোগ্যতা, দক্ষতা অথবা ভাল দিকগুলো উল্লেখ থাকবে সেই সাথে আপনার সীমাবদ্ধতাও লিখা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে এটি পড়ে যেন মনে না হয় কপি পেস্ট করেছেন অথবা যেন মনে না হয় আপনার প্রফেসর আপনাকে না জেনেই প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। রিকমেন্ডশন লেটার সাধারণত ২/৩টি যথেষ্ট।

৮। পাবলিকেশন ও অন্যান্য : এই বিষয়টা খুব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও প্রতিযোগিতায় আপনাকে অনেকখানি এগিয়ে রাখবে। সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন খুব বেশি দরকার। অনার্সের ৩য় বর্ষ থেকে যদি কোন রিসার্চের সাথে সংযুক্ত হওয়া যায় তবে পাস করার আগেই দু-একটি পাবলিকেশন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া যে কোন ধরনের পুরস্কার, ভলান্টিয়ার অভিজ্ঞতা, সায়েন্টিফিক সেমিনারে অংশগ্রহণ ইত্যাদি আপনার সিভি (Curriculum Vitae/ RESUME) কে বেশ চমকপ্রদ করবে এবং অন্য প্রতিযোগী হতে আপনি বেশ এগিয়ে থাকবেন। যাদের GPA একটু কম তাদের জন্য ভাল IELTS এর পাশাপাশি এই সবই প্লাস পয়েন্ট।

উপরের সবকিছু মিলিয়ে একটা আকর্ষণীয় CV বানাতে হবে। বেশ সময় নিয়ে নিজে তৈরি করবেন এবং পরে সিনিয়র কাউকে দিয়ে রিভিউ করিয়ে নিন। অলসতা করে ইন্টারনেটের ফরম্যাটে নিজের নাম বসিয়ে কাজ সেরে ফেলবেন না। মনে রাখবেন, শর্টকাট মানেই বিপদ।

৯। সঠিক তথ্য ও সঠিক পরিকল্পনা : এটি আপনার অন্য সব কিছুকে মূল্যায়ন করবে। যেখানে আবেদন করবেন তার রিকোয়ারমেন্টস ভাল করে বুঝে নিন, ডেডলাইন ডাবল চেক করুন, কোন ডকুমেন্ট কেমন করে চাইছে অর্থাৎ নোটারি

www.bjilibrary.com

কিংবা অন্য কোন রকম সত্যায়ন দরকার আছে কিনা ভালো করে দেখে নিন। অ্যাপ্লাই করার পদ্ধতিও বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে আলাদা, সেটিও মাথায় রাখতে হবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি আবেদন করা যায় কোথাও আবার Uni-assist এর মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করা। এছাড়া ভিসার জন্য আবেদন করা, ভিসা পাওয়া এবং জার্মানিতে আসা অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়ায় অনেক কাজ করা প্রয়োজন তাই প্রতিটি কাজই পরিকল্পনা করে করবেন, সরকারি ছুটির দিন মাথায় রাখবেন। কোন কনফিউশন থাকলে অবশ্যই পরিচিত যারা জার্মানি গিয়েছে তাদের কাছে জানতে চান, ফেসবুকে এই সংক্রান্ত গ্রুপ আছে ঐখানে জিজ্ঞেস করুন। সবাই আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

১০। প্রবল ধৈর্য !! হেরে যাওয়া যাবে না। পুরো পথে ছোটখাটো অনেক সমস্যা আসবে, কোনো কিছুতেই থেমে যাওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, আপনি জার্মান সরকারের টাকায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে আসবেন, বাপের টাকায় নয়। তাই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে জামার্নিতে পা রাখার আগ পর্যন্ত। রেস্টুরেন্টে প্রিয় মানুষের জন্য যেভাবে অপেক্ষা করেন তেমন করেই প্রবল ধৈর্য ও অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করুন প্রথমে অ্যাডমিশন লেটার এবং পরে ভিসার জন্য। এরপরেই ডয়েচাল্যান্ডের টিকেট।

অ্যাডমিশন লেটার পেয়ে গেলে কাজ অনেকখানি শেষ, এরপর ভিসার আবেদন। জার্মানিতে ভিসা পেতে হলে অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে অন্যতম প্রধান শর্ত হলো "ব্লক অ্যাকাউন্ট"। জার্মানিতে আসার আগেই জার্মানির একটি ব্যাংকে ৮০৪০ ইউরো (বাংলাদেশী টাকায় ৭ লক্ষের একটু বেশি) ব্লক করতে হয়। এটি আসলে সিকিউরিটি মানির মতই অর্থাৎ জামার্নিতে এসে নিজের থাকা খাওয়া খরচ মিটানোর মত টাকা আছে এমন প্রমাণ। এই অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি প্রতি মাসে ৬৭০ ইউরো তুলতে পারবেন এবং এক বছর পর পুরো টাকাই দেশে পাঠিয়ে দিতে পারবেন (খরচ না করলে)। কোনো কারণে জার্মানি আসতে না পারলে চিন্তার কারণ নেই, এই টাকা জার্মান ব্যাংক আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

কেমন খরচ পড়বে?

আগেই বলেছি জার্মানিতে পড়তে কোনো টাকা দেয়া লাগবে না। তবে সেমিস্টার শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী ১৫০-২৫০ ইউরো পর্যন্ত এনরোলমেন্ট ফি দেয়া লাগে তবে মজাটা হলো এই ফি এর বিনিময়ে আপনাকে একটা কার্ড দিবে যেটা দিয়ে আপনি পুরো স্টেটে (কোথাও কিছু শহর) ফ্রি যাতায়াত করতে পারবেন। এর মানে এইখানে গাড়ি ভাড়ার কোনো খরচ নেই। এছাড়া প্রতি মাসে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের জন্য টাকা দিতে হবে এবং জার্মানিতে থাকা পর্যন্ত সকল চিকিৎসা ব্যয় ওরাই বহন করবে অর্থাৎ স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে। থাকা খাওয়া, বাসা ভাড়া শহর অনুসারে ভিন্ন (যেমন ঢাকা-চট্টগ্রামের জীবনধারণ খরচ যশোর-মাগুরার জীবন ধারণের খরচ অপেক্ষা বেশি)। তবে সব খরচ যোগ করলে বড় শহরে ৫০০/ ৬০০ ইউরো এবং ছোট শহরে ৪০০/ ৫০০ ইউরোর বেশি লাগবে না। আপনার খরচ আপনার লাইফ স্টাইলের উপর; অনেকে ৪০০ ইউরো দিয়েই এইখানে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছে। (বলে রাখা উচিত বর্তমানে ১ ইউরো = প্রায় ৯০ টাকা)

স্কলারশিপ ও ফান্ডিং কি আছে ? টাকা কিভাবে যোগাড় হবে? : জার্মানিতে আসার

www.bjilibrary.com

জন্য যে দুটি স্কলারশিপ আছে আছে তা হলো DAAD ও Erasmus Mundus স্কলারশিপ। যতটুকু জানি DAAD এর জন্য আপনাকে অবশ্যই চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। Erasmus Mundus এর ব্যাপারে ইন্টারনেটে খোঁজ নিতে পারেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে অল্প কিছু স্কলারশিপ দেয়া হয়; ২য় সেমিস্টার হতে আবেদন করা যায় এসব ফান্ডিং এর জন্য। এইখানে রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টশিপেরও সুযোগ আছে যা মাস্টার্সেও পেতে পারেন। তবে পিএইচডি লেভেলে সবার্ধিক। পড়াশুনা করা অবস্থায় এইখানে চাকরি করার অনুমতি মিলবে। আপনি ছুটির দিনে অনায়াসে কাজ করতে পারবেন, পুরো দিন চাকরি করলে আপনি পাবেন বছরে ১২০ দিনের অনুমতি, হাফ দিনের ক্ষেত্রে ২৪০ দিন।
পার্টটাইম চাকরি করে নিজের খরচ নিজে বহন করে বিয়ের জন্যও কিছু জমিয়ে টাকা রাখা সম্ভব। এখন প্রশ্ন হলো চাকরি পাবো তো ? চাকরি পাবার ক্ষেত্রেও বলতে হয় শহরের ভূমিকা বেশ উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ বড় শহরে চাকরি যতটা সহজে পাওয়া যাবে ছোট শহরে ততটা নয়। পড়াশুনা বুঝে উঠে, নতুন জায়গায় অভ্যস্ত হওয়া, ভাষাগত ব্যাপার, সব মিলিয়ে অনেকে এক মাসেও পায় অনেকে ছয় মাসেও নয়। তবে সিনিয়ররা বলেন, প্রথম ছয় মাস চাকরি না করে পড়াশুনায় মন দেয়াটাই উত্তম। তাই অন্তত প্রথম ছয় মাসে নিজের পকেট হতে খরচের মানসিকতা রাখাই ভাল। আমার উপদেশ থাকবে জার্মানি আসবেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে প্রাথমিক জার্মান ভাষা শিখে আসবেন। এটি আপনাকে সব জায়গায় অনেকখানি এগিয়ে রাখবে।

Rabiul H Chowdhury
Masters in Chemistry.
Department of Chemistry and Biology.
University of Siegen. Siegen, Germany.
For any inquiry: rabiul_nh_ctg@yahoo.com

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-৩

জার্মানে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি

উচ্চশিক্ষার জন্য সবচেয়ে দরকারি হল সঠিক প্রস্তুতি। ইদানীং একটা প্রবণতা দেখা যায় যে, সঠিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়া সবাই বাহিরে আসতে চাই। একটা মানসিক রোগ এই যে, দেশের বাহিরে যাওয়া মানেই জান্নাতে চলে গেলাম! মনে হয় বিদেশে গেলেই শুধু টাকা আর টাকা। আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হল, এইসব অবাস্তব ভাবনা মাথা থেকে একদম নামিয়ে রাখুন। তার মানে এই নয় যে আমরা চাই না আপনারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে আসুন। আমরা চাই আপনারা আসুন, তাইতো সময় দিয়ে আপনাদের জন্য লিখা। এখানে অনেক সুযোগ আছে সত্য, কিন্তু আপনাকে তার জন্য যোগ্য হতে হবে। কেউ যদি যোগ্যই না হয় তাহলে কিভাবে আপনি তা অর্জন করবেন? কিছু উদাহরণ বলি তাহলে আপনাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। অনেকে বলে ভাই জার্মানি যেতে চাই কিন্তু আমি IELTS করতে পারবো না, আমাদের দেয়া লিঙ্কটাও একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার সময় নাই, নিজ থেকেও একট চেষ্টাও করেন না, ভালোভাবে পড়বেন না, জানবেন না। তাহলে ভাই কিভাবে হবে?

নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, Higher study এর জন্য সুচিন্তিতভাবে আগানো দরকার বলে আমি মনে করি।

তাঁর কিছু নিচে উল্লেখ করলাম-

১. ভালো CGPA ধরে রাখা।

২. ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানো ও IELTS / TOFEL এর জন্য প্রস্তুতি নেয়া, যথাসম্ভব ব্যাচেলর লেভেলে পরীক্ষাটা শেষ করা। (সাধারণত IELTS স্কোর ব্যাচেলরের জন্য ৬ এবং মাস্টার্স এর জন্য ৬.৫, কোন মডিউলে ৬ এর কম নয়।

৩. অ্যানালাইটিকেল দক্ষতা প্রমাণের জন্য GMAT/ GRE পরীক্ষাটা শেষ করা একটা ভালো স্কোরসহ।

৪. যত বেশি সম্ভব ছোটখাটো জব, ইন্টার্নশিপ ও প্রজেক্ট এ কাজ করার অভিজ্ঞতা নেয়া।

৫. সম্ভব হলে পাবলিকেশন করা।

৬. এক্সট্রা কারিকুলাম কার্যক্রম এ অংশগ্রহণ করা। শুধু মাত্র বিতর্কই নয়, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেনিং, সেমিনার-সিম্পজিয়াম, লিডারশিপ প্রোগ্রাম, সোশ্যাল ওয়ার্ক সচেতনতা, সামাজিক ও স্টুডেন্ট প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমও হতে পারে।

৭. কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ানো, কারণ তা আপনার উচ্চ শিক্ষার জন্য লাগবেই।

৮. পড়াশোনা করা অবস্থাতেই বিভিন্ন দেশের উচ্চশিক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা জানা বা তা সম্পর্কে খোঁজ রাখা।

www.bjilibrary.com

৯. কমিউনিকেশন দক্ষতা বাড়ানো, কারণ আপনাকে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রফেসর, ডিন ও কো-অর্ডিনেটর এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১০. সর্বোপরি সময়, শ্রম ও ধৈর্য ধরে লেগে থাকা, কোন অবস্থাতেই নিরাশ না হওয়া

খুবই গুরুত্বপূর্ণ : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাবার জন্য আর্থিক প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্কলারশিপ না পেলে বিদেশে আসার জন্য খরচ বাদেও অন্তত ৬ মাস থেকে ১ বছরের থাকার প্রস্তুতি নিয়ে আসা ভালো। ইংলিশ ভাষার দেশ না হলে এটা খুবই দরকার। কারণ নতুন দেশে এসে জব পাওয়ার মত ভাষা জানতে সাধারণত ৬ মাস লাগে। জার্মানির ক্ষেত্রে ৩ মাস পর্যন্ত জব করার অনুমতি থাকে না। ভিসা বাড়ানোর পর জব করার অনুমতি মেলে। যথাসম্ভব যে দেশে যাবেন সে দেশের ভাষা শিক্ষা, কারণ আপনি ইংরেজি মিডিয়ামে পড়লেও সে দেশে চলাচলের ও জব করার জন্য আপনার তাদের ভাষা লাগবেই। ইউরোপে হলে ভাষা শিক্ষা খুবই অত্যাবশ্যকীয়। জার্মানিতে আসতে হলে ৮০৪০ ইউরো ব্লক অ্যাকাউন্ট করতে হয়। ব্লক অ্যাকাউন্ট হল এমন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যাতে আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রাখতে হবে যা আপনি চাইলেই এক সাথে তুলতে পারবেন না। আপনাকে দেয়া হবে মাসিক ৬৭০ ইউরো করে। সাধারণত ব্লক অ্যাকাউন্ট এ রাখতে হয় ৮০৪০ ইউরো এক বছর এর জন্য। ব্লক অ্যাকাউন্ট হল আপনি জার্মানিতে আপনার পড়াশুনা চালাতে সক্ষম এটা প্রমাণের জন্য।

মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা

১. স্টুডেন্ট অবস্থাতে লাখ লাখ টাকা কামানোর চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের চলার খরচের চিন্তা করা। কারণ ঠিক ভাবে পড়াশোনা শেষ করলে অনেক টাকা আসবে, ওই সময়টার জন্য অপেক্ষা করা।

২. পাসপোর্ট বা অতিরিক্ত থাকার চিন্তা বাদ দেয়া। আপনি যোগ্য হলে তারাই আপনাকে রেখে দিবে।

৩. পড়াশোনা বাদ দিয়ে অন্য চিন্তা না করা যেমন- কিভাবে এই দেশি মেয়ে পটানো যায় ইত্যাদি।

লেখক: ইকবাল তুহিন
মাস্টার্স, জার্মানি

www.bjilibrary.com

ডেনমার্ক

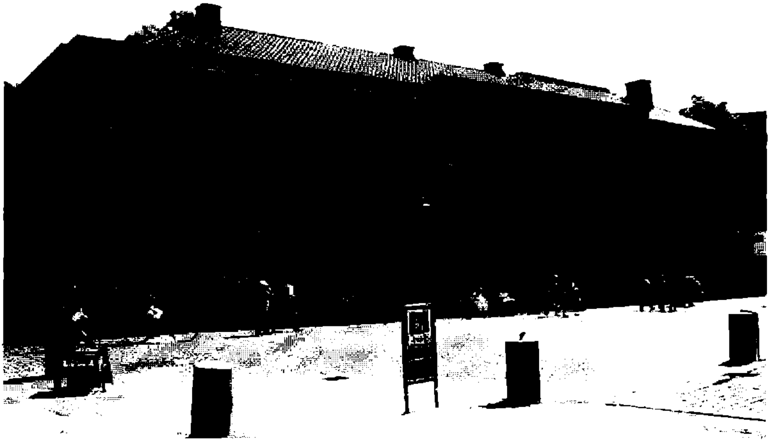

University of Copenhegen

ডেনমার্ক গ্রিন কার্ড স্কিম

IELTS ছাড়া শর্তসাপেক্ষে স্থায়ী ভাবে কাজ এবং থাকার সুযোগ। যারা এখনো ভেবে উঠতে পারছেন না যে কী করা উচিত বা এখনো কোন কোন ক্ষেত্রে কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া'র মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ার কিছু ব্যাপারের সাথে আপনাদের যোগ্যতা মিলছে না বা সুযোগ পাবার সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তিত তারা ডেনমার্ক গ্রিন কার্ড স্কিমের জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

আসল কথায় আসা যাক, আপনি যদি শিক্ষিত, দক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী হয়ে থাকেন এবং আপনার কমপক্ষে ১ বছরের ব্যয় নির্বাহের জন্য ফান্ড সাপোর্ট থাকে আর আপনার স্বপ্ন যদি হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত যে কোন দেশে কাজ, বসবাস এবং স্থায়ী হবার তবে ডেনমার্ক গ্রিন কার্ড স্কিমটি আপনার জন্য উপযুক্ত। এই স্কিমের আওতায় নন-ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশের অভিবাসীগণ প্রাথমিক অবস্থায় ৩ বছরের গ্রিন কার্ড পারমিট ভিসা বা ওয়ার্ক পারমিট (পরবর্তীতে নবায়ন যোগ্য) নিয়ে কাজ খুঁজতে ডেনমার্ক আসতে পারবেন। যদি আপনি এই স্কিমের ন্যূনতম শর্ত সমূহ পূরণ করতে পারেন তবে এর আওতায় আপনি আপনার আবেদনটি জমা করতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ ৫/৬ মাসের মধ্যে ড্যানিশ ভিসা পেতে পারেন। এই ৩ বছরের মধ্যে যখনই আপনি কাজ পেয়ে যাবেন তখনই ডেনমার্ক সরকার হতে ড্যানিশ গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবেন, যা আপনার ডেনমার্কসহ সেনজেনভুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রায় ২৯টি দেশের (ইউকে সহ) যে কোন দেশে বৈধভাবে বসবাস এবং কাজের অনুমতি প্রদান করবে। এটি স্কিলড

www.bjilibrary.com

প্রফেশনালদের জন্য একটি চমৎকার সুযোগ যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত যে কোন দেশে তাদের ক্যারিয়ার এবং জীবন গড়তে চান।

উল্লেখ্য বর্তমানে ডেনমার্কসহ ইইউভুক্ত দেশসমূহে বেশ কিছু পেশা শ্রেণীতে দক্ষ লোকের ঘাটতি রয়েছে। ইইউভুক্ত অনেক দেশই তাদের দেশে যে কোন ভিসাতে সরাসরি লোক প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতি বছরই কড়াকড়ি আরোপ করছে আর কাজের সুযোগও সীমিত করে ফেলেছে অথবা বর্তমানে সুযোগ নাই বললেই চলে। কিন্তু এই একটি মাত্র দরজা এখনো খোলা আছে যা বৈধ এবং স্থায়ী। আর যার সুবিধা অসীম।

আপনি শুধু একবার চিন্তা করুন আপনি শুধুমাত্র একটি দেশের ভিসা নিয়ে আরও ২৯টি দেশে বিনা-ভিসায় যাতায়াত করতে, কাজ করতে এমনকি বসবাস করতেও পারছেন। এটা কি সূবর্ণ সুযোগ নয় ?

ড্যানিশ বা ডেনমার্ক গ্রিন কার্ডের কিছু সাধারণ নিয়মাবলিঃ

১। এই স্কিমের আওতায় আপনি প্রাথমিক ভাবে ৩ বছরের টেম্পোরারি রেসিডেন্সি পারমিট পাবেন। ভিসার মেয়াদ শেষ হবার ১ বছর পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করলে পরবর্তীতে তা আরও ৪ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হবে।

২। বিগত ১২ মাস যাবৎ প্রতি সপ্তাহে যদি আপনি কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা করে কাজ করেন সেক্ষেত্রেও আপনার রেসিডেন্স পারমিট নবায়ন হবে।

৩। এই স্কিমের আওতায় আসার ৭ম বছরের মাথায় আপনি ডেনমার্কের পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি এবং সিটিজেনশিপ লাভ করবেন। এর ফলে ইইউভুক্ত যে কোন দেশে আপনি ঐ দেশের নাগরিকের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

৪। গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা ফ্রি ভাবে কোন ভিসা ছাড়াই ইইউভুক্ত সেনজেন দেশ সমূহে বিনা বাধায় যাতায়াত করতে পারবেন।

৫। গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও ডেনমার্ক নিয়ে আসতে পারবেন এবং একই মাধ্যমে তারাও ডেনমার্ক এর নাগরিকত্ব এবং অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন।

ডেনমার্ক এর অভিবাসন নীতি

ডেনমার্ক যাবার জন্য বর্তমানে বেশ কিছু প্রোগ্রাম চালু আছে। যেমন,

১। Substance of Immigration Eligibility

২। Family based Sponsorship

৩। Posted Employees

৪। Employment Based Sponsorship Fast Track..."Pay Limit" Scheme, "Positive List" Scheme, "Corporate" Scheme, "Green Card" Scheme.

ব্যতিক্রম :

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেনমার্কে এসে কাজ বা বসবাসের জন্য পূর্ব অনুমতির দরকার হয় না। তবে তা নির্ভর করে তার/ তাদের নাগরিকত্ব, কাজের ক্ষেত্র এবং সামগ্রিক অবস্থার উপর। তবে এই ব্যতিক্রম নিয়মটি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তার/ তাদের ডেনমার্কে অবস্থান ৩ মাসের বেশি দিনের জন্য না হয়।

যাদের জন্য প্রযোজ্য...

www.bjilibrary.com

১। গবেষক বা প্রভাষক যিনি ডেনমার্কে গবেষণা কাজ বা শিক্ষা দানের জন্য আসবেন।

২। যে কোন সাংস্কৃতিক শিল্পী, বাদ্যযন্ত্র শিল্পী বা বিনোদনকর্মী যারা ডেনমার্কে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসবেন।

৩। বৈদেশিক কোম্পানির প্রতিনিধি যাদের ডেনমার্কে কোন শাখা অফিস নেই এবং যারা ব্যবসায়িক কাজে ডেনমার্ক আসবেন।

৪। বিভিন্ন মেকানিক যাদেরকে কলকারখানার যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য ডেনমার্ক হতে ডেকে পাঠানো হয়।

৫। বিভিন্ন খেলার খেলোয়াড় এবং প্রশিক্ষক যারা ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বা ডেনমার্কে কোন দলকে প্রশিক্ষণ প্রদানে আসবেন।

যদি কোন দেশের নাগরিকের জন্য ডেনমার্কের ভিসা নেয়া বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে তবে উপরোক্ত নিয়মগুলো তার জন্য প্রযোজ্য হবে না।

গ্রিন কার্ড স্কিম প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

গ্রিন কার্ড স্কিম এর আওতায় কাজ এবং বসবাসের অনুমতি লাভের জন্য আপনাকে স্থানীয় ডেনমার্ক এর দূতাবাস বা কনস্যুলেট বা যদি এর কোনটিই না থাকে তবে পার্শ্ববর্তী দেশের অফিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন জমা দানের সময় সাধারণত আপনাকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে তা জমা দিতে হবে যাতে আপানকে ভাল ভাবে সনাক্ত করা যায়। আবেদনের নির্ধারিত ফি এবং প্রক্রিয়ার সময়সীমা অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

নির্ধারিত প্রক্রিয়ার বিপরীতে আরও একটি সাধারণ প্রযোজ্য শর্ত হল যে আপনার কাজের অভিজ্ঞতা এবং বৈধতা ড্যানিশ মান অনুযায়ী হতে হবে। আর এটিও বলার অপেক্ষা রাখে না যে ড্যানিশ কর্তৃপক্ষ তাদের স্বীয় কর্তব্যের আলোকে আপনার কাজ, অভিজ্ঞতা অন্যান্য যোগ্যতা যাচাই করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

যদি ড্যানিশ অভিবাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপনার আবেদনের বিপরীতে কাজ এবং বসবাসের অনুমতি লাভ করেন তবে তা প্রাথমিকভাবে ৩ বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে। যদি আপনি এর মধ্যে কোন কাজ পেয়ে যান তবে আপনার গ্রিন কার্ড এর মেয়াদ আপনার নিয়োগদাতার সাথে কৃত চুক্তির ওপর নির্ভর করবে, তবে যদি আপনার নিয়োগের ব্যাপারে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা না থাকে তবে তা কোন অবস্থাতেই ৪ বছরের বেশি হবে না (পরবর্তীতে নবায়নযোগ্য)।

যদি আপনি ডেনমার্কের কোন নিয়োগকর্তা কর্তৃক ঐ দেশে নিয়োগ লাভ করেন এবং এর মেয়াদ যদি ৩ মাসের বেশি হয় তবে আপনি একটি সিভিল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লাভ করবেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে পরবর্তীতে আপনার জীবনবীমা, স্বাস্থ্যবীমা, আপনার সন্তানদের স্কুলে ভর্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতে এটি বিশেষ ভাবে কাজে দিবে। আপনি প্রাথমিক অবস্থায় ৩ বছরের জন্য গ্রিন কার্ড স্কিমের আওতায় ডেনমার্ক যাবার পর কিন্তু এই সিভিল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবেন না। এই ৩ বছরের সময় আপনি এই স্কিমের আওতায় বৈধভাবে থাকার এবং চাকরি বা কাজ খোঁজার সুযোগ পাবেন। কিন্তু যখনই আপনি কোন কাজ পাবেন বা যোগাড় করে ফেলবেন তখন এই নাম্বারটির সাথে সাথে

www.bjilibrary.com

আপনি টেম্পোরারি রেসিডেন্সি পারমিটও লাভ করবেন যা ৭ম বছরের মাথায় আপনাকে ঐ দেশের নাগরিকত্ব লাভের অনুমোদন দান করবে বা লাভ করবেন। এটা মনে রাখতে হবে যে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত সিভিল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি ওয়ার্ক এবং রেসিডেন্সি পারমিট লাভ করবেন। যখন তা অর্জন করে ফেলবেন তখন সিভিল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এর জন্য ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার অব পারসন এই শাখাতে আবেদন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার পর তা অবশ্যই আপনাকে ৫ দিনের মধ্যে স্থানীয় সিটিজেন সার্ভিস সেন্টার এ রিপোর্ট করতে হবে।

প্রসেস এর সময় :

ড্যানিশ অ্যালায়েন্স অ্যাক্ট এর ৯ (ক) ধারা অনুযায়ী গ্রিন কার্ড স্কিম এর আওতায় কারা সুযোগ পাবে বা পাবে না তা সম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা কেবল ড্যানিশ অভিবাসন কর্তৃপক্ষের। আর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সাধারণত ৩/৪ মাসের বেশি সময় লাগার কথা নয়। তবে যেহেতু ড্যানিশ অভিবাসন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধরনের আবেদন যাচাই, বাছাই এবং অনুমোদন দেয়ার কাজটি করে থাকে এবং অপর পক্ষে ডেনমার্ক এর নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি ফাস্ট ট্র্যাক এর সুবিধাটি গ্রহণ না করে সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে আপনার ফাইলটি প্রসেস করে সেক্ষেত্রে ৫/৬ মাস বা তার কম বা বেশি সময় লাগতে পারে।

জব ক্যাটাগরি বা পজিটিভ লিস্ট

The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment যা পূর্বে Danish Immigration Services নামে পরিচিত ছিল, যা কোপেন-হেগেন এ অবস্থিত তাদের পজিটিভ লিস্ট অনুসারে যে সকল ক্যাটাগরির বা অকুপেশন এর দক্ষ লোকেরা ডেনমার্ক এর গ্রিন কার্ড স্কিম এর আওতায় আবেদন করতে পারবেন সেগুলো হল...

১। Engineer
- Building Engineer
- Electrical Engineer
- Chemical Engineer
- IT Engineer
- Engineer in Food Science & Technology
- Mechanical Engineer
- Production Engineer

২। Doctor and Dentist
- Consultant Doctor/Chief Physician
- Dentist
- Hospital Doctor
- Medical Consultant
- Medical Specialist

www.bjilibrary.com

৩। Other Academic Work
• Business controller
• Financial controller
• Auditor
• Psychologist
• Geo-Technician
• Building Architect

৪। IT and Telecommunication
• IT Consultant
• IT Architect
• Programmer and Systems Developer

৫। Educational, Social and Religious work
• Pedagogue
• Social Pedagogue
• Supporting pedagogue

৬। Health, Healthcare and Personal Care
• Anesthetic Nurse
• Surgical Nurse
• Optician
• Nurse

৭। Teaching, Supervision
• Teacher at Independent Boarding School for Lower Secondary Students
• Primary and Lower Secondary School Teacher

ডেনমার্ক ইমিগ্রেশন পয়েন্টস ক্যালকুলেটর

এবার আসা যাক পয়েন্ট এর ব্যাপারে। আপনাকে ড্যানিশ গ্রিন কার্ড স্কিম এর আওতায় আবেদন করতে হলে কমপক্ষে ১০০ পয়েন্ট স্কোর করতে হবে। যদি আপনার পয়েন্ট ১০০ হয় তবে আপনি আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করবেন তবে এর হতে যত বেশি আপনার পয়েন্ট স্কোর হবে আপনার এই স্কিমের আওতায় সুযোগ বা নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা ততই বাড়বে।

আপনাকে যে সকল ফ্যাক্টর এর উপর বিবেচনা করে পয়েন্ট দেয়া হবে বা স্কোর করবেন, সেগুলো হল...

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা

২। ভাষাগত দক্ষতা

www.bjilibrary.com

৩। কর্ম অভিজ্ঞতা
৪। উপযোগিতা
৫। বয়স

নিজেই নিজের পয়েন্ট স্কোর জানুন

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা :
পিএইচডি বা ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য = ৮০ পয়েন্ট।
২ বছরের মাস্টার্স+ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য = ৬০ পয়েন্ট।
১ বছরের মাস্টার্স+ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য = ৫০ পয়েন্ট।
৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য = ৩০ পয়েন্ট।
২। ভাষাগত দক্ষতা : যদি...আপনি কমপক্ষে ১ বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা দেখাতে পারেন যেখানে আপনার অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি অথবা আপনি শিক্ষাজীবন এর মাস্টার্স লেভেলটি ইংরেজি মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন তবে সে ক্ষেত্রে আপনার IELTS লাগবে না আর আপনি পয়েন্ট পাবেন ২০।
অথবা আপনার IELTS এ ব্যান্ড স্কোর...
৫ - ৬ থাকে তবে তার জন্য = ২০ পয়েন্ট।
৬.৫ থাকে তবে তার জন্য = ৪০ পয়েন্ট।
৩। কর্ম অভিজ্ঞতা
বিগত ৫ বছরে পজিটিভ লিস্টের কোন কাজে আপনার...
অভিজ্ঞতা ৩-৫ বছরের মধ্যে বা বেশি হলে = ১৫ পয়েন্ট।
অভিজ্ঞতা ১-২ বছরের মধ্যে বা বেশি হলে কিন্তু ৩ বছরের কম = ১০ পয়েন্ট।
৪। উপযোগিতা
আপনি যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত কোন দেশ, ডেনমার্ক অথবা সুইজারল্যান্ড হতে লেখাপড়া বা কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ কোন শিক্ষা সনদ বা অভিজ্ঞতা সনদ দেখাতে পারেন তবে পাবেন...
কমপক্ষে ১ বছরের উচ্চশিক্ষা বা কাজের জন্য = ৫ পয়েন্ট।
কমপক্ষে ৩ বছরের উচ্চশিক্ষা বা কাজের জন্য = ১০ পয়েন্ট।
৫। বয়স
আপনার বয়স...৩৪ বছর বা তার কম হলে = ১৫ পয়েন্ট।
৩৫ - ৪০ এর মধ্যে হলে = ১০ পয়েন্ট।
বোনাস পয়েন্ট
১। পজিটিভ লিস্ট ক্যাটাগরিতে থাকলে এক্সট্রা = ১০ পয়েন্ট।
২। যদি আপনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আপনার উচ্চশিক্ষা লাভ করে থাকেন আর এটি যদি র‍্যাংকিং এ টপ ৪০০ এর ভেতর হয় তবে এক্সট্রা = ৫ পয়েন্ট। টপ ২০০ এর ভেতর হয় তবে এক্সট্রা = ১০ পয়েন্ট। টপ ১০০ এর ভেতর হয় তবে এক্সট্রা = ১৫ পয়েন্ট।
৩। যদি আপনার ড্যানিশ ভাষা জানা থাকে এবং তা পরীক্ষায় দক্ষতা লেভেল ২ বা তার বেশি হয় অথবা ডেনমার্ক এ আপনার কমপক্ষে ১ বছরের পড়ালেখা বা কাজের

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা থাকে তবে এক্সট্রা = ২০ পয়েন্ট।
যদি প্রাথমিকভাবে আপনি ১০০ বা এর বেশি স্কোর করতে পারেন এবং আপনার কাজ ড্যানিশ পজিটিভ লিস্ট এর মধ্যে হয়ে থাকে তবে আপনি এর জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে এই কথাটি বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখবেন যেহেতু ড্যানিশ সরকার আপনার কাজের ব্যবস্থা করবে না বরং আপানকেই ঐখানে যাবার পর ৩ বছরের মধ্যে কাজ খুঁজে নিতে হবে সেহেতু ডেনমার্ক গ্রিন কার্ড স্কিম এর আওতায় সুযোগ পেতে হলে আপনাকে নিজের বা পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য অবশ্যই কমপক্ষে ১ বছরের ব্যাংক সলভেন্সি বা ফান্ড দেখাতে হবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক
১। http://www.nyidanmark.dk/en-us/
২।http://www.nyidanmark.dk/enus/coming_to_dk/work/work.htm
৩।http://www.nyidanmark.dk/.../greencard-s.../greencard-scheme.htm
৪।http://www.nyidanmark.dk/.../coming.../work/jobseeking-in-dk.htm
৫।http://ufm.dk/.../recognition-and-trans.../regulated-professions
৬।http://ufm.dk/.../regulated-pro.../list-of-regulated-professions
৭।http://www.nyidanmark.dk/.../.../danish-authorisation-doctor.htm
৮।http://www.nyidanmark.dk/.../green.../financial-requirements.htm
৯।http://ufm.dk/.../.../general-assessments-for-specific-countries
১০।http://www.nyidanmark.dk/.../w.../positivelist/positive-list.htm
১১।http://www.nyidanmark.dk/.../posit.../positive_list_overview.htm
১২। http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
১৩।http://www.nyidanmark.dk/.../greencard-sch.../language-tests.htm

MD Nur Mohammad
MS in Business Informatics, Denmark

www.bjilibrary.com

সুইডেন

Lund University

সুইডেনে উচ্চশিক্ষা

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের চাহিদার কারণে সুইডেন বাংলাদেশি ছাত্রদের একটি ভালো গন্তব্য হতে পারে। উল্লেখ্য, পূর্বে উচ্চশিক্ষা ফ্রি থাকলেও সুইডেন ২০১১ সাল থেকে বিদেশি (৩য় বিশ্ব) ছাত্রদের জন্য টিউশন ফি (বছরে ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ) আরোপ করেছে। তবে পাশাপাশি তারা স্কলারশিপের পরিধিও বাড়িয়েছে। এই বছর ৪৫০ জন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী স্কলারশিপ পেয়ে সুইডেনে পড়তে এসেছে 'অটাম সেশনে'। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে প্রতি ৩ জনের মধ্যে একজন ছাত্র/ছাত্রী এই স্কলারশিপ পেয়েছে। আর দেশের মধ্যে বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী সবার শীর্ষে। বাংলাদেশি ৮৫ জন ছাত্র/ছাত্রী এই বছর এই বৃত্তি পেয়েছে। সুইডেনে বছরে দুইটি অ্যাডমিশন রাউন্ড হয। জানুয়ারি রাউন্ডে (স্প্রিং সেশন) আবেদন কাল ৩ জুন- ১৫ জুলাই। এবং আগস্ট রাউন্ডে (অটাম সেশন) আবেদন কাল ১ ডিসেম্বর- ১৫ জানুয়ারি। বেশি ছাত্র নেয় আগস্ট রাউন্ডে।

কী কী জরুরি- আবেদন : সুইডেনে ভর্তিপ্রক্রিয়া কেবল একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিসের (www.universityadmissions.se) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যা অত্যন্ত সহজ ও ঝামেলাবিহীন। একবার অ্যাকাউন্ট (ইমেইল ID খোলার মতই) করলেই আপনি যে কোন বিষয়ে, যেকোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখ্য, এই পোর্টাল বা অ্যাকাউন্ট ব্যতীত সুইডেনে আবেদনের আর কোন দ্বিতীয়পথ নেই। প্রথম ধাপে এখানে একটি অ্যাকাউন্ট করুন (আপনার email ID থাকা লাগবে) এবং ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হলে আবেদন করুন। পরবর্তী ধাপ হলো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো। সাথে আবেদনের কভার পৃষ্ঠা পাঠাতে

www.bjilibrary.com

ভুলবেন না। ভুলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় কোন কাগজপত্র পাঠাবেন না। সকল ডকুমেন্ট পাঠানোর ঠিকানা হলো University Admissions in Sweden, FE 1, SE- 833 83 Stroemsund, Sweden. উল্লেখ্য, আপনাদের পাঠানো সব ডকুমেন্টই স্ক্যান করে মূল সিস্টেমে অ্যাটাচ করা হবে এবং পরবর্তী সব আবেদনের জন্য কোন কাগজ পাঠানোর দরকার নেই। ভর্তিপ্রক্রিয়ার পুরোটা ধাপে ঐ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। সাধারণত ২ মাস পরে প্রথম নোটিফিকেশন দেয়া হয়, যাতে আপনার সম্মতি বা প্রত্যাখ্যান বাধ্যতামূলক। পরবর্তীতে আরেকটি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়। ভর্তি আবেদন গৃহীত হলে আপনি ভিসার আবেদন করবেন। ভর্তি না হলেও একই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনি পরবর্তী সময়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি : অনলাইন আবেদনের পরবর্তী ধাপে ৯০০ ক্রোনা (প্রায় ১১০০০ টাকা) অ্যাপ্লিকেশন ফি পরিশোধ করতে হয়। স্কলারশিপের আবেদন করার পূর্বেই এই টাকা পরিশোধ করতে হয়। ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। মনে রাখবেন, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে আপনার আবেদন বিবেচিত হবে না।

স্কলারশিপ : ভর্তি আবেদন সম্পন্ন করার পর স্কলারশিপ আবেদন করতে ভুলবেন না। কারণ বৃত্তি ছাড়া বর্তমানে সুইডেনে পড়তে আসার কোন মানেই হয় না। বাংলাদেশিসহ ১২ টি দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ প্রোগ্রাম। প্রথম বছর ৫০-১০০ জন পরের বছর ১৫০ জন এবং এবার ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়। সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করার পরও প্রায় ৭৫০০ সেক বা ১ লক্ষ টাকার মত মাসিক ভাতা দেয়া হয় মনোনীতদের।

স্কলারশিপ আবেদনের জন্য ভিজিট করুন

http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/

যেসব বিষয় এই প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত জানতে পারবেন এখানে।

http://studyinsweden.se/.../swedish-institute-study-scholars

লক্ষণীয়, SI ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক স্কলারশিপ সুবিধা রয়েছে। তাই চেষ্টা করুন যত বেশি সম্ভব আবেদন করা যায়। কারণ স্কলারশিপ আবেদন ফ্রি এবং এতে আপনার বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। তবে স্কলারশিপ আবেদনের সাথে নির্দিষ্ট ফরম্যাটের CV আর Motivation Letter দিতে ভুলবেন না।

ভিসা আবেদন : সর্বশেষ ধাপ ভিসা আবেদন। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আপনাকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করলে আইনগত ভাবে আপনি ভিসা পাওয়ার দাবিদার। তাই আত্মবিশ্বাসের সাথে ভিসার আবেদন করুন। ভিসা আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হলো, সিলেকশন রেজাল্ট (যা আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করবেন), মেডিক্যাল ইন্সুরেন্স (শিক্ষাকাল ১ বছরের চেয়ে কম হলে), পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট। আপনি যদি স্কলারশিপের জন্য মনোনীত না হন, তবে আপনার ১০ মাসের খরচ নিজ

www.bjilibrary.com

ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেখাতে হবে। মাসে ৭৩০০ ক্রোনা হিসেবে তা ৭৩,০০০ ক্রোনা (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৯ লক্ষ টাকা)। তবে স্কলারশিপ পেলে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ থেকে ভিসা প্রসেসিং এ ২-৪ মাস সময় লাগে। তাই সিলেকশন রেজাল্ট পাওয়া মাত্রই আবেদন করুন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : একটি হলো, ইংরেজি ভাষা দক্ষতা। অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা না থাকায় ভুল করে থাকেন। সুইডেনে বিষয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভেদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যূনতম যোগ্যতা চাওয়া হয় IELTS ৬.৫ বা TOEFL ৫৭৫। তবে স্কোর কম থাকলেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে বিকল্প হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ব শিক্ষা যদি ইংরেজি মাধ্যমে হয় কিংবা কাজের ক্ষেত্রে ইংরেজির ব্যবহার এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, Motivation Letter বা Statement of Purposes. মনে রাখবেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এটিকে বিশেষ বিবেচনা করে থাকে। হয়ত আপনার পূর্ব শিক্ষাগত যোগ্যতা আশানুরূপ নয়, কিন্তু একটি সুন্দর Statement of Purposes এর কারণে আপনি ভর্তির জন্য বিবেচিত হতে পারেন। তাই এটি তৈরি করুন ভালোভাবে, কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে আপনার আগ্রহ, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। তবে ২ পৃষ্ঠার অধিক না হওয়াই ভালো। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের Statement of Purposes এর জন্য নিজস্ব ফরম্যাট রয়েছে তা অনুসরণ করুন। সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিষয় নির্ধারণ। যতটা সম্ভব আপনার পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে আবেদন করুন। আপনি একটি সেশনে সর্বোচ্চ ৪টি মাস্টার্স বা ৮টি ব্যাচেলর প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। তাই বিষয় নির্ধারণে সচেতন হউন।

উদাহরণস্বরূপ, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে যদি আপনার গ্র্যাজুয়েশন থাকে, কম্পিউটার সায়েন্সে আবেদন করলে আপনার ভর্তির সম্ভাবনা থাকে না। এ ছাড়াও আপনার সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বিষয় হতে শুরু করে ক্রমানুসারে বিষয়গুলোকে সাজান, কারণ ভর্তিপ্রক্রিয়ায় আবেদিত বিষয়গুলো ওপর হতে ক্রমানুসারে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, ১ নাম্বার অবস্থানে আবেদিত বিষয়ে আপনি ভর্তির জন্য বিবেচিত হলে নিচের ২,৩,৪ অবস্থানের বিষয়গুলো মুছে ফেলা হবে এবং বিবেচিত হবে না। বিদেশে উচ্চশিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জন নয়, ব্যক্তিজীবনের জন্য বিশাল এক অভিজ্ঞতা। যা অর্জনে চাই যথাযথ আত্মবিশ্বাস আর নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যাওয়া। হতাশ না হয়ে চেষ্টা করুন, বিজয় সুনিশ্চিত।

Abu Bakar Siddique
Universität Greifswald
Institut für Botanik und Landschaftsökologie
Soldmannstr. 15, 17487 Greifswald, Germany

www.bjilibrary.com

নেদারল্যান্ডস

University of Amsterdm

নেদারল্যান্ডস সম্পর্কিত তথ্যাবলি

ইউরোপিয়ান ইকনোমিক কাউন্সিলভুক্ত একটি দেশ নেদারল্যান্ডস। দেশটি সেনজেনভুক্ত বটে। দেশটি হল্যান্ড নামে বেশ পরিচিত। দেশটির অর্থনীতি এবং জীবনব্যবস্থা উভয়ই সমৃদ্ধ। শিক্ষা এবং চাকরিসহ আরো বহুবিধ প্রয়োজন প্রতিবছর অনেক লোক বাংলাদেশ থেকে নেদারল্যান্ডসে পাড়ি জমায়। বিশেষ করে নেদারল্যান্ডসে সময়োপযোগী এবং চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী নেদারল্যান্ডসে গমন করে থাকে।

ভিসা ফি : ৬১০০ টাকা।

ঠিকানা এবং অবস্থান

নেদারল্যান্ডস এম্বাসি ঢাকা

বাড়ি ৪৯, সড়ক ৯০, গুলশান-২, ঢাকা।

ফোন : ৮৮২৩৩২৬

ইমেইল: ca@winbuza.nl

ওয়েবসাইট : www.netherlandsembassydhaka.org

খোলা বন্ধের সময়সূচি

দূতাবাসটি শুক্রবার এবং শনিবারসহ অন্যান্য সকল সরকারি ছুটির দিনগুলোতে বন্ধ থাকে। সাধারণত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার এটি প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। উল্লেখ্য যে, দূতাবাসটির ভিসা সেকশনটি রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

www.bjilibrary.com

স্বল্পমেয়াদি ভিসার তথ্য

যে সকল বাংলাদেশি নাগরিক বাণিজ্যিক বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ইউরোপের দেশগুলোতে যেতে চায় তাকে ৯০ দিনের ভিসা ইস্যু করা হয়।

ভিসা পাওয়ার পর ভ্রমণ পরিবর্তন করা যাবে না।

ভিসা আবেদনের পর একজন প্রার্থীকে ভিসার জন্য ১৪ দিন অপেক্ষা করতে হয়।

বিজনেস ভিসার তথ্য

- ভিসার আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে ইংরেজি বড় অক্ষর দিয়ে পূরণ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদ্য তোলা রঙিন ছবি।
- ৩ মাসের বৈধ পাসপোর্ট।
- পাসপোর্টের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি।
- ভ্রমণ স্বাস্থ্য বীমা (সর্বনিম্ন ৩০,০০০ ইউরো)।
- এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় অরিজিনাল কাগজপত্রের ফটোকপি।
- আমন্ত্রণপত্র
- ব্যাংক স্টেটমেন্টস।
- ব্যাংকের চলমান লেনদেনের স্টেটমেন্ট।
- বিবাহ সনদ
- জন্ম সার্টিফিকেট

টুরিস্ট ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- বিজনেস ভিসার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সাথে গ্যারান্টি পেপার।
- হোটেল বুকিং সংক্রান্ত তথ্য।
- ব্যাংক স্টেটমেন্ট।
- ভিসা প্রার্থী কর্মকর্তা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট দাখিলকৃত ছুটির আবেদনপত্রের অনুলিপি।

ট্রানজিট ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- সেনজেন প্রদেশ ত্যাগের পর অন্যান্য দেশে ভ্রমণের জন্য বৈধ পাসপোর্ট
- ফ্লাইট রিজার্ভেশনের তথ্য।
- ভ্রমণে নতুন হলে ব্যবসায়িকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।
- ট্র্যাভেল হেলথ ইন্সুরেন্স
- উপরে বর্ণিত কাগজপত্র।
- মেডিক্যাল সার্টিফিকেট
- ভ্রমণকারী নাবালক হলে তার অভিভাবক কর্তৃক স্বাক্ষরিত অথরাইজেশন লেটার।
- অভিভাবক দেশের বাইরে অবস্থান করলে তাদের পাসপোর্টের ফটোকপি।

বিদেশি নাগরিকের ক্ষেত্রে

- বাংলাদেশি নাগরিক নন এমন ভিসা প্রার্থীকে উপরোক্ত কাগজপত্রসহ বাংলাদেশে বসবাস করার অনুমতিপত্র দাখিল করতে হয়।
- ৩ মাসের বৈধ রি-এন্ট্রি ভিসা।

www.bjilibrary.com

নেদারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার পদ্ধতি

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি এবং সেপ্টেম্বরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে থাকে। ওয়েবসাইট বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটিগুলোর কাঙ্ক্ষিত কোর্সের বিস্তারিত তথ্য, ভর্তি আবেদন এবং ভিসা প্রক্রিয়ার তথ্য ও দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে ভর্তির আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগ্য শিক্ষার্থীদের ঠিকানায় 'অফার লেটার' পাঠাবে। অনলাইনে আবেদন শিক্ষার্থী নিজেই করতে পারবেন। দেশটির সরকারি এবং বেসকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর বৃত্তি দিয়ে থাকে। বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করার পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফিসহ্ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ভর্তির আবেদন করতে হয়। আবেদন পাঠানোর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র ও তথ্য যাচাই-বাছাই করে যোগ্য শিক্ষার্থীদের ঠিকানায় 'অ্যাক্সেপ্টেটেন্স লেটার' অর্থাৎ অফার লেটার পাঠিয়ে থাকে। অফার লেটার হাতে পাওয়ার পর ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে ঢাকার 'কিংডম অব দ্য নেদারল্যান্ডস' দূতাবাস।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত যে -সকল বিষয়গুলো পড়ানো হয়

মেডিক্যাল সাইকোলজি, ডেন্টিস্টি, মাইক্রোবায়োলজি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইকোলজি, এনভায়রনমেন্ট, অ্যাগ্রিকালচার, ফাইন্যান্স, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, ফিলোসফি, ল' সোস্যাল সায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ট্যুরিজম, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট, বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি, আর্বানাইজম, ফরেস্ট্রি, হিস্ট্রি, লিটারেচার, মেডিগ্রিন, কার্ডিওলজি, অ্যানাটমি, ফার্মেসি রেডিওলজি, সার্জারি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, জার্নালিজম, অডিও ভিজ্যুয়াল মিডিয়া মিউজিক, ইনফরমেশন সায়েন্স ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

আয়ারল্যান্ড

University Dublin

আয়ারল্যান্ড সম্পর্কিত তথ্যাবলি

আয়ারল্যান্ড (আইরিশ ইংরেজি: Ireland আইর্লন্ড, আইরিশ গ্যালিক এরা, আলস্টার স্কটস: Airlann অ্যার্লান) ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ এবং বিশ্বের বিশতম বৃহত্তম দ্বীপ। ইউরোপ মহাদেশের উত্তর পশ্চিমে দ্বীপটি অবস্থিত এবং শতাধিক দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ দিয়ে আবেষ্টিত। আয়ারল্যান্ডের পূর্বে রয়েছে গ্রেট ব্রিটেন যা আইরিশ সাগর দিয়ে পৃথক। দ্বীপের আয়তন রাজনৈতিক আয়ারল্যান্ড রাষ্ট্রের মোট আয়তনের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ। বাকি অংশ হচ্ছে উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের কিছু অংশ।

রাজধানী (ও বৃহত্তম নগরী) ডাবলিন

দ্রাঘিমাংশ : ৫৩'২৬ .৬.১৫

রাষ্ট্রীয় ভাষা সমূহ : আইরশি ও ইংরেজি

সরকার, প্রজাতন্ত্রী এবং সংসদীয় গণতন্ত্র

স্বাধীনতা : যুক্তরাজ্য থেকে

ঘোষিত : এপ্রিল ২৪ ১৯১৬

Ratified: জানুয়ারি ২১ ১৯১৯

বর্তমান সংবিধান : ডিসেম্বর ২৯ ১৯৩৭

ইউরোপীয় ইনিয়নের অন্তর্ভুক্তি : জানুয়ারি ১ ১৯৭৩

আয়তন : মোট ৭০,২৭৩ বর্গকিমি (১২০ তম) ২৭,১৩৩ বর্গমাইল

জলভাগ (% : ২.০০

ঘনত্ব : ৬০.৩ / বর্গকিমি (১৩৯ তম), ১৪৭.৬/বর্গমাইল

মুদ্রা ইউরো: (EURO)

www.bjilibrary.com

আয়ারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

আয়ারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নলিখিত ডিগ্রিগুলো প্রদান করে থাকে:

- ব্যাচেলর
- মাস্টার্স
- উচ্চতর ডিপ্লোমা
- পিএইচডি

সেমিস্টার

- ফল (Fall) সেমিস্টার
- স্প্রিং (Spring) সেমিস্টার

আবেদন করার পদ্ধতি

- আপনি সরাসরি কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন অফিসে যোগাযোগ করে ভর্তি ফরম ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকেও আবেদন ফর্মটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
- কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।
- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপনাকে ভর্তি সংক্রান্ত সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- আপনাকে অন্তত ১ বৎসর সময় হাতে রেখে ভর্তির প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।
- আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ থেকে ৬-৮ মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিবেন।

কোর্সের শিক্ষাগত ও ভাষাগত যোগ্যতা এবং মেয়াদ-

কোর্সের নাম	: ব্যাচেলর
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: ১২ বৎসরের শিক্ষা সমাপন
ভাষাগত যোগ্যতা	: আইইএলটিএস ৫.৫-৬
কোর্সের মেয়াদ	: ৩-৪ বৎসর পূর্ণকালীন শিক্ষা
কোর্সের নাম	: মাস্টার্স
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: ১৬ বৎসরের শিক্ষা সমাপন
ভাষাগত যোগ্যতা	: আইইএলটিএস ৬-৬.৫
কোর্সের মেয়াদ	: ১-৩ বৎসর পূর্ণকালীন শিক্ষা
কোর্সের নাম	: পিএইচডি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: মাস্টার্স/এম.ফিল
ভাষাগত যোগ্যতা	: আইইএলটিএস ৫.৫-৬
কোর্সের মেয়াদ	: ৩-৫ বৎসর পূর্ণকালীন শিক্ষা

www.bjilibrary.com

পাঠ্য বিষয়সমূহ :
আয়ারল্যান্ডে নিম্নের বিষয়গুলো থেকে আপনি আপনার পছন্দের বিষয় বেছে নিতে পারেন

- অ্যাকাউন্ট্যান্সি
- এবরোজিনাল এন্ড ইনডিজিনাস স্টাডি
- অলটারনেটিভ মেডিগ্রিন
- এনথ্রোপলজি
- অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস
- অ্যাকুয়ালচার
- কেমিস্ট্রি
- এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ
- বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :

- পূরণকৃত আবেদন ফরম
- সকল পরীক্ষা পাসের সনদপত্র ও মার্কশিটের ফটোকপি
- স্কুল/কলেজের ছাড়পত্র
- আবেদন ফর্মের মূল্য পরিশোধের রসিদ
- ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার প্রমাণপত্র
- স্পন্সর কর্তৃক আর্থিক সচ্ছলতার গ্যারান্টিপত্র
- পাসপোর্টের ফটোকপি।

শিক্ষাব্যয়:

- আয়ারল্যান্ডে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্ন করার আনুমানিক ব্যয়- ১০৫০০ ইউরো থেকে ১৫১৫০ ইউরো।
- মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করার আনুমানিক ব্যয় ৭৪০০ ইউরো- ১৫৭২০ ইউরো।

জীবনযাত্রার ব্যয় (প্রতি মাসে)

- বাসস্থান ৪০০-৬০০ (ইউরো)
- খাদ্য ২০০-৩০০ (ইউরো)
- বইপত্র ও শিক্ষা উপকরণ ৫৫ (ইউরো)
- বিনোদন ২০০ ইউরো
- লন্ড্রি সার্ভিস ৬৫ ইউরো
- অন্যান্য ১০০ ইউরো

আয়ারল্যান্ডে কাজের সুযোগ
নন ইউরোপীয় ইউনিয়ন দেশগুলোর ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়ারল্যান্ডে কাজের সুযোগ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা থাকাকালীন সময়ে সপ্তাহে ২০ ঘন্টা এবং বন্ধের সময় সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা কাজ করতে পারে।

www.bjilibrary.com

ভর্তি হতে হলে...

আয়ারল্যান্ড পড়াশোনা করতে হলে আইএলটিএস-এ ভাল স্কোর থাকতে হয়। ব্যাচেলর স্তরে পড়াশোনা করতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে আইএলটিএস স্কোর ন্যূনতম ৫.৫ থেকে ৬.৫ থাকতে হবে।

দেশটিতে ভর্তির সিদ্ধান্তের আগে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করার শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। অন্যান্য দেশের মতো এখানেও ব্যাচেলর প্রোগ্রামের জন্য ১২ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ এইচএসসি কিংবা 'এ' লেভেলে পাস হতে হবে।

ভর্তি কখন

আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে বছরে একবার। আবেদন করতে হয় ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে। আবার কিছু কিছু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বছরে দু'বারও ভতির সুযোগ দেয়। ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরুর অন্তত দু-তিন মাস আগেই খোঁজ-খবর নিয়ে কাগজপত্র প্রস্তুত রাখা ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে থেকে ভর্তি তথ্য আবেদনের যোগ্যতাসহ দরকারি তথ্য জেনে নিতে পারেন।

বৃত্তি পাবে বিদেশি শিক্ষার্থীরা

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারের সমর্থনপুষ্ট কিছু সংস্থা বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সুযোগ করে দিচ্ছে। আবার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিচ্ছে ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে। অনলাইনে চোখ রাখলেই বিভিন্ন বৃত্তির তথ্য পাবেন। অনেক প্রতিষ্ঠানের বৃত্তির খবরাখবর এই লিংক থেকেও জেনে নিতে পারবেন।

www.educationinireland.com/en/How-DoI-Apply-Tuition-Costs-Scholarships/Scholarships weKí wjsK htt://-goo.gl/sMtHZY

পড়তে পারেন যেসব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

১। ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটি (www.dcu.ie)
২। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব আ্যায়ারল্যান্ড (www.nuigalway.ie)
৩। ট্রিনিটি কলেজ, ডাবলিন (www.tcd.ie)
৪। ইউনিভার্সিটি কলেজ, ডাবলিন (www.ucd.ie)
৫। রকওয়েল কলেজ (www.rockwellcollege.ie)
৬। গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটি (www.gcd.ie)
৭। অ্যাথোলেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (www.ait.ie)

উচ্চশিক্ষা বিষয়ক আরো তথ্য পেতে ভিজিট করতে পারেন সাইট দু'টিতে-
www.educationireland.ie, studuinireland.ie

www.bjilibrary.com

ফিনল্যান্ড

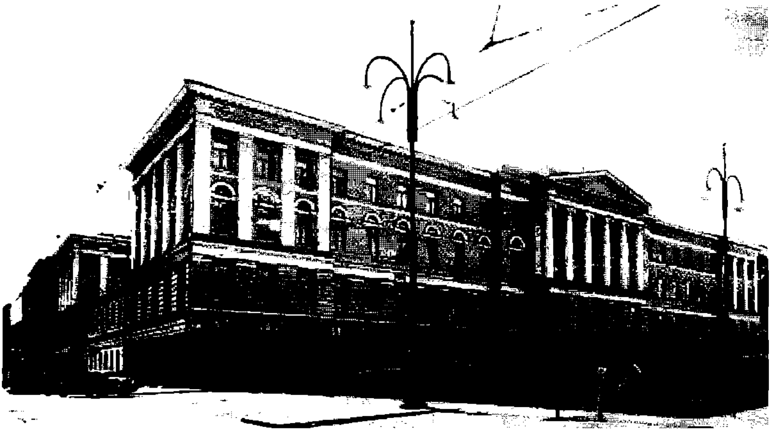

University of Helsinky

ফিনল্যান্ড সম্পর্কিত তথ্যাবলি

ফিনলান্ড (ফিনীয় ভাষায় Suomen Tasavalta সুওমেন, তাসাভালতা, সুয়েডীয় ভাষায়ঃ Republiken Finland রেপুব্লিকেন ফিনল্যান্ড) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে বাল্টিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। ফিনল্যান্ড ইউরোপের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত দেশগুলির একটি। এর এক-তৃতীয়াংশ এলাকা সুমেরুবৃত্তের উত্তরে অবস্থিত। এখানে ঘন সবুজ অরণ্য ও প্রচুর-হ্রদ রয়েছে। প্রাচীরঘেরা প্রাসাদের পাশাপাশি আছে অত্যাধুনিক দালানকোঠা। দেশটির বনভূমি এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ; এগুলোকে প্রায়ই ফিনল্যান্ডের 'সবুজ সোনা' নামে ডাকা হয়। হেলসিংকি ফিনল্যান্ডের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।

ফিনল্যান্ড একটি নিম্নভূমি অঞ্চল। কয়েক হাজার বছর আগেও এটি বরফে ঢাকা ছিল। বরফের চাপে এখানকার ভূমি স্থানে দেবে গিয়ে হাজার হাজার হ্রদের সৃষ্টি করেছে। দেশটির সরকারি নাম ফিনল্যান্ড প্রজাতন্ত্র। তবে ফিনীয়রা নিজেদের দেশকে সুওমি বলে ডাকে। সুওমি শব্দের অর্থ হ্রদ ও জলাভূমির দেশ।

ফিনল্যান্ড উত্তর দিকে স্থলবেষ্টিত। উত্তরে নরওয়ে ও পূর্বে রাশিয়ার সাথে এর সীমান্ত আছে। দক্ষিণে ফিনল্যান্ড উপসগার এবং পশ্চিমে বথনিয়া উপসাগর মধ্যে কতগুলিতে মনুষ্য বসতি আছে। এদের মধ্যে বথনিয়া উপসাগরের মুখে অবস্থিত অলান্দ দ্বীপপুঞ্জটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ফিনল্যান্ডের মেরু অঞ্চলে মে থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রায় সবসময় দিন থাকে। 'মধ্যরাতের সূর্যের' এই দিনগুলিতে ফিনল্যান্ডের নয়নাভিরাম উপকূলীয় এলাকাগুলিতে হাজার হাজার লোক নৌকা নিয়ে বেড়াতে আসে। ফিনল্যান্ডের মধ্যভাগের বনভূমিতে অনেক পর্যটক রোমাঞ্চকর অভিযানের টানে ছুটে আসেন।

www.bjilibrary.com

ফিনল্যান্ডের সাধারণত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অংশ ধরা হয়, এবং স্কান্ডিনেভিয়ার সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও আছে কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ ফিনল্যান্ড বিরোধী শক্তি সুইডেন ও রাশিয়ার মধ্যে একটি সীমান্ত দেশ হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। ৭০০ বছর সুইডেনের অধীনে শাসিত হবার পর ১৮০৯ সালে এটি রুশদের করায়ত্ত হয়। রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ফিনল্যান্ড ও রাশিয়া বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং ১৯৯১ সালে পর্যন্ত দেশ দুইটির মধ্যে দৃঢ় অর্থনৈতিক বন্ধন ছিল ১৯৯১ সালের ফিনল্যান্ড ইউরোপমুখী হয় এবং ১৯৯৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে।

ফিনল্যান্ড ইউরোপের সবচেয়ে নবীন রাষ্ট্রগুলির একটি হলেও এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য সুবিদিত। বিশেষত আধুনিক স্থাপত্যকলা ও শিল্পকারখানা ডিজাইনে ফিনল্যান্ডের সুনাম আছে। সাউনা তথা ফিনীর ধাঁচের বাষ্পস্নান বিশ্ববিখ্যাত এবং এটি ফিনীয় দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ।

ফিনল্যান্ড সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য

রাজধানী	: হেলসিঙ্কি
দ্রাঘিমাংশ	: ৬০.১০ এন ২৪. ৫৬ ই
বৃহত্তম শহর	: রাজধানী
রাষ্ট্রীয় ভাষাসমূহ	: ফিনীয়, সুয়েডীয়
সরকার	: সংসদীয় গণতন্ত্র ২
স্বাধীনতা	: বলশেভিক রাশিয়া থেকে
স্বায়ত্তশাসন	: মার্চ ২৯ ১৮০৯
ঘোষিত	: ডিসেম্বর ৬, ১৯১৭
স্বীকৃতি	: জানুয়ারি ৩, ১৯১৮
ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তি	: জানুয়ারি ১, ১৯৯৫
আয়তন	: মোট ৩৩৮, ১৪৫ বর্গকিমি (৬৫ তম), ১৩০,৫৫৮ বর্গমাইল
জলভাগ (%)	: ৯.৪
মুদ্রা	: ইউরো (৩) (ইইউআর)

ফিনল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা

ফিনল্যান্ডের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব ডিগ্রি দেয়া হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

- ব্যাচেল ডিগ্রি
- মাস্টার্স ডিগ্রি
- ডক্টরেট ডিগ্রি

দুটি সেমিস্টার ফিনল্যান্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

- শরৎকালীন (Autumn) সেমিস্টার : আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত
- বসন্তকালীন (Spring) সেমিস্টার : জানুয়ারি থেকে জুলাই

বিভিন্ন কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভাষাগত যোগ্যতা ও কোর্সের

www.bjilibrary.com

মেয়াদ নিচে দেয়া হলোঃ

কোর্সের নাম শিক্ষাগত যোগ্যতা ভাষাগত যোগ্যতা মেয়াদ

(১) ব্যাচেলর ডিগ্রি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমপক্ষে ১২ বছর মেয়াদি শিক্ষা

ভাষাগত যোগ্যতা : অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ফিনিশ অথবা সুইডশ ভাষার ওপর ভালো দখল থাকতে হবে। তবে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য আই ই এল টি এস স্কোর ৫.৫-৬ এবং টোফেল এর ক্ষেত্রে সিবিটি-১৭৩-২১৩ অথবা আইবিটি ৬১-৮০ থাকতে হবে।

মেয়াদ : ৩-৪ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি

(২) মাস্টার্স

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমপক্ষে ১৬ বছর মেয়াদি শিক্ষা

ভাষাগত যোগ্যতা : অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ফিনিশ অথবা সুইডশ ভাষার উপর ভালো দখল থাকতে হবে। তবে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য আই ই এল টি এস স্কোর ৫.৫-৬ এবং টোফেল এর ক্ষেত্রে সিবিটি-১৭৩-২১৩ অথবা আইবিটি ৬১-৮০ থাকতে হবে।

মেয়াদ : ২ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি

(৩) ডক্টরেট

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাস্টার্স/এম.ফিল

ভাষাগত যোগ্যতা : ইংরেজি ভাষায় পূর্ণ দখল

মেয়াদ : ৪ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি

ব্যাচেলর ও মাস্টার্স পর্যায়ের বিষয়সমূহ : ফিনল্যান্ডের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আপনি অধ্যয়নের জন্য বেছে নিতে পারেন নিম্নের ব্যাপকসংখ্যক বিষয় থেকে যে কোন একটি-

- ইতিহাস
- প্রত্নতত্ত্ব
- তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব
- সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যা
- ইউরোপীয় বিবর্তনবাদ
- ফোকলোর
- জীবন দর্শন
- কলাবিদ্যার ইতিহাস
- তুলনামূলক সাহিত্য
- ফিনিশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি
- সাধারণ ভাষাতত্ত্ব
- হাঙ্গেরীয় ভাষা ও সংস্কৃতি
- ধ্বনিতত্ত্ব
- ফ্রেঞ্চ স্টাডিজ
- পরিবেশ বিজ্ঞান
- রাশিয়ান স্টাডিজ
- প্রাণরসায়ন ও রাসায়নিক জীববিদ্যা
- কম্পিউটার সায়েন্স
- ফরেনসিক মডিগ্রিন
- অর্থনীতি

www.bjilibrary.com

আবেদন প্রাক্রয়া :

• আপনি সরাসরি যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন অফিসে মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

• বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট থেকেও আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে।

• কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন-লাইনে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে।

• ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সাধারণত ১ বছর সময় হাতে রেখে শুরু করতে হয়।

• সাধারণত আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়ার ৬-৮ মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

• সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্কশিটের ইংরেজি ভার্সন

• সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র

• ভাষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র

• রেফারেন্স লেটার

• পাসপোর্টের ফকোকপি

সকল দলিল অবশ্যই একজন নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

শিক্ষাব্যয়:

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ফিনল্যান্ডে সাধারণত কোন টিউশন ফি পরিশোধ করতে হয় না

জীবনযাত্রার ব্যয়:

আবাসন, আহার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে মাসিক প্রায় ৪০০ মার্কিন ডলার ব্যয় হয়। স্বাস্থ্যসেবার জন্য বাৎসরিক ২৫ থেকে ৭৫ ডলার পরিশোধ করতে হয়।

কাজের সুযোগ:

• ফিনল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘন্টা কাজের সুযোগ পেয়ে থাকেন

• যদি আপনি ফিনিশ, নরওয়েজিয়ান, রাশিয়ান অথবা সুইডিশ ভাষা না জানেন, তাহলে ফিনল্যান্ডে কাজ যোগাড় করা প্রকৃতপক্ষেই কঠিন।

ভিসা প্রক্রিয়া ও ব্যাংক ব্যালেন্স

বাংলাদেশে ফিনল্যান্ডের এম্বাসি না থাকায় ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ভিসার জন্য ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিস্থ ফিনিশ এম্বাসিতে (Embassy of Finland) আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। ভিসা আবেদনপত্র http://www.migri.fi/ তে পাওয়া যায়। এখান থেকে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য নির্ধারিত ফর্ম ডাউনলোড করে স্পষ্ট অক্ষরে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করতে হবে। ভিসা আবেদনপত্র জমাদানের সময় এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট ও মূল মার্কশিট, মূল বীমা (Insurance Paper) কপি, জন্মনিবন্ধন সনদপত্র,

www.bjilibrary.com

ইংরেজি ভাষার যোগ্যতার সনদপত্র (টোফেল অথবা আইইএলটিএস), ব্যাংক সার্টিফিকেট (Bank Certificate) ও তিন মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্টের (Bank Statement) মূল কপি দেখাতে হবে। আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্রের ২ সেট ফটোকপি ভিসার জন্য নির্ধারিত সাইজের ৪ কপি ছবিসহ জমা দিতে হবে। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের নিজ নামে খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৬৭২০ (ছয় হাজার সাতশত বিশ মাত্র) ইউরো সমমান টাকা এক থেকে তিন মাস পর্যন্ত গচ্ছিত রাখার প্রয়োজন হতে পারে। উল্লেখ্য ও ব্যাচেলর, মাস্টার্স এবং পিএইচডি সব প্রোগ্রামের জন্যই ভিসাপ্রক্রিয়া একই রকম।

এখন আসি টাকা-পয়সার ব্যাপারে

সাধারণত ফিনল্যান্ডে মাস্টার্সে ফান্ড পাওয়া যায় না (ইরাসমাস স্কলারশিপ ব্যতীত) পি.এইচ.ডি এর জন্য ও ফান্ড পাওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু এইখানে মাস্টার্স করার পর পি.এইচ.ডি'র জন্য আবেদন করলে সহজে ফান্ড পাওয়া যায়। এইখানের সুবিধা হইল যে কোন টিউশন ফি দেয়া লাগে না (শুধু মাত্র আলতো বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া) শুধু থাকা খাওয়ার খরচ নিজে ম্যানেজ করা লাগে। থাকা খাওয়ার জন্য মাসে গড়ে ৩৫০-৩৭০ ইউরো খরচ পড়ে। তবে শেয়ারে থাকলে খরচ অনেক কম পড়বে।

রুম ভাড়া: ২২০-২৪০ ইউরো

খাওয়া: ৮০-৯০ ইউরো

অন্যান্য: ২০-৪০ ইউরো

এই খরচের হিসাবটা একজনের একা থাকার ক্ষেত্রে। শহর ভেদে কম-বেশি হতে পারে। থাকার জন্য স্টুডেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সাধারণত সবাই এটাতেই থাকে। আর স্টুডেন্ট অ্যাপার্টমেন্টগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে হওয়াতে যাতায়াত খরচ নাই বললেই চলে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে হেঁটে যেতে ৪/৫ মিনিট। সবই খুব কাছাকাছি দূরত্বে। তারপরও মাসে ১০/১৫ ইউরো বাস কার্ডে খরচ হয়।

আয়ের উৎস

এইখানে স্টুডেন্টরা পার্টটাইম কাজ করার সুযোগ পায় সপ্তাহে ২৫ ঘন্টা। তবে নতুন অবস্থায় এসে কাজ পেতে সমস্যা হয়। তাই প্রথমে আসার সময় ৬-৮ মাসের থাকা খাওয়ার খরচ নিয়ে আসা ভাল। পার্টটাইম কাজ সাধারণত রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরে, ক্লিনিং কোম্পানিগুলোতেই হয়। কারণ অন্যান্য কাজের জন্য ভাষাটা প্রধান সমস্যা। ফিনিশ ভাষা না জানলে অন্যান্য কাজগুলো পাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু তারপরও অনেক বাংলাদেশি যেভাবেই হোকনা কেন কিছু না কিছু ব্যবস্থা করেই ফেলে। জব পাওয়া অনেক সময় অনেকটা ভাগ্যের ওপরেও নির্ভর করে।

আই.টি স্টুডেন্টদের আরেকটা সুবিধা আছে। ডেমলা নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে, যারা বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানি থেকে প্রজেক্ট নিয়ে স্টুডেন্টদের দিয়ে করিয়ে থাকে। অনেকটা ফ্রিল্যানসিংয়ের মত। আর এইরকম কাজের অভিজ্ঞতা পরবর্তিতে জবের জন্য ভাল হয়।

ডেমলার ব্যাপারে জানতে হলে: http://www.demola.fi/

www.bjilibrary.com

আইটির জন্য ফিনল্যান্ড ভাল অপশন। জবের অবস্থাও ভাল। নকিয়া ছাড়াও অন্যান্য সফটওয়্যার ফার্মে কাজ পাওয়ার ভাল সুযোগ আছে। প্রথম বছর হয়তো একটু কষ্ট হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রেডিট সম্পন্ন করার পর জব/ফান্ডিং ম্যানেজ হয়ে গেলে তখন আরাম-ই আরাম! আবার ৫০-৬০ ক্রেডিট সম্পন্ন করার পর টি.এ শিপের জন্য আবেদন করা যায়। আর টি.এ হলে মাস্টার্স থিসিস ও পরে পিএইচ ডি ফান্ডিং এর জন্য সুবিধা হয়। মাস্টার্স করতে দেড় থেকে দুই বছর আর ১২০ ক্রেডিট সম্পন্ন করা লাগে। কিন্তু আপনি চাইলে বেশি সময়ও নিতে পারেন। চার বছরের মধ্যে শেষ করলে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দুই বছরের মধ্যে করার জন্য রিকমেন্ড করে। আর পিএইচডির ক্ষেত্রে সময়টা সাড়ে তিন থেকে ছয় বছর।

প্রয়োজনীয় তথ্য যেখানে পাওয়া যাবে

অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটিগুলোতে ব্যাচেলর ডিগ্রিতে ভর্তির প্রয়োজনীয় সকল তথ্য http://www.admisions.fi/ এবং জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যাচেলর বা মাস্টার্সে ভর্তির প্রয়োজনীয় সকল তথ্য http://www.universityadmissions.fi/ তে পাওয়া যাবে। এখান থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ঢুকে পিএইচডি সম্পর্কিত দরকারি তথ্যও জানা যাবে। ভিসার জন্য http://www.migri.fi/ থেকে দরকারি তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এছাড়া ছবি তোলার জন্য নিচের ওয়েবসাইটটিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যাবে।
ClickThisLink:http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/AAF8DA6C2A3D663AC22570910026CA45

আপনি কোন পথে যাবেন?

আপনার যদি ফিনল্যান্ডেই চাকরি করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে মাস্টার্সই যথেষ্ট। এমনকি আপনি ৯০ ক্রেডিট সম্পন্ন করার পর, থিসিস করার পাশাপাশি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন।

আর যদি আপনি অ্যাকাডেমিক লাইনে থাকতে চান টিচার অ্যাসিস্টেন্টশিপ আপনার জন্য ভাল। এটা নির্ভর করছে আপনার ওপর।

কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক :

1.http://www.tut.fi/en/units/faculties/computing-and-electrical-engineering/index.htm
2.http://www.tkk.fi/en//prospective_students/news/view/appl cation_period_for_master-s_programmes_at_aalto_university_begins_on_3_january_2011/
3. http://www.uta.fi/admissions/
4. https://www.jyu.fi/en/
5. http://universityadmissions.fi/ (এইটা একটা সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন সাইট)
6. http://www.lut.fi/en/lut/studies/Pages/Default.aspx
7.http://www.uef.fi/en/studies/master-s-degree-programmes

www.bjilibrary.com

চেক প্রজাতন্ত্র

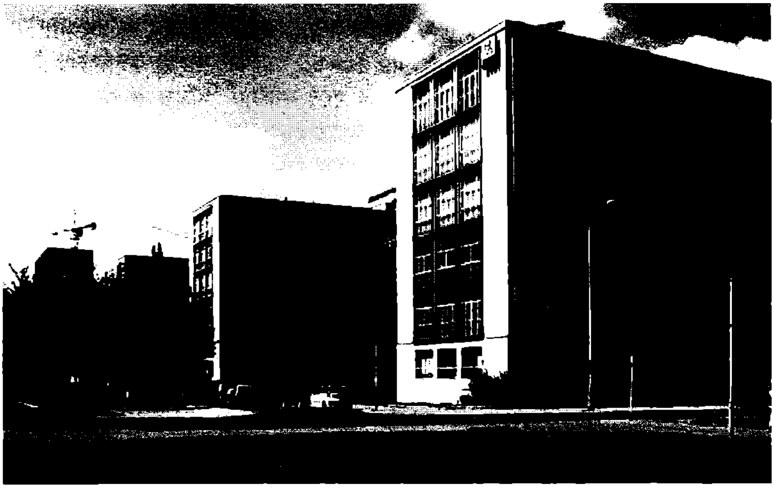

Czeczh Technical University

চেক রিপাবলিক সেন্ট্রাল ইউরোপের একটি দেশ। তাদের মাথাপিছু আয় ৮২৭,৬০০। উচ্চশিক্ষার জন্য চেক হতে পারে আপনার আদর্শ স্থান। কারণ এখানে TOEFL বা IELTS ছাড়া অ্যাডমিশন পাওয়া যায়। এখানে সুযোগ আছে ব্যাচেলর, মাস্টার্স বা পিএইচডি করার শুধুমাত্র প্রিভিয়াস স্টাডি মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন ইংলিশ দিয়ে পড়াশুনা করার। আরো অনেক পুরাতন রেপুটেড ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলো ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং এ এগিয়ে আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল চেকের পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কোয়ালিটি, টিউশন ফি একই রকম। ইউনিভার্সিটিতে চেক এবং ইংলিশ দুই মিডিয়ামে ব্যাচেলর, মাস্টার এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু আছে। বছরে ২ টা সেশনে অ্যাপ্লাই করা যায় ডিসেম্বর এবং মে। টিউশন ফি প্রতি বছরে ২০০০-৩৫০০ ইউরো পর্যন্ত হয়ে থাকে।

চেক ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ মিডিয়ামে আবেদন করতে কী কী লাগবে?

(ব্যাচেলর, মাস্টার এর জন্য)

১. অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন।

২. অ্যাপ্লিকেশন ফি ২০-৮০ ইউরো।

৩. আপনার ২ কপি ছবি (সাইজ ইউনিভার্সিটি বলে দিবে)।

৪. এসএসসি, এইচএসসি ও ব্যাচেলরের সার্টিফিকেট ট্রান্সক্রিপ্টের নোটারি কপি।(কিছু বিশ্ববিদ্যালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত কপি চায়)।

৫. ইউরোপাস ফরম্যাটের সি ভি।

৬. মটিভেশন লেটার।

৭. আইইএলটিএস স্কোর ৬-৬.৫ (প্রিভিয়াস স্টাডি মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন

www.bjilibrary.com

ইংলিশ হলে আইইএলটিএস লাগবে না, সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার বা এক্সাম কন্ট্রোলারের নিকট থেকে এই সার্টিফিকেট নিতে হবে এবং তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করতে হবে)

৮. ওয়ার্ক এক্সপেরিয়ান্স যদি থাকে (ইন্টার্নশিপের সার্টিফিকেট দিতে পারেন)।

৯. ২ টি রিকমেনডেশন লেটার।

১০. পাসপোর্টের ফটোকপি।

উপরোক্ত ডকুমেন্টের হার্ড কপিসমূহ আপনাকে ইউনিভার্সিটির অ্যাড্রেসে ডেডলাইন ক্রস করার আগে পাঠাতে হবে। তারপর আপনাকে এনট্রান্স টেস্ট অথবা স্কাইপ ইন্টারভিউ দিতে হবে। এনট্রান্স টেস্ট/ স্কাইপ ইন্টারভিউ মূলত অ্যাকাডেমিক বিষয়, থিসিস/ ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা, সিভি, মটিভেশন লেটার ইত্যাদি থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে। এটা একেবারে সহজ পরীক্ষা। ৭-১০ দিন পর ইউনিভার্সিটি আপনাকে জানাবে আপনি উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা। উত্তীর্ণ হলে ইউনিভার্সিটি আপনাকে ইমেইলে অফার লেটার পাঠাবে এবং তাদের ১ম বর্ষ বা ১ম সেমিস্টারের টিউশন ফি অগ্রিম দিতে হবে। যদি আপনার ভিসা রিফিউসড হয় তাহলে আপনার টাকা রিফানডেবল হবে। টিউশন ফি প্রদানের পর ইউনিভার্সিটি আপনার হোম অ্যাড্রেসে এম্বাসি ফেইস করার জন্য ফাইনাল লেটার হার্ড কপি পাঠাবে। মনে রাখতে হবে ক্লাস শুরু হওয়ার ৩ মাস আগে ভিসার জন্য আবেদন করতে হয়। কারণ চেকের ভিসা প্রসেস টাইম ২.৫ মাস লাগে। অন্যথায় আপনাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

ভিসা রিকোয়ারমেন্ট

১. অরিজিনাল পাসপোর্ট।

২. ২ কপি ছবি।

৩. পূরণকৃত লং টার্ম ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। ফর্মটি এই http://www.mzv.cz/public/45/84/57/525242_423344_zov_EN.pdf ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করুন।

৪. অ্যাপ্লিকেন্টের নামে ৬২০০ ইউরো --> ৬,৫০,০০০ টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে হবে। (নট ব্লক অ্যাকাউন্ট) ব্যাংক সার্টিফিকেট এবং লাস্ট ৩ মাসের স্টেটমেন্ট ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। (পিতা-মাতা বা ভাই-বোনের ব্যাংক সলভেন্সি গ্রহণযোগ্য নয়)।

৫. অ্যাপ্লিকেন্টের নামে ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড লাগবেই। (ব্যাংক সার্টিফিকেট/ স্টেটমেন্ট এবং ক্রেডিট কার্ড একই ব্যাংকের হতে হবে) আপনি ইচ্ছা করলে ৫০,০০০ টাকার এফডিআর করে এবং তা লিয়েন করে ব্যাংক থেকে একটা ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করাতে পারেন। পরবর্তীতে ভিসা হবার পর ক্রেডিট কার্ড সারেন্ডার করে ৫০,০০০ টাকা+আপনার এফডিআর বেনিফিট পেয়ে যাবেন।

৬. অফার লেটারের অরিজিনাল কপি।

৭. অ্যাকোমডেশনের অরিজিনাল হার্ড কপি (অনেক সময় ইউনিভার্সিটির ডরমেটরিতে সিট পাওয়া যায় না সেটা আপনাকে বাহিরে কোথাও মিনিমাম ০৬ মাসের জন্য অ্যাকোমডেশনের ব্যবস্থা করতে হবে আর এর জন্য আপনাকে ২০-১৫০ ইউরো দিতে হবে, যেটা নন রিফান্ডেবল আর অবশ্যই ইমেইলে অফার

www.bjilibrary.com

লেটার পাবার পর পরই অ্যাকোমডেশন কনফার্ম করে নিবেন)।
৮. অরিজিনাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (অরিজিনাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটটি নোটারাইজ করে নিবেন)।
ভিসার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পাবেন চেক রিপাবলিকের বাংলাদেশে থাকা ওয়েবসাইট থেকে http://czechrepublicbd.com/home/ মজার ব্যাপার হলো এই এক পেজের ভিতরে চেক রিপাবলিকের পড়াশুনার এত বেশি তথ্য দেয়া আছে যা দিয়ে কারও সাহায্য ছাড়া চলে আসা যাবে।
উপরোক্ত এই ডকুমেন্টগুলো ছাড়া আর কোন ডকুমেন্ট লাগবে না। হেলথ ইন্সুরেন্স ভিসা হবার পর লাগবে। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট লাগবে না। ভিসা ইন্টারভিউর সময় আপনার সকল মূল সার্টিফিকেট সাথে রাখবেন যদিও ওরা এসব দেখতে চায় না এবং সার্টিফিকেটের মূল অথবা ফটোকপিও জমা নেয় না। যদি আপনি মোটামুটি ভাল পাবলিক/ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পান এবং ভিসা অফিস-ারের সব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে ভিসা পাবেন কনফার্ম। ভিসা ইন্টারভিউর ২ মাসের মধ্যে এম্বাসির ডিসিশন পাবেন।

ভিসা ইন্টারভিউ প্রশ্ন

চেকের ভিসা ইন্টারভিউ একটু ভিন্ন রকম। ভিসা অফিসার প্রায় ৩০-৪০ মিনিটের ইন্টারভিউ নিবে, ভিসা অফিসার তাঁর ল্যাপটপের উল্লেখিত প্রশ্ন থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর আপনার উত্তর টাইপ করবেন টাইপ শেষ হলে আপনাকে ২য় প্রশ্ন করবে। মনে রাখবেন আপনার স্পিকিং টা যাতে স্পষ্ট হয়, অন্যথায় ভিসা অফিসার আপনার উত্তর কাগজে লিখতে বলবে, যা আপনার ভিসা ইন্টারভিউের পারফরমেন্স নষ্ট করবে।

খন্ডকালীন চাকরির সুযোগ ও সহজলভ্যতা

ইউরোপিয়ান নিয়ম অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজের সুযোগ পাবেন। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে চেক রিপাবলিকে সপ্তাহে ২০ ঘন্টার অধিক কাজ করতে পারবেন। এতে আপনার ভিসা বা অন্য কোনকিছুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। কারণ ছাত্ররা কত ঘন্টা কাজ করছে তার কোন হিসাব রাখা হয় না এবং চেক সরকার ছাত্রদের আয়ের ওপর ট্যাক্স ফ্রি করেছে। যার ফলে চেক পুলিশ ছাত্রদের কাজের সময় বিধির ওপর কোন প্রকার তদারকি করে না। তবে মনে রাখবেন ক্লাস কিন্তু নিয়মিত করতে হবে। ক্লাস নিয়মিত করে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টার অধিক করলেও সমস্যা নেই।
আপনাদের সবার একটি কমন প্রশ্ন আছে, চেক রিপাবলিকে কি খণ্ডকালীন চাকরি করে টিউশন ফি, লিভিং কস্ট ম্যানেজ করা সম্ভব?
এর উত্তরে আমি বলব সম্ভব!!
প্রথমত আপনাকে কম টিউশন ফি সম্পন্ন চেক বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজতে হবে। যেটা প্রতি বছরে ২০০০-২৫০০ ইউরো পর্যন্ত হতে হবে। বিস্তারিত তথ্য পাবেন চেক রিপাবলিকের বাংলাদেশে থাকা ওয়েবসাইট থেকে http://czechrepublicbd.com/home/

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয়ত আমরা জানি যে, চেক রিপাবলিকে অ্যাডমিশনের জন্য প্রথম বছরের টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়। যদি আপনার টোটাল টিউশন ফি ৪৫০০ হয় আপনাকে পাঠাতে হবে ২২৫০ ইউরো। যার মানে হচ্ছে চেকে গিয়ে আপনাকে ২২৫০ ইউরো ম্যানেজ করতে হবে। আপনার অবশিষ্ট টিউশন ফি ৪-৬ কিস্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে পারবেন। (হিসাবটি মাস্টার স্টাডি প্রোগ্রামের জন্য)
এবার আশা যাক মূল কথায়। আসলে চেক রিপাবলিকে খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ ও সহজলভ্যতা কেমন? প্রতি ঘণ্টায় কত টাকা আয় করা সম্ভব?

এক কথায় বলতে পারি বর্তমানে খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ ও সহজলভ্যতার দিক থেকে চেক রিপাবলিক অনেক ভাল অবস্থানে আছে। প্রাগ, ব্রেনাতে নতুন পুরাতন বাঙালি কেউই জব ছাড়া নেই। এমনকি প্রাগ, ব্রেনাতে পড়াশুনা করতে আসছে কিন্তু ০৩ সপ্তাহের মধ্যে জব পায় নাই- এমন লোক একজনও নাই।
চেক রিপাবলিকে বাঙালি, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি, ভিয়েতনামিসহ বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট বা মিনি মার্কেটে কাজ পাবেন। প্রতি ঘণ্টায় ৬৫-৭৫ ক্রাউন করে মজুরি পাবেন।
নোট: প্রাগ, ব্রেনা ব্যতীত চেক রিপাবলিকের অন্যান্য সিটিগুলোতে খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ ও সহজলভ্যতা তেমন নেই।

www.bjilibrary.com

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনাময় দেশ

রোমানিয়া

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার যিনি সবকিছুরই মালিক। তাঁর অশেষ দয়ায় আজকে আমি বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হচ্ছি। আমরা অনেকেই মনে করি উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিদেশ গমন বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার নাম। স্বাভাবিকভাবেই সবাই এটা ভাবেন কারণ বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ একটি ব্যয়বহুল বিষয়। তবে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের পড়াশোনার মান নিম্নমুখী হওয়া এবং সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চাহিদা অনুপাতে কম থাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌরাত্ম্যের কারণে আমাদের দেশেও উচ্চশিক্ষা এখন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। সেসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছর বছর পাল্লা দিয়ে বাড়াচ্ছে টিউশন ফি। আর ছাত্রছাত্রীদের সেই টিউশন ফি যোগাতে নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারগুলোর উঠছে নাভিশ্বাস। সমস্যার গভীরতা এখানেই শেষ নয়। সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের অনেক আশা নিয়ে সেখানে ভর্তি করালেও পড়াশোনা শেষে মিলছে না চাকরি। কারণ এদেশে চাকরিও যেন এখন সোনার হরিণ। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা হতাশায় ভোগেন।

আশার কথা হচ্ছে বিদেশে উচ্চশিক্ষা করতে যাওয়া পূর্বের চাইতে এখন অনেক সহজ। দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য যে টিউশন ফি দিতে হয় সেই পরিমাণ অর্থ দিয়েই আপনি আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন। যদি পয়সা খরচ করে পড়তেই চান তবে কেন আপনি দেশের নিম্নমুখী শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন হুমকিতে ফেলবেন? আর ইউরোপে ঢুকার একমাত্র বৈধ মাধ্যম পড়াশোনা।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা করতে শুরুতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নতুন এক পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার সাহস/মনোবল নিজের মধ্যে তৈরি করা, আর প্রয়োজন ধৈর্যের।

তার আগে বলে নেয়া ভাল বিদেশে উচ্চশিক্ষা করতে যাওয়া মানে শুধুমাত্র ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণই নয়, আরো কিছু সুবিধা রয়েছে।

১। যে দেশে যাবেন সে দেশে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ।
২। পড়াশোনার পাশাপাশি কাজের সুযোগ, যার মাধ্যমে পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সাপোর্ট দেয়া।
৩। উন্নত জীবনযাপন।

www.bjilibrary.com

আমি মূলত একজন ছাত্র কিভাবে সেলফ ফান্ডিং এ ইউরোপে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে আসতে পারেন সে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করবো। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের দেশ রোমানিয়া নিয়ে। বিস্তারিত পদ্ধতি নিয়ে বলার আগে রোমানিয়া দেশ সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা জরুরি। এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ, তবে সেনজেনভুক্ত নয়। এর রাজধানীর নাম বুখারেস্ট। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে ইউরোপের ৬ষ্ঠ বৃহৎ দেশ। আয়ের প্রধান উৎস টেক্সটাইল ও ট্যুরিজম। ওয়েস্টার্ন ইউরোপের দেশগুলোর মত এত শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ না। আপনি এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি জব করে মাসে ৩০০-৪৫০ ইউরো আয় করতে পারবেন। ভাষা শিখলে এ আয়ের পরিমাণ বাড়তেও পারে। তবে কাজ পেতে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। রোমানিয়াকে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ মানুষ ইউরোপে ঢোকার দরজা হিসেবে ব্যবহার করে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার খুব কম লোকই আপনার চোখে পড়বে।

রোমানিয়ায় পড়াশোনার মান খুব ভাল। শিক্ষকরা খুব কোয়ালিফাইড। শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রজেক্টর প্রেজেন্টেশন বেজড। বেশির ভাগ ইয়ং জেনারেশন ইংরেজিতে কথা বলতে জানেন। তাই কম্যুনিকেশনে খুব বেশি সমস্যা হয় না।

এবার ইউরোপে বিশেষ করে রোমানিয়ায় পড়তে আসতে চাইলে কী কী করণীয় তা ধাপে ধাপে আলোচনা করবো।

প্রথম ধাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর যেটা দরকার তা হচ্ছে একটি কার্যকরি পরিকল্পনা গ্রহণ। পরিকল্পনার মধ্যে থাকতে হবে কোথা থেকে শুরু করবো, কখন শুরু করবো, এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা। ইউরোপে বিভিন দেশের অ্যাকাডেমিক ইয়ার এক নয়। কোথাও শুরু হয় জানুয়ারি থেকে আবার কোথাও শুরু হয় সেপ্টেম্বর থেকে। রোমানিয়ার অ্যাকাডেমিক ইয়ার অক্টোবর থেকে শুরু হয়। তাই সেশন শুরুর কমপক্ষে ৬ মাস আগেই আপনার অ্যাকাডেমিক কাগজপত্রগুলোকে সংশ্লিষ্ট বোর্ড, প্রতিষ্ঠান, মিনিস্ট্রি থেকে সত্যায়িত করে রাখতে হবে। তার মানে আপনাকে পাসপোর্ট তৈরি থেকে শুরু করলে আরো ৩ মাস আগে থেকে এসব কাজ শুরু করতে হবে। তার মানে ৯ মাস সময় লাগবে পূর্ব প্রস্তুতির। তারপর করবেন দেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিলেকশন। এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য র‌্যাংকিং ওয়েবসাইট থেকে আপনাকে যে দেশ চাচ্ছেন সে দেশের ১-৩০ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আপনার বিষয় অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বাছাই করতে হবে। যা লক্ষ্য রাখতে হবে তা হচ্ছে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি বিদেশি ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা আছে কিনা তা ভালো ভাবে জানা। এটা আপনাকে ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকেই জেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে 4icu.org বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই এবং সেশন সম্পর্কে জানার জন্য একটি ভালো তথ্যবহুল ওয়েবসাইট।

দ্বিতীয় ধাপে আপনার বর্তমান অ্যাকাডেমিক অবস্থার অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। আপনি এখন কোন ইয়ারে পড়ছেন, কোন বিষয় নিয়ে পড়ছেন, কোন বিষয় নিয়ে

www.bjilibrary.com

বিদেশে পড়তে চান এসব নিয়ে ভাবা। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে আসার আগে যেটা বাধ্যতামূলক তা হচ্ছে কমপক্ষে HSC কমপ্লিট থাকা, মিনিমাম জিপিএ ৩.৫০ থাকা। IELTS band score মিনিমাম ৫.৫/৬.০ থাকা। তবে রোমানিয়ায় পড়তে IELTS বাধ্যতামূলক নয়। এখানে এসে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার একটি জেনারেল ইংলিশ টেস্ট দিতে হবে। ভয়ের কিছু নেই, ন্যূনতম ইংলিশ গ্রামার আর প্রিপজিশনের ব্যবহার জানা থাকলেই চলবে। ব্যাচেলর পড়তে চাইলে HSC এর পর কোথাও ভর্তি না হওয়ার পরামর্শ দিব। আর ব্যাচেলর পড়াশোনা চলতে থাকলে সেটা সম্পন্ন করে মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করাই উত্তম। মিনিমাম সিজি-পএ ৩.১০ থাকা। পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করার নিয়মও মাস্টার্সের মতই। রোমানিয়ায় সব চেয়ে ভাল হয় মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করলে। কারণ এখানে মাস্টার্সের কোর্সগুলোর ক্লাস বেশিরভাগ হয় রাতে। তাই এখানে দিনের বেলা কাজের সুযোগ থাকবে।

তৃতীয় ধাপে সব কাগজপত্র প্রস্তুত করে ফেললে আপনার কাজ হবে রোমানিয়ার যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে চান সেই প্রতিষ্ঠানে একটি ফরমাল অ্যাপ্লিকেশন ইমেইল করা। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশন এর ইমেইল দেয়া থাকে অথবা সাধারণ অ্যাডমিশন সংক্রান্ত ইমেইলে মেইলটি করতে হবে। বিষয় হবে আপনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সেশনে ভর্তি হতে আগ্রহী এ সংক্রান্ত। এরপর তারা আপনাকে ফিরতি মেইল পাঠাবে অ্যাডমিশন সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে। সেগুলো ভালোভাবে পড়ে অনুসরণ করে সে মোতাবেক কাগজগুলোর ফটোকপি একত্র করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন অফিসে DHL কুরিয়ারে পাঠাতে হবে অ্যাসেসমেন্ট করাতে। এই ডকুমেন্ট অ্যাসেসমেন্টে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগে। কারণ এই অ্যাসেসমেন্ট করবে রোমানিয়ার এডুকেশন মিনিস্ট্রি। তারপর সেগুলো তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে ইমেইলে আপনাকে জানানো হবে। এবং সাথে একটা Letter of Acceptance কপি সংযুক্ত থাকবে।

এরপর ৪র্থ ধাপে আসবে টিউশন ফি পাঠানোর বিষয়। মনে রাখবেন ইউরোপে সেলফ ফান্ডিং এ পড়তে আসতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই দেশ থেকে আগেই এক বছরের টিউশন ফি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করে আসতে হবে। আর কোন ব্যাংকের কোন অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের letter of acceptance এ উল্লেখ করা থাকবে। অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে যে যদি আগে টাকা পাঠিয়ে যেতে না পারি তবে আমার টিউশন ফি'র কী হবে? ভয় পাবার কিছু নেই। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা টিউশন ফি রিফান্ড পলিসি আছে। সেটা আপনাকে জানতে হবে। টাকা দেশ থেকে পাঠানোর সময়ও ব্যাংক আপনার কাছে ঐ রিফান্ড পলিসি দেখতে চাইবে। রিফান্ড পলিসি ছাড়া দেশের কোনো ব্যাংক আপনার টাকা পাঠাবে না। তাই এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি কোনো কারণে না যেতে পারেন তবে আপনি একটা রিফান্ড পলিসির উল্লেখ করে মেইল করলেই ২ থেকে ১ সপ্তাহ কার্যদিবসের মধ্যেই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তারা পাঠিয়ে দিবে। আর আসল কথা হচ্ছে একবার আপনার টিউশন ফি পাঠানো মানেই হচ্ছে আপনার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া নিশ্চিত।

www.bjilibrary.com

৫ম ধাপে ভিসা প্রসেসিং। রোমানিয়ার কোনো দূতাবাস বাংলাদেশে নেই। তাই আপনাকে ভারতের দিল্লিতে গিয়ে স্টুডেন্ট ভিসা আনতে হবে। আর কাজটা একটু জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে দিল্লিতে আপনাকে কমপক্ষে একমাস ১০ দিন থাকতে হতে পারে। তবে যদি আপনার সব কাগজপত্র ঠিকমতো দ্রুত জমা দিতে পারেন তবে একমাসের/২৫-৩০ দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। তবে যত সমস্যা হয় তা হচ্ছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন জমা নেয়ার সময়। তারা প্রতিটা ডকুমেন্ট খুব ভালোভাবে চেক করে। কোনো একটা ডকুমেন্ট (ভিসা অ্যাপ্লিকেশন তথ্যে ভুল, লেটেস্ট পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ব্যাংক সিল (৪৮ ঘন্টার পুরাতন চলবে না), ৯০ দিনের হোটেল বুকিং, প্লেনের টিকেট বুকিং, পাসপোর্ট সাইজের ছবির মাপ ইত্যাদি) সমস্যা দেখলেই তারা অ্যাপ্লিকেশন ফেরত দিয়ে দিবে। আর একদিন মিস হয়ে গেলে আবার ২-৩ দিন পর সিরিয়াল। তবে এখানে আপনাকে ভিসা জমা নেয়ার পাশাপাশি রোমানিয়া কেন যেতে চান, আপনার প্রতিষ্ঠান ও পড়াশোনা রিলেটেড কিছু সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। তাই ইংলিশে কথোপকথন করার ন্যূনতম দক্ষতা থাকতেই হবে। আর একবার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন জমা নিলে ভিসা ১০০%। তো দিল্লিতে গিয়ে যেটা করতে হবে হোটেলে না থেকে এম্বেসির কাছাকাছি এলাকায় অল্প টাকায় একমাসের জন্য একটা রুম/লজ ভাড়া করা।

৬ষ্ঠ ধাপে, ভিসা পাওয়ার পর যতটা সম্ভব ফ্লাইয়ের এক মাস আগেই প্লেনের রিটার্ন টিকেট কাটতে হবে। তাড়াহুড়া করে কাটলে ১৫-২০ হাজার টাকা বেশি খরচ পড়বে। স্বাভাবিক খরচ ফ্লাই দুবাই ৬৫ হাজার টাকা। কোনো ট্যুর কোম্পানির থেকে টিকেট না কাটাই উত্তম। কারণ তারা প্লেন ভাড়া ১ লাখ টাকাও বলতে পারে! রোমানিয়ায় গিয়ে প্লেনের টিকেটিং প্রতিষ্ঠানকে বললেই তারা রিটার্ন টিকেটের টাকা পরিবারের সদস্যের কাছে ফেরত দিয়ে দিবে।

৭ম ধাপে, সর্বনিম্ন ২৫০০ ডলার সাথে করে নিয়ে যেতে হবেই। এটা এয়ারপোর্টে কর্তৃপক্ষ চেক করবে। তাই এই ডলার যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে থেকেই কিনে রাখা ভাল। প্রয়োজনীয় সব ডকুমেন্ট হাতের কাছেই রাখতে হবে। শুধুমাত্র রোমানিয়ান ভিসা যথেষ্ট নয়। কারণ সব এয়ারপোর্টেই আপনার ডকুমেন্টগুলো কর্তৃপক্ষ দেখতে চাইবে। আর নিজের প্রয়োজন মতো বিশেষ করে শীতের কাপড় শপিং করা। শুকনা খাবার সাথে নেয়া।

৮ম ধাপ, আপনি রোমানিয়াতে এসে পৌঁছলে হোটেলে চেক ইন করে ভ্রমণ ক্লান্তি দূর করে দ্বিতীয় দিনের প্রথম কাজ হবে আপনার ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করা। পরবর্তী করণীয় তারাই আপনাকে জানিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশন ফি ৩০০ ইউরো এবং আপনার অ্যাকাডেমিক ডকুমেন্ট ট্রান্সলেশন ও লিগালাইজেশন ফি বাবদ আরো ১০০ ইউরো ব্যয় হবে।

৯ম ধাপে আপনাকে এক মাসের কম সময়ের মধ্যে রোমানিয়ায় একটি স্থায়ী থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রতিমাসে থাকার খরচ ১০০-১৫০ ইউরো পড়বে। এজন্য

www.bjilibrary.com

আপনি এখানে কিছু প্রাইভেট স্টুডেন্ট ডরমিটরি তে থাকতে পারবেন। তারা আপনাকে এক বছরের চুক্তি সরবরাহ করবে। সেটা নিয়ে আপনার ইউনিভার্সিটিতে জমা দিলে তারা আপনাকে এক বছরের জন্য টেম্পোরারি রেসিডেন্টশিপ কার্ড জেনারেল ইমিগ্রেশন অফিস থেকে সংগ্রহ করতে বলবে। এটা প্রতিবছর আপনাকে রিনিউ করতে হবে।

খরচ

রোমানিয়া আসার যাবতীয় খরচ আনুমানিক ৫-৬ লাখ টাকা পড়বে। এর মধ্যেই এক বছরের টিউশন ফি, লিভিং খরচ, প্লেন টিকেট, ইন্ডিয়া যাওয়া থাকার খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বেশ কিছু দেশি কন্সাল্টেন্সি ফার্ম রোমানিয়ায় ছাত্র পাঠায়। তবে এতে খরচ ৭-৮ লাখ টাকা পড়বে।

১০ম ধাপ আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সে প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

জোবায়ের হোসেন
zobair.writer@gmail.com
ASE Bucharest
Master in Business Communication

www.bjilibrary.com

আমেরিকা মহাদেশ

- দেশ পরিচিতি
- উচ্চশিক্ষার সুযোগ
- অভিজ্ঞতা

www.bjilibrary.com

আমেরিকা মহাদেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

University of Wasington

আমেরিকা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য

ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত পঞ্চাশটি রাজ্য ও একটি ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র। এই দেশটি ইউনাটেড স্টেটস ইউ, এস, যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নামেও পরিচিত। মধ্য উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত আটচল্লিশটি রাজ্য ও ক্যাপিটাল ডিস্ট্রিক্ট ওয়াশিংটন ডি.সিসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখন্ডটি পশ্চিমে প্রশান্ত ও পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত; এই অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত যথাক্রমে কানাডা ও মেক্সিকো রাষ্ট্রদ্বয়। আলাস্কা রাজ্যটি অবিস্থত মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে; এই রাজ্যের পূর্ব সীমায় কানাডা ও পশ্চিমে বেরিং প্রণালী পেরিয়ে রাশিয়া। হাওয়াই রাজ্যটি মধ্য-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি দ্বীপপুঞ্জ। এছাড়াও ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক অঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩.৭৯ মিলিয়ন বর্গমাইল (৯.৮৩ বর্গকিলোমিটার)। দেশের জনসংখ্যা প্রায় ৩০৯ মিলিয়ন। সামগ্রিক আয়তনের হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যমন্ডিত বহুজাতিক সমাজব্যবস্থা। বহু দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিনিবেশের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ একটি বহুসংস্কৃতিবাদী দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বিশ্বের বৃহত্তম জাতীয় অর্থনীতি।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা সম্ভবত এশীয় বংশোদ্ভূত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল

www.bjilibrary.com

ভূখণ্ডে এরা কয়েক হাজার বছর ধরে বসবাস করছে। তবে নেটিভ আমেরিকানদের জনসংখ্যা ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহের প্রকোপে ব্যাপক হ্রাস পায়। প্রাথমিক পর্যায়ে আটলান্টিক মহাসাগর তীরস্থ উত্তর আমেরিকার তেরোটি ব্রিটিশ উপনিবেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাইয়ে এই উপনিবেশগুলো একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে। এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে উপনিবেশগুলো তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করে এবং একটি সমবায় সংঘের প্রতিষ্ঠা করে। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে এই বিদ্রোহী রাজ্যগুলো গ্রেট ব্রিটেনকে পরাস্ত করে। এই যুদ্ধ ছিল ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে প্রথম সফল ঔপনিবেশিক স্বাধীনতাযুদ্ধ। ১৭৮৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়া কনভেনশন বর্তমান মার্কিন সংবিধানটি গ্রহণ করে। পরের বছর এই সংবিধান স্বাক্ষরিত হলে যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারসহ একক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৭৯১ সালে স্বাক্ষরিত এবং দশটি সংবিধান সংশোধনী সংবলিত বিল অফ রাইটস একাধিক মৌলিক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো ও রাশিয়া থেকে জমি অধিগ্রহণ করে এবং টেক্সাস প্রজাতন্ত্র ও হাওয়াই প্রজাতন্ত্র অধিকার করে নেয়। ১৮৬০-এর দশকে রাজ্যসমূহের অধিকার ও দাসপ্রথার বিস্তারকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ দক্ষিণাঞ্চল ও শিল্পোন্নত উত্তরাঞ্চলের বিবাদে এক গৃহযুদ্ধের জন্ম হয়। উত্তরাঞ্চলের বিজয়ের ফলে দেশের চিরস্থায়ী বিভাজন রোধ করা সম্ভব হয়। এরপরই যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা আইনত রোধ করা হয়। ১৮৭০ এর দশকেই মার্কিন অর্থনীতি বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির শিরোপা পায়। স্প্যানিশ আমেরিকান যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সামরিক শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা দান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দেশ প্রথম পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একমাত্র মহাশক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের দুই-পঞ্চমাংশ খরচ করে এই দেশ। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিধর রাষ্ট্র। ১৯৩০ এর দশকে ও একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষে আমেরিকার অর্থনীতি অর্থনৈতিক মহামন্দা বা গ্রেট ডিপ্রেশনের শিকার হয়।

নামকরণ

১৫০৭ সালে জার্মান মানচিত্রকর মার্টিন ওয়াল্ডসিম্যুলার বিশ্বের একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। এই মানচিত্রে তিনি ইতালীয় আবিষ্কারক ও মানচিত্রকর আমেরিগো ভেসপুচির নামানুসারে পশ্চিম গোলার্ধের নামকরণ করেন আমেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে পূর্বতন ব্রিটিশ কলোনিগুলো প্রথম দেশের আধুনিক নামটি ব্যবহার করে।

কলম্বাসের নামানুসারে কলম্বিয়া নামটি এককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হত। ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া নামের মধ্যে এই নামটির আজও অস্তিত্ব রয়েছে।

মার্কিন নাগরিকেরা সাধারণভাবে আমেরিকান নামে পরিচিত। যদিও সরকারিভাবে বিশেষণ হিসেবে ইউনাইটেড স্টেটস কথাটি ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত

www.bjilibrary.com

বিশেষণ হিসেবে আমেরিকান ও ইউ এস দুইই প্রচলিত আমেরিকান মূল্যবোধ বা ইউ, এস সামরিক বাহিনী ইংরেজি ভাষায় খুব অল্প ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ব্যতীত অন্যদের বিশেষণ হিসেবে আমেরিকা কথাটি ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে 'দ্য ইউনাইটেড স্টেটস' ইউনাইটেড কথাটি বহুবচনে ব্যবহৃত হত। গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৫ সালে মার্কিন সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে শব্দটিকে একবচন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে একবচন রূপটিই প্রামাণ্য। বহুবচন রূপটি কেবল বাগধারা কথাটিতেই ব্যবহৃত হয়।

আদি আমেরিকান ও ইউরোপীয় উপনিবেশ যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূমি এবং আলাস্কাতে বর্তমানে যে আদিবাসীরা বাস করে তারা এশিয়া থেকে অভিবাসী হয়ে এ অঞ্চলে এসেছিল। তারা আজ থেকে প্রায় ৪০,০০০ বছর আগে থেকে আসা শুরু করেছিল বলে ধারণা করা হয়। কমপক্ষে ১২,০০০ বছর আগে তাদের আসার ব্যাপারটি তো প্রায় নিশ্চিত। প্রাক-কলম্বীয় যুগের অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ই অগ্রসর কৃষি, স্থাপত্য এবং রাজ্য-সদৃশ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ইউরোপীয় অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯৩ সালের নভেম্বর ১৯ তারিখে আমেরিকা অঞ্চলের পুয়ের্তো রিকোতে এসেছিলেন। এর মাধ্যমে আদিবাসী আমেরিকানদের সাথে ইউরোপীয়দের প্রথম পরিচয় হয়। এর পর অধিকাংশ আমেরিকান আদিবাসী ইউরেশিয়া অঞ্চলের মহামারী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

সে সময় আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের বাসস্থান ছিল মূলত ফ্লোরিডায়। সেই ঔপনিবেশিক কলোনিগুলোর মধ্যে বর্তমানে কেবল ১৫৬৫ সালে স্থাপিত সেন্ট অগাস্টিন কালোনিটি টিকে আছে। এছাড়া ফরাসি পশুর লোম ব্যবসায়ীরা গ্রেট লেকেসর নিকটে নিউ প্যান্স নামক একটি বাসস্থল গড়ে তুলেছিল। এর পরে স্পেনীয়রা বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তৃত উপনিবেশ ছিল। ১৬০৭ সালে জেমসটাউনে প্রতিষ্ঠিত ভার্জিনিয়া কলোনি এবং ১৬২০ সালে প্রতিষ্ঠিত পিমাথ কলোনি। ১৬২৮ সালে ম্যাসাচুসেটস বে কলোনি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উপর্যুপরি অর্থায়নের পর ইংরেজদের মধ্যে অভিবাসনের জোয়ার বয়ে যায়। ১৬৩৪ সালের মধ্যে নিউ ইংল্যান্ডে প্রায় ১০,০০০ পিউরিটান বাসস্থান গড়ে তোলে। ১৬১০-এর দশকের শেষ দিকে ব্রিটিশরা সেদেশের বিপ্লবীদের মধ্যে ৫০,০০০ জনকে আমেরিকায় ব্রিটিশ কলোনিসমূহে স্থানান্তর করে। ১৬১৪ সাল থেকে নেদারল্যান্ডের ঔপনিবেশিকরা হাডসন নদীর নিম্নভূমি জুড়ে এবং ম্যানহাটন দ্বীপ ও নিউ আমস্টারডামে বসতি গড়ে তুলেছিল। ১৬৩৮ সালে সুয়েডীয়রা ডেলওয়ার নদীর পাশ জুড়ে ছোট একটি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল যার নাম ছিল নিউ সুইডেন। কিন্তু ১৬৫৫ সালে ডাচরা তা অধিকার করে নেয়।

ফরাসি এবং ভারতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে প্রায় ৭ বছর ধরে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ চলতে থাকে। ব্রিটেন ফ্রান্সের কাছে থেকে কানাডা দখল করে নেয়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলীয় কলোনিসমূহ থেকে ফ্রাঙ্কোফোনের জনগণ রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৬৪৭ সালে ইঙ্গ-ডেনীয় যুদ্ধে ডাচদেরকে পরাজিত করে ব্রিটেন প্রাক্তন ডাচ কলোনিসমূহ দখল করে নেয়। এর পর প্রাক্তন নিউ নেদারল্যান্ডের নাম রাখা হয় নিউইয়র্ক। ১৭২৯ সালে ক্যারোলিনাসমূহের বিভাজন এবং ১৭৩২ সালে জর্জিয়ার ঔপনিবেশিকীকরণের পর ১৩টি পৃথক পৃথক ব্রিটিশ কলোনি সৃষ্টি হয়। এই ১৩টি

www.bjilibrary.com

কলোনি মিলেই পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। যাহোক, এই রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিতে সক্রিয় স্থানীয় এবং ঔপনিবেশিক সরকার ছিল যা স্বাধীন মানুষদের নির্বাচনে মাধ্যমে জন্ম লাভ করতো। রাজ্যগুলোর চেতনার মূলে ছিল ইংরেজদের প্রাচীন অধিকারের প্রতি আত্ম নিবেদন এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত সরকার পদ্ধতির অনুপ্রেরণা যা পরবর্তীকালে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম হয়। সবগুলো রাজ্যেই আফ্রিকান দাসদের নিয়ে বাণিজ্য করা বৈধতা পেয়েছিল। উচ্চ জন্মহার, নিম্ন মৃত্যুহার এবং চিরস্থায়ী অভিবাসনের কারণে কলোনিগুলোর জনসংখ্যা প্রতি ২৫ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যেতে থাকে।

সরকারব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। আইনসভা দ্বিকাক্ষিক। নিম্নকক্ষের নাম হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্স এবং এর সদস্য সংখ্যা ৪৩৫। উচ্চকক্ষের নাম সিনেট এবং এর সদস্য সংখ্যা ১০০। ভোট প্রদানের যোগ্যতা অর্জনের বয়স ১৮। ১৭৯৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং ১৭৯৯ সালের ৪ঠা মার্চ থেকে এটি কার্যকর করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়।

প্রায় চার শতাব্দী আগে প্রণীত মার্কিন সরকারব্যবস্থা সারা বিশ্বের প্রশংসা লাভ করেছে। মার্কিন জীবনের সাথে এটি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মার্কিন সরকার ব্যবস্থা শুরু থেকেই গণতন্ত্রকে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। মার্কিন সরকার ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় আইন, এবং এগুলোকে নির্বাহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত ফেডারেল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ওয়াশিংটন ডিসি -তে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের একটি মূলনীতি হল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এই ব্যবস্থায় লোকেরা তাদের নিজেদের নেতা নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের শাসন করে। মার্কিন গণতন্ত্র বেশ কিছু আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে নিতে হবে। সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। নাগরিকদেরকে আইনি শাসনব্যবস্থায় বাস করার জন্য সম্মত হতে হবে। মতামত ও ধারণার উন্মুক্ত আদান প্রদানে কোন বাধার সৃষ্টি করা যাবে না। আইনের চোখে সবাই সমান। সরকার জনগণের সেবায় নিয়োজিত হবে এবং এর ক্ষমতা জনগণের কাছ থেকেই আসবে।

এই আদর্শগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা চারটি উপাদান দিয়ে গঠন করা হয়েছে। ১) জনগণের সার্বভৌমত্ব ২) প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ৩) ক্ষমতার পরীক্ষা ও ভারসাম্য এবং ৪) ফেডারেলবাদ, যেখানে সরকারের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতায় অংশীদারি করা হয়।

চিকিৎসাবীমা :

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বাৎসরিক ৫০০ থেকে ১০০০ মার্কিন ডলার।

কাজের সুযোগ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নকালীন চাকরি করার কোন সুযোগ নেই; তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্যাম্পাসভিত্তিক চাকরিতে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব। তবে তার আয় দ্বারা আপনার শিক্ষাব্যয় বা জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন ছাত্র-ছাত্রী নিম্নলিখিত কাজগুলো করে প্রতি ঘন্টায় ৬ থেকে ২৫ ডলার উপার্জন করতে পারে।

- ক্লিনিং
- নৈশ পাহারা
- ক্যাফেটেরিয়া, লাইব্রেরি বা অফিসে কাজ করা
- শিশু পরিচর্যা
- বারডেন্ডিং
- ওয়েটিং সার্ভিস
- ফল আহরণ
- পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করা
- লন্ড্রিতে কাজ করা।

আমেরিকান নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা

আমেরিকান দূতাবাসের কনস্যুলার শাখা বাংলাদেশি নাগরিকদের ও বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি নাগরিকদের ভিসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। এখানে তিন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে।

ইমিগ্র্যান্ট ভিসা: সাময়িক যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসী হিসেবে ব্যবসায়িক ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসা, সাময়িক শ্রমিক ভিসা ও যারা যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসী হিসেবে যেতে চায় তাদের ভিসা।

ডাইভার্সিটি ভিসা : ডাইভার্সিটি ভিসা লটারির মাধ্যমে যে সকল বাংলাদেশী নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাস করার যোগ্যতা অর্জন করে তাদের ভিসা।

নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা: বেড়ানো, ব্যবসা, পড়াশোনা করা বা অস্থায়ী ভাবে যারা যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চায় তারা নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য আবেদন করতে পারে।

সাক্ষাৎকারের জন্য দিনক্ষণ

আমেরিকান দূতাবাসের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সাইমন গ্রুপের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের জন্য দিনক্ষণ ঠিক করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানে একবার এসে আবেদনকারী আবেদন ফি জমা দেয়া, প্রয়োজনীয় ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে।

ভিসা ফি

বি,সি,ডি আই, জে এম ভিসা: ৳ ১৬০

এইচ,এল,ও, পি, কিউ, আর ভিসা: ৳১৯০

কে (ফাইন্যান্স (ই) স্পোস অব ইউ,ইস, সিটিজেন): ৳২৪০

ই (থার্টি ইনভাস্টর/ট্রেডার): ৳২৭০

ভিসা সেভিস ফি ফর স্টুডেন্ট (পি টু ডিএইচএস): ৳২০০

সেভিস ফি ফর এক্সচেঞ্জ ভিজিটরস (পে টু ইইচএস): ৳ ১৮০

সাইমন গ্রুপ বা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে ভিসা আবেদন ফি জমা দিয়ে টাকার রসিদ সংগ্রহ করতে হয়। ভিসা সাক্ষাৎকার এর সময় কনস্যুলার কর্মকর্তাকে এই টাকার রসিদ দেখাতে হয়।

www.bjilibrary.com

সায়মন ২০০৫ সাল থেকে আমেরিকান নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ব্যাপারে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে।

দূতাবাসে যাওয়ার আগে

দূতাবাসে যাওয়ার আগে নতুন ডি এস ১৬০ ফর্মটি পূরণ করতে হয়। মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, ইলেকট্রিক জিনিস ট্যালকম ও অন্যান্য পাউডার লাগানো পাসপোর্ট এবং কোন অস্ত্র নিয়ে দূতাবাসে প্রবেশ করা যায় না।

ভিসা সংগ্রহ

ভিসা অফিসার ভিসা সংগ্রহের সময় জানিয়ে থাকে।

সাধারণত ভিসা আবেদন সফল হলে দুই কর্মদিবসের মধ্যে ভিসা সংগ্রহ করা যায়।

প্রত্যাখ্যান

ভ্রমণ শেষে নিজ দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে শক্তিশালী কারণ কনস্যুলার কর্মকর্তার কাছে তুলে ধরতে না পারলে ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফরম পূরণ করা এবং সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ঠিক করে নেয়ার কাজ করতে পারে। নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য ভ্রমণের কমপক্ষে ৯০ দিন আগে সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করতে হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র : যা যা নিয়ে সায়মন ওভারসিজে যেতে হয় সেগুলো হল:

- একটি বৈধ পাসপোর্ট ভ্রমণের পরেও ৬ মাস মেয়াদ থাকে।
- দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- প্রতি পাসপোর্টের সার্ভিস চার্জ ৫০০ টাকা ও ১৫ % ভ্যাট দিতে হয়।
- ডিএস ১৬০ ফর্ম জমা দেয়ার কনফারমেশন পৃষ্ঠা

নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদন ফি

- প্রতিটি আবেদনের প্রক্রিয়াকরণ ফি হিসেবে ১০০ টাকা + ১৫% ভ্যাট।

অথবা স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক থেকে নেয়া অন-অভিবাসী ভিসা আবেদন ফি'র রসিদ নিয়ে যেতে হয়। সকল আবেদকারীকে সায়মন ওভারসিজ ব্যক্তিগত তথ্য ও ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে, এমন একটি প্রশ্নমালা পূরণ করতে হয়। জন্মবৃত্তান্ত পৃষ্ঠা পাসপোর্ট নবায়নের বৈধতার চিহ্ন হিসেবে কোন সিল থাকলে শেষ পৃষ্ঠার ফটোকপি। পুনরায় আবেদনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে পুনরায় সাক্ষাৎকার নির্ধারণ করার জন্য পুনরায় আবেদন ফর্ম ও ফি জমা দিতে হবে। কোন কোন আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। অযোগ্য ঘোষণার কারণ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কর্মকর্তা জানিয়ে দেন। কখনও কখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাগজপত্র চাওয়া হয়। অতিরিক্ত কাগজপত্র যেকোন রবিবার বেলা ২টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে হয়।

আমেরিকায় জরুরি ভ্রমণ

জরুরি চিকিৎসা, হাসপাতালে ভর্তি বা মৃতদেহ সৎকার এমন জরুরি পরিস্থিতির ভ্রমণের জন্য জরুরি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে আরো যেসব কাগজপত্র দরকার চিঠি: জরুরি চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা হাসপাতালে একটি চিঠি বা চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর মত সামর্থ্যের প্রমাণপত্র। জরুরি ভ্রমণের

www.bjilibrary.com

ক্ষেত্রে সাক্ষাতের আবেদন যোগ্য হলে সাক্ষাতের জন্য ই-মেইল করতে হয়। অথবা ৮৮২৪৪৪৯ ফ্যাক্স নম্বরে লিখিত আবেদন করতে হয়।

কনস্যুলার সেকশন
ইউএস দূতাবাস
১২, মাদানী এভিনিউ, বারিধারা, ঢাকা
ফোন: ৮৮৫৫৫০০ (সিটিজেন সার্ভিস)
ফ্যাক্স : ৮৮-৪৪৪৯

আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ হচ্ছে আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ থেকেও প্রতি বছর বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় পাড়ি জমান।

আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা, ভর্তি ও ভিসা এখন অনেক সহজঃ স্পন্সর সাপোর্ট সুবিধা দেয়া হয় -আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ।

আমেরিকাতে পড়ার স্বপ্ন পূরণে নিম্নের তথ্যগুলো আপনাকে সাহায্য করবে :

- বর্তমানে USA এর ভিসা সাকসেসের হার বেশি।
- IELTS ছাড়াও ভিসা হচ্ছে।
- ১ - ২ মাসের মধ্যেই ভিসা হচ্ছে।
- টিউশন ফি ভিসা এর পরে দিতে হয়।
- টিউশন ফি একসাথে না দিয়ে সেমিস্টার ভিত্তিতে দেয়া যায়।
- টিউশন ফি ৪০০০-৬০০০৳ [Per Semister] বছরে দুই সেমিস্টার।
- মাত্র ৬-৭ লক্ষ টাকা প্রাথমিক বাজেট করেই আমেরিকায় পড়তে যাওয়া সম্ভব।
- ব্যাংক স্পন্সর যে কেউ দেখাতে পারে।

যে খরচগুলো Student কে বহন করতে হয় :

Application Fee (আবেদন খরচ) : ৳১০০-৳২০০ (ইউনিভার্সিটি ভেদে)
SEVIS Fee (আমেরিকা সরকারের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন খরচ): ৳২০০
EMBASSY Fee (এম্বাসি ফি): ৳১৬০

ডিগ্রি সমূহ:

আমেরিকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্নলিখিত ডিগ্রিগুলো প্রদান করা হয়:

- অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি
- ব্যাচেলর ডিগ্রি
- মাস্টার্স ডিগ্রি
- পি,এইচ,ডি বা ডক্টরেট ডিগ্রি

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির শিক্ষাগত ও ভাষাগত যোগ্যতা এবং কোর্সের মেয়াদ:

www.bjilibrary.com

কোর্সের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ভাষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ
অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি	কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষা সমাপন	টোফেল স্কোর সিবিটি ১৭৩-২৫০ অথবা আইবিটি ৬১-১০০ তবে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যাট, জিআরই অথবা জি ম্যাট প্রয়োজন হতে পারে	২ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি
ব্যাচেলর ডিগ্রি	কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষা সমাপন	ঐ	৪ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি
মাস্টার্স ডিগ্রি	কমপক্ষে ১৬ বছরের শিক্ষা সমাপন	ঐ	২ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি
ডক্টরেট ডিগ্রি	মাস্টার্স/এম,ফিল পর্যায়ের শিক্ষা	ঐ	৩-৬ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি

সেমিস্টার:

• স্প্রিং সেমিস্টার: জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত

• সামার সেমিস্টার: মে থেকে জুলাই পর্যন্ত

• ফল সেমিস্টার: আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত

আবেদন প্রক্রিয়া :

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত আবেদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে:

• আপনার কাঙ্ক্ষিত বিভাগে আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ সময়সীমা প্রথমে যাচাই করুন।

• আবেদন ফরম ও অন্যান্য তথ্যের জন্য সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন অফিস বরাবর লিখুন।

• বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকেও আপনি আবেদন ফরম ডাউনলোড করতে পারেন।

• অ্যাডমিশন অফিস আপনাকে ভর্তি সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য জানাবে।

• কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তির পদ্ধতি চালু আছে।

• আপনি অন্তত ১ বৎসর সময় হাতে রেখে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়াটি শুরু করুন।

• বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাধারণত ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

বিষয়সমূহ

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন।

• শিল্প ও শিল্প ইতিহাস

www.bjilibrary.com

• জীববিদ্যা
• রসায়ন
• কম্পিউটার বিজ্ঞান
• ভূ-মণ্ডল ও পরিবেশ বিজ্ঞান
• অর্থনীতি
• ফিল্ম ও মিডিয়া স্টাডিজ
• ইতিহাস
• ভাষাবিদ্যা
• গণিত
• ফলিত গণিত
• পরিসংখ্যান
• আধুনিক ভাষা ও সংস্কৃতি
• সঙ্গীত
• দর্শন
• পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা
• রাষ্ট্রবিজ্ঞান
• রাসায়নিক প্রকৌশল
• প্রাণরসায়ন
• যন্ত্রকৌশল
• তড়িৎ প্রকৌশল
• বংশগতিবিদ্যা
• এম,বি,এ
• খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান
• আইন ইত্যাদিসহ আরো অনেক বিষয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

• পূরণকৃত আবেদনপত্র
• আবেদন ফি পরিশোধের প্রমাণপত্র
• পূর্বতন শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ইংরেজি সংস্করণ। শুধুমাত্র অনুমোদিত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিলিখন সম্পন্ন হতে হবে।
• স্কুল/কলেজের ছাড়পত্র
• টোফেল পরীক্ষার ফলাফলের সনদ
• প্রয়োজন সাপেক্ষে জি আর ই, স্যাট বা জি-ম্যাট এর ফলাফলের সনদ।
• পাসপোর্টের ফটোকপি

অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য

• টিউশন ফি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই টিউশন ফি ১১০০০ থেকে ২০০০০ মার্কিন ডলার। প্রাইভেট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই খরচ প্রায় ৩০০০০ মার্কিন ডলার।

www.bjilibrary.com

• স্নাতক পর্যায়ে গবেষণার জন্য কোন আর্থিক সহায়তা সাধারণত দেয়া হয় না।

• মাস্টার্স ও ডক্টরেট পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনই আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

আমেরিকার গ্র্যাজুয়েট স্কুলের পড়ালেখা

প্রথমেই জানা দরকার গ্র্যাজুয়েট স্কুলটা আসলে কি জিনিস। আমেরিকায় যারা মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে আসে তারা মূলত গ্র্যাজুয়েট স্কুলের আন্ডারেই আসে এবং যারা মাস্টার্স বা পিএইচডি স্টুডেন্ট তাদেরকে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট বলে। যারা গ্র্যাজুয়েট স্কুলে আসতে চাই তাদের তো বটেই সাথে অনেকেরই অনেক বেশি আগ্রহ থাকে যে আসলে কি পড়ায় আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে? বই পড়ায় নাকি রিসার্চ পেপার পড়ায় নাকি টিচারদের কিছু নোট বানানো আছে বছরের পর বছর এগুলো ক্লাসে এসে মার্কার দিয়ে হোয়াইট বোর্ডে লেখা শুরু করে আর স্টুডেন্টরা লেকচার তুলতে তুলতে হয়রান হয়ে যায়! পরীক্ষার সিস্টেম কী? গ্রেডিং কেমনে করে? ক্লাসে কতজন? আরো শত শত প্রশ্ন আর কিউরিসিটি!

পিএইচডি এবং থিসিস বেস মাস্টার্সের বেলায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কোর্স নিতে হয় এবং রিসার্চ করতে হয়। পিএইচডিতে সমপরিমাণ কোর্স কিন্তু আরো তিন বছর অতিরিক্ত রিসার্চ করতে হবে। একটা একটা কোর্স সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে ১ থেকে ৪ ক্রেডিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট অনেকগুলো কোর্স অফার করে এবং নিজের পছন্দ মত ২ বছরের ভেতর এই ২০-২৪ ক্রেডিট কমপ্লিট করতে হবে। সবগুলো কোর্স যে নিজের ডিপার্টমেন্ট থেকেই নিতে হবে ব্যাপারটা ঠিক এমন না, নিজের পছন্দ অনুযায়ী অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকেও কোর্স নেয়া যাবে কিন্তু প্রতিটা প্রোগ্রামের জন্য কিছু কোর কোর্স আছে যেগুলো অবশ্যই নিতে হবে।

ক্লাসে কতজন?

ক্লাসে কতজন এটা ডিপেন্ড করে ওই সেমিস্টারে কতজন এই কোর্সটা নিবে তার ওপর। সবাই যে একই ডিপার্টমেন্টের হবে এমন কোনো কথা না আবার সবাই যে একই ইয়ারের হবে এমনও না!

ক্লাসে পড়ানোর সিস্টেম, পরীক্ষা এবং গ্রেডিং

ক্লাসে সব টিচার পাওয়ার পয়েন্টে পড়ান। কিছু কোর্সে ক্লাসের আগেই স্লাইড আমাদেরকে দিয়ে দেয় আর কিছু কোর্সে লেকচারের পর দেয়। ক্লাস করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, এবং অ্যাটেন্ডেন্সের কোনো ঝামেলা নেই কিন্তু তারপরও কেউ ক্লাস মিস করে না। ক্লাসের টাইম ৫০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট। ৩ ক্রেডিট কোর্সগুলো শেষ করতে মোট ২৬ টা করে ক্লাস করতে হবে। একটা কোর্সে প্রতি মাসে ১ টা করে মোট ৪ টা পরীক্ষা দিতে হবে। প্রতি পরীক্ষায় ২৫% মার্ক। প্রতিটা পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ক্লাসে যেগুলো পড়াবে ওইটাই সিলেবাস এবং একবার পরীক্ষা দেয়া হয়ে গেলে সেটা আর জীবনেও পড়া লাগবে না! ওয়াও! আরেকটা কোর্সে ৩ টা এক্সাম, একদিন একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে কোনো একটা রিসার্চ আর্টিকেলের ওপর এবং একটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে। অ্যাসাইনমেন্টের টপিক হল টিচার একটা রিসার্চ পেপার দিবেন যেটার স্ট্রং ও উইক পয়েন্টগুলো খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এবং সুন্দর করে একটা অভারভিউ এর মত লিখতে হবে।

www.bjlibrary.com

পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন সব স্লাইড থেকেই থাকে কিন্তু হুবহু না, ক্রিয়েটিভ টাইপ হয় অনেকটা। মাল্টিপল চয়েস, শর্ট, ব্রড সব টাইপ প্রশ্নই থাকে। এ+ পেতে হলে ৯৫-৯৭% মার্ক পেতে হয়! ২.৫ এ গ্রেড চেঞ্জ। পাস মার্ক ৬০ তে।

রিসার্চ

গ্র্যাজুয়েট লাইফের মূল গল্প আমি মনে করি রিসার্চে। প্রতিটা গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টের ডিপার্টমেন্টে একটা অফিস থাকে। ল্যাবের প্রেসার ডিপেন্ড করে অনেকটা প্রফেসরের ওপর। প্রফেসর প্রেসার না দিলেও নিজের রেস্পন্সিবিলিটি থেকে অনেক কাজ করতে হয়। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট, পুরাতন এক্সপেরিমেন্ট রিপিট করা, রিসার্চ পেপার পড়ে নতুন আইডিয়া ডেভেলপ করা, এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করা, ডাটা জেনারেশন, পাবলিকেশন এগুলোই মাথার ভিতর ঘুরপাক খেতে থাকে। এটা আসলে আলাদা একটা জগৎ, এটাকে মেনে নিতে পারলে আর ভালবাসতে পারলে খুবই মজার। এখানে সফল হওয়াটা নির্ভর করে অনেকটা লাইফস্টাইলের ওপর। কেউ আছে অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশি আউটপুট নিয়ে আসে, কেউ সারাদিন গাধার মত খাটে কিন্তু আউটপুট কম। কেউ সারাদিন এক্সপেরিমেন্ট করে কিন্তু সুপার-ভাইজারের ডিরেকশন মোতাবেক, জানেই না সে যে রিয়েজেন্টগুলো ব্যবহার করছে তার আসলে কাজ টা কি! মলিকুলার লেভেলে এটা কিভাবে কাজ করে, আবার কেউ এসব ব্যাপারে অনেক পটু। অনেকেই আছে গতানুগতিক, কোনোমতে ডিগ্রি পাওয়ার ধান্দায় থাকে আবার অনেকে খুব সিরিয়াস, কেউ কেউ সিরিয়াস কিন্তু সিস্টেমেটিক না এবং এদের আউটপুট কম। সুতরাং, সফল হতে হলে সিরিয়াস হলেই শুধু চলবে না, সিস্টেমেটিক হতে হবে। টাইমের ম্যানেজমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

সেমিনার

গ্র্যাজুয়েট লাইফের আরেকটা ব্যাপার না বললে অপূর্ণতা থেকে যাবে সেটা হল সেমিনারগুলো। প্রতি সপ্তাহেই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অনেক সেমিনার হয় যেখানে অনেক স্টুডেন্ট, টিচার, গবেষকরা তাদের রিসার্চ প্রেজেন্ট করেন। অনেক টাইপের মানুষ সেখানে উপস্থিত থাকে, তারা বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন করে যেখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। সেমিনারগুলোতে অন্য ডিপার্টমেন্টের টিচার- স্টুডেন্টদের সাথে সাক্ষাৎ এবং বন্ধুত্বেরও একটা সুযোগ থাকে। নিজের জড়তা কাটাতেও এটা অনেক উপকারী।

এছাড়াও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের মিটিং, সিটিং তো থাকেই। এভাবেই ক্লাস, পরীক্ষা, ল্যাব, সেমিনার, মিটিং ইত্যাদি মিলেই হল গ্র্যাজুয়েট লাইফ!

Md. Torikul Islam
Garduate Reasearch Assistant
at University of Nebraska-lincoln
USA

www.bjilibrary.com

প্রকৌশল অঙ্গনে উচ্চশিক্ষা : প্রেক্ষিত USA

দুনিয়ার সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে যুক্তরাষ্ট্রে এবং প্রকৌশল অঙ্গনে সেটা সর্বাধিক। যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৪-১৫ অ্যাকাডেমিক শিক্ষাবর্ষে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ভর্তিকৃত ছাত্রের মধ্যে সর্বাধিক ২০.২% ছাত্র প্রকৌশল শিক্ষার সাথে যুক্ত [উৎস: Institute of International Education]। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয় সারা পৃথিবীতেই প্রকৌশল অঙ্গনে উচ্চশিক্ষার হার বেশি হবার অন্যতম কারণ হল উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি এবং চাকরির নিশ্চয়তা। প্রকৌশল বিদ্যা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শাখা হওয়ায় এবং ব্যবহারিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় সরকার বা বিভিন্ন সংস্থা থেকে এই খাতে গবেষণার অনুদান বেশি। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন, পুরকৌশল (Civil Engineering) বিভাগের একটি উপশাখা হল যাতায়াত বা যোগাযোগ (Transportation) সংক্রান্ত বিদ্যা। একটি সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ যাতায়াত বা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রত্যেকটি দেশের মৌলিক চাহিদা। আর প্রযুক্তির উন্নয়ন ও শহরায়ন তথা বর্ধিত জনগণের যাতায়াতের চাহিদা মেটাতে এই বিদ্যা খুবই অপরিহার্য। আর তাই সরকারের যোগাযোগ বিভাগ এই খাতে গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচুর আর্থিক সহায়তা দেয়।

প্রশ্ন আসতে পারে যুক্তরাষ্ট্রে এত সংখ্যক বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী কিভাবে পড়ালেখার সুযোগ পায়? যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা কি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে না? উত্তর অনেকটা তাই। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার কম। কারণ সাধারণ চাকরির জন্য ব্যাচেলর্স ডিগ্রি থাকলেই চলে। আর দ্বিতীয় কারণ হল, যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেগুলোতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনেকাংশে পুরণ করে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীরা। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বমোট ১১ লক্ষাধিক ছাত্র উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ভর্তি হয় তার মধ্যে প্রায় শোয়া আট লক্ষাধিক হল আন্তর্জাতিক ছাত্র [উৎস: Institute of International Education]। তবে বিশ্বের সেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক সহযোগিতা সহকারে পড়তে হলে অবশ্যই কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক যাচাই বাছাই করে কেবল তাদেরকেই পড়ার সুযোগ দেয় যারা পড়াশোনা ও অন্যান্য যোগ্যতায় অন্যদের থেকে এগিয়ে।

তবে হতাশ হবার কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এরা শুধু একটা দিককে বিবেচনা করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে না। যেমন, পৃথিবীর প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই উচ্চশিক্ষার জন্য অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ স্নাতকের রেজাল্টকেই মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশ কয়েকটি বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে। যেমন,

১। স্নাতকের রেজাল্ট
২। GRE স্কোর
৩। পাবলিকেশন, অ্যাকাডেমিক স্কিল, পেশাগত অভিজ্ঞতা
৪। TOEFL স্কোর

www.bjilibrary.com

৫। SOP, CV ইত্যাদি।

অর্থাৎ কারো যদি রেজাল্ট খারাপও হয় তাহলেও তার সুযোগ শেষ হয়ে যায় না। বরং সে ভালো পাবলিকেশন বা GRE স্কোর দিয়ে সহজেই যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেতে পারে। আবার যাদের রেজাল্ট ভালো তারা ভালো পাবলিকেশন বা GRE স্কোর দিয়ে নিজেদের প্রোফাইলটাকে আরো সমৃদ্ধ করে ভালো র‍্যাঙ্কের বিশ্ববিদ্যালয় বা অধিক ফান্ডিংসহ পড়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার যোগ্যতাগুলোকে এখানে একটা প্যাকেজ আকারে বিবেচনা করা হয়।

উচ্চশিক্ষার মান এবং সুযোগের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম সারিতে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি হওয়ার কারণেই হোক বা যে কারণেই হোক কানাডার প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও একই ধাঁচের। এই দুই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনার প্রস্তুতিও তাই একই রকম। অর্থাৎ একই প্রস্তুতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন তথা পড়ালেখার সুযোগ পাওয়া সম্ভব।

পরিতাপের বিষয় হল, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষারত আন্তর্জাতিক ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় [প্রায় ১৪%] সেখানে বাংলাদেশের হার ১% থেকেও অনেক কম। আবার সৌদি আরবের জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রায় ৬ ভাগের এক ভাগ এবং আমরা সৌদি আরবের জনগণকে মোটামুটি বিলাসপ্রিয় জাতি বলেই জানি অথচ যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষারত আন্তর্জাতিক ছাত্রসংখ্যার দিক থেকে সৌদি আরব চতুর্থ [৬%]। যদিও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান প্রভৃতি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে তবুও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই মুখ্য। সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চেষ্টার অভাবও বাংলাদেশের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার হার কম হওয়ার জন্য দায়ী।

পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা আসলে কতটুকু চ্যালেঞ্জিং এবং কারা এতে সফল হয় সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা অবশ্যই অন্যান্য দেশে উচ্চশিক্ষা থেকে অধিকতর চ্যালেঞ্জিং। কারণ, প্রায় সকল বিদেশী ছাত্রদের প্রথম পছন্দ হল যুক্তরাষ্ট্র। তাই এখানে আসতে হলে অবশ্যই অন্যদের প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে আসতে হবে। অবশ্য বিদেশে উচ্চশিক্ষা মানেই প্রতিযোগিতাটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে, আন্তর্জাতিক ছাত্রদের সাথে পড়ালেখা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই কেবলমাত্র দেশী একটি ডিগ্রি নিয়ে বসে থাকলে হবে না। এটা অনেকটাই ড্রোনের বিরুদ্ধে তরবারি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার শামিল। তবে উচ্চশিক্ষার এই যুদ্ধে সফলতার জন্য খুব বেশি সাজ-সরঞ্জাম দরকার হয় না। প্রয়োজন কেবল লেগে থাকা। যতটুকু পারা যায় যোগ্যতার ঝুলি একটু সমৃদ্ধ করা। রেজাল্ট খারাপ, পাবলিকেশন নেই, GRE স্কোর কম, অভিজ্ঞতা নেই- এসব কোন সমস্যা নয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি- পাবলিকেশন নাই, সিজিপিএ ৩ এর কম বা GRE ৩৩০ এর নিচে এরকম বহু ছাত্রকে দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে। কিভাবে সম্ভব? একটু মাথা খাটান, হয়ে যাবে। আর প্যাকেজের কথাতো আগেই বলেছি।

www.bjilibrary.com

GRE, TOEFL দেয়ার পর গুরুত্বপুর্ণ ধাপ হল- বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন। এই ধাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে বিগত প্রচেষ্টা এবং অর্জন বিফলে যেতে পারে। এই ধাপের সঠিক ব্যবহারের কারণে অনেকে লো প্রোফাইল [কম GRE, TOEFL, CGPA] নিয়েও খুব ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ফান্ডিংসহ পড়ালেখা করে আবার অনেকে হাই প্রোফাইল নিয়েও কোথাও যেতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন গুরুত্বপর্ণ। কারণ, ঠিকভাবে নির্বাচন না করলে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেও ফান্ডিং নাও মিলতে পারে। ফলে অনেকগুলো টাকা নষ্ট হবে এবং তাতে মনোবল ভেঙে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন ফি মোটামুটি ৩০ থেকে ১১০ ডলারের মত, মানে আড়াই থেকে নয় হাজার টাকা পর্যন্ত। সুতরাং আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য হলেও ভেবে চিন্তে অ্যাপ্লাই করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার পূর্বে গুরুত্বপুর্ণ ধাপ হল ইমেইলিং। প্রফেসরদের সাথে ঠিকমত যোগাযোগ করতে পারলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেও ফান্ডিং পাওয়া সম্ভব। প্রফেসরদের ইমেইল করে তাদের রেসপন্সের ভিত্তিতে আবেদন করলে রিস্ক অনেকাংশে কমে যায়। আর প্রফেসরদের ইমেইল করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের টার্গেটকৃত প্রোগ্রাম (ডিগ্রির) অ্যাক্রেডিটেশন [গ্রহণযোগ্য মানদন্ড] আছে কিনা অবশ্যই দেখে নিতে হবে। সাধারণত ভালো র‍্যাঙ্কিং এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব প্রোগ্রামেরই অ্যাক্রেডিটেশন থাকে। কোন বিশ্ববিদ্যালয় এর অ্যাক্রেডিটেশন আছে কিনা জানতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের পাশে Accreditation লিখে সার্চ দিলেই পাওয়া যাবে অথবা এই http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx
ওয়েবসাইট থেকে দেখে নেয়া যেতে পারে। অ্যাক্রেডিটেশন দেখার পূর্বে নিজের GRE, TOEFL, CGPA, Publication, Experience ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা শর্ট লিস্ট তৈরি করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সিনিয়রদের সহায়তা [বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে] নেয়া যেতে পারে অথবা নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া যেতে পারেঃ

১. http://www.msinus.com/content/profile-evaluation-ms-us-261/ [এখানে নিজের প্রোফাইল ইভ্যালুয়েট করে সম্ভাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা পাওয়া যায়]

২.http://gradschools.usnews.rankingsandre iews.com/best-gradu te-schools/top-engineer ng-schools [এখান থেকে প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং জানা যায়]

৩. http://thegradcafe.com/survey/index.php [এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্ররা তাদের প্রোফাইল শেয়ার করে]

বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে প্রত্যেক সেমিস্টারে ভর্তিকৃত ছাত্রদের প্রোফাইলসহ একটা তালিকা থাকে, এই তালিকা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। আবার বিভিন্ন গ্রুপে কোন প্রফেসর স্টুডেন্ট নিলে সেই তথ্য শেয়ার করে। বাংলাদেশি প্রফেসরদের তালিকাও থাকে।

www.bjilibrary.com

এসবই বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে সহায়ক। তারপরেও বিষয়টা নির্দিষ্ট নয়, কিছুটা ঝুঁকি থেকেই যাবে। তবে কম করে হলেও কমপক্ষে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা উচিত। নিজের প্রোফাইলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুইটি, এর থেকে ওপরের মানের এবং নিচের মানের একটি করে মোট চারটি। এরপর প্রফেসরদের ভালো রেসপন্স পেলে আরো বেশি করা যেতে পারে। আর রেসপন্স একেবারে না পেলেও হতাশ হবার কিছু নেই। অ্যাডমিশন হওয়ার পরেও ফান্ডিং এর জন্য ইমেইল করে ফান্ডিং পাওয়া সম্ভব [লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা]

আবেদন করার ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্কিং অপেক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন এবং ফান্ডিং বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ালেখার সুযোগ সুবিধা সমান। তাই যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ভালো করা সম্ভব। তবে প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা ছাড়া ডিগ্রির কোন দাম নেই। এই ডিগ্রি দিয়ে চাকরিও পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রথমদিকের র‍্যাঙ্কিং এর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন চেষ্টা করেও পূরণ করতে না পারলে অপেক্ষাকৃত নিচের র‍্যাঙ্কিং বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি নেয়া যেতে পারে, এরপর পিএইচডির জন্য উপরের র‍্যাঙ্কিং এর বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করা যায়। অথবা পিএইচডির জন্য এসে পরে পোস্ট ডক্টরেট করার চেষ্টা করা যায়। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে মাস্টার্স অপেক্ষা পিএইচডিতে ভর্তি এবং ফান্ডিং এর সুযোগ বেশি। তবে ভালো প্রোফাইল থাকলে মাস্টার্সেও ফুল ফান্ডিং পাওয়া যায়। যাদের প্রোফাইল দুর্বল তারা দেশ থেকে মাস্টার্স শেষ করে পিএইচডিতে এনরোলড হতে পারে।

স্টেটমেন্ট অব পারপাস (SOP)

SOP বা স্টেটমেন্ট অব পারপাস আমেরিকায় স্নাতকোত্তর আবেদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। খেয়াল রাখতে হবে, আবেদনের সঙ্গে আপনার যে সমস্ত কাগজ-পত্র যাচ্ছে তাতে ব্যক্তি হিসেবে আপনাকে মূল্যায়ন করার সুযোগ খুব একটা থাকে না। এই অভাবটি পূরণ করবার জন্যই এস ও পি। এখানে আপনি নিজের সম্পর্কে নির্বাচকদের একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন। সংক্ষিপ্ত অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় মোটাদাগে আপনি কেন উচ্চশিক্ষায় আসতে চান, আপনার রিসার্চের প্রতি আগ্রহ, এযাবৎ কৃত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক কাজের খতিয়ান, আপনার রেজাল্ট বা জি আর ই- টোফেল স্কোর যদি কম হয়ে থাকে তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আর এর সাথে কেন আপনি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কেই আবেদনের জন্য বেছে নিলেন তার কারণগুলো উল্লেখ করবেন।

এস ও পি লেখার অনেক ধাঁচ রয়েছে যা ব্যক্তি এবং প্রোফাইলভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রথমত আপনাকে নিজের অর্জনগুলোর স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে লিখতে বসতে হবে। কেবল এমন সব কথাই SOP তে থাকা উচিত যার বিষয়ে আপনি সততার সঙ্গে বোধ করেন যেটা উল্লেখযোগ্য। বাগাড়ম্বরপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কোন কথা বা কাজের উল্লেখ এসওপিতে থাকা উচিত নয়। যেমনঃ আপনি হয়ত খুব ভালো গান করেন বা ফুটবল খেলেন। এই তথ্যটি প্রকৌশলে স্নাতকোত্তর আবেদনের জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। বরং আপনি কোন একটা রিসার্চ প্রজেক্টে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন ভূমিকা রেখেছেন সেটাই বাছাই কমিটির

www.bjilibrary.com

কাছে আপনার বড় যোগ্যতা হিসেবে চিহ্নিত হবে। আবার অ্যাকাডেমিক যোগ্যতার অংশে আপনি পঞ্চম বা অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছিলেন কিনা এটা উল্লেখ করা বাতুলতা; তার চেয়ে বরং স্নাতক পর্যায়ে কোন বৃত্তি পেয়ে থাকলে বা কোন প্রতিযোগিতায় ভালো করে থাকলে সেটা উল্লেখ করুন। কারিকুলামের বাহিরে অনেক কর্মকাণ্ডে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এগুলোর সঠিক এবং পরিমিত উল্লেখ আপনার এসওপিকে অনেক ওজনদার করে তুলবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এই কো-কারিকুলার কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত যোগ্যতা আপনার আবেদিত স্নাতকোত্তর বিষয়ে ভালো করার ক্ষেত্রে আপনাকে কিভাবে প্রস্তুত করেছে বা এগিয়ে রাখছে সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া। যেমন: আপনি কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হবেন না যে, "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটির একজন বিতার্কিক ছিলাম" বরং আপনি বলবেন, "বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির বিতার্কিক থাকাকালীন আমি যুক্তি, চিন্তা ও পরমত সহিষ্ণুতার যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছি তা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষক হিসেবে নতুন কিছু উদ্ভাবনে আমাকে সাহায্য করবে।" কিংবা "বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলে থাকাকালীন আমি দলগতভাবে কাজ করা, নিয়মানুবর্তিতা এবং শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে যে প্রশিক্ষণ লাভ"এ রকমভাবে আপনার কাজগুলোকে আরো অর্থপূর্ণ এবং বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করে SOPতে উপস্থাপন করতে হবে।

SOP এর দৈর্ঘ্য এক পৃষ্ঠার মত হওয়াই ভালো। খুব বড় এস ও পি-তে অবধারিতভাবেই কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা এসে যায় যা মূল গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে পাঠকের দৃষ্টি সরিয়ে দেয়। পুরো SOP কে আপনি মোটাদাগে নিচের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে লিখতে পারেন।

প্রথম ধাপ, ভূমিকা। এখানে আপনি কেন উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী এ ব্যাপারে একটা যুতসই ব্যাখ্যা দিয়ে দিবেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কেই কেন বাছাই করলেন তা দু-এক কথায় উল্লেখ করবেন।

দ্বিতীয় ধাপে, আপনি আপনার শিক্ষাগত ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রমাণিত যোগ্যতার কথা উল্লেখ করবেন।

তৃতীয় ধাপে আসবে প্রাসঙ্গিক কো-কারিকুলার এক্টিভিটির কথা।

উপসংহারে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে আপনার উদ্দেশ্য ও যোগ্যতার মিশেল ঘটাতে পারে তা একটি বা দুটি সুগঠিত বাক্যে ফুটিয়ে তুলুন। বাছাই কমিটিকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন।

এসওপি লেখার সময় অবশ্যই অতি আক্রমণাত্মক বা রক্ষণাত্মক মনোভাব পরিহার করুন। অপ্রয়োজনীয় কঠিন শব্দ ব্যবহারে বিরত হোন। ভালো SOP লিখা একটি সময় সাপেক্ষ বিষয়; আবার আপনার ভর্তি ও স্কলারশিপের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজন যারা ইতোমধ্যেই সফল SOP লিখেছেন তাদের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ রেখে লেখার কাজটি সম্পন্ন করুন। মনে রাখবেন, একটি সুলিখিত এসওপি যেমনিভাবে আপনার অনেক কমতিকে ঢেকে দিতে পারে ঠিক তেমনিভাবে অসংলগ্ন লেখা আপনার প্রযোজ্য যোগ্যতাকেও উপেক্ষণীয় করে তুলতে পারে।

www.bjilibrary.com

ফান্ডিং

বাইরের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই [পাবলিক বা প্রাইভেট] পড়াশুনার খরচ অত্যধিক। অন্তত আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে আমাদের দেশের সাধারণ ছাত্রদের বাইরে নিজ খরচে পড়াশোনা করা প্রায় অসম্ভব। তবে চিন্তার কিছু নাই, মেধা এবং যোগ্যতা থাকলে আর চোখ কান খোলা রাখলে পড়াশোনার খরচ তো লাগবেই না বরং মাসে মাসে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। যাদুর সেই কাঠির নাম 'ফান্ডিং'।

ফান্ডিং বলতে আসলে পড়াশোনা বা গবেষণার জন্য আর্থিক সহযোগিতা বুঝায়। যেমন, শিক্ষাবৃত্তি। তবে আমাদের দেশের বৃত্তির মত পরিমাণে এত কম না। সাধারণত বিদেশে পড়াশোনার জন্য যে ফান্ডিং দেয়া হয় তা দিয়ে পড়াশোনা, থাকা-খাওয়া তো বটেই এমনকি পরিবারের ভরণ পোষণও সম্ভব, অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা এখানে অনেকটা চাকরির মত। মাঝখান থেকে একটা ডিগ্রি অর্জন করা হল।

ফান্ডিং সাধারণত কয়েকভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন, টিউশন/ফি ওয়েভার (Tuition/Fee Waiver), রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ (Research Assistantship), টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ (Teaching Assistantship), মেডিক্যাল ইন্স্যুরেন্স (Medical Insurance) ইত্যাদি। টিউশন/ফি ওয়েভার মানে হল, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স ওয়ার্কের জন্য প্রদেয় টিউশন ফি বা অন্যান্য ফি মওকুফ করা। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ হল প্রফেসরদের গবেষণার কাজে সহায়তা করা। টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ হল প্রফেসরদের ক্লাসে/কোর্স ওয়ার্কে সহায়তা করা। মেডিক্যাল ইন্স্যুরেন্স হল চিকিৎসা বাবদ প্রদত্ত ইন্স্যুরেন্স ফি মওকুফ করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রফেসররাই ফান্ডিং দিয়ে থাকে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করে।

ফান্ডিং Full বা Partial [আংশিক] হতে পারে। ফুল ফান্ডিং মানে সকল ফি ওয়েভার এবং মেডিক্যাল ইন্স্যুরেন্স এর পাশাপাশি মাসিক ভালো পরিমাণে অর্থ সহযোগিতা প্রদান করা। আর পার্শিয়াল ফান্ডিং মানে হল পার্শিয়াল টিউশন ওয়েভার বা অল্প পরিমাণে টাকা। পার্শিয়াল ফান্ডিং পেলেও আসা যায় কারণ এক সেমিস্টার পর থেকেই ফান্ডিং বাড়ানোর সুযোগ থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল ভিসা পেতে। পার্শিয়াল ফান্ডিং থাকলে ভিসা পাওয়ার হার কম বা অনেক বেশি ব্যাংক ব্যালান্স দেখাতে হয়। এজন্য ফুল ফান্ডিং এর জন্যই চেষ্টা করতে হবে। আর ফান্ডিং এর পরিমাণ নিশ্চিত হওয়ার পর আবশ্যই জেনে নিতে হবে কোন ফি দিতে হবে কিনা। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠন বা ব্যাংক থাকে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি এবং লোন দিয়ে থাকে। সরকারি অনেক বৃত্তি থাকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য। অনেক সময় পার্শিয়াল বা নো ফান্ডিং থাকলে পার্ট টাইম চাকরির সুযোগ থাকে। এসব কিছুর জন্য যতটুকু পারা যায় চোখ কান খোলা রেখে চেষ্টা করা উচিত।

www.bjilibrary.com

ফান্ডিং কিভাবে পাওয়া যায়?

ফান্ডিং পাওয়ার জন্য প্রথম কর্তব্য হল, নিজের প্রোফাইল [CGPA, GRE, TOEFL, Publication, Experience] যতটা সম্ভব সমৃদ্ধ করা। একটি সমৃদ্ধ প্রোফাইল থাকলে ফান্ডিং পাওয়া কঠিন কোন কাজ নয়। তাহলে কি যাদের প্রোফাইল দুর্বল তারা কি ফান্ডিং পায় না? বিষয়টা তা নয়। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যা-লয়েরই একটা মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট (Requirement) থাকে যা ছাড়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনই করা যায় না। কিন্তু এই মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করলেই যে অ্যাডমিশন বা ফান্ডিং হবে এমন কোন ভরসা নেই। দুর্বল প্রোফাইল হল যাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হয় কিন্তু প্রোফাইল এতটা সমৃদ্ধ নয় যে, আবেদন করলেই অ্যাডমিশন এবং ফান্ডিং হয়ে যাবে। এখানে সবল/দুর্বল প্রোফাইলধারীদের ফান্ডিং ম্যানেজ করার পদ্ধতি আলোচনা করা হল। ফান্ডিং পাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হল, উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রোগ্রাম [কোন বিভাগে বা বিষয়ের ওপর ডিগ্রি নিব] এবং প্রফেসর খুঁজে বের করা। প্রোগ্রাম মানে কিন্তু কেবল বিভাগ বা বিষয় নয় বরং নির্দিষ্ট টপিক বা ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয় চয়েস নিয়ে আমার একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। আমি GRE দেয়ার পর আমার প্রাপ্ত স্কোর অনুযায়ী চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেই ফ্রি স্কোর পাঠানোর জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে আবেদন করার সময় দেখলাম আমি যে প্রোগ্রামে ভর্তি হতে চাই সে প্রোগ্রাম ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। আমি ভেবেছিলাম খ্যাতনামা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ একটি প্রোগ্রাম তো অবশ্যই থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হল, যতই খ্যাতনামা আর প্রসিদ্ধই হোক না কেন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সব প্রোগ্রাম নাও থাকতে পারে বা থাকলেও তার অ্যাক্রেডিটেশন [বিস্তারিত ইউনিভার্সিটি সিলেকশন অনুচ্ছেদে] নাও থাকতে পারে। তাই নিরাপদ হল ভালো করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেখে নেয়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্ক অপেক্ষা প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন এবং ফান্ড অ্যাভেইল্যাবিলিটি বেশি গুরুত্বপুর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রোগ্রাম সিলেক্ট করে এরপর শুরু করতে হবে প্রফেসর খোঁজা। এজন্য প্রত্যেক প্রফেসরের নিজস্ব ওয়েবসাইট [থাকলে] বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ভালো করে স্টাডি করতে হবে। যেসব প্রফেসরের রিসার্চ টপিক নিজের সাথে মিলে এবং হাতে ফান্ডিং বা প্রজেক্ট থাকলে তাদের একটা লিস্ট করতে হবে। এরপর লিস্ট ধরে ধরে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে ইমেইল করতে হবে। অনেক সময় ফান্ডিং আছে কিনা সেটা ওয়েবসাইট থেকে বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে রিসার্চ ইন্টারেস্ট মিল থাকলেই ইমেইল করতে হবে। ইমেইল করার সময় অবশ্যই প্রফেসরের রিসার্চ ওয়ার্ক সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে এবং পারলে তার কোন পেপারের রেফেরেন্স দিতে হবে। ইমেইলিং এর ব্যাপারে বিস্তারিত গুগল সার্চ করে জেনে নিতে হবে। নিচের ওয়েবসাইট গুলো দেখা যেতে পারে:

1.http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cs.virgin a.edu%2F~evans%2Fadvice%2Fprospective.html&h=lAQGsq4El

www.bjilibrary.com

2.http://academia.stackexchange.com/questions/51659/asking-professor-to-fund-masters-student

অনেক প্রফেসর ইমেইলেই ফান্ডিং নিশ্চিত করে। অনেকে আভাস দেয় বা পজিটিভ রিপ্লাই দেয় এবং আবেদন করতে বলে। এসব রেসপন্সের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হয়। অনেক সময় [খুব বেশি নয়] আবেদন করলে ভর্তি এবং ফান্ডিং দুটোই একসাথে অফার করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধু অ্যাডমিশন অফার করে এবং পরে ফান্ডিং এর জন্য আবার চেষ্টা করতে হয়। এক্ষেত্রে আগে থেকে কোন প্রফেসর পজিটিভ ফিডব্যাক দিলে তাকে আবার নক করতে হবে। আর আগে থেকে কোন রেসপন্স পাওয়া না গেলে অ্যাডমিশনের পর প্রফেসরদের ইমেইল করতে হবে।

ফান্ডিং এর ব্যাপারটা প্রায় পুরোপুরিই প্রফেসরের হাতে। তাই প্রফেসরকে ম্যানেজ করাই হল আসল কাজ। আর এর জন্য একমাত্র রাস্তা হল ইমেইল। তাই ইমেইলে কিভাবে প্রফেসর ম্যানেজ করা যায় সেটা রপ্ত করা জরুরি। অনেক সময় বাংলাদেশে বিদেশি প্রফেসররা কনফারেন্সে আসেন বা দেশী প্রফেসররা ছুটিতে আসেন, তখন সুযোগ থাকে সরাসরি কথা বলে একটা যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি করার এবং নিজের যোগ্যতা তুলে ধরার। অবশ্যই সরাসরি কথা বলা ইমেইল করা থেকে অনেক বেশি সহায়ক। আবার অনেক দেশি প্রফেসর দেশে এসে সেমিনার বা মিটিং ডেকে ছাত্র খুঁজে, তখন ইমেডিয়েট রেসপন্স করেও সুবিধা আদায় করা যায়। তবে এসব নগদ সুযোগ নিতে হলে অবশ্যই প্রোফাইল রেডি [সব কমপ্লিট] এবং সমৃদ্ধ রাখতে হবে।

অনেকে ফেসবুকের হায়ার স্টাডি গ্রুপগুলোতে বিভিন্ন প্রফেসরের লিংক দিয়ে থাকে যাদের হাতে ফান্ড আছে এবং যারা নতুন ছাত্র নিচ্ছে। এজন্য ফেসবুকের এইসব গ্রুপে নজর রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের/বিভাগের সিনিয়র যারা বাইরে পড়ালেখা করছে তারা বেশি হেল্প করতে পারেন। অন্তত তাদের নিজেদের গ্রুপে ছাত্র নিলে জানাতে পারবে। এছাড়াও ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো হেল্প করেঃ

১। GRE/TOEFL শেষ করে ইমেইল করা
২। পেপার/পাবলিকেশন থাকা
৩। স্মার্টলি এবং যত দ্রুত পারা যায় ইমেইল করা
৪। রিসার্চ/চাকরি/ফিল্ড ওয়ার্ক এর অভিজ্ঞতা থাকা
৫। ভালো CGPA [৩.৫ এর বেশি হলে ভালো]
৬। ভালো কমিউনিকেশন ক্যাপাবিলিটি
৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাড়াতাড়ি [প্রথম প্রহর] আবেদন করা
৮। রিসার্চ রিলেটেড টেকনিক্যাল টুলস/সফটওয়্যার জানা থাকা
৯। রিসার্চের টপিক এর উপরে গভীর জ্ঞান থাকা
১০। প্রচুর পরিমাণে ইমেইল করা।

www.bjilibrary.com

উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ধৈর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এত লম্বা প্রসেস ধৈর্য ছাড়া সম্পন্ন করা খুবই কঠিন। আর এর সাথে দরকার নিজের স্বপ্নকে বড় করে দেখতে পারা আর লেগে থাকা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন ও সফলতা দান করুন এই দোয়া রইলো।

১. মোঃ শফিকুল ইসলাম
Graduate Research Assistant
University of Central Florida, USA
Past: Dept. of CE, BUET

২. সৈয়দ জিয়াউদ্দিন
Graduate Research Assistant
University of Texas, USA
Past: Dept. of ME, BUET

www.bjilibrary.com

কানাডা

Queen's University

কানাডা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য: কানাডা (ইংরেজি: Canada; উচ্চারণ: ক্যানাডা, ফরাসিতে কানাদা) বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র যা উত্তর আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকা জুড়ে আছে।

কানাডা অধিকৃত ভূমি প্রথম বসবাসের জন্য চেষ্টা চালায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ। ১৫তম শতকের শুরুতে ইংরেজ এবং ফরাসি অভিযাত্রীরা আটলান্টিক উপকূল আবিষ্কার করে এবং পরে বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। ফ্রান্স দীর্ঘ সাত বছরের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলস্বরূপ ১৭৬৩ সালে উত্তর আমেরিকায় তাদের সব উপনিবেশ ইংরেজদের কাছে ছেড়ে দেয়। ১৮৬৭ সালে, মৈত্রিতার মধ্য দিয়ে চারটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে দেশ হিসেবে কানাডা গঠন করা হয়। এর ফলে আরো প্রদেশ এবং অঞ্চল সংযোজনের পথ সুগম এবং ইংল্যান্ড থেকে স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ১৯৮২ সালে জারিকৃত কানাডা অ্যাক্ট অনুসারে, দশটি প্রদেশ এবং তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত কানাডা সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইনগত রাজতন্ত্র উভয়ই মেনে চলে। রাষ্ট্রের প্রধান রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। কানাডা দ্বিভাষিক (ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা দুটোই সরকারি ভাষা) এবং বহুকৃষ্টির দেশ।

কানাডা নামকরণ

'কানাডা নামটি সম্ভবত এসেছে সেন্ট লরেন্স ইরোকোয়াইয়ান (St.Lowrence Iroquoian) শব্দ কানাটা থেকে, যার অর্থ জেলদের ক্ষুদ্র গ্রাম 'গ্রাম' অথবা বসতি।

www.bjilibrary.com

১৫৩৫ সালের দিকে, বর্তমান ক্যুবেক শহরের বসবাসকারীরা অভিযাত্রী জ্যাক কার্তিয়ারকে (Jacques Cartier) স্টেইডাকোনা (Stadacona) গ্রামের দিকে পথনির্দশনের সুবিধার্থে শব্দটি ব্যবহার করেছিল।
কার্তিয়ার 'কানাডা' শব্দটি ব্যবহার করেছিল শুধুমাত্র গ্রামটি চিহ্নিত করতেই নয়, বরং গ্রাম্য প্রধান ডোন্নাকোনা Donnacona) সম্পর্কিত সব কিছু নির্দেশ করতে। ১৫৪৫ সাল নাগাদ, ইউরোপের বই এবং মানচিত্রে এই অঞ্চলকে 'কানাডা' হিসেবে নির্দেশিত করা শুরু হয়।
কানাডায় ফরাসি উপনিবেশকে 'নব্য ফ্রান্স' (New France) বলা হত, যার বিস্তৃতি ছিল সেন্ট লরেন্স নদী থেকে গ্রেট লেইকসের উত্তর উপকূল পর্যন্ত। পরবতী-তে, ১৮৪১ সাল পর্যন্ত, এটি যথাক্রমে 'উচ্চ কানাডা' এবং 'নিম্ন কানাডা' নামক দুটি ইংরেজ উপনিবেশে বিভক্ত থাকে।
কানাডা অ্যাক্ট ১৯৮২ অনুসারে, 'কানাডা'ই একমাত্র আইনগত এবং দ্বিভাষিক নাম। ১৯৮২ সালে সরকারি ছুটি 'ডোমিনিয়ান ডে' কে পরিবর্তন করে 'কানাডা ডে'করা হয়।

ভৌগোলিক অবস্থানগত পরিবেশ

কানাডা হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং শীতলতম দেশ। এই দেশের জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে হালকা ভ্যাপসা ঠাণ্ডা, ভিজা কুয়াশা (কিছুসময়ে গরম রৌদ্রসম্পন্ন), শীতকালে ভীষণ ঠাণ্ডা, বরফাচ্ছন্ন, শুষ্ক এবং তুষারপাত ইত্যাদি দ্বারা থাকে।
এ দেশে প্রতিদিন আর্কটিক বরফাচ্ছন্নের দ্বারা শৈত্যপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই জলবায়ুটি রাশিয়ার সমতুল্য। এই দেশে রাশিয়ার জলবায়ুর মত শৈত্যপূর্ণ এবং হিমশীতল। এই দেশে বছরে ৮ মাস বরফাচ্ছন্ন থাকে। বরং এদেশে থাকাটা কিছু অনুকূলে আবার কিছু প্রতিকূল আছে এবং মানুষ ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত।

কানাডা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য

রাজধানী : অটোয়া
বৃহত্তম শহর : টরন্টো
রাষ্ট্রীয় ভাষাসমূহ : English, French
Canada Act: April 17, 1982
আয়তন : মোট ৯,৯৮৪,৬৭০ বর্গকি.মি.
মুদ্রা : Canadian dollar ($) (CAD)

কানাডায় উচ্চশিক্ষা :

উচ্চশিক্ষার জন্য তরুণদের অন্যতম পছন্দের দেশ কানাডা। কানাডার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিগ্রি যুক্তরাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সমতুল্য এবং সারা বিশ্বে কানাডার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। কানাডার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ডিগ্রি বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর সাথে তুলনীয় হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি এবং থাকার খরচ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের তুলনায় কম।

www.bjilibrary.com

জাতিসংঘের করা সবচেয়ে বাসযোগ্য দেশগুলোর তালিকায় কানাডা সবসময়ই ওপরের দিকে থাকে। দেশটিতে পড়াশোনা করতে আসা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরাও কানাডার নাগরিকদের মত স্বাধীনতা, মানবাধিকার, সমতা ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করেন। বিশ্বের প্রায় সব জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে কানাডায়। কাজেই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে মানুষ সেখানে গিয়ে নিজস্ব খাবার ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে থাকতে পারেন আর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজরও এ ধরনের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। কানাডার শিক্ষা কার্যক্রমে ইংরেজি ও ফরাসি এই দুই ভাষা ব্যবহৃত হয়, এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতাও বাড়িয়ে নেয়ার সুযোগ পান শিক্ষার্থীরা। দেশটির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি হলেও স্বায়ত্তশাসিত। কাজেই কোন প্রতিষ্ঠান কোন কোর্স অফার করলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন কোর্সটি করানোর মত অবকাঠামো তাদের আছে। কানাডার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ কোর্স একটি প্রাদেশিক বোর্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্সগুলোকে দু'টো লেভেলে ভাগ করা হয়। একটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট বা ব্যাচেলর ডিগ্রি আর অন্যটি পোস্টগ্র্যাজুয়েট। মাস্টার্স এবং পিএইচডি'কে পোস্টগ্র্যাজুয়েট লেভেলের অংশ হিসেবে দেখা হয়।

কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাবর্ষকে সাধারণত তিনটি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়:

১. ফল সেমিস্টার, সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর
২. উইন্টার, জানুয়ারি-এপ্রিল
৩. সামার, মে-আগস্ট

থাকার ব্যবস্থা ও খরচ

কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় হলের মতই থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে এগুলোকে বলা হয় ডর্ম। ডর্মে থাকা বেশ ব্যয়বহুল হলেও ঝামেলা এড়ানো যায়। তবে ক্যাম্পাসের বাইরে বাসা ভাড়া করে শেয়ার করেও থাকা যায়। সেক্ষেত্রে খরচ অনেক কম হবে। আবার শিক্ষার্থীরা ফোন ইন্টারনেট এসব শেয়ার করেও খরচ বেশ অনেকটা কমিয়ে আনতে পারেন। এদিকে কানাডার আলবার্টা প্রদেশসহ অনেক প্রদেশে শিক্ষার্থীরা বিনা পয়সায় বাসে ভ্রমণ করতে পারেন। থাকা খাওয়ার জন্য বছরে ৭ থেকে ১৩ হাজার কানাডিয়ান ডলার প্রয়োজন হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন

কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সাধারণত একটু ছোট শহরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খরচ কম হয়, কিন্তু ছোট শহর হওয়ায় চাকরির সুযোগও কম থাকে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আবার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ দেয় না। কাজেই স্কলারশিপের আশা করলে এসব বিশ্ববিদ্যালয় এড়িয়ে চলতে হবে।

www.bjilibrary.com

বৃত্তি বা স্কলারশিপ

আর সব দেশের মত কানাডা সরকারও শিক্ষার্থীদের জন্য নানা ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। কিছু বৃত্তি কেবল কানাডার নাগরিকদের জন্য আবার কিছু বৃত্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদেরও আবেদন করার সুযোগ থাকে। তবে আন্তর্জাতিক বৃত্তি হলেও সেখানে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিছু বৃত্তি কেবল ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর জন্য, কিছু বৃত্তি ক্যারিবীয় দেশগুলো জন্য আবার কিছু বৃত্তির ক্ষেত্রে সবদেশের শিক্ষার্থীদেরই আবেদন করার সুযোগ দেয়া হয়। কিছু কিছু বৃত্তি আবার কানাডা এবং কানাডার বাইরের সবদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। কাজেই কানাডায় পড়াশোনার জন্য বৃত্তি পাওয়ার আশা করলে খোঁজখবর নিয়ে ছোটখাটো গবেষণাই করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও মাথায় রাখতে হবে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধরনের বৃত্তির সুবিধা আছে। বলাবাহুল্য এসব বৃত্তির জন্য বেশ প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হয়। কানাডায় পড়াশোনার জন্য বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে এই সাইটটিতে: http://scholarships.gc.ca

কানাডায় পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যেসব বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন:

Program	Managed / Funded by
Banting Postdoctoral Fellowships	Government of Canada
CIFAR Global Scholars	Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR)
CIHR Fellowship	Canadian Institutes of Health Research
IDRC Doctoral Research Awards	International Development Research Centre (IDRC)
IDRC Research Awards	International Development Research Centre (IDRC)
Industrial Postgraduate Scholarships Program	Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC)
Industrial Research and Development Internship (IRDI) Program	Networks of Centres of Excellence of Canada

www.bjilibrary.com

Mitacs Elevate	Mitacs
Mitacs Step	Mitacs
Mitacs-Accelerate	Mitacs
Research Associate Program	National Research Council Canada
Sauvé Scholars Program	Jeanne Sauvé Youth Fondation
Strategic Training Initiative in Health Research (STIHR)	Canadian Institutes of Health Research
The Bentley Cropping Systems Fellowship	International Development Research Centre (IDRC)
Trudeau Fellowships	Trudeau Foundation
Trudeau Scholarships	Trudeau Foundation
Vanier Canada Graduate Scholarships	Government of Canada
Visiting Fellowships in Canadian Government Laboratories Program	Visiting Fellowships in Canadian Government Laboratories Program

যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করবেন

• সরাসরি প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিশন অফিসে বিস্তারিত তথ্যের জন্য মেইল করুন,
• বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকেও আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন,
• কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে,
• অ্যাডমিশন অফিস থেকেই আপনি প্রয়োজনীয় সব তথ্য যেমন: প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি, ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন।
• ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সাধারণত ১ বছর সময় হাতে রেখে শুরু করতে হয়।
• সাধারণত আবেদন করার সময়সীমা শেষ হওয়ার ৬-৮ মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়।

বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার শিক্ষাগত, ভাষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা

কোর্সের নাম	প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা	ভাষাগত দক্ষতা	মেয়াদ
ব্যাচেলর ডিগ্রি	কমপক্ষে ১২ বৎসর মেয়াদি শিক্ষা	কমপক্ষে ৬-৬.৫ আইইএলটিএস স্কোর স্যাট-ও কিছু ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক	৩ থেকে ৪ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি
মাস্টার্স ডিগ্রি	কমপক্ষে ১৬ বৎসর মেয়াদি শিক্ষা	কমপক্ষে ৬-৬.৫ আইইএলটিএস স্কোর কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে GRE, GMAT ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।	১ বছরের পূর্ণকালীন স্টাডি

Ph.D. ডিগ্রির ক্ষেত্রে ৩ বৎসর পূর্ণকালীন গবেষণা করতে হয়।

www.bjilibrary.com

শিক্ষাব্যয়

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যয়ের পরিমাণ বিভিন্ন। তবে গড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ৬ হাজার কানাডিয়ান ডলার থেকে ১৭,০০০ ডলার পর্যন্ত ব্যয় হয়ে থাকে। আর গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ৬,০০০ থেকে ৩০,০০০ ডলার পর্যন্ত খরচ হতে পারে।

জীবনযাত্রার ব্যয়

একজন শিক্ষার্থীর সারা বছরের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য খরচের জন্য প্রায় ১১,০০০ থেকে ১৪,০০০ ডলার প্রয়োজন হয়।

কাজ করার সুযোগ

কানাডায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার বাইরে সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজের অনুমতি পেয়ে থাকে যা তাদের স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

যেসব ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর কাজ করার সুযোগ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে

- লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
- হাউজ কিপিং অ্যাটেনড্যান্ট
- সার্ভিস ম্যানেজার
- হেয়ার ড্রেসার
- বিচ লাইফ গার্ড
- সিকিউরিটি গার্ড
- রিটেইল ক্যানভাসর
- অ্যাকাউন্ট্যান্ট
- ফ্রুট প্যাকিং ইত্যাদি

কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশের ছাত্রসংগঠন

পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগিতার জন্য কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন গড়ে উঠেছে। এরকম কয়েকটি ছাত্রসংগঠন:

- http://www.ualberta.ca/~bsaua/
- http://bsa.sa.utoronto.ca/
- https://alberta.collegiatelink.net/organization/bsaua
- http://blogs.ubc.ca/bsaubc/
- http://www.bsamcgill.com/

পড়াশোনা শেষে কানাডা থেকে যাওয়া বা ইমিগ্রেশন

কানাডার নিয়মানুযায়ী সেখানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে এবং কানাডার কারো প্রমাণপত্র পেলে পড়াশোনা শেষে কানাডা থেকে যাওয়ার সুযোগও পেতে পারেন শিক্ষার্থীরা।

www.bjilibrary.com

কয়েকটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় (www.utoronto.ca)
ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় (www.mcgill.ca)
দ্য ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া (www.ubc.ca)
ইউনিভার্সিটি অব অ্যালবের্টা (www.albarta.ca)

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-১

উচ্চশিক্ষার খোঁজে স্বপ্নের দেশ কানাডায়

উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডা পৃথিবী জুড়ে খ্যাত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতি বছর অনেক শিক্ষার্থী পাড়ি জমাচ্ছে কানাডায়। পাশাপাশি আছে উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। কানাডায় ৯০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যার সবকটিই সরকারি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও কানাডায় বেশ কিছু বেসরকারি কলেজ ও ইনস্টিটিউট রয়েছে। বিশ্বায়নের জোয়ারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাকরিরবাজারে কানাডার মানসম্মত শিক্ষা আপনাকে পেশাজীবনেও সফল হতে সাহায্য করবে। তাই যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষার কথা ভাবছেন, তারা নির্দ্বিধায় বেছে নিতে পারেন কানাডা। তবে এজন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রোগ্রাম সম্পর্কে রাখতে হবে পর্যাপ্ত খোঁজখবর।

ডিগ্রির ধরন

কানাডায় একজন শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে ফুলটাইম অথবা পার্ট টাইম পড়াশোনা করতে পারে। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, পোস্টগ্র্যাজুয়েট, ডক্টরাল/পিএইচডি প্রোগ্রাম, ডিপ্লোমা ডিগ্রি ছাড়াও এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে কো-অপারেটিভ এডুকেশন, ডিস্ট্যান্টলার্নিং, কন্টিনিউয়িং এডুকেশন এবং স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মতো আরও অনেক কোর্স ও পদ্ধতি। রুম, ল্যাবের বাইরেও এখানে আপনি পাবেন শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্কশপ ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা এবং আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন স্কলারশিপ। বিষয় ভেদে কানাডায় আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্সের মেয়াদ চার বছর, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স এক-দু'বছর এবং ডক্টরাল পর্যায়ে কোর্সের মেয়াদ হয় সাধারণত চার বছর।

যে বিষয়ে পড়তে যেতে চান

কম্পিউটার সায়েন্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ফুডসায়েন্স, মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড সার্ভিসেস, ফার্মেসি, নার্সিং, বায়োলজি, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ডরিসোর্সেস, ইলেক্ট্রনিকস, মেরিন অ্যাফেয়ার্স, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, অ্যাগ্রিকালচার ইকোনমিক্স, অ্যাপ্লায়েড কম্পিউটার সায়েন্স, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, এস্ট্রোনমি, অ্যাপ্লায়েড জিওগ্রাফি, আর্কিটেকচারাল সায়েন্স, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হোম ইকোনমিক্স, এডুকেশন, ইংলিশ থিয়েটার, ফিলোসফি, মিউজিক, ইকোনমিক্স, ইতিহাস ও রিলিজিওন, আইনসহ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে প্রায় দশ হাজার বিষয় এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে প্রায় তিন হাজার বিষয়ের মধ্য থেকে আপনি আপনার চাহিদা ও যোগ্যতানুযায়ী বিষয় বেছে নিতে পারেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি ও বিষয় খোঁজ করতে এই ওয়েবসাইটগুলোতে দেখতে পারেন-

www.bjilibrary.com

http://www.universitystudy.ca/search-programs/
http://www.aucc.ca/programs-services/
http://www.ouac.on.ca/

ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ভর্তির জন্য কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে। পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির জন্য লাগবে ১৬ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা। কানাডায় উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ-এ দুটো ভাষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এই দুটোর যে কোনো একটি ভাষায় পড়তে পারবেন। ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠানগুলো ভাষাগত যোগ্যতা হিসেবে IELTS, TOEEL কেই প্রাধান্য দেয়, তবে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি GMAT, GRE কেও প্রাধান্য দেয়। এই কোর্সগুলোর স্কোর ইউনিভার্সিটি ভেদে এক এক রকম হয়। ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রতিষ্ঠানে পড়তে চাইলে ওই প্রতিষ্ঠানে ফ্রেঞ্চ ভাষার ওপর লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। এটি তারা নিজস্ব নিয়মে নিয়ে থাকে। কানাডায় পড়া-লেখার জন্য শক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দেখাতে হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের IELTS, TOEFL স্কোর জানতে এই ওয়েবসাইটে ঢুঁ মারতে পারেন-
http://www.degrees.ca/ielts/,
http://www.degrees.ca/toefl/

ভর্তির সেশন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির সেশন নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের ওপর। তবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে মে পর্যন্ত সেশন থাকে। এ ছাড়া জানুয়ারি-মে মাসেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন শুরু হয়।

ভর্তি

বাংলাদেশ থেকে ভর্তির জন্য ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করা একটু কষ্টসাধ্য তবে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড থাকলে কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েব সাইটে গেলেই দেখবেন শুরুর পেইজে "প্রোস্পেক্টিভ স্টুডেন্ট" অথবা "ফিউচার স্টুডেন্ট" নামে একটি লিঙ্ক আছে। এখানে ক্লিক করলে জানতে চাইবে আপনি কোন লেভেলে আগ্রহী। এখানেই পাবেন প্রয়োজনীয় সব তথ্য, যোগ্যতা ও আবেদনপত্র। অনলাইনে আবেদনের পরে আপনাকে ৫০ থেকে ১৫০ ডলার আবেদন ফি দিতে হবে। এই ফি না দিলে অ্যাপ্লাই করাটা কোন কাজে আসবে না। টাকা দেয়ার আগে জেনে নিবেন সেটা কি ঠিক সাইট। অনেক সময় ভুয়া সাইটে প্রতারিত হতে পারেন। অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজে স্টেটমেন্ট অব ইন্টারেস্ট বা প্ল্যান অব স্টাডি লিখতে হয়। এটি মাস্টার্স লেভেল-এর জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও পিএইচডি'র জন্য খুবই দরকারি। তারা দেখতে চায় অ্যাপ্লিক্যান্টদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট কোন দিকে। কোন স্পেসিফিক একটা এরিয়াতে ফোকাস না করে কয়েকটি এরিয়াতে ইন্টারেস্ট দেখানো আমার মনে হয় ভালো। তবে ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরদের ওয়েবসাইট দেখে সে মোতাবেক একটা প্ল্যান তৈরি

www.bjilibrary.com

করা উচিত। আর একটি দরকারি জিনিস হল রিকমেন্ডশন লেটার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়এই সব রিকমেন্ডশন লেটার পড়ে। রিকমেন্ডশন লেটার হল আপনার অ্যাকাডেমিক এবং গবেষণা করার যোগ্যতা মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি পত্র যা সাধারণত আপনার কাজের সাথে পরিচিত প্রফেসর দিতে পারেন। সাধারণত ২-৩টি লেটার দরকার হয়। এর জন্য ইউনিভার্সিটিগুলোর নিজস্ব ফরম রয়েছে। আবেদনের সময় আপনি যে শিক্ষকদেরকে রেফার করবেন তাদের নিকট ওই ইউনিভার্সিটি থেকেই ই মেইলে লিঙ্ক পাঠায়। তাই আগে থেকেই যে শিক্ষকদেরকে রেফার করবেন তাদেরকে জানিয়ে রাখবেন। ভাল রিকমেন্ডশন লেটার না হলে ভর্তির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

স্কলারশিপ

কানাডায় পড়তে যেতে আগ্রহীদের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি দেয়। শিক্ষার্থীর অ্যাকাডেমিক রেজাল্টের ওপর ভিত্তি করে বৃত্তি দেয়া হয়ে থাকে। তবে যারা শুরু থেকেই বৃত্তি নিয়ে যেতে চান তাদের ক্ষেত্রে IELTS, TOEFL, GRE, GMAT প্রভৃতি স্কোর ভালো থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কানাডা সরকার আন্তর্জাতিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম নামে একটি বৃত্তি দেয়। এছাড়া কানাডা মিলেনিয়াম স্কলারশিপ ফাউন্ডেশন, ওন্টারিও গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি প্রোগ্রামসহ নানা ধরনের বৃত্তির প্রোগ্রাম চালু আছে। কানাডা সরকারের বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলোর ওয়েবসাইটেও আপনি বৃত্তির বিস্তারিত খোঁজখবর পাবেন। অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, বিশেষত প্রকৌশল বিভাগগুলো, যেখানে প্রফেসরই ফান্ড দেয়। সেসব ক্ষেত্রে পরিচিত কারো সাথে যোগাযোগ করে প্রফেসরদের ফান্ডের অবস্থা সম্পর্কে আগে ভাগে জানতে পারলে সে মোতাবেক অ্যাপ্লাই করলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তবে কিছু কিছু সাবজেক্টে মাস্টার্স বা পিএইচডি করার জন্য ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরদের সাথে যোগাযোগ করার দরকার হয় না। সেখানে ডিপার্টমেন্টই নির্ধারণ করে কাকে ফান্ড দেয়া হবে এবং তা কিভাবে।

স্কলারশিপের জন্য বিস্তারিত দেখতে পারেন-

http://www.scholarshipscanada.com/
http://www.scholarships
-bourses.gc.ca/scholarshipsbourses/index.aspx-
?view=d&lang=eng
http://www.scholarshipscanada.com/Scholarships/Featured-
Scholarships.aspx

টিউশন ফি ও থাকার ব্যবস্থা

কানাডার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি একই রকম হয় না। অঞ্চল ও পড়ানোর প্রোগ্রামভেদে টিউশন ফিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। স্থানীয় শিক্ষার্থীদের তুলনায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর টিউশন ফি বেশি হয়। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য খরচ পড়বে প্রতি বছর ৫ থেকে ২০ হাজার ইউএস ডলার এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট, ডক্টরাল

www.bjilibrary.com

ও অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রির জন্য খরচ পড়বে ৬ থেকে ২০ হাজার ইউএস ডলার বা তারও বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকতে হলে ভালোই খরচ গুনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডর্মে থাকলে খাওয়ার খরচ (মিল প্যান) আলাদা ভাবে কিনতে হয়। ডর্মে থাকা বাঙালি শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল খাওয়া। ডর্মে থাকা অনেক ব্যয়বহুল কিন্তু ঝামেলামুক্ত। যারা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকেন তাদের খরচ একেক জনের জন্য একেক রকম হয়। সাধারণত থাকা খাওয়াসহ প্রতিদিন গড়ে দশ-বার ডলারের মত খরচ হয়। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি ও থাকার জন্য বিভিন্ন শহরের ব্যয় সম্পর্কে ধারণা পেতে এই ওয়েবসাইটগুলোতে ঘুরে আসতে পারেন-
http://www.univcan.ca/universities/facts-and-stats/tuition-fees-by-university/
http://www.erieri.com/CareerPlanning/Student-Cost-of-Living
http://www.abroadeducation.com.np/study-in/canada/living-cost.html

খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ

কানাডায় শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ। সপ্তাহে একজন শিক্ষার্থী ২০ ঘন্টা কাজ করতে পারেন। শিক্ষক সহকারী, বিক্রয়কর্মী, ফুডক্যাটারিং, গবেষণা সহকারী, কম্পিউটার ওয়ার্কসহ বিভিন্ন খণ্ডকালীন কাজ শিক্ষার্থীরা করতে পারেন। এছাড়া যারা আন্ডার গ্রেড লেভেলে পড়তে আসে তারা সামার সেশনে (মে-আগস্ট) পুরো সময়েই কাজ করতে পারে।

ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা

বাংলাদেশ থেকে কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিটট্রান্সফারের সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া কানাডায় এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যায়। পোস্টগ্র্যাজুয়েট ও আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়েই মূলত ক্রেডিট ট্রান্সফার হয়। তবে ক্রেডিট ট্রান্সফার কত শতাংশ পর্যন্ত করা যাবে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় শর্তারোপ করে।

শেষকথা

উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণের জন্য কানাডা অন্যতম। বিদেশি ছাত্রদের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত কানাডায় থেকে যায়। কানাডায় পড়াশুনার মান ভাল হলেও এখানকার সবচেয়ে খারাপ দিক হল এর আবহাওয়া। শীতকালে তাপমাত্রা প্রদেশভেদে মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। আবার গরমকালেও ভালই গরম পড়ে। তবে জলবায়ু যাই হোক, কানাডায় লিভিং সত্যিই নির্ঝঞ্ঝাট। এখানকার মানুষগুলো খুবই আন্তরিক। ভাল নাগরিক জীবন, নিরাপদ, সুন্দর সুখীময় জীবন যাপনের জন্য কানাডা পৃথিবীর অন্যতম দেশ।

Md Nur Hossain
PhD Researcher at Lakehead University
Thunder Bay, Ontario, Canada

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-২

Canada is the best for higher study

This is a modest attempt to summarize the required core information for admission into graduate programs (Masters/PhD) in Canada.

Mostly you require the following:
1. Transcripts to show CGPA
2. Copy of Original Certificates
3. GRE scores
4. TOEFL/IELTS scores
5. Recommendation Letters
6. Personal Statements
7. Writing samples (In PhD programs)

CGPA: CGPA from your undergraduate degree is extremely important; you need a CGPA above at least equal to or more than 3.5 to be considered admission with funding. Be sure to do especially well in the upper two years (5th-8th Semesters) of your undergraduate program because these GPAs are usually given much more weight while making admission decisions.

GRE: GRE scores are also important, though not as much as CGPA. If you have a good score (Above 310), it will strongly improve your chance of getting funding.

Tips for preparation: Buy these three sets of books: three official guides (Official, Quant, Verbal), Manhattan 8 Volume Series, Manhattan 5lb Guide and Manhattan Online Practice Tests. Invest two months for study (4-5 hours per day). You'll definitely ace the test!

Language Test Scores: TOEFL or IELTS scores are essential, minimum requirements are around 95 in TOEFL or 7.0

www.bjilibrary.com

in IELTS. You also need this score for an affirmative visa reply from the Canadian Embassy.

Tips for preparation: Get the Chinese TOEFL software (available in many Facebook forums) for TOEFL or the Cambridge IELTS Series. Devote just one month (1-2 hours per day). You'll be just fine!

Recommendations: Three recommendation letters (mostly in online formats) are also required. Better to seek them from professors based on four grounds: whom you have good understanding with, who taught you the courses that you did well, who supervised your thesis/projects, or who have North American PhDs themselves.

Personal statement: Personal statement is also substantially important. You can find plenty of good examples just by smart googling, but be sure to write yours yourself. Just a few rules of thumb: tell a good story, keep a good flow, show your research potential (by naming a few influential research papers along the way), signal your grasp of the subject (by using academic jargons), stress your strengths (by pointing out towards your achievement), and avoid boasting at all cost. Get your statement read by at least two of friends/mentors if possible.

Writing samples: This is asked mainly in PhD programs. Submit your thesis/project/research paper after a thorough polishing. Pick the one which shows most vibrancy about your technical/methodological abilities.

Some Useful Links for graduate admission at the University of Saskatchewan:

1. For finding appropriate programs:
https://grad.usask.ca/programs/find-a-program.php
2. For minimum admission requirements:
https://grad.usask.ca/admissions/admissionrequirements.php#Minimumadmissionrequirements

www.bjilibrary.com

3.Application procedure step by step:
http://explore.usask.ca/admissions/
4. On how to apply:
https://grad.usask.ca/admissions/how-to-apply.php
5. On language proficiency:
https://grad.usask.ca/admissions/admissionrequirements.php#Englishlanguageproficiencyrequirements
6. Important deadlines:
http://explore.usask.ca/admissions/requirements.php
7. Further information for international students:
http://explore.usask.ca/international.php
8. Country-specific requirements:
http://explore.usask.ca/admissions/international/
9. Contacts for graduate admission:
https://www.usask.ca/contact/

Tips for Students Willing to Undertake Undergraduate Studies:

1. You will need your relevant transcripts from HSC-SSC and/or O/A-Levels and IELTS score (at least 6.5 in each band). Some universities also require recommendation letters from your high school/college teachers.
2. There exists (almost) no scholarship in undergraduate level whatsoever, which means that you've to be able to spend an enormous (depending on the university) amount of money to pay the tuition and living costs. Also, in terms of financial proof, you need to show that the sponsors (who is going to pay the costs, e.g. your parents, siblings, relatives, etc.) have at least 40-50 lacs of taka in their respective bank account which should "sit" there for about one financial year.
3. You may also have to show all possible financial assets (land holdings, fixed assets, liquid assets, savings/investment assets, etc.) and security clearances (police certificates, health check-up reports, no-objection certificates, etc.) for the purpose of getting a student visa.

www.bjilibrary.com

4. Be sure to tap on the resources that your relatives, who are citizens and/or permanent residents of Canada, have to offer. They can be a great source of reliable information on a great variety of topics.
5. A few universities may ask for an extended essay on the purpose and plans for your undergraduate studies. You should invest lots of time beforehand for preparing this.
6. To know about the possibilities and opportunities in different fields of studies (engineering/business/agriculture etc.), it's best to search for people already within those respective fields of study and communicate them appropriately. Social media can be of great help in this case.

A few tips all may find useful:

1. Be sure to choose the program that suits your career track/tastes well. Think whether you're good for a course-based or research-based program. Also think about the time and effort that you're willing to put into earning the degree. Above everything: know yourself and give a good thought about what you truly want to end up doing with your life. And please, don't underrate this advice!
2. Allow sufficient time for receiving original transcripts and/or certificates from your home universities.
3. Be sure to register for GRE/TOEFL well before (3-4 months) the admission application deadline.
4. Contact the professors early on (at least 3 months) before the deadline.
5. All required information for obtaining Canadian visa is well-sketched in their websites: (http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp). But be extremely cautious with the process. It requires tons of related information and what not to be submitted (even if you are fully funded by Canadian universities)! The whole decision process is painstakingly slow (takes about 2-3 months), so start the process as soon as you receive your admission offer.

www.bjilibrary.com

6. Arrange for a large sum of money (around 7-8 lacs of taka) to be put into a bank account on your name. You'll require it to show in bank statements when you apply for visa (even if you receive full funding from Canadian universities).
7. Contact the relevant Facebook groups of Bangla deshi Student Communities. They will provide invaluable help regarding your arrival and stay in Canada.

Best of luck!

Awlad Monshi
Marketing, Cape Breton University, Sydney NS.
Currently living in Saskatoon, Canada.
awladmonshi@gmail.com

www.bjilibrary.com

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ

- দেশ পরিচিতি
- উচ্চশিক্ষার সুযোগ
- অভিজ্ঞতা

www.bjilibrary.com

অস্ট্রেলিয়া

University of Western Australia

অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য

অস্ট্রেলিয়া (ইংরেজি Austraklia; স্থানীয় উচ্চারণ। একটি দ্বীপ-মহাদেশ। এটি এশিয়ার দক্ষিণ পূর্বে ওশেনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। কাছের তাসমানিয়া দ্বীপ নিয়ে এটি কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া গঠন করেছে। দেশটির উত্তরে তিমুর সাগর, আরাফুরা সাগর, ও টরেস প্রণালী; পূর্বে প্রবাল সাগর এবং তাসমান সাগর; দক্ষিণে ব্যাস প্রণালী ও ভারত মহাসাগর; পশ্চিমে ভারত মহাসাগর। দেশটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪০০০ কিমি এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩৭০০০ কিমি দীর্ঘ। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ, কিন্তু ৬ষ্ঠ বৃহত্তম দেশ। অস্ট্রেলিয়ায় রাজধানী ক্যানবেরা। সিডনি বৃহত্তম শহর। দুইটি শহরই দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত। গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর। এটি অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ধরে প্রায় ২০১০ কিমি জুড়ে বিস্তৃত। এটি আসলে প্রায় ২৫০০ প্রাচীর ও অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি। কুইন্সল্যান্ডের তীরের কাছে অবস্থিত ফেয়ারফ্যাক্স দ্বীপ গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের অংশ।

অস্ট্রেলিয়া ৬টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত-নিউ সাউথ ওয়েলস, কুইন্সল্যান্ড, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, ভিক্টোরিয়া, ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া। এছাড়াও আছে দুইটি টেরিটরি অস্ট্রেলিয়া রাজধানী টেরিটরি এবং উত্তর টেরিটরি। বহিঃস্থ নির্ভরশীল অঞ্চলের মধ্যে আছে অ্যাশমোর ও কার্টিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকা, ক্রিসমাস দ্বীপ, কোকোস দ্বীপপুঞ্জ, কোরাল সি দ্বীপপুঞ্জ, হার্ড দ্বীপ ও ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপপুঞ্জ, এবং নরফোক দ্বীপ। অস্ট্রেলিয়া প্রথম বসতি স্থাপক ছিল এখানকার আদিবাসী জাতিগুলি। এরা প্রায় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ বছর আগে দেশটিতে অভিগমন করে। ১৭শ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বহির্বিশ্বের কাছে দ্বীপটি অজানা ছিল

www.bjilibrary.com

১৭৮৮ সালে দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট জ্যাকসনে প্রথম স্থায়ী উপনিবেশ সৃষ্টি করা হয়; এটি ছিল ব্রিটিশ কয়েদিদের উপনিবেশ। এটিই পরবর্তীতে বড় হয়ে সিডনি শহরে পরিণত হয়। ১৯শ শতক জুড়ে অস্ট্রেলিয়া এক গুচ্ছ ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে কাজ করত। ১৯০১ সালে এগুলো একত্র হয়ে স্বাধীন অস্ট্রেলিয়া গঠন করে।

অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য

রাজধানী : Canberra
বৃহত্তম শহর : Sydney
রাষ্ট্রীয় ভাষাসমূহ : None N2;
National language : English; (de facto) N2
জাতীয়তাসূচক বিশেষণ : Australian, Aussie
Monarch : Queen Elizabeth II
Independence : from the United kingdom
Constitution : 1 January 1901
Statute of Westminster : 11 December 1931
Statute of Westminster Adoption Act : 9 October 1942 (with effect rfom 3 September 1939)
Australia Act : 3 March 1986
আয়তন : মোট ৭৬,১৭,৯৩০ বর্গকি.মি (৬ষ্ঠ), ২৯,৪১,২৯৯ বর্গমাইল
মুদ্রা : Australian dollar (AUD)
সময় স্থান: varionus N3 (ইউটিসি+৮ টু +১০.৫
ইন্টারনেট টিএলডি : au
কলিং কোড : +৬১

অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা

বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের নিকট যে কয়টি দেশ প্রিয়, অস্ট্রেলিয়া তাদের অন্যতম। এমনকি জনপ্রিয় প্রথম তিনটি দেশের একটিও হতে পারে। পর্যাপ্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আবেদন পদ্ধতি সঠিকভাবে না জানার কারণে অনেক সময় ভিসা মেলে না। তাই কোথায়, কিভাবে, সঠিকভাবে আবেদন করতে হয়, তা অস্ট্রেলিয়া গমনেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের জানা দরকার।

আবেদন প্রক্রিয়া

সরাসরি দূতাবাসের মাধ্যমে আবেদন করা যায়। আবার, অনলাইনে আবেদন করা যায় ও বিভিন্ন কনসালট্যান্সি ফার্ম এর মাধ্যমে আবেদন করা যায়।

www.bjilibrary.com

আবেদনের নিয়মাবলি

শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক) শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে Student দের Undergraduate থেকে Doc. Degree Certificate থাকলে সে উচ্চশিক্ষা জন্য অস্ট্রেলিয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে IELTS অবশ্যই লাগবে। Undergraduate এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম IELTS স্কোর ৫.৫ এর ক্ষেত্রে এবং Post graduate এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ILTS স্কোর ৬.০ প্রয়োজন।

খ) অস্ট্রেলিয়াতে IELTS ছাড়া Students এর উচ্চশিক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা নেই। সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে IETS দেয়ার প্রয়োজন নেই।

গ) School শিক্ষার্থীদের জন্য O/A Level Certificate থাকলে IELTS দরকার হয় না

স্পন্সর

ক) বিষয়ভেদে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা Sponsor দেখাতে হয়। Under graduate এর ক্ষেত্রে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা Sponsor দেখাতে হয় এবং Degree Program এর জন্য প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ৬ মাস এর জন্য Sponsor দেখাতে হয়।

খ) Sponsor Money এর সম্পদ মূল্য দেখানো যাবে না, শুধুমাত্র নগদ টাকা দেখাতে হবে। তবে ডলার এর মূল্য তারতম্য হলে এর জন্য Sponsor Money হিসাব করে মোট টাকা দেখাতে হয়।

গ) কোন ছাত্রের স্পন্সর দেখানোর জন্য blood Relation হলে ভাল। তবে Post graduation এর ক্ষেত্রে first blood Relation হতে হবে। এর জন্য Bank Statement লাগে ও জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্ম সনদ ইত্যাদির কাগজ জমা দিতে হয়।

স্পাউস

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে স্পাউসসহ আবেদন করা যায়। সেক্ষেত্রে তার স্ত্রীকে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রাপ্ত হতে হবে, তার জন্য সে ৫ পয়েন্ট পাবে।

স্কলারশিপ

সাধারণত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে Scholarship (full) পাওয়ার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Graduation complete করে আবেদন করতে হবে। সাধারণত স্কলারশিপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৫% শিক্ষার্থী যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ায় পার্ট টাইম জব

পড়ালেখার পাশাপাশি সপ্তাহে ২০ ঘন্টা পার্ট টাইম চাকরির সুযোগ রয়েছে। পার্ট টাইম জব করে একজন ছাত্র তার খরচ চালাতে পারে।

Engineering, MBA, ACCA Ges Health study ইত্যাদি কোর্সগুলো ভাল চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

www.bjilibrary.com

অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী বসবাস সুবিধা
অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় এখানে সহজে PR (Permanent Residence) এর সুযোগ থাকে। Students Graduation Complete করার পর সে PR এর জন্য আবেদন করতে পারে। সেক্ষেত্রে Result যদি ভাল থাকে তাহলে সরকার তাকে PR করে নিতে পারে।
সাধারণত ACCA, LLB, MBA, Advanced diploma, Health student এবং Engineering ডিগ্রি অর্জনকারীদের PR পেতে সুবিধা হয়।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিকট পছন্দের অস্ট্রেলিয় স্থানসমূহ
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা সাধারণত সিডনি ও মেলবোর্ন শহর দুটিকে বেশি পছন্দ করে থাকে। যদিও শহর দু'টি খুব ব্যয় বহুল।

অস্ট্রেলিয়া দূতাবাস
এটি গুলশান ১, ৮নং রোড এর সামনে অবস্থিত। ঠিকানা- জেড এন টাওয়ার (১ম তলা), রোড# ৪, প্লট# ২, ব্লক# এস ডব্লিউ ১, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২। ফোন ৯৮৯৫৮৯৪। ওয়েব সাইট- www.vfs-au.bd

অস্টেলিয়ার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়
ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্ন (www.unimelb.edu.au)
ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ড (www.uq.edu.au)
ইউনিভার্সিটি অব সিডনি (www.usyd,edu.au)
মোনাশ ইউনিভার্সিটি (www.monash.edu.au)
ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস (www.unsw.edu.au)
অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (www.adelaide.edu.au)

বিভিন্ন স্কলারশিপের লিঙ্ক
The University of Melbourne https://goo.gl/h0IJpb
The University of Sydney http://goo.gl/SidUxv
Australian National University http://goo.gl/hA4NT7
The University of Queensland http://goo.gl/XZ137z
University of New South Wales http://goo.gl/edcbdM
Monash Univesity http://goo.gl/3XQ3QW
The University of Western Australia http://goo.gl/tzXAGi
The University of Adelaide https://goo.gl/mWRGm2
Macquarie University http://goo.gl/nI9fIM
University of Wollongong http://goo.gl/EpAG2V
University of Tasmania http://goo.gl/q2pG6V
Southern Cross University http://goo.gl/EJ11wu
Queensland University of Technology https://goo.gl/0FmrXt

www.bjilibrary.com

The University of Newcastle http://goo.gl/1uqwEC
University of South Australia http://goo.gl/URvgRW
Swinburne University of Technology http://goo.gl/3J2Pyl
University of Wollongong http://goo.gl/kPxs7N
RMIT University http://goo.gl/LltCXD
Deakin University http://goo.gl/1EbleH
James Cook University http://goo.gl/Hf3e42
University of Western Sydney http://goo.gl/LCucqp
La Trobe University http://goo.gl/KSqoAN
Victoria University http://goo.gl/Hq7eBF
University of Canberra http://goo.gl/pAjt4N
Flinders University http://goo.gl/3hJSho
University of New England http://goo.gl/7263hZ
University of Southern Queensland http://goo.gl/9no2vA
Edith Cowan University https://goo.gl/8O3gTt
Curtin University https://goo.gl/3EcDk2
The University of Notre Dame http://goo.gl/kiY2iE

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা

অস্ট্রেলিয়ায় লেখাপড়া : বাংলাদেশের চেয়েও সহজ

লেখাপড়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এখন অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম তিনের মধ্যে একটি মনে করে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও পছন্দের তালিকায় অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম তিনের মধ্যেই রাখছে। অস্ট্রেলিয়ার উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, বাংলাদেশিদের জন্য উপযোগী আবহাওয়া, সহজ ফ্যামিলি ভিসা, ভালো আয় করার সুযোগ, পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলো যার অন্যতম কারণ। আপনিও চাইলে পড়তে পারেন অস্ট্রেলিয়ায়। পড়ালোখা করবেন পৃথিবীর সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু অনুভব করবেন বাংলাদেশের পড়ালেখা কতইনা কঠিন ছিলো! কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানের সমাজটাই অনেক পরিশ্রমী ও সময়ানুবর্তী। আপনি হয়তো এখানে মুসলিম পাবেন কম, কিন্তু সকল পর্যায়ে ইসলামিক আচরণ পাবেন যেটা বাংলাদেশে পাননি। শুধু দরকার একটি সুন্দর পরিকল্পনা।

কেন অস্ট্রেলিয়া?

অস্ট্রেলিয়া এমন একটি দেশ যে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য বছরের ৩৬৫ দিনই অপেক্ষা করে থাকে। যে কোন সময়ই আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে, উত্তর পাবার জন্য বসে থাকতে হয় না দিনের পর দিন। ভিসা আবেদনও করা যায় যেকোন সময়। অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া কিছুটা প্রায় বাংলাদেশের মতই। একটু বেশি শীত অথবা গরম হলেও ইউরোপ - আমেরিকার মত বরফ ঠেলে টিকে থাকতে হবে না আপনাকে। ছাত্রদের জন্য আয়ের সুযোগটাও অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ভালো। এখানের মানুষগুলোও আপনাকে বন্ধু মনে করবে। বাংলাদেশ থেকে আসার পরে মনে হতে পারে আপনি জান্নাতে এসেছেন, পার্থক্য একটাই, আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আরেকটা মজার ব্যাপার হলো এত বড় দেশে বিশ্ববিদ্যালয় আছে মাত্র ৪৩টি। কিছু কলেজ এবং ইনস্টিটিউট আছে যেসব প্রতিষ্ঠানেও বিদেশি ছাত্ররা পড়তে পারে। তবে বিভিন্ন সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শাখা রয়েছে। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ই স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে পরিচালিত হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় লেখাপড়ার ধরন

অস্ট্রেলিয়ায় আসতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এখানকার লেখাপড়ার ধরন জানা থাকা দরকার। বাংলাদেশে যেমন ৫ম শ্রেণী থেকেই জাতীয় পরীক্ষা শুরু হয় এখানে তেমন নয়। প্রথম জাতীয় পরীক্ষা হয় দ্বাদশ শ্রেণীতে (Year 12 exam)। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। আমাদের দেশে যেটাকে অনার্স বলা হয় অস্ট্রেলিয়ায় সেটা আন্ডারগ্র্যাড (আন্ডারগ্র্যাজুয়েশন) বা ব্যাচেলর বলা হয়। আর মাস্টার্স বা ডক্টরেট ডিগ্রিকে পোস্টগ্র্যাজুয়েশন বলা হয়। মজার ব্যাপার হলো ডক্টরেট

www.bjilibrary.com

করার জন্য মাস্টার্স করা শর্ত নয় যা কিনা আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক। অস্ট্রেলিয়ায় নানান ধরনের স্বল্প মেয়াদি কোর্স চালু আছে যা খুবই কাজের। আপনি হয়তো অ্যাকাউন্টিং পড়ছেন, হঠাৎ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবার সাধ জাগলো। কোন সমস্যা নাই, দু-একটা কোর্স বা ডিপ্লোমা করেই শুরু করতে পারবেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা থাকা দরকার, আমাদের বাংলাদেশে যেগুলোকে ডিগ্রি বলা হয় এখানে সেগুলোকে কোর্স (Course) বলা হয়, অর্থাৎ ডিপ্লোমা কোর্স, ব্যাচেলর কোর্স, মাস্টার্স কোর্স ইত্যাদি। আর আমরা যে গুলোকে কোর্স বলি সেগুলোকে এখানে ইউনিট (Unit) বলা হয়। যেমন ধরুন, মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করার জন্য মোট ২০ টি ইউনিট পড়তে হবে এবং প্রতি সেমিস্টারে কমপক্ষে ৪ টি ইউনিট পড়তে হবে।

এখানকার টিচাররা হয় বন্ধুর মত। টিচারকে সবাই নাম ধরেই ডাকে, সাধারণত কাউকে স্যার বলতে শোনা যায় না। আপনি পড়ালেখার প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সহযোগিতা টিচারের কাছ থেকে পেতে পারেন। না বুঝলে ক্লাস-পরীক্ষা দেবার পরও বলতে পারেন কিছুই বুঝি নাই আবার বুঝিয়ে দাও। ক্লাসের মাঝখানে বলতে পারেন চলো একটা সেল্ফি তুলি। টিচার সবকিছুই এত সহজভাবে পেশ করার চেষ্টা করবেন যাতে আপনার মনে হবে বাংলাদেশের পড়ালেখা কতইনা কঠিন ছিলো!

অস্ট্রেলিয়ায় আসার প্রস্তুতি

অস্ট্রেলিয়ায় আসার জন্য একটা মজবুত সিদ্ধান্ত দরকার। আপনি অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কিত যে কোন তথ্য অতি সহজেই ইন্টারনেটে রেডি অবস্থায় পেতে পারেন। কোন কিছু না পেলে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারবেন। আপনার রেজাল্ট যদি ভালো হয় তবে উত্তম, যদি খারাপ হয় তবু হতাশ হবার কিছু নেই। অস্ট্রেলিয়ার লেখাপড়ার মান নিয়ে কোন ধরনের সন্দেহ নেই, কিন্তু স্কলারশিপ নেই বললেই চলে। শুধু ডক্টরেট করার ক্ষেত্রে আপনি পর্যাপ্ত স্কলারশিপ পেতে পারেন, মাস্টার্স করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হাফ পেতে পারেন, আর ব্যাচেলর করার ক্ষেত্রে ২-৫ হাজার ডলার পেতে পারেন। যেহেতু স্কলারশিপ এর পরিমাণ কম তাই শিক্ষার্থীদেরকে টিউশন ফি এবং বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে এমন প্রমাণ দেখাতে হয় ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের সময়। যেটা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অনেকের ভিসা না হবার কারণ। আর IELTS বা যে কোন ইংলিশ ভাষা টেস্ট স্কোরতো লাগবেই। নিম্নে ১০ ধাপে অস্ট্রেলিয়ায় আসার প্রস্তুতিগুলো আলোচনা করছি। এ ধাপগুলোর কোনটা আগে বা পরে হতে পারে। তবে মোটামুটি এ কাজগুলোই করতে হয়।

বিভিন্নধাপ

ধাপ ১: পরিকল্পনা

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত বছরে দুটি সেমিস্টার হয়ে থাকে। প্রথম সেমিস্টার শুরু হয় ফেব্রুয়ারিতে আর দ্বিতীয়টা জুলাইতে। ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স এর জন্য এ দুটির বাইরে অন্য সেমিস্টার না খোঁজাই ভালো। PhD শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য প্রফেসর কখন আসতে বলেন তার ওপরই নির্ভর করে।

www.bjilibrary.com

আপনি কোন সেমিস্টার থেকে শুরু করতে চান, পড়ালেখার পরে ফিরতে চান নাকি থাকতে চান, স্কলারশিপ না পেলে কিভাবে টিউশন ফি পে করবেন ইত্যাদি বিষয় শুরুতেই ভাবতে হবে।

ধাপ ২: IELTS/TOEFL/PTE/GRE

অস্ট্রেলিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলো সবগুলো ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টেস্টই অ্যাকসেপ্ট করে। এবং আপনাকে যে কোন একটা টেস্ট এর স্কোর জমা দিতে হবে, দুটি নয়। সাধারণত IELTS এর ক্ষেত্রে Overall score 6.5 আর individually 6.0 প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগ ভেদে আরো বেশি চাইতে পারে।

ধাপ ৩: বিশ্ববিদ্যালয় চয়েজ

বিদেশি শিক্ষার্থীরা সাধারণত সিডনি ও মেলবোর্নকে পছন্দ করে থাকে। এ দু জায়গায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, অনেক বাংলাদেশিও আছে। এ দু জায়গায় আয় বেশি হলেও ব্যয়ও কিন্তু অনেক বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই করার জন্য আগে আপনি কোন বিষয় পড়তে চান তা ঠিক করুন। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সাবজেক্ট আছে তার একটি তালিকা করে ফেলুন।
http://www.australianuniversities.com.au/list/ এই লিংকে গেলে অস্ট্রেলিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা তালিকা পেয়ে যাবেন। এবার টিউশন ফি, স্কলারশিপ সুবিধা, ক্যাম্পাস লোকেশন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ১০-১৫ টা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অগ্রাধিকার লিস্ট তৈরি করুন। আপনি যদি Masters by research অথবা PhD করতে চান তবে বিশ্ববিদ্যালয় বাছাইয়ের সাথে সাথে টিচারও বাছাই করুন। টিচার এর প্রোফাইল ভালো করে পড়ুন। তার রিসার্চ ইন্টারেস্ট এবং রিসার্চ রেকর্ড পড়ুন। অতঃপর আপনার আগ্রহটা ঐ টিচারকে মেইল করুন। আপনার ইমেইলে যদি কোন টিচার কনভিন্স হয় তবে বাকি পথ সহজ হবে। একটা ডিপার্টমেন্ট এর দুই জনের বেশি টিচারের কাছে মেইল করবেন না। রিপ্লাই পাবার জন্য অপেক্ষা করুন এবং একটি রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করে ফেলুন। কোন টিচার রিপ্লাই দিলে তাকে রিসার্চ প্রপোজাল পাঠান এবং স্কলারশিপের জন্য পটাতে থাকুন।

ধাপ ৪: স্পন্সর ঠিক করা

আপনি যদি সেল্ফ ফাইন্যান্সে পড়তে চান তবে আপনাকে কে স্পন্সর করবে এবং তার অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা আছে কিনা তা চেক করুন। স্পন্সর আপনার ফার্স্ট ব্লাড কানেকটেড হতে হবে অর্থাৎ আপনার বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদি হতে হবে। যদি আপনার চাচা বা মামা অস্ট্রেলিয়ায় থাকে তবে তারাও স্পন্সর করতে পারবে। আপনার টিউশন ফি এবং থাকার খরচ পরিমাণ ফান্ড আছে কিনা তা দেখাতে হবে।
https://www.border.gov.au/Trav/Stud/More/Student-Visa-Living-Costs-and-Evidence-of-Funds
এই লিংকে গেলে কত টাকা দেখাতে হবে তার একটি নির্দেশনা পাবেন এবং হিসাব

www.bjilibrary.com

করতে পারবেন। অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রই শুধু স্পন্সর সঠিকভাবে না দেখাতে পারার কারণে ভিসা পেতে ব্যর্থ হয়।

ধাপ ৫: অফার লেটারের জন্য আবেদন

আপনার বাছাই করা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলুন। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েরই এজেন্ট আছে বাংলাদেশে। আপনি চাইলে তাদেরকে ইউজ করতে পারেন। ওরা বিভিন্ন সময় অস্ট্রেলিয়ায় পড়ালেখা বিষয়ে সেমিনার করে থাকে। সেগুলোতে জয়েন করতে পারেন। তবে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলে নিজেই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এবং তাতেই কল্যাণ বেশি। অফার লেটার হল আপনার ভর্তি হবার প্রথম ধাপ। আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার পর যাচাই বাছাই করে আপনাকে ভর্তির জন্য অফার করবে এবং তাতে টিউশন ফি সহ যাবতীয় বিষয় উল্লেখ থাকবে। যতবেশি অফার লেটার পাবেন আপনার সাহস ততই বাড়বে। তাই কমপক্ষে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অফার লেটার গ্রহণ করুন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনার জন্য সেরাটা বাছাই করুন। আপনি যদি সেমিস্টার শুরুর ৫ মাস আগে থেকে আবেদন শুরু করেন তবে খুব সুন্দরভাবেই কাজগুলো শেষ করতে পারবেন।

ধাপ ৬: স্কলারশিপের জন্য আবেদন

এবার শুরু করুন দরকষাকষি। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কী পরিমাণ স্কলারশিপ আদায় করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলো স্কলারশিপ অপশন আছে তার সবগুলোতেই আবেদন করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেই স্কলারশিপ অপশনগুলো পাবেন। পাশাপাশি যে ইমেইল থেকে অফার লেটার পাবেন সেই ইমেইলেই অস্ট্রেলিয়ায় যাবার জন্য এবং পড়ালেখার জন্য কত খরচ হবে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে আপনি এই কোর্স পড়ার জন্যই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন তা লিখুন এবং পরিশেষে লিখুন যে শুধু টিউশন ফি ছাড়া সকল খরচ আপনি বহন করতে পারবেন। কিন্তু টিউশন ফি টা ছাড় দিতেই হবে। এভাবে কনভিন্স করতে পারলে ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে কিছু এবং ডক্টরেট এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ছাড় পেতে পারেন। PhD করার জন্য যারা আবেদন করবেন তারা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর আবেদন করতে পারেন অথবা প্রফেসরকে কনভিন্স করে তারপর আবেদন করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের হাতে যে পরিমাণ স্কলারশিপ আছে সে অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে PhD স্টুডেন্ট অ্যাকসেপ্ট করে থাকে। আপনি যদি কোন এজেন্ট এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন করেন তবে হয়তো এসব দরকষাকষির পুরো সুযোগ পাবেন না। কারণ আপনি যত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেবেন তার ১০% ওই এজেন্ট এর কাছে ফেরত আসবে।

ধাপ ৭: CoE এর জন্য আবেদন

এবার আপনার ভর্তি হবার পালা। আপনি যতটুকু স্কলারশিপ পেলেন তাতে যদি সন্তুষ্ট হন অথবা নিজ খরচে পড়তে চান তবে আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার লেটার অ্যাকসেপ্ট করুন। ভর্তি হবার জন্য আপনাকে প্রথম সেমিস্টারের

www.bjilibrary.com

টাকা ও হেল্থ ইন্স্যুরেন্স এর টাকা দিতে হবে। তাহলে আপনার ভর্তি নিশ্চিত করে যে লেটার পাঠাবে সেটাকে বলা হয় CoE (Confirmation of Enrollment)। অর্থাৎ আপনি এখন অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে গেলেন।

ধাপ ৮: ভিসার জন্য আবেদন

এবার আপনি ভিসার আবেদন করবেন অস্ট্রেলিয়ায় যাবার জন্য। অস্ট্রেলিয়ার ভিসা আবেদন করার জন্য আপনাকে একটি SOP (Statement of Purpose) লিখতে হবে। অর্থাৎ আপনি কেন অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে যাবেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয় কেন পছন্দ করলেন, পড়ালেখা শেষে আপনি দেশে ফিরে যে বিরাট কিছু একটা করে ফেলবেন তা লিখতে হবে। যদি আপনার অস্ট্রেলিয়ায় থেকে যাবার ইচ্ছা থাকে তবে SOP তে কখনো লিখবেন না। SOP অনেক সময় ভর্তির আবেদনের সাথেও জমা দিতে হয়। ভিসা আবেদন করার জন্য বাসার বাইরে যাবার দরকার হবে না। আগে VFS Global এর অফিসে গিয়ে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হত। কিন্তু এখন অনলাইনে জমা দিতে হয়। তবে অনলাইনে আবেদনের পর আবার ছবি তোলা ও ফিঙ্গার প্রিন্ট দেবার জন্য তাদের অফিসে যেতে হবে। অতঃপর মেডিক্যাল করার জন্য একটা লেটার আসবে ওই লেটারে দেয়া লিস্টের যে কোন একটিতে গিয়ে মেডিক্যাল করতে হবে। তারপর অপেক্ষা করুন ভিসার জন্য। সাধারণত ৩০ অফিস দিনের মধ্যেই ভিসা রেডি হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ান ভিসা কিন্তু আপনার পাসপোর্টে লাগিয়ে দিবে না। আপনার ইমেইলে একটা লেটার পাঠিয়ে দেবে ওটাই আপনার ভিসা। অস্ট্রেলিয়ায় স্বামী/স্ত্রী বা সন্তান আনা খুবই সহজ। আপনার ভিসা হলে আপনার ফ্যামিলির ভিসাও হবে। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে আপনার ফ্যামিলির ভিসা আবেদনও আপনার সাথেই করতে পারেন। তাতে ঝামেলা কম হবে।

https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/500- এই লিংকে গেলে ভিসা আবেদনের নিয়ম, ডকুমেন্টস চেকলিস্ট ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাবেন।

ধাপ ৯: উড়াল দিন অস্ট্রেলিয়ায়

বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়া অনেক দূর। বিমানের ভাড়াও তাই বেশি। যত আগে ভিসা পাবেন তত কম খরচে টিকেট কাটতে পারবেন। কিন্তু ভিসা যদি পান সেমিস্টার শুরুর ঠিক আগে তবে টিকেটের দাম তো অনেক বেশি দিতে হবেই। অস্ট্রেলিয়ায় রওনা দেবার আগেই আপনার থাকার জায়গা ঠিক করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ায় থাকার খরচই সবচে বেশি। এবং ভাড়া দিতে হয় সপ্তাহ হিসেবে আমাদের দেশের মত মাসিক নয়। ওরিয়েন্টেশন সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারলে খুব সুন্দর একটি পরিবেশ পাবেন আপনি।

www.bjilibrary.com

ধাপ ১০: থাকবেন নাকি যাবেন?
অস্ট্রেলিয়ায় আসার আগে অনেকেই মনে করেন লেখাপড়া শেষ করে দেশে চলে যাবেন, কিন্তু অধিকাংশই আর ফেরত যেতে চান না। আপনার সিদ্ধান্তটা প্রথমেই নিতে হবে যে আপনি কী করবেন! আর সে মোতাবেক আপনার পরিকল্পনা সাজাবেন। যদি আপনার থেকে যাবার ইচ্ছা থাকে তবে যেসব বিষয়ে লেখাপড়া করলে স্থায়ী রেসিডেন্সি হবে কোর্স পছন্দ করার সময়ও সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আপনার স্টুডেন্ট ভিসা শেষ হবার আগেই পরবর্তী ভিসা আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র রেডি করতে হবে। আর যদি দেশে যাবার ইচ্ছা থাকে বা অন্য কোন দেশে যাবার ইচ্ছা থাকে তবে সেখানেও প্রস্তুত করুন আপনার আবাসন।

আমার অভিজ্ঞতা

আমি ২০১৫ সালের মার্চে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে অস্ট্রেলিয়ায় আসবো। অনেক হিসেব নিকেশ করে শুধু অস্ট্রেলিয়াকেই বাছাই করেছিলাম। মার্চের ২১ তারিখ ২য় বারের মত IELTS পরীক্ষা দেই এবং কাঙ্ক্ষিত স্কোর পেয়ে যাই। এপ্রিল মাস থেকে আবেদন শুরু করি। আমার হাতে সময় ছিলো কম এবং সবকিছু করতে হয়েছে ঝড়ের গতিতে। IDB অফিসে গিয়েছিলাম সহযোগিতার জন্য। কিন্তু তারা আবেদনের আগেই স্পন্সর এর ডকুমেন্টস দেখতে চায় যা আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছে। আর কারো কাছে না গিয়ে গুগলের সহযোগিতা নিয়ে নিজেই আবেদন শুরু করলাম। আমার রেজাল্ট ভালো ছিলো এবং IELTS স্কোরও ভালো ছিলো তাই অফার লেটার পেতে কোন সমস্যা হয়নি। আমি মোট ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি এবং ৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে অফার লেটার দেয়। যা আমার সাহসকে বাড়িয়ে দেয়। আমার কোন লেটেস্ট পাবলিকেশন ছিলো না এবং মাস্টার্স পাস করার পর ৪ বছরের স্টাডি গ্যাপ থাকায় কোন চাপ না নিয়ে Masters by Coursework এর জন্য আবেদন করি। মাস্টার্স করতে আসলে পরবর্তীতে তা রিসার্চ এবং ক্রমান্বয়ে PhD তে কনভার্ট করা যায়। আমি শুরু করলাম স্কলারশিপের জন্য দরকষাকষি। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বললো স্যরি। আর ৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় বললো ২ থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত দেবে। Macquarie University থেকে পেলাম Vice Chancellors International Leadership Award বাবদ প্রতি সেমিস্টারে ৫০০০ ডলার ছাড়। উল্লেখ্য যে আমার প্রতি সেমিস্টারের টিউশন ফি ছিলো ১৪৫০০ ডলার। তো সময় কম থাকায় ফ্যামিলি থাকা সত্ত্বেও শুধু একার জন্য ভিসা আবেদন করলাম এবং ২৮ দিনের মধ্যে ভিসা পেয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেমিস্টারের শুরুতে ওরিয়েন্টেশন উইক করে থাকে যেখানে নতুনদেরকে স্বাগত জানানো, ইউনিট বাছাই করা (এনরোলমেন্ট বলা হয়) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথায় কি আছে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়। আমি ২৩ জুলাই অস্ট্রেলিয়া পৌঁছাই এবং ২৪ জুলাই ওরিয়েন্টেশন উইক এর শেষ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। ৪ মাস পর ফ্যামিলি ভিসার জন্য আবেদন করি এবং খুব সহজেই ভিসা পেয়ে যাই। আল্লাহর রহমতে ভালোই চলছে অস্ট্রেলিয়ার জীবন। হাজার হাজার শিক্ষার্থী সারা বিশ্ব থেকে আসছে অস্ট্রেলিয়ায় পড়ার জন্য। একটু পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হলে আপনিও পারবেন বিশ্বের বিখ্যাত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। বুঝতেইতো পারছেন অনেকধাপ পেরোতে হয় অস্ট্রেলিয়ায় আসার জন্য। তাই দরকার দৃঢ় মনোবল, সময়ের সাথে দৌড়ে টিকে থাকা আর সর্বশক্তিমানের সাহায্য চাওয়া। শুভকামনা রইলো আপনার জন্য।

আব্দুর রহমান
arahman.fahim@gmail.com

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতা-২

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডির স্কলারশিপ

পিএইচডির জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো অনার্স ও মাস্টার্সে ভালো রেজাল্ট। দুটিতেই সিজিপিএ ৩.৫ এর কাছাকাছি থাকলে চলবে। তবে অনার্স ও মাস্টার্সের থিসিস কমপক্ষে ৭০ থেকে ১০০ পৃষ্ঠার হতে হবে (৮ থেকে ১২ হাজার শব্দের মাঝে)। মাস্টার্সের থিসিস থেকে ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে (যেটার ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ২ বা তার ওপর) কমপক্ষে একটি ভালো পাবলিকেশন থাকতে হবে।

ইদানীং একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। বাংলাদেশ থেকে অনেক ছেলে মেয়ে নামে মাত্র ইন্টারন্যাশনাল এমন জার্নালে পাবলিকেশন করছে। এক বছরে ৭টা থেকে ১০টা পেপার পাবলিশ করেছে এমন অনেক সিভি আমি পেয়েছি। খোঁজ নিয়ে জার্নালের কোন নাম কোথাও পাইনি। আমি বলবো তোমরা এমন নামেমাত্র জার্নালে এতোগুলো পেপার পাবলিশ না করে ভালো একটি জার্নালে একটি বা দুটি পাবলিশ করো।

বাংলাদেশ থেকে যেহেতু ভালো পাবলিকেশনের তেমন সুযোগ নেই, তাই দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান বা তাইওয়ান থেকে একটা মাস্টার্স করে ফেলতে পারো। শুধু এই কয়টি দেশই না, বাংলাদেশের অনার্স এবং মাস্টার্সের ভালো রেজাল্ট দিয়ে আরো অনেক দেশেই মাস্টার্সের ভালো সুযোগ করে নেয়া যায়। এই সুযোগে কয়েকটি ভালো পাবলিকেশন করে ফেলতে পারবে। আমি নিশ্চিত বিদেশি একটা মাস্টার্স থাকলে অস্ট্রেলিয়ার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার পিএইচডির স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, অস্ট্রেলিয়াতে মাস্টার্সের স্কলারশিপের সুযোগ অনেক কম। আবার বাংলাদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সকে অস্ট্রেলিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অনার্সের সমমানের মনে করে না (আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও জানি যে এই দুটি অনার্সের মাঝে বিশাল পার্থক্য)।

আরেকটি ব্যাপার ইদানীং লক্ষ্য করেছি, অনেকেই নিজের টাকায় মাস্টার্স করতে অস্ট্রেলিয়াতে আসে। তাদের উদ্দেশ্য, পরে পিএইচডির স্কলারশিপ ম্যানেজ করে নিবে। এটা একটা ভালো মুভ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি এই মাস্টার্সটা "মাস্টার্স বাই রিসার্চ" না হলে স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। মাস্টার্স বাই রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা হয়, তোমাকে একটা হোস্ট ল্যাবের অধীনে থাকতে হবে। তুমি যদি কোর্স ওয়ার্কে ভালো রেজাল্ট করো এবং প্রজেক্ট অংশেও ভালো কাজ করো তাহলে তোমার হোস্ট সুপারভাইজারের রিকমেন্ডেশনে তুমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই একটা ভালো স্কলারশিপ পেয়ে যাবে। না পেলে, তোমার সুপারভাইজার নিজেই একটা ফান্ড ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন (বা দেন)।

অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশুনার আরেকটি কন্ডিশন আইএলটিএস। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যা-লয়েই একটা ন্যূনতম আইএলটিএস স্কোর চায়। তবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ৬ এর (প্রতিটি ব্যান্ডে) নিচে নেই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো আইএলটিএস স্কোর দিয়ে তোমার কমিউনিকেশন স্কিল বুঝা যাবে না।

www.bjilibrary.com

তোমাকে অনেক বেশি কনফিডেন্ট হতে হবে। ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েরা তোমাদের চেয়ে অনেক কম স্কোর করেও ভালো কমিউনিকেশন করে - এর কারণ হলো তারা অনেক বেশি কনফিডেন্ট।

একটি অবজারভেশন- বাংলাদেশি বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে সিভি তৈরিতে খুবই কাঁচা। সিভিটা খুব ইনফরমেটিভ হতে হবে। যে ল্যাবে অ্যাপ্লাই করবে সে ল্যাবের সাথে তোমার বর্তমান বা ভবিষৎ কাজের মিল আছে কিনা, থাকলেও কিভাবে আছে - সিভিতে এই বিষয়টা পরিষ্কার করে দেয়া ভালো। খুব মার্জিতভাবে তোমার সকল অভিজ্ঞতার কথা লিখবে। সিভিতে ক্লাসে তোমার অবস্থান (যেমন : প্রথম আউট অফ ৭৫ স্টুডেন্টস), অনার্স বা মাস্টার্সে তোমার প্রথম শ্রেণি আছে কিনা, কোনও অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো কিনা, পাবলিকেশনের ফুল রেফারেনস এবং ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর বা সাইটেশন আছে কি না, কনফারেনসে অংশ নিয়েছো কি না (কোন লেভেলের কনফারেনস, ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস), পোস্টার বা টক দিয়েছো কি না - এসব পরিষ্কার করে লেখা ভালো। নিজের সিভি লেখার সময় অন্যেরটা দেখা ভালো কিন্তু কখনো অন্যেরটা কপি করে কিছু লিখবে না (এই বছর আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে বাংলাদেশি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রের সিভি কাকতালীয় ভাবে আমার কাছে এসেছে। এদের সিভি পড়ে আমার মাথায় হাত ! করছে কী ? তিনজনের সিভি প্রায় একই রকম- শুধু তাদের নাম আর রেফারেনস ছাড়া সবই অভিন্ন)।

আরেকটি অবজারভেশন বাংলাদেশি অধ্যাপকেরা রেফারেনস লেটার দেন খুব ভয়াবহ রকম বাজে এবং বিরক্তিকর। বাংলাদেশি অধ্যাপকদের দুটি প্রধান রেফারেনস স্টাইল আমি খুব সহজে ধরে ফেললাম। একটা স্টাইলে খুব কাঁচা ইংরেজিতে লেখা রেফারেনস লেটার দেখা যায়। এর কারণ (সম্ভবত) রেফারেনস লেটারগুলো তাঁরা নিজেরা লেখেন না, লেখে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা। মাননীয় অধ্যাপকগণ শুধু নিজের প্যাডে (বা ইমেইলে) এটা কাট এন্ড পেস্ট করেন। রেফারেনসের দ্বিতীয় স্টাইলটি আরো ভয়াবহ - একই রকম বাক্য, একই রকম শব্দ। বুঝা যায়, মাননীয় অধ্যাপকগণ হয়তো বাংলাদেশের চেয়ারম্যানদের চারিত্রিক সনদের মতো রেফারেনস লেটারের টেমপ্লেইট ব্যবহার করেন। শুধু নাম ভিন্ন - আর বাকি টেক্সট অভিন্ন। ছাত্র-ছাত্রীদের বলছি, স্কলারশিপ প্রাপ্তিতে (ডিসিশন মেকিং এ) রেফারেনস লেটার আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তাই রেফারেনস লেটার হতে হবে সুন্দর এবং শুদ্ধ ইংরেজিতে লেখা - তোমার অভিজ্ঞতার মার্জিত কিন্তু পরিপূর্ণ মুখপত্র। রেফারেনস লেটারে ক্লিয়ারলি বলতে হবে কোন বিষয়ে তুমি দুর্বল এবং কোথায় তোমার স্ট্রেংথ। একেই সাথে রেফারেনস লেটারেই বলতে হবে তোমার প্রস্তাবিত প্রজেক্টের সাথে তোমার অভিজ্ঞতা কিভাবে অ্যালাইন্ড।

Dr Muhammad J. A. Shiddiky
Senior lecturer , Griffith University

www.bjilibrary.com

নিউজিল্যান্ড

University of Auckland

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আসা প্রায় ৮০ টি দেশের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে নিউজিল্যান্ডের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা পাশাপাশি কাজ করেই নিজের খরচ যোগাতে পারে এই দ্বীপ দেশটিতে। চাইলে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন জটিলতা ছাড়াই ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যায় আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশগুলোর খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠে।
ভর্তির উচ্চশিক্ষায় নিউজিল্যান্ডই যদি হয় আপনার গন্তব্যস্থল তাহলে বসে না থেকে এখনই খোঁজ নিন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোর্সটি আপনার জন্য উপযুক্ত। চাহিদাসম্পন্ন সব বিষয়েই পড়তে পারবেন নিউজিল্যান্ডে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিজস্ব কোর্স ছাড়াও বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত অনেক কোর্সে পড়ার সুযোগ আছে। বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করার পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। আবেদন পাঠানোর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে যোগ্য শিক্ষার্থীদের ঠিকানায় 'অফার লেটার' প্রেরণ করে থাকে। অফার লেটার পাওয়ার পরই আবেদন করতে হয় ভিসার জন্য।

আইইএলটিএস-এ ভাল স্কোর থাকতে হবে

নিউজিল্যান্ডের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় 'ভাষা দক্ষতার যোগ্যতা' হিসেবে আইইএলটিএসে স্কোর থাকতে হবে অন্তত ৬.০। তবে আইইএলটিএস পরীক্ষায় কোন মডিউলে পৃথকভাবে ৫.৫ এর নিচে স্কোর থাকলে

www.bjilibrary.com

ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না শিক্ষার্থীরা। আইইএলটিএসের পাশাপাশি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের টোফেল স্কোর গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা সেদেশে পৌঁছেও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাউন্ডেশন কোর্স করার সুযোগ পাবেন। এই কোর্সটির জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের গুনতে হবে প্রতি সপ্তাহে ৩০০ থেকে ৪০০ নিউজিল্যান্ড ডলার।

ভর্তি হবেন কখন/ভর্তি হতে হলে.........

নিউজিল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়া যায় বছরে দু'বার। বসন্তকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সেশনে। বছরের শুরুতেই অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় বসন্তকালীন সেশন। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালীন সেশন শুরু হয় জুলাইয়ে। সেশন শুরু হওয়ার দুই থেকে তিন মাস আগেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা ভাল।

যেসব বিষয়ে পড়তে পারেন

ব্যাচেলর, মাস্টার্সে ছাড়াও ডিপ্লোমাতে চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে পড়তে পারবেন নিউজিল্যান্ডে। এখানকার সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ন্যাচারাল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, মেডিক্যাল সায়েন্স, বিভিন্ন বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাকাউন্টিং বিবিএ, এমবিএ, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ছাড়াও রয়েছে অনেক বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ।

আরও কোর্স সম্পর্কে জানতে পারবেন এই ওয়েব থেকে
www.studyingnewzealand.com

ভিসা আবেদন ফি প্রদান করতে হবে ব্যাংক চেক কিংবা ড্রাফটের মাধ্যমে। ক্রেডিট কার্ড কিংবা নগদে ফি গ্রহণ করা হয় না। অনুমোদিত ব্যাংকে আবেদন ফি'র সম পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রা অথবা মার্কিন ডলার জমা দিয়ে ব্যাংক ড্রাফট অথবা চেক সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে ভারতের নয়াদিল্লিস্থ ইমিগ্রেশন নিউজিল্যান্ড কার্যালয়ে।

বিস্তারিত: www.immigartion.govt.nz/branch/India/branchinformation/
www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/application/

ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্যসহ দিক নির্দেশনা পাবেন নিউজিল্যান্ড সরকারের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের এই ওয়েব লিংক থেকে-
www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/application/

স্টুডেন্ট ভিসার জন্য 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরির আবেদনের ক্ষেত্রে ভিসা পেতে ১ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। অন্যান্য আবেদনের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ৯ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

www.bjilibrary.com

কেমন খরচ পড়বে

নিউজিল্যান্ডে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদরকে সে দেশে অবস্থান করার আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণ হিসেবে প্রতি বছর অন্তত ১০,০০০ নিউজিল্যান্ড ডলারের ফান্ড দেখাতে হয়। যদিও থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বছরে ৪ থেকে ৭ হাজার নিউজিল্যান্ড ডলারের বেশি লাগে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে যদি কোন কারণে বিদেশি শিক্ষার্থী আর্থিক সমস্যায় পড়ে তাহলে নিউজিল্যান্ড সরকারের পরিচালিত 'এইড প্রোগ্রাম'-এর আওতায় আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর স্তরের কোর্স পড়তে চাইলে প্রতি সেমিস্টারে বিষয় ভেদে খরচ পড়বে ৮,০০০ থেকে ১৪,০০০ নিউজিল্যান্ড ডলার। তবে একই বিষয়ে কলেজে পড়তে গেলে প্রতি সেমিস্টারে ৫০০ থেকে ১০০০ নিউজিল্যান্ড ডলার কম খরচ হবে। প্রতি নিউজিল্যান্ড ডলার প্রায় ৫৩ টাকার সমান।

পড়াশোনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন কাজ

অন্যসব দেশের মতো পড়াশোনার পাশাপাশি এখানেও কাজ করতে পারবেন সপ্তাহে ২০ ঘন্টা। তবে ছুটির দিনগুলোতে শিক্ষার্থীরা কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছাড়াই কাজ করতে পারে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল এবং ডেলিভারি সার্ভিসের কাজ করে শিক্ষার্থীরা ১০ থেকে ১৫ নিউজিল্যান্ডডলার আয় করতে পারে। খন্ডকালীন কাজের আয় দিয়ে শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই খরচ মেটাতে পারেন।

বৃত্তির তথ্য অনলাইনে

নিউজিল্যান্ডে উচ্চশিক্ষায় আছে বৃত্তি প্রাপ্তির সুযোগ। অনলাইনে জেনে নিতে পারবেন কখন কোথায় কোন বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে নিউজিল্যান্ড সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে

- www.minedu.govt.nz

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য দেশটির সরকার ও বেসরকারি সংস্থার পরিচালিত সব কয়টি বৃত্তি কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যাবে নিউজিল্যান্ড এইডের অফিসিয়াল সাইটে www.nzaid.govt.nz/scholarships

তাছাড়া প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতি বছর ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি দিয়ে থাকে।

ভর্তি হতে পারেন যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইউনিভার্সিটি অব অকল্যান্ড (www.auckland.ac.n),
অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (www.aut.ac.nz),
ইউনিভার্সিটি অব ওয়াইকাটো (www.waikato.ac.nz),
ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ওয়ালিংটন (www.victoria.ac.nz)
লিংকন ইউনিভার্সিটি (www.lincon.ac.nz)

www.bjilibrary.com

পরামর্শ পেতে

নিউজিল্যান্ডের মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক অফিস ও অনুমোদিত এজেন্ট রয়েছে বাংলাদেশে। ভর্তি তথ্য, আবেদনের দিক নির্দেশনা এবং ভিসা প্রাপ্তিতে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন এজেন্টরা। একইসাথে তারা নয়া দিল্লিস্থ নিউজিল্যান্ড দূতাবাসের পক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আরও জানতে ভিজিট করুন এই সাইটে

www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study

চারটি ধাপে নিউজিল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা

১. বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন

সবকিছুর আগে মাথায় রাখতে হবে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের বিপরীতে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আর্থিক সামর্থ্যের ব্যাপারটি। তারপর নির্বাচন করতে হবে বিশ্ববিদ্যা-লয়। টিউশন ফি সহ আনুষঙ্গিক খরচের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা নিয়েই ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। প্রয়োজনীয় সব তথ্যই জানা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েব সাইট থেকে।

২. কাগজপত্র প্রস্তুত ও আবেদন প্রেরণ

ভর্তি আবেদন ও ভিসা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষাজীবনের সকল পরীক্ষার সার্টিফিকেট, মার্কশিট, ফি প্রদানের রসিদ, আইইএলটিএস সার্টিফিকেট, পাসপোর্টের ফটোকপি, মেডিক্যাল রিপোর্ট, আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণপত্র ও পাসপোর্ট আকারের ছবি। এসব কাগজপত্র প্রস্তুত রেখে তবেই করুন আবেদন। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা জেনে ভর্তি আবদেন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগ্যতা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীতে 'ফরমাল অফার লেটার' পাঠিয়ে থাকে।

৩. ভিসা আবেদন

স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে অফার লেটার হাতে পাওয়ার পর। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অবস্থিত নিউজিল্যান্ড দূতাবাস বরাবর। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ভিসা আবেদনের দিক-নির্দেশনা ও ফি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন এই সাইটটিতে-

www.immingration.govt.nz/branch/NewdelhiBranchHome

৪. নিউজিল্যান্ড পৌঁছার আগে ও পরে

ভিসা পাওয়ার পর নিউজিল্যান্ডে পৌঁছার অন্তত ৫ দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবগত করার জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যারাইভাল ফরম' পূরণ করে পাঠাতে হবে। সে দেশে পৌঁছার পর প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করে কোর্স শুরুর আগে বিদেশি শিক্ষার্থীদের 'ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম'-এ অংশগ্রহণ করতে হয়। এই প্রোগ্রামে সেখানে পড়াশোনা, জীবনযাত্রা, নিরাপত্তা এবং যোগাযোগ ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর ধারণা দেয়া হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

আফ্রিকা মহাদেশ

মিসর

Al- Azher University

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ও প্রাচীন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে ফাতেমীয় সম্প্রদায় ৯৭২ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা কুরআন এবং ইসলামী আইন শিক্ষা গ্রহণ করার পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে থাকে। ইসলাম ও আধুনিকতার সমন্বয়ে এটি একটি অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ইসলাম চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এটা মিসরের প্রাচীনতম ডিগ্রি গ্রান্টিং বিশ্ববিদ্যালয়। শুরুতে শুধু ইসলামী বিষয়গুলো পড়ানো হলেও ১৯৬১ সালে বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মূলত ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি সংস্কৃতির পাশাপাশি আরবি ভাষার বিস্তার ঘটানোই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সাড়ে ৪ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

অধ্যয়ন করতে কী কী ডকুমেন্ট লাগবে?

(ক) পাসপোর্ট, কমপক্ষে ছয় মাসের মেয়াদ থাকতে হবে।

(খ) পুলিশ ক্লিয়ারেন্স।

(গ) হেলথ সার্টিফিকেট।

www.bjilibrary.com

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট।
(ঙ) জন্মসনদ।
(চ) দাখিল-আলিমের সার্টিফিকেট ও মার্কশিট।
(ছ) মাদ্রাসা থেকে দাখিল ও আলিমের প্রশংসাপত্র।
(জ) কমপক্ষে পাসপোর্ট সাইজ ৪০ কপি ছবি, টুপি ছাড়া (ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে)। যদি আপনি স্যুট-টাই পরে ছবি তুলতে অভ্যস্ত থাকেন, তাহলে এটা আপনার অফিসিয়ালি কাজের জন্য খুব বেনিফিট হবে।
(ঝ) হিফয সার্টিফিকেট (যদি থাকে)।
নোট: আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ও মিসরের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য বাংলাদেশের কোনো শাইখের তাজকিয়া বা প্রশংসা-পত্র লাগবে।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কী কী ডকুমেন্ট অনুবাদ ও সত্যায়িত করাবেন?
যে সমস্ত ডকুমেন্ট আরবিতে অনুবাদ, নোটারি ও সত্যায়ন করা বাধ্যতামূলক, যেমন: পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, হেলথ সার্টিফিকেট, চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট বা পৌরসভার সার্টিফিকেট, জন্মসনদ, দাখিল-আলিমের সার্টিফিকেট ও মার্কশিট, হিফয সার্টিফিকেট (যদি বাংলা বা ইংরেজিতে হয়)। আর যদি আপনি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হন, তাহলে ২ কপি করে অনুবাদ করাবেন। যে সমস্ত মূল কাগজ-পত্র বাংলায়, সেগুলো আরবি ও ইংরেজি উভয়ভাবে অনুবাদ ও নোটারি করাবেন।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এসে আপনি কোন ক্লাসে ভর্তি হতে পারবেন ?
আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ভর্তি হওয়ার সিস্টেম হচ্ছে দুইটি।
(ক) প্রথম সিস্টেম : এখানে এসে আপনাকে আল-আজহার ইনস্টিটিউটে "লেভেল নির্ধারণী "নামক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তাই, সরাসরি কেউ এখানে অনার্সে ভর্তি হতে পারে না। আপনি যদি "লেভেল নির্ধারণী "নামক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে খুব ভালো করতে পারেন, তাহলে নিম্ন মাধ্যমিক ৩য় শ্রেণী পাবেন। নিম্ন মাধ্যমিক ৩য় শ্রেণিতে ২ মাস পর আরো একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হবে, এখানে যদি আপনি খুব ভালো স্কোর তুলতে পারেন, তাহলে আপনি "উচ্চমাধ্যমিকে বা ইন্টারে" উঠতে পারবেন। এভাবে "লেভেল নির্ধারণী" থেকে"উচ্চমাধ্যমিক বা ইন্টার"পর্যন্ত পুরো এক বছর আপনাকে আল-আজহার ইনস্টিটিউটে কঠোর পরিশ্রম করে পড়তে হবে। এভাবে কৃতিত্বের সাথে যদি আপনি পাস করতে পারেন, তাহলে আপনি অনার্সে ভর্তি হতে পারবেন। অর্থাৎ আল-আজহার ইনস্টিটিউট শেষ করতে আপনার পুরো ১ বছর লাগবে। সুতরাং অনার্স ৪ বছর+ইনস্টিটিউট ১ বছর= মোট ৫ বছর লাগবে অনার্স শেষ করতে।

(খ) দ্বিতীয় সিস্টেম : সমমানের ভিত্তিতে "আল-আজহার আরবি ভাষা-ইনস্টিটিউট"-এ ১ বছর পড়তে হবে। সম্প্রতি "বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন"আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আলিমের সার্টিফিকেট দিয়ে অনার্সে ভর্তি হওয়ার জন্য সমমানের ভিত্তিতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য চুক্তি করেছে। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, আপনাকে এক বছর "আল

www.bjilibrary.com

আজহার আরবি ভাষা-ইনস্টিটিউট”-এ পড়তে হবে। সুতরাং ভাষা-ইনস্টিটিউট ১ বছর এবং অনার্স ৪ বছর, মোট অনার্স শেষ করতে আপনার ৫ বছর লাগবে।
নোট: আমরা ব্যক্তিগতভাবে “দ্বিতীয় সিস্টেম”-কে খুব লাইক করি। কারণ, এই সিস্টেমে সময় খুব কম লাগে।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ কেমন?

(ক) ইজিপ্টে স্কলারশিপ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে সেরা স্কলারশিপ হলো আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ।
যেমন: ACCOMMODATION, TREATMENT ও তিন বেলা খানা সম্পূর্ণ ফ্রি।
(খ) মাসিক স্কলারশিপ ৫০০ মিসরীয় পাউন্ড। তবে এই বছর আরো ১০০ পাউন্ড বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং প্রত্যেক সেশনে দুইবার বই-পত্র কেনার জন্য ১০০০ (হাজার) পাউন্ড করে মোট ২০০০ (হাজার) পাউন্ড পাবেন।
(গ) আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে “সেশন ফি”টোটালি ফ্রি এবং প্রতি বছর আপনাকে ভিসার জন্য শুধুমাত্র মিশরীয় ২২ পাউন্ড খরচ করতে হবে।
(ঘ) এছাড়াও স্কলারশিপের অধীনে থাকছে ফ্রি তে ইজিপ্টের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো ট্র্যাভেলিং করা এবং আল-আজহারের অধীনে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সগুলোতে অংশগ্রহণ করা। টিকেট ও আইপ্যাড বা ল্যাপটপ।
নোট: অনার্সে কোনো ধরনের অ্যাকাডেমিক পুরস্কার নেই। তবে আপনি দেশে আসা-যাওয়ার দুইবার বিমানের টিকেট পাবেন।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় স্কলারশিপের ঘোষণা কখন দেয় ?

আমরা যতদূর জানি, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপের ঘোষণাটা প্রত্যেক বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল মাসে “দৈনিক যুগান্তর ”ও “ইনকিলাব ”পত্রিকার ভিতরের পাতায় বা লাস্ট পাতায় দেয়। কিন্তু এখন একটু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, ২০১০ সালের পর থেকে একবার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অন্য বার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্কলারশিপের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। তাই, আপনাকে যেভাবে পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাতে হবে সেভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপেজেও চোখ রাখতে হবে।
নোট: যারা মধ্যবিত্ত বা হাই ফ্যামিলির ছেলে তারা প্রাইভেটভাবে চলে আসুন। আপনারা এখানে এসেও আল-আজহারের স্কলারশিপ নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা খুব দ্রুত আসতে চান

সম্প্রতি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশি ছাত্রদেরকে ইসলামিক ডিপার্টমেন্ট গুলোতে স্কলারশিপসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য। তাই, আপনারা যারা ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে আলিম পাস করেছেন তারা নিম্নের তিন ভাইয়ের সাথে খুব দ্রুত যোগাযোগ করুন প্রাইভেটভাবে আসার জন্য। বিস্তারিত জানতে নিম্নের ভাইদের সাথে যোগাযোগ করুন:

www.bjilibrary.com

(১) সাইফুল ইসলাম আল-আজহারী। (মোবাইল নং + ৮৮০১৯১২৬৩১৩৮০)।
Facebook: https://www.facebook.com/saiful.islam.7355
(২) হারুনুর রশিদ আল-আজহারী। (মোবাইল নং +৮৮০১৭৭৭৪৭৬০১৪)।
Facebook:https://www.facebook.com/harunur.rashid.5283?-fref=pb_other
(৩) সাইফুল ইসলাম আল-আজহারী। (মোবাইল নং +৮৮০১৭৫৬৭৮৬২১৩)।
Facebook:
https://www.facebook.com/pro
ile.php?id=100006066040188&fref=pb_other
অথবা ফেইসবুকে আমাদের "STUDY IN EGYPT"এই Secret গ্রুপে নিজেকে এড করে নিন আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য। এছাড়াও আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান "ভিসি" ঘোষণা দিয়েছে যে, সমস্ত বিদেশি ছাত্রদেরকে স্কলারশিপের অধীনে নিয়ে আসবে। তবে এই জন্য আপনাকে প্রথম এক বছর নিজের টাকা দিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে।

আল-আজহার বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কখন অনলাইনে ভর্তি হবেন?

সম্প্রতি বাংলাদেশে অবস্থিত মিসর এমবাসি থেকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যে সমস্ত বাংলাদেশি স্টুডেন্ট মিসরে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে অবশ্যই "মিসর শিক্ষা মন্ত্রণালয়"-এর ওয়েবসাইটে ভর্তি হতে হবে। যারা অনার্সে ভর্তি হবেন,তাদেরকে অবশ্যই প্রতি বছর আগস্টের ১লা তারিখ থেকে অক্টোবরের ২০ তারিখের মধ্যে ভর্তি হতে হবে। আর যারা মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি-তে ভর্তি হবেন, তাদেরকে প্রত্যেক বছর আগস্টের ১লা তারিখ থেকে নভেম্বরের ৩০ তারিখের মধ্যে ভর্তি হতে হবে।

আল-আজহারে প্রাইভেটভাবে আসতে কত টাকা লাগবে ?

আমরা সাধারণত সবাইকে ২ লক্ষ টাকার কথা বলি। ১ লক্ষ টাকা খরচ করবেন বাংলাদেশে ভিসা, টিকেট ও অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্মের জন্য। আর ১ লক্ষ টাকা মিসরে আল-আজহারের স্কলারশিপ পাওয়া পর্যন্ত খরচ করতে হবে। যারা মধ্যবিত্ত বা হাই ফ্যামিলির ছেলে তাদের জন্য এই পদ্ধতিতে আসা আমরা খুব ভালো মনে করি। আর যারা আর্থিকভাবে দুর্বল, তারা স্কলারশিপের মাধ্যমে আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

মিসরের বিখ্যাত কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

মিসরে এমন কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলোর সার্টিফিকেট ও পড়ালেখার মান ইউরোপ-আমেরিকার মতো। আপনি ইচ্ছে করলে মাইগ্রেশন করে Western Country গুলোতেও যেতে পারবেন। এ ধরনের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিম্নে দেয়া হল:
(১) কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়।
(২) আইনু-শামস বিশ্ববিদ্যালয়।

www.bjilibrary.com

(৩) হেলোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়।
(৪) আলেক্সান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
(৫) ফাইয়ুম বিশ্ববিদ্যালয়।
এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে অ্যারাবিক বা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে হবে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে হলে অ্যাকাডেমিক রেজাল্টের গড় ৯০% থাকতে হবে। অন্যথায় IELTS- এ ৬.৫ লাগবে।

মিসরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে খরচ কেমন লাগে
মিসরে যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে হলে, আপনাকে প্রচুর পরিমাণ সেশন ফি খরচ করতে হবে। যেহেতু এখানে পার্ট-টাইম জব করার কোনো সুযোগ নেই, সেহেতু স্কলারশিপ ছাড়া এখানে অধ্যয়ন করা আপনার পক্ষে খুবই কঠিন হবে। স্কলারশিপ পেতে আপনাকে প্রতি বছর May থেকে June পর্যন্ত বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে চোখ রাখতে হবে। প্রতি বছর মিসর সরকার বাংলাদেশি মোট ১৩ জন স্টুডেন্টকে স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। ৯টি অনার্সের জন্য এবং ৩টি মাস্টার্স, এমপিল ও পিএইচডির জন্য।

মিসরে যে সমস্ত সাবজেক্ট খুবই ফেমাস
(1)Islamic Theology (2) Islamic Jurisprudence and Law (3) Arabic Language(4) Islamic and Arabic Studies(5) DaÕwa (Islamic Call) (6) Education(7) Languages and Translation(8) Science(9) Medicine (10) Pharmacy(12)Dentistry(13)Agriculture(14)Commerce(15)Engineering
(১৬) B.A in Islamic Science ইত্যাদি আরো অনেক সাবজেক্ট রয়েছে।

শেষ কথাঃ-কিভাবে আপনি অনলাইনে ভর্তি হবেন? কোথায় রেজিস্ট্রেশন করবেন ? কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন? কিভাবে ভিসা ও টিকেট প্রসেসিং করবেন? কিভাবে নিখুঁতভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন? কিভাবে ঢাকা ও কায়রো বিমানবন্দর ফেইস করবেন? মিসরে এসে কোথায় থাকবেন? দেশ থেকে কী কী আনবেন? স্কলারশিপের পরীক্ষায় কী কী আসে? কিভাবে মিসর এমব্যাসিতে ইন্টারভিউ ফেইস করবেন? ইত্যাদি জানতে হলে আপনাকে অবশ্যই আমাদের “STUDY IN EGYPT” এই SECRET গ্রুপে এড করে নিতে হবে। এই গ্রুপে আমরা স্কলারশিপ ও অন্যান্য যাবতীয় সিক্রেট ইনফরমেশন নিয়ে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি যে, যা আপনি অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন না। আর এই ছোট্ট আর্টিকেলটিতে সবকিছু নিয়ে আসাও সম্ভব নয়। তাই, আমরা “STUDY IN EGYPT”এই SECRET গ্রুপের সিক্রেট ইনফরমেশনগুলো আমাদের এই লেখায় তুলে ধরতে পারিনি বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

মুহাম্মাদ আরাফাত হাসান
মাস্টার্স অধ্যয়নরত, তাফসির বিভাগ, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়

www.bjilibrary.com

ব্যারিস্টার হওয়ার চ্যালেঞ্জিং পথ

আইন পেশায় গত কয়েক দশকে অনেক তরুণদের আগমন ঘটেছে। ক্যারিয়ার হিসেবে এই পেশা তরুণদের মধ্যে ভালো আগ্রহ তৈরি করেছে। একজন কোয়ালিটি সম্পন্ন আইনজীবী হওয়ার জন্য ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অনেক কাজে দেয়। যেমন অবসর সময়ে আইন বিষয়ে বই বা আর্টিকেল পড়া, অ্যাডভোকেসি নিয়ে অনলাইন কোর্স করা, আইন পেশার রোল মডেলদের বায়োগ্রাফি পড়া, ডিবেট বা মুটিং এ অংশগ্রহণ করা, ইংরেজির ওপর দক্ষতা বাড়ানো, রিসার্চ স্কিলের উন্নতি ঘটানো ইত্যাদি।

দেশের বাইরে স্বনামধন্য ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা বা আইনের ওপর প্রফেশনাল কোর্স করার সুযোগ থাকলে সেটা করা যেতে পারে যেটার মাধ্যমে নিজের স্কিল ও যোগ্যতাকে আরো ঝালাই করে নেয়া যায়। এবং সেই শিক্ষাকে আইন পেশার মান উন্নয়নের জন্য কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশের অনেক তরুণের স্বপ্ন থাকে তারা ব্যারিস্টার হবে। শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র বিশ্বেই ব্যারিস্টারদের ভালো সমাদর বা সম্মান রয়েছে। যদিও নিউজিল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার হওয়া যায়, কিন্তু যুক্তরাজ্য থেকে ব্যারিস্টার হওয়াটা তরুণদের মধ্যে আগ্রহ বেশি থাকে।
ব্যারিস্টার টাইটেল অর্জন করে এরপর বাংলাদেশে আইন পেশায় নিয়োজিত হওয়া যেমন আকর্ষণীয় ঠিক তেমনই চ্যালেঞ্জিং। ব্যারিস্টার উপাধি অর্জন করার পথ অনেক বেশি কন্টকাকীর্ণ। তবে সঠিক গাইড লাইন থাকলে, আর্থিক সামর্থ্য থাকলে, ধৈর্য ও ইচ্ছা শক্তি থাকলে এই পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব।
ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য প্রথম ধাপটি হচ্ছে যুক্তরাজ্যের যে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এলএলবিতে অনার্স করা। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে এরপর যুক্তরাজ্যে এসে এলএলবি অনার্স করা যায়। বেশির ভাগ ইউনিভার্সিটির কোর্স মেয়াদ ৩ বছর। প্রতি বছরের টিউশন ফি আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা। আবার বাংলাদেশে থেকেও 'ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের' এক্সটার্নাল এলএলবি কোর্স করা যায়। এই কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ভূইয়ান একাডেমি, নিউক্যাসেল, ব্যাকস্টোন ইত্যাদি। তারা টিউশন সেবা দিয়ে থাকে এক্সটার্নাল এলএলবি কোর্সের জন্য। তবে যাদের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে, তাদের জন্য যুক্তরাজ্যে এসে ভালো কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করাটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।
বাংলাদেশে থেকে এক্সটার্নাল কোর্সে ভালো রেজাল্ট করে পাস করাটা কিছুটা কঠিন। বার এট ল এর জন্য ভালো রেজাল্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে এক্সটার্নাল এলএলবি করার সিদ্ধান্ত থাকলে নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। শিক্ষকদের গাইড লাইড, নিজের ডিটারমিনেশন ও হার্ডওয়ার্কিং ভালো রেজাল্ট নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে এসেও পড়ালেখা করাটা চ্যালেঞ্জিং, কারণ পড়ালেখার পাশাপাশি মাসিক খরচের জন্য পার্টটাইম কাজ করার প্রয়োজন হয়। যুক্তরাজ্যে এলএলবির জন্য স্কলারশিপ পাওয়া অনেক বেশি কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। স্কলার-শিপের জন্য অনলাইনে রিসার্চের প্রয়োজন হয়। এলএলবির জন্য ভর্তির আগে স্কলারশিপের সংখ্যা কম। তবে ইউনিভার্সিটির প্রথম বছরে ভালো রেজাল্ট

www.bjilibrary.com

করলে স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ বেশি থাকে। প্রতিটি ইউনিভার্সিটির আলাদা আলাদা স্কলারশিপ রয়েছে।

ইউনিভার্সিটিতে প্রতি বছর ৩ থেকে ৪ মাসের ছুটি থাকে। এই সময়ে ফুল টাইম কাজ করার সুযোগ থাকে। ফুল টাইম কাজ করে টিউশন ফি'র কিছুটা ম্যানেজ করে নেয়া যায়। বাকি ৮ মাসে পড়ালেখার পাশাপাশি পার্টটাইম কাজ করার সুযোগ থাকে। পার্ট টাইম কাজ করে মাসিক খরচ চালানো সম্ভব। মাসিক খরচের মধ্যে রয়েছে বাসা/সিট ভাড়া, যাতায়াত খরচ, মোবাইল-ইন্টারনেট বিল, খাবারের খরচ ইত্যাদি।

যে সকল ছাত্র অন্য কোন বিষয়ে অনার্স বা মাস্টার্স করেছেন তাদের জন্য ৩ বছরের এলএলবি কোর্সের বদলে ১ বছরের Graduate Diploma in Law (GDL) কোর্স করার সুযোগ আছে। জিডিএল কোর্সের জন্য খরচ প্রায় ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা যেখানে ৩ বছরের এলএলবির পুরো খরচ প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা। এলএলবি বা জিডিএল পাস করার পরের ধাপ হচ্ছে 'Bar Professional Training Course (BPTC)' জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা। যুক্তরাজ্যে মাত্র ৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা এই কোর্স প্রোভাইড করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে BPP Law School, The University of Law, The City Law School, Manchester Metropolitan University, Nottingham Law School, The University of Northumbria, University of West of England, Ges Cardiff Law School তবে ৮টির মধ্যে ১ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য এলএলবিতে ভালো রেজাল্ট করতে হয়।

বিপিটিসিতে ভর্তি হওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা একটু কঠিন। এই কোর্সের জন্য সিট নির্ধারিত এবং অনেক বেশি কম্পিটেটিভ। বার স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (বিএসবি) মূলত ব্যারিস্টারদের Regulatory body. বিএসবি এর নিয়ন্ত্রিত অ্যাপ্লিকেশন ওয়েবসাইট থেকে বিপিটিসি কোর্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়। অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করলে ইউনিভার্সিটি অফার লেটার পাঠাবে। অফার লেটার গ্রহণ করে ৫০০ পাউন্ড ডিপোজিট জমা দিতে হয়।

কোর্স শুরু করার আগে Bar Course Aptitude Test (BCAT) নামে একটি Critical thinking & resasoning পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। সেই সাথে ৪টি Inn of Court এর একটিতে ভর্তি হতে হয়। যে বছর বিপিটিসি শুরু করা হয় সেই বছরের ৩১ শে মে এর মধ্যে যে কোন ১টি ইন অব কোর্টে ভর্তি হতে হয়। বিপিটিসি কোর্সের টিউশিন প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। কোর্সটি চলাকালীন সময়ে পার্ট টাইম কাজ করার সুযোগ কম, তাই মাসিক খরচ ও আগে থেকে ম্যানেজ করে রাখতে হয়।

www.bjilibrary.com

৪টি ইনস অব কোর্ট হচ্ছে Lincolns Inn, Grays Inn, Inner Temple, Middle Temple। মূলত বিপিটিসি চলাকালীন সময়ে এবং বারে কল পাওয়ার আগে (ব্যারিস্টার উপাধি পাওয়ার আগে) ইনস অব কোর্ট থেকে ১২টি ডিনারে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই সকল ডিনারে স্বনামধন্য ব্যারিস্টার, বিচারক, ও আইন প্রণেতারা উপস্থিত হন এবং বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অন্যান্য অ্যাক্টিভিটি ও থাকে যেমন ডিবেট, গেটটুগেদার ইত্যাদি। শুধু মাত্র ইন অব কোর্টই ব্যারিস্টার হিসেবে নাম পাবলিশ করতে পারে।

প্রায় ১ বছর মেয়াদি বিপিটিসি কোর্স খুব ইনটেন্স। বিপিটিসি কোর্স মূলত একটি প্রফেশনাল কোর্স। ব্যারিস্টার হওয়ার আগে এই পেশার জন্য যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয় এই কোর্সের মাধ্যমে। কোর্সটি সাজানোই হয়েছে ব্যারিস্টারদের যোগ্যতা, স্কিল, ও তাদের প্রফেশনাল কাজ সম্পর্কে প্রস্তুত করা। এই কোর্সে আইন শেখানো হয় না বরং কোয়ালিটি সম্পন্ন আইনজীবী তৈরি করা হয় এবং আইনজীবীদের কাজগুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যেমন ধরুন একজন আইনজীবির কাজের মধ্যে থাকে কোর্টে অ্যাডভোকেসি করা, ক্লায়েন্টের সাথে কনফারেন্স, ড্রাফটিং, ওপেনিয়ন রাইটিং, নেগোসিয়েশন ইত্যাদি।
বিপিটিসি পাস করার পরের ধাপ হচ্ছে ইনস অব কোর্টে একটা ইন্টারভিউ দেয়া। ইন্টারভিউ সুন্দরভাবে পার করতে পারলে ইন থেকে বারের জন্য কল করবে। সর্বশেষ ১২তম ডিনারের দিনে বিপিটিসিতে সফলদের ব্যারিস্টার উপাধি দেয়া হয় বা তাদের ব্যারিস্টার হিসেবে নাম পাবলিশ করা হয়।

ব্যারিস্টার হওয়ার পর বাংলাদেশের কোর্টে এনরোল করতে হয়। অন্যান্য অ্যাডভোকেটদের মত আগে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, পরবর্তীতে হাইকোর্টে এনরোল হতে হয়। কিন্তু ব্যারিস্টার হতে যেয়ে যে যোগ্যতা, স্কিল ও কোয়ালিটি অর্জন হয়েছে সেটার সঠিক ব্যবহার করে বাংলাদেশের আইন পেশাকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষকে আইন পেশার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে নেয়ার জন্য চেষ্টা করা যায়। বাংলাদেশের আইন পেশাকে যদি যথাযথ মানে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আমাদের দেশের জুডিশিয়ারিতে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব হবে। আইনের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে। মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারগুলো ফিরে পাবে।

Barrister Abbas Islam Khan

www.bjilibrary.com

বিদেশে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত ওয়েব গাইড

১। www.dst.gov.au – অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য এ সাইট টি ভিজিট করতে পারেন।

২। www.braintrack.com – এই সাইটটিতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক তথ্য দেয়া আছে। আপনি ইচ্ছে করলেই এ সাইট থেকে আপনার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। এ সাইটটির আর একটি সুবিধা হল এখানে সকল বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে একটি ইনডেক্সের মধ্যে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে।

৩। www.globaled.us – এখানে মানচিত্রের মধ্যে চিহ্নিত বিভিন্ন দেশের ওপর ক্লিক করলেই স্ক্রিনে ভেসে আসবে ঐ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য তথ্য।

৪। www.education-world.com – এ সাইটটিতে বিশ্বের সব মহাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইট সহ বিভিন্ন তথ্য দেয়া আছে। এ ছাড়া এখানে স্কলারশিপ , বিভিন্ন টেস্ট ও শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু জরুরি তথ্য দেয়া আছে।

৫। www.wes.org – আমেরিকা, কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য , ক্রেডিট ট্রান্সফার, আর্থিক সহায়তার তথ্য, ভর্তি পরীক্ষা এবং TOFEL, IELTS, SAT, GRE, GMAT এর তথ্য সমৃদ্ধ এ সাইটে আরও আছে আমেরিকায় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সকল তথ্য ও চাকরির খবরাখবর।

৬। www.educationusa.state.gov – মার্কিন ভিসা, মার্কিন শিক্ষামেলা সংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদনের জন্য জরুরি তথ্য, আর্থিক সহযে-াগিতা, বিভিন্ন কোর্স সম্পর্কে তথ্য ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্যে সমৃদ্ধ এ সাইটটি আমেরিকায় অধ্যয়নে আগ্রহীগণের জন্য চমৎকার এক দিকনির্দেশনা / গাইডলাইন।

৭। www.education.yahoo.com – ইয়াহুর এ সাইটটিতে ঢুকে আপনি যে বিষয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী সেই বিষয়ের ওপর ক্লিক করলে বিশ্বের যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঐ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাদের বিভিন্ন তথ্য ধারাবাহিক ভাবে আপনার সামনে উপস্থাপিত হবে।

৮। www.cypruseducation.com – সাইপ্রাসে পড়াশোনার যাবতীয় তথ্যসমৃদ্ধ এ সাইটে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও বর্ণনা দেয়া আছে।

৯। www.einnews.com – এ সাইটটিতে সাইপ্রাসে পড়াশোনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নিয়মকানুন দেয়া আছে।

১০। www.exchanges.state.gov – এ সাইটটিও আমেরিকায় অধ্যয়নে আগ্রহীদের জন্যে এক তথ্যবহুল সাইট।

১১। www.iic.org – বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ এ সাইটটি একটি অলাভজনক সংস্থার ওয়েবসাইট।

www.bjilibrary.com

১২। www.iefa.org – স্কলারশিপ, ঋণ, পড়াশোনায় আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াও উচ্চশিক্ষার অন্যান্য তথ্যসমৃদ্ধ এ সাইটটিতে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য।

১৩। www.internationalstudent.com – এ সাইটটিতে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা, আবাসন ব্যবস্থা, স্কলারশিপ তথ্য, আবেদন প্রক্রিয়া, কোর্স নির্ধারণ তথ্য ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স পরিকল্পনা, স্টুডেন্ট জব, TOFEL, ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।

১৪। www.financialaidofficer.com – এ ওয়েব সাইটটিতে মূলত স্কলারশিপ ও আর্থিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিস্তারিত দেয়া আছে যা উচ্চশিক্ষায় স্কলারশিপ পেতে আগ্রহীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১৫। www.f1study.com – বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই, আবেদন পাঠানো, আর্থিক সহায়তা, ভিসা পরামর্শ, SAT, TOFEL তথ্য, ভিসা প্রক্রিয়া তথ্য ও বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স তথ্যে সমৃদ্ধ এ ওয়েবসাইটটি উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশগামীদের জন্য আদর্শ একটা সাইট।

১৬। www.univsource.com – এ সাইটটিতে রয়েছে আমেরিকা ও কানাডার শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য।

১৭। www.studentreview.com – এ সাইটটিতে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন কলেজগুলোর রিভিউ।

১৮। www.usaforstudent.com – এ সাইটটিতে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের জব প্লেসমেন্ট , B1/F1 ভিসা প্রোগ্রাম নিয়ে তথ্যের পাশাপাশি রয়েছে গ্রিন কার্ডধারীদের জন্য চাকরির তথ্য।

১৯। www.internationalscholarships.com – এ সাইটটিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন স্কলারশিপ ও আর্থিক সহযোগিতার বিভিন্ন সোর্স সম্পর্কিত তথ্য।

২০। www.collegeconfidencial.com – বিভিন্ন কলেজে ভর্তির তথ্য এবং এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সুবিধা সংবলিত এ সাইটটি ভিজিট করতে পারেন আগ্রহীগণ।

২১। www.howstuffworks.com – কিভাবে ভাল কলেজ বাছাই করবেন তার পরামর্শ ও ও উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে আগ্রহীগণ ভিজিট করতে পারেন এ সাইটটি।

২২। www.nacacnet.org – এ সাইটটি National Association for college Admission Counseling নামক একটি প্রতিষ্ঠানের। এখানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন সংক্রান্ত তথ্যসহ উচ্চশিক্ষার আরো তথ্য সংগৃহীত আছে।

২৩। www.edupass.org – আমেরিকান কলেজগুলোর ভর্তির তথ্য, পড়াশোনার খরচ, স্কলারশিপ তথ্য ও আমেরিকায় থাকা-খাওয়ার তথ্য সংক্রান্ত এ সাইটটি আমেরিকায় অধ্যয়নে আগ্রহীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক সাইট।

২৪। www.euroeducation.net – ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সহ আমেরিকা-কানাডার শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য এ সাইটটি ভিজিট করতে পারেন। এ ছাড়াও এ সাইটটিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান তথ্য দেয়া

www.bjilibrary.com

আছে ধারাবাহিকভাবে।

২৫। www.dmoz.org – ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নানান তথ্যসহ সেসব দেশের নানান তথ্যসহ সেসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটে ঢোকার সুবিধাসহ বিভিন্ন তথ্য রয়েছে এ সাইটে।

২৬। www.studyabroad.com – বিদেশে পড়তে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, ইন্টার্নশিপ সহ প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ের তথ্য পাবেন এখানে।

২৭। www.123world.com – শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ এ সাইটটিতে ঢুকে ইউনিভার্সিটি সেকশনে গেলেই বিশ্বের শত শত ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে এবং তাতে ক্লিক করেই সরাসরি সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটটি ভিজিট করা যাবে।

২৮। www.goabroad.com – এটি তথ্যবহুল এবং লিংকবিশিষ্ট একটি ওয়েবসাইট। বিষয় বা দেশভিত্তিক "সার্চ" অপশনে গিয়ে এই ওয়েবসাইটটি থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন আপনার কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল, ইন্টার্নশিপ, স্কলারশিপের জন্য প্রতিষ্ঠান এবং এরকম কিছু প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল ইত্যাদি বহুবিধ জরুরি তথ্য।

২৯। www.transitionsabroad.com – শিক্ষা, চাকরি, ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে বিদেশে গমনেচ্ছুদের জন্য transitions abroad পত্রিকার ডাটাবেজ এটি। শিক্ষা, কাজ, ইন্টার্নশিপ, ভাষা শিক্ষা, অভিবাসন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখানে রয়েছে।

৩০। www.language-learning.net – কোথায় এবং কিভাবে আপনি ভাষা শিখতে পারেন তার একটি বিস্তৃত তথ্যভাণ্ডার হল এ সাইটটি। এই ডাটাবেজে প্রায় ৬০০০ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের তথ্য আছে। পৃথিবীর ২০টি ভাষা এই কোর্সগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন দেশের সরকারি স্কলারশিপের ওয়েব লিঙ্ক

১। সাইপ্রাস http://moi.gov.cy/
২। ইতালি https://www.visaservices.org.in/Italy-Bangladesh-Tracking/
৩। সিংগাপুর www.mom.gov.sg\
৪। পাকিস্তান http://www.moitt.gov.pk/
৫। সৌদি আরব http://www.moi.gov.sa/
৬। দুবাই/আরব আমিরাত www.moi.gov.ae
৭। মিসর http://www.moiegypt.gov.eg/english/
৮। বাংলাদেশ www.moi.gov.bd
৯। তানজানিয়া www.tanzania.go.tz
১০। নেপাল http://www.moic.gov.np/
১১। আলবেনিয়া http://www.moi.gov.al/
১২। জাম্বিয়া http://www.moi.gov.gm/
১৩। জর্দান http://www.moi.gov.jo/
১৪। ইন্ডিয়া http://labour.nic.in/
১৫। কেনিয়া www.labour.go.ke/
১৬। কাতার http://www.moi.gov.qa/site/english
১৭। কুয়েত www.moi.gov.kw
১৮। গ্রিস http://www.mddsz.gov.si/en
১৯। শ্রীলংকা http://www.labourdept.gov.lk/
২০। দক্ষিণ আফ্রিকা www.labour.gov.za/
২১। ইরান http://www.irimlsa.ir/en
২২। গানা http://www.ghana.gov.gh/
২৩। থাইল্যান্ড www.mfa.go.th
২৪। বাহরাইন www.mol.gov.bh
২৫। ভুটান www.molhr.gov.bt/
২৬। কলম্বিয়া www.labour.gov.bc.ca/esb/ www.gov.bc.ca/citz
২৭। কানাডা www.labour.gov.on.ca/english/
২৮। বারবাডোস www.labour.gov.bb/
২৯। কোরিয়া www.moel.go.kr/english
৩০। জাপান www.mhlw.go.jp/english/
৩১। সাইপ্রাস http://www.mfa.gov.cy/
৩২। ভিয়েতনাম english.molisa.gov.vn/
৩৩। নিউজিল্যান্ড www.dol.govt.nz/
৩৪। নামিবিয়া www.mol.gov.na/
৩৫। মালদ্বীপ mhrys.gov.mv/

www.bjilibrary.com

৩৬। মায়ানমার www.mol.gov.mm/
৩৭। লেবানন http://www.labor.gov.lb/
৩৮। পোল্যান্ড www.mpips.gov.pl/en
৩৯। ইংল্যান্ড www.ukba.homeoffice.gov.uk
৪০। বুলগেরিয়া http://www.mlsp.government.bg/en
৪১। আমেরিকা www.dvlottery.state.gov/ESC
http://www.dol.gov/
৪২। স্পেন www.mtin.es/en
৪৩। ইউক্রেইন http://www.mlsp.gov.ua/
৪৪। উগান্ডা http://www.mglsd.go.ug/
৪৫। পেলেস্টাইন www.mol.gov.ps/
৪৬। ব্রুনাই http://www.labour.gov.bn/
৪৭। ইয়ামেন http://www.dol.gov/
৪৮। নেদারল্যান্ড http://english.szw.nl/
৪৯। জামবিয়া www.mlss.gov.zm
৫০। অষ্ট্রেলিয়া http://www.workplace.gov.au/
৫১। জিমবাবুয়ে http://www.dol.gov/
৫২। ফিলিফাইন www.dole.gov.ph/
৫৩। মালয়েশিয়া www.mohr.gov.my
৫৪। রাশিয়া http://www.labour.gov.on.ca/
৫৫। ভারতীয় ভিসা আবেদন :
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/
http://indianvisaonline.gov.in/visa/indianVisaReg.jsp
৫৬। দুবাই : http://www.mol.gov.ae/arabic/newindex.aspx
http://www.mol.gov.ae/english/newindex.aspx
৫৭। কানাডা : http://www.cic.gc.ca/english/index.asp
৫৮। আমেরিকা: https://www.vfs.org.in/UKG-PassportTracking/
৫৯। ওমানের ভিসা : http://www.rop.gov.om/
৬০। আবুধাবী (দুবাই) http://www.mol.gov/
৬১। বাহরাইন http://www.markosweb.com/www/mol.gov.sa/
৬২। সৌদি আরব http://www.saudiembassy.net/
৬৩। কানাডা http://www.huembwas.org/
৬৪। সংযুক্ত আরব আমিরাত : http://www.mol.gov.ae/ownersser vices/employeeCredentia .aspx
৬৫। ওমান: http://www.rop.gov.om/english/onlineservices-vi sastatus.asp
৬৬। U.A.E ভিসা চেক করার লিঙ্ক হল
http://united-arab-emirates.visahq.com/
৬৭। সিঙ্গাপুরের ভিসা চেক দিতে চাইলে
http://singapore.embassyhomepage.com/
৬৮। Entry Permit চেক করার জন্য http://www.moi.gov.ae/

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com